476

উদ্ভিদ অভিধান

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

3939
25.3.87

উদ্ভিদ অভিধান

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক সংকলিত

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৮২

প্রকাশক ঃ
নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক
৩২/৭, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

© শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

S.C.E.R.T. West Bengal
Date 25-3-87
Acc. No. 3939

মুদ্রাকর ঃ
নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই ঃ
নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

নিবেদন

অতি প্রাচীনকালে আধুনিক কালের মতো বর্ণানুক্রমিক কোন অভিধান ছিল না, ছিল কোষগ্রন্থ, সংস্কৃতে সুললিত ছন্দে গ্রথিত। ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে জানতে হলে বিদ্যার্থীদের বহু বছর ধরে কোষগ্রন্থ মুখস্থ করতে হত। তবেই তারা শব্দ সঞ্চয় করতে সমর্থ হত। প্রাচীনকালের এই সব কোষগ্রন্থ কালে রূপান্তরিত হয় আধুনিক অভিধানে।

অভিধান সংকলন করার মতো সহিষ্ণুতার কাজ খুবই বিরল। আবার অভিধান তৈরি করায় কত যে আনন্দ তা যাঁরা না করেছেন তাঁরা অনুভব করতে পারেন না। অভিধান তৈরি করার মতো পরিশ্রম বুঝিও আর কোন কাজে দেখা যায় না। কেউ বলেন—অভিধান যাঁরা তৈরি করেন তাঁরা বিদ্যামন্দিরের 'মজুর' —তাঁরা মাল-মসলা তৈরি করে দেন, আর অন্যেরা সেই মসলা দিয়ে মন্দির গাঁথেন। আবার কেউ বলেন এটা একটা সুবিশাল সৌধ, সেই সৌধের প্রতিটি ঘর অগণিত শব্দ আর ভাষার ভাণ্ডার। কিন্তু তার প্রবেশদ্বার তালাবন্ধ। উন্মোচন করতে হলে চাই 'চাবি'। এই শব্দ ও ভাষার ভাণ্ডারের চাবি হচ্ছে অভিধান।

এখন আর কেউ কোষগ্রন্থ মুখস্থ করে না, অ-কারাদি বর্ণক্রমে শব্দমালা সাজিয়ে অভিধান সংকলন করা হয়। ১৯ শতকের আগে শব্দগুলিকে বর্ণমালা অনুসারে সাজাবার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। ইংরেজরাই এই প্রথার প্রবর্তক বলে আমার মনে হয়। কারণ ১৮০৭ খ্রীঃ কোলব্রুক সাহেব (Colebrooke, H. T.) অমরকোষকে সুসজ্জিত করে সম্পাদন করেন। তাতে তিনি পরিশিষ্টে বর্ণমালা অনুসারে শব্দগুলি সাজিয়ে দেন। অমরকোষের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় অভিধানের আবির্ভাব হয়। ইংরেজদের অনুকরণে বাংলা অভিধানের অ-কারাদি ক্রমে সাজানোর রীতি এই সময় থেকে দেখা যায়।

স্বতন্ত্রভাবে ভারতীয় গাছ-গাছড়ার কোন কোষগ্রন্থ বা অভিধান ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে, মহাকাব্যে, আয়ুর্বেদগ্রন্থে, কালিদাস প্রভৃতি কবিদের কাব্যে গাছ-

গাছড়ার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কালে ইংরেজি ভাষায় বৈজ্ঞানিক নাম সংযুক্ত করে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ্-অভিধান যাকে বলে বাংলা ভাষায় তা নেই।

এখন আমাদের কথায় আসা যাক্। এই উদ্ভিদ্-অভিধান প্রকাশ পরিকল্পনার কারণ কি? আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর সুবিখ্যাত কোষগ্রন্থ 'বঙ্গীয় মহাকোষ' (Encyclopaedia Bengalensis) রচনার সময় (১৯৩৩-৪০) তাতে সংযোজনের জন্য ভারতীয় গাছ-গাছড়ার একটি অভিধান সংকলন করেছিলেন। সেই সংকলন-পর্বে বর্তমান নিবেদক সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। বঙ্গীয় মহাকোষ মাত্র ২ খণ্ড প্রকাশের পর অকস্মাৎ পিতৃদেবের মৃত্যুতে (১৯৪০) আরব্ধ কার্য মহাকোষ বন্ধ হয়ে যায়। সংকলিত পাণ্ডুলিপি প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল অরক্ষিত অবস্থায় থেকে কীটদষ্ট হয়ে লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। সেই কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপিগুলি দেখে প্রকাশক শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ অভিধানটিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশযোগ্য করে দিলে তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে সম্মতি জানান, কারণ এ জাতীয় উদ্ভিদ্-অভিধান বাংলা ভাষায় পূর্বে কখনও সংকলিত হয়নি। তৎকালীন কয়েকটি অভিধানে নাম-মাত্র কয়েকটি উদ্ভিদের পরিচিতি আছে। এই অভিধানে পর্যায় শব্দও দেওয়া আছে। এক শব্দের অনেক মানে, আবার এক মানের অনেক শব্দ। সেগুলিকে সংস্কৃতে পর্যায় বলে—পর্যায় শব্দগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই সংকলনে যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে পরিশিষ্টে বৈজ্ঞানিক নামের ও উদ্ভিদ্‌গোত্রের পরিভাষাও সংযোজিত হল।

অভিধানটি মুদ্রণকার্যের সময় উদ্ভিদ্‌গুলির বৈজ্ঞানিক নামের যাথার্থ্য-পরীক্ষার্থে হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীগৌরীশঙ্কর ভড় মহাশয় তাঁর গ্রন্থাগারের বহু মূল্যবান পুস্তক ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছেন—তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা না ভেবে 'সাহিত্যলোক'-এর কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাংলাভাষায় এই প্রথম 'উদ্ভিদ্-অভিধান' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বাংলা ভাষার দীর্ঘদিনের একটা অভাব পূরণ করলেন।

এজন্য তিনি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই কাছে ধন্যভাজন। ছাড়িয়ে থাকা পান্ডুলিপির একত্রীকরণ, প্রেসকপি তৈরি এবং আনুষঙ্গিক শ্রমসাধ্য কাজ একা আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। একাজে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সাহায্য করেছেন আমার স্নেহাস্পদা কন্যা শ্রীমতী অনুরাধা বসু, অনুজ শ্রীসত্যেন ঘোষ, পুত্র শ্রীমান প্রদীপ ঘোষ ও অনুজপ্রতিম শ্রীদীপঙ্কর নন্দী। এদের সকলকেই আমার স্নেহাশিস জানাই।

এ ধরণের অভিধান প্রকাশে সতর্কতার সংগে কাজ করা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমি পাঠকদের কাছে দায়-বদ্ধ। যাই হোক এই অভিধান যদি অনুসন্ধিৎসুজনের সামান্যতম প্রয়োজনে লাগে তা হলেই আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে।

আশ্বিন ১৩৮৮
২বি মোহনবাগান লেন
কলিকাতা — ৭০০০০৪

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

অ°—অন্ধ্র
অভি°—অভিধান-চিন্তামণি (হেমচন্দ্র-কৃত)
অভিধা°—অভিধান-রত্নমালা (হলায়ুধ)
অম°—অমরকোষ
অস°—অসমীয়া
আ°—আরবী
আপ্‌°—Apte, V. S.: Sanskrit-English Dictionary
ই°—ইত্যাদি
ইং—ইংরেজি
উ°—উত্তর প্রদেশ
উইল°—Wilson, H.H : Sanskrit-English Dictionary (১৮১৯)
উপ°—উপবনবিনোদ
ও°—ওড়িয়া
কর্ণা°—কর্ণাট
কুমার°—কুমারসম্ভব
কেরি°—কেরি সাহেব
চরক°—চরকসংহিতা
চক্র°—চক্রদত্ত
তা°—তামিল
তে°—তেলেগু
দ্র°—দ্রষ্টব্য
দ্রাবি°—দ্রাবিড়
দ্রব্যগু°—দ্রব্যগুণদর্পণ
প°—পঞ্জাব
ফা°—ফারসী
ব-ম°—বঙ্গীয় মহাকোষ
বেল°—বেলফোর, সাইক্লোপিডিয়া
বৈদ্য-নি°—বৈদ্যক-নিঘণ্টু
বৈদ্য-শ°—বৈদ্যকশব্দসিন্ধু
বো°—বোম্বে
ব্রজ°—ব্রজবুলি
ভাবপ্র°—ভাবপ্রকাশ
ভৈষজ্যর°—ভৈষজ্যরত্নাবলী
ম°—মরাঠী
মনি°—Monier Williams, Sir: Skr-Eng. Dictionary
মলয়°—মলয়ালম
মে°—মেদিনীকোষ
রত্নমা°—রত্নমালা
রত্না-চ°—রত্নাবলীচন্দ্রিকা
রাজনি°—রাজনিঘণ্টু
রাজব°—রাজবল্লভ
শব্দ°—শব্দকল্পদ্রুম (রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকৃত)
শব্দ-চ°—শব্দচন্দ্রিকা
স°—সংস্কৃত
সমর্থ°—সমর্থকোষ
সা-প-প—সাহিত্য-পরিষদ্‌ পত্রিকা
সুশ্রু°—সুশ্রুতসংহিতা
হি°—হিন্দী

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

উদ্ভিদ্‌-অভিধান

[অ]

অংশুমৎফল—কদলী, musa sapientun, কদলী দ্র°।

অংশুমৎফলা—কদলীবৃক্ষ। কদলী দ্র°।

অংশুমতীফলা—কদলীবৃক্ষ।

অংসপারিক—মহানিম্ববৃক্ষ। মহানিম্ব দ্র°।

অকরা—[emblic myrobalan] আমলকী, phyllanthus emblica L আমলকী দ্র°।

অকরাকরভ—গাঁদাজাতীয়, আকরকরা, anacyclus pyrethrum. পর্যায়—অকরাম্ভক, অকর্কর, অকলকর, অকল্প, আকল্প।

অকরান্তক—আকরকরা দ্র°।

অকর্কর—আকরকরা দ্র°।

অকল্কর—আকরকরা দ্র°।

অকল্কা—জ্যোৎস্না দ্র°।

অকুট—ফলবৃক্ষবিশেষ। আগইফল। আগইফল দ্র°।

অক্লিকা, অক্লীকা—নীলী, নীলগাছ, [ইং the indigo plant]; indigofera tinctoria.

অক্ষধর—আসশেওড়া, trophis aspera.

অক্ষিক—মাধবীলতা, dalbergia oujeinensis, রঞ্জনদ্রুম, আচফুলের গাছ॥ রত্না-চ° বাচ° শব্দ° রত্নমা°॥

অক্ষিব—সজিনা, hyperanthera moringa.

অক্ষিভেষজ—বৃক্ষবি°। লোহিতলোধ। রাজনি°॥

অক্ষোট—পর্বতজাত পীলু, juglans regia. আখরোট দ্র°।

অখট্ট—পিয়াল, buchanania latifolia। পিয়াল দ্র°।

অখরোট—আখরোট দ্র°।

অখিলিকা—[হি° করেলী ছোটী] ক্ষুদ্র কারবল্লী, উচ্ছে, momordica charantina.

অগদ—দদ্রুঘ্নবৃক্ষ, দাদমর্দন গাছ, cassia alata॥ রাজনি°॥ দদ্রুমর্দী দ্র°।

অগরা, অগরী—এক প্রকার তৃণ। সাধারণত 'দেওতাড়' নামে পরিচিত, androgogon serratus. দেবদালিকা দ্র°।

অগরু, অগুরু—[ইং aloe wood, eagle wood, হি° ও গুজ° অগর্ ; তা° অগ্গলিবন্দ, অগর্ ; তে° হরুগুহ-চেট্ট] অগুরুচন্দন, গুগ্গুল, দীর্ঘ চিরশ্যামল বৃক্ষ, aquilaria agallocha, aquilaria ovata, amyris agallocha. পর্যায়—বংশিক, বাজার্হ, লোহ, ক্রমিজ, ক্রিমিজ, জোঙ্গক, অনার্যজ, বংশক, লঘু, পিচ্ছিল, ভৃঙ্গ, কৃষ্ণ, লোহাখ্য, রাতক, বর্ণপ্রসাদন, অনার্যক, অসার, অগ্নিকাষ্ঠ, ক্রিমিজগ্ধ, কাষ্ঠক। উৎপত্তিস্থান—হিমালয়ের পূর্বাংশ, অসম, ভূটান, খাসিয়াপাহাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা-পাহাড়, বর্মা প্রভৃতি। অগুরু পাঁচ প্রকার—১ কৃষ্ণাগুরু, ২ দাহা গুরু, ৩স্বাদ্বগুরু, ৪ মঙ্গল্যাগুরু, ৫ কাষ্ঠাগুরু ॥ রাজনি° ॥ কৃষ্ণাগুরু, কালাগুরু ॥ রঘু° ॥ কালবর্ণের অগুরু (কামরূপে পাওয়া যায়)।

অগস্তি, অগস্তিদ্রু—[হি° অগস্তিয়া, হতিয়া, বফুল হদদা ; গুজ° অগথিয়ো ; ম° অগস্তা, কন্নড় অগসেয়মরণু ; তে° লল্লয় বিসেচেট্টু, অনীসে, অবিসি ; তা° অগত্তি] মুনিদ্রুম, পাশুপত, বক, বসু, মুনি, কুম্ভযোনি, বকফুলের গাছ, বাসকোণা ফুলের গাছ, • বকফুল ॥ ব-ম° ॥, sesbania grandiflora (Carey), aeschynomene grandiflora (Wilson), Agati grandiflora. এর ফুল সাদা, লাল, নীল ও পীতভেদে চার প্রকার—ভারতের সর্বত্র জন্মে। সাধারণত ২০ হাত উঁচু, কান্ড সরল, ফুল বড়। কুঁড়ি অবস্থায় চন্দ্রকলার ন্যায় বাঁকা।

অগ্নিগর্ভা—১ শমীবৃক্ষ, সাঁইগাছ, accacia suma. শমী দ্র°। ২ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, বড়লতা ফট্কী।

অগ্নিজার—সাগরসম্ভূত ওষধিবি°। ॥ রাজনি° ॥

অগ্নিজিহ্বা, অগ্নিজিহ্বিকা—[হি° করিহারী ; মহা° কললাবী] লাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষ লাঙ্গুলিয়া, methonica superba ॥ রত্না-চ° ॥ লাঙ্গলী দ্র°।

অগ্নিজ্বালা—১ গজপিপ্পলী, scindapsus officinalis. পিপ্পলী দ্র°। ২ জলপিপ্পলী, grislea

tomentosa, ৩ ধাতকী, ধাইগাছ ॥ রাজনি° ॥ ৪ অগ্নিজার, ॥ রাজনি° ॥ ৫ লাঙ্গলীবৃক্ষ।

অগ্নিদমনক, অগ্নিদমনী—[ম° ধমামা-ভেদ, অগ্নিদমনা, কেহ কেহ শোলা বলিয়া থাকে] পর্যায়—বহ্নিদমনী, বহুকন্টকা, বল্লিকণ্টকাড়িকা, গুচ্ছ-ফলা, ক্ষুদ্রফলা, ক্ষুদ্রকণ্টকারী, ক্ষুদ্রদুষ্পর্শা, ক্ষুদ্রকণ্টকারিতা, মর্তেন্দ্রমাতা, দমনী] ক্ষুদ্রকন্টক বৃক্ষ, গণিকারী, গণিরী, গণিয়ারী, species of cantacarica, narcotic plant, solanum jacquini. দুরালভাভেদ [দুরালভা দ্র°]।

অগ্নিনির্যাস—অগ্নিজার বৃক্ষ। ॥ রাজনি° ॥

অগ্নিমন্থ—[হি° অনেথা, অণী, গণিয়ারী ; কোচ° গঁয়দারী, গণেন্দারী, ও° অগয়াকৎ ; গুজ° অরণী ; তা° মুন্নে ; ম° চামারি] পর্যায়—গণিকারিকা, শ্রীপর্ণ, হবিমন্থ, বহ্নিমন্থ, ইত্যাদি। গণিয়ারী, গণিরী, অগগান্ত, premna integrifolia, premna spinosa. গণিকারিকা, ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ premna serati-folia. ॥ ব-ম° ॥ উৎপত্তিস্থান—ভারতের সমুদ্রোপকূল, শ্রীহট্ট।

অগ্নিমালা—জলপিপ্পলী, grislea tomentesa.

অগ্নিশিখা—লাঙ্গলিকী, জংয়াড়াশাক ॥ অম° ॥ নামান্তর—অনন্তা, কলি-হারী, হলিনী, লাঙ্গলী, বিশল্যা।

অগ্রপর্ণী—শূকশিম্বী, আলকুশী গাছ, carpopogon pruriens, অজলোমাবৃক্ষ ॥ রত্নমা° ॥ আলকুশী দ্র°।

অগ্রবীজ—কুবণ্টাদি বীজাগ্র বৃক্ষমাত্র, কলমের গাছ, যেমন—gomphroena globosa. ॥ অভি° ॥

অগ্রিমা—লবণীফল, লবলীফল, লোণাফল, amnona reticulata.

অঙ্গনাপ্রিয়—অশোকবৃক্ষ, jonesia asoca.

অঙ্গারপর্ণী—বামনহাটি গাছ, clerodendron siphonanthus.

অঙ্গারমঞ্জরী, অঙ্গারমঞ্জী—রক্তকরঞ্জ, মহাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, caesalpinia bonducella. ॥ রাজনি° ॥

অঙঘ্রিনামক—দমনকবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

অঙঘ্রিপর্ণিকা—অঙঘ্রিবলা, অঙঘ্রি-বল্লিকা, চিত্রপর্ণীবৃক্ষ, পৃশ্নি-পর্ণী বৃক্ষ, চাকুলিয়া গাছ,

hedysarum lagopodiodes.

অজকেশী—নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ।

অজক্ষীরনাশ—শাখোটবৃক্ষ, শ্যাওড়া গাছ, streplus asper. সম্ভবত ইহা ভক্ষণে ছাগীর দুধ নষ্ট বা শুষ্ক হইয়া যায় বলে এই নাম। শ্যাওড়ার ক্ষীর বা আঁঠা ২।৪ ফোঁটা দুধে দিলে দুধ জমিয়া দধিতে পরিণত হয় শোনা যায়। ॥ ব-ম° ॥

অজটো—ভুম্যামলকী, ভুঁই-আমলা দ্র°।

অজড়া—আলকুশী, শূকশিম্বী।

অজদণ্ডী—ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ, বামুনহাটী গাছ ॥ রাজনি° ॥

অজপ্রিয়া—ফুলগাছ।

অজবলা—কৃষ্ণতুলসী, কালো তুলসী।

অজভক্ষ—বধুরবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

অজমল—গোধুম, গম।

অজমোদ—[স° অজাজী] দীপ্য, যমানী, যোয়ান, cummin-seed.

অজমোদা—রাঁধনী, রাঁধুনি, pinipinela. apium involucratum—eppich ligusticum ajowan. পর্যায়—খরাহ্বা, বস্তমোদা, উগ্রগন্ধা, মর্কটী, মোদা, গন্ধদলা, হস্তিকাবরী, গন্ধপত্রিকা, মায়ূরী, শিখিমোদা, মোদাঢ্যা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকুশী, বিশালী, হয়গন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, ফলমুখ্যা, বিশল্যা ॥ ব-ম° ॥

অজমোদিকা—অজমোদা।

অজহা—শূকশিম্বী, আলকুশী দ্র°।

অজাগর—ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ, eclipta or verbesena prostata.

অজাজি, -জী—শ্বেতজীরক, cuminum cyminum, কৃষ্ণজীরক, nigella indica, কাকোদুম্বরিকা ficcus oppositifolia. ॥ মনি° ॥

অঞ্জনাধিকা—কৃষ্ণকার্পাস বৃক্ষ। কালাঞ্জনী দ্র°।

অঞ্জনী—কটুকাবৃক্ষ, কটকী গাছ black hellebore, picrorrihiza karroa, কালাঞ্জনীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

অঞ্জলিকারিকা—লজ্জালু (স্পর্শমাত্র ইহার পত্র সম্বন্ধ হইয়া যায়) mimosa natans, mimosapudisa ॥ রাজনি°, ভাব-প্র°। পর্যায়—রক্তপাদী, শমীপত্রা, সমঙ্গা, নমস্কারী, গন্ধকারী, স্পর্শসঙ্কোচপর্ণিকা, স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জিকা, স্পর্শলজ্জা, অস্ররোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা ॥ রাজনি°,

ধন্বন্তরি-নি° ॥

অঞ্জীর, অঞ্জীরক—বড় জাতীয় পেয়ারা গাছ [হি° অঞ্জীর ও আমরূথ], আঁজীর, ficus carica, psidium pomiferum.

অটরূষ,—বাসক দ্র° ।

অট্টহাসক—কুন্দবৃক্ষ, কুঁদফুলের গাছ, jasminum multiflorum বা hirsutum. ॥ রাজনি° ॥

অড়র, অড়হর [সং আঢ়কী—আঢ়ক—আড়হর ; হি° অড়হর, রহর, ঢ়হর ; ম° তর, তুর ; ও° হরড় ; গুজ° তুরদান, তুবীয়ো ; তা° তুবরই, থোবারে ; তে° কন্দলু ; ফা° শকুল ; পাবনায় অড়োল] শিম্বাদিবর্গের কৃষিজাত কলায়বিশেষের গাছ, অড়হর গাছ, cajanus indicus. ডাঃ ওয়াট বলেন—এই গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতে আসিয়াছে ।

অণু—সূক্ষ্ম ধান্যবিশেষ । চীনা ধান, panicum miliaceum.

অণুরেবতী—দন্তীবৃক্ষ, croton polyandrum. ॥ রাজনি° ॥

অন্ডকোটরপুষ্পী—অজান্ত্রীবৃক্ষ, নীল রাস্না, নীলবুহ্ন ।

অতসী—তিসি, linum usitalessimum. মসিনা, অলসী । পর্যায়—চণকা, উমা, ক্ষৌমী, রুদ্রপত্নী, সুবর্চলা, পিচ্ছিলা, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, ক্ষুমা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুষ্পিকা ॥ শব্দ° ॥ প্রাচীনকালে আর্যগণ মসিনা গাছ আবিষ্কার করিয়া, উহার সূত্র দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন । তিসি দ্র° । যে ফুলকে সচরাচর আমরা ‘অতসী’ বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম ‘বিলঝন্‌ঝন্‌, crotalaria sericea, এই প্রকার আর একপ্রকার গাছকে আমরা বন-আতুসী crotalaria retusa বলে ।

অতিকেশর—কুব্জকবৃক্ষ, কাঁটা সেঁউতি ॥ রাজনি° ॥

অতিগন্ধ—১ চম্পকবৃক্ষ, চাঁপাগাছ ॥ রাজনি° ॥ ২ ভূতৃণ ॥ রাজনি° ॥

অতিচর—স্থলপদ্ম, hibiscus mutabilis ॥ অম° রাজনি° ॥

অতিচ্ছত্র—বেঙের ছাতা, কোঁড়ক, কোঁড়, agaricaceae, agaricus campestris. or psalliata campestris. ইং mushroom toadstool. পর্যায়—ছত্রা, ছত্রাক, শিলীন্ধ্র, শিলীন্ধ্রক, ভূমিছত্র

॥ অম° শব্দ° ভাব-প্র° ব-ম° ॥

অতিচ্ছত্রক—১ভূতৃণ, গন্ধতৃণ, ২ ছত্রবৃক্ষ, ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, গোরক্ষ-চাকুলিয়া ॥ রাজনি° শব্দ° ভাবপ্র° ॥

অতিচ্ছত্রা—শতপুষ্পা, শুলফা, peacedanum graveolens or sowa. অতিচ্ছত্রা বা শুলফা রবিশস্যের শ্রেণীভুক্ত।

অতিতীক্ষ্ন—১ শোভাঞ্জনবৃক্ষ, সজিনা গাছ। ২ অজমোদা।

অতিতীক্ষ্না—রক্তসর্ষপ।

অতিতীব্রা—গণ্ডদূর্বা, গাঁটদূর্বা, ॥ রাজনি° ॥

অতিদীপ্য—রক্তচিত্রকবৃক্ষ, রাঙচিতা, plumbago rosea. পর্যায়—কাল-ব্যাল, কালমূল, মার্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ, রক্তচিত্র ॥ শব্দ° ॥

অতিপত্র—হস্তিকন্দবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ শাকবৃক্ষ, সেগুন গাছ।

অতিপত্রা—বলা, বেলেড়া, sida cordifolia.

অতিবলা—পীতবলা, পীতবর্ণ বেলেড়া, পীতবাকুলি, sida rhombifolia.

অতিমঙ্গল্য—বিল্ববৃক্ষ, aegle marmelos.

অতিমুক্ত—১ তিনিশবৃক্ষ, dalbergia oujeinensis, ২ মাধবীলতা।

অতিমোদা—১ নবমল্লিকা, jasminum heterophyllum or arboreum, ২ সেউতি।

অতিরক্তা—জবাপুষ্পবৃক্ষ ॥ বৈদ্যনি° ॥

অতিরসা—১ মূর্বা, মুরগা sansebiera zeylanica. ॥ বৈদ্যনি° ॥ ২ যষ্টিমধু ॥ রাজনি° ॥

অতিলোমশা—নীলবুহ্না, ছাগলাবেঁটে concolvulus argenteus.

অত্যম্ল—তিন্তিড়ী ফল, তেঁতুল ॥ রাজনি° শব্দ° ॥

অত্যম্লা—বনবীজপূরক, ট্যাবালেবু, a species of citron.

অত্যাল—রক্তচিত্রকবৃক্ষ, রাঙচিতাগাছ, plumbego rosea. ॥ রাজনি° ॥

অত্যূহা—নীল শেফালিকা ॥ মে° ॥ নীলপুষ্পনিসিন্দা, যে নিসিন্দার পুষ্প নীলবর্ণ।

অদল—হিজ্জলবৃক্ষ, ন্যাড়া সিজ ॥ শব্দচ° ॥

অদ্রিকর্ণী—অপরাজিতা, clitoria ternatea ॥ রাজনি° ॥

অদ্রিজা—সিংহল দেশীয় পিপ্পলী, সৈংহলী বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ শব্দ° ॥

অদ্রিভূ—অপরাজিতা লতা, আখুকর্ণী বা ইন্দুরকানি নামক পর্বতীয়

লতাবি° ॥ ব-ম° ॥
অধঃপুষ্পী—১ অবাক্‌পুষ্পী, মঙ্গল্যা, অমরপুষ্পিকা, pimpinella anisum, ২ গোজিহ্বানামক ক্ষুপবি°, চোরকাঁটা, ভাঁটুই, elephantopus scaber ॥রত্না-চ°॥
অধোঘণ্টা—অপামার্গ, achyranthes aspera ॥ রত্না-চ° ॥ শীষের নীচে ঘণ্টার মত ফল।
অধোবির্ণী—ব্রাহ্মীশাকবি° herpestis monneiria, জলনিম।
অধোমার্গব—অপামার্গ, আপাং গাছ ॥ রাজনি° ॥
অধোমুখ—অনন্তমূল লতা, hemidesmus indicus.
অধোমুখী—গোজিহ্বা লতাবি°, premna escubenta. ॥ রাজনি° ॥
অধ্বগভোগ্য—আম্রাতক, আম্রাত, আমড়া, spondias mangifera ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥
অধ্বজা—স্বর্ণুলীবৃক্ষ, স্বর্ণপুষ্পীবৃক্ষ, সোনাগাছ।
অধ্বশল্য—অপামার্গ, আপাং গাছ ॥ রাজনি° ॥
অধ্বাসিংধক—সিন্দুবারবৃক্ষ ॥ রাজনি°॥
অধ্বান্তশাত্রব—শ্যোনাকবৃক্ষ,শ্যোনাগাছ, bignonia indica, উইলসন মতে cassia fistula (cathartocarpus fistula Pers)। ইহা ছায়ায় প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে ॥ আপ্‌° ॥
অধ্যণ্ডা—১ কপিকচ্ছু, শূকশিম্বী বা আলকুশী, ভুঁই-আমলা, flacouritia cataphracta. ॥ রত্না-চ° ॥ ২ কুলেখাড়া ॥ মদনপাল ॥ অজশৃঙ্গী, carpopogon pruriens. ॥ অম° ॥
অনংশুমৎফলা—কদলী, কলাগাছ, musa paradisiaca ॥ ব-ম° ॥
অনড়ুজ্জিহ্বা—গোজিহ্বা (অনন্তমূল), elephantopus scaber ॥ রাজনি°॥
অনদ্য—গৌরসর্ষপ, শ্বেতসরিষা, রাইসরিষা।
অনন্ত—সিন্ধুবার, নিসিন্দাগাছ, vitex trifolia ॥ আপ্‌° ॥
অনন্তমূল, অনন্তা—লতাজাতীয় বনৌষধি বি°। [হি° সালসা ; ম° অনন্তমূল ; গুজ° কালীবেল্য ; ও° গুয়াপানমূল ; ত্রা° নন্নারি ; বোম্ব° উপলসার ; পারস্য° যাস নুনেবাবরি ; তে° মুত্তপুলগম ; মলয়° নারুনিণ্ডীত ; ই° Indian sarsaparilla] ইহার বৈজ্ঞানিক নাম hemidesmus indicus, Roxburgh তাঁহার Flora

Indica-তে ইহাকে asclepias pseudosarsa নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অর্ক-গোত্রীয় (asclepiadacae) বৃক্ষ। পর্যায়—ধবলা, শারিবা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, শ্যামা, গোপবল্লী লতা, আস্ফোতা ও চন্দনা ॥ ব-ম° ॥

অনন্তমূলী—রক্তদূরালভা।

অনন্তা—অনন্তমূল। পর্যায়—দূর্বা, স্বর্ণক্ষীরী, শ্বেত ও নীল দূর্বা, হরীতকী, আমলকী, গুরুচী।

অনল—১ অগ্নিচিত্রক, রক্তচিত্রক, রাঙচিতা, plumbago zeylanica and rosea ॥ রাজনি° ॥ ভল্লাতক, ভেলা, semicarpus anacardium ॥ রাজনি° ॥

অনলপ্রভা—জ্যোতিষ্মতীলতা বা লতাকট্কী, cardiospermum halicacabum L. ॥ রাজনি° ॥

অনল-বিবর্ধন—কর্কটিকা, কাঁকুড়গাছ।

অনলি—বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ, agati grandiflora ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥ sesbana g.

অনাক্রান্তা—তৃণবি°, কণ্টকারিকা solanum jacquini ॥ রত্নমা° ॥

অনার্যক, অনার্যজ—অগুরু কাষ্ঠ ॥ রাজনি° ॥

অনার্যতিক্ত (ক)—কিরাততিক্ত বা চিরতা, gentiana chirata ॥ অম° ॥

অনিক্ষু—ইক্ষুসদৃশ কাশবি°, নাটা আক, নটা ঘাস saccharum spontaneum ॥ রত্নমা° ॥

অনিমক—মধুক বৃক্ষ, মহুয়া গাছ। ॥ বো-রো° ॥

অনির্মাল্যা—পৃক্কা বা পিড়িং শাক ॥ রত্না-চ° ॥

অনিলঘ্নক—বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়া গাছ, terminalia bellerica Roxb. ॥ রাজনি° ॥

অনিলপুষ্প (বিলাতী) উদ্ভিদবি°। anemone.

অনিলনির্যাস—পিয়াল; পিয়াশাল—বৃক্ষ ॥ বৈদ্য-বি° ॥

অনিলান্তজ—১ ইঙ্গুদীবৃক্ষ, অঙ্গার-পুষ্প ॥ রাজনি° ॥ ২ জীর্ণপুতি বৃক্ষ, পানমরিচ গাছ।

অনিষ্টা—নাগবলাবৃক্ষবি° sida alba Lin. ॥ রাজনি° শব্দ° ॥

অনুকূলা—দন্তীবৃক্ষ, croton polyandrum.

অনুপুষ্প—শরবৃক্ষ, খাগড়া গাছ saccharum sara Roxb. ॥ শব্দ° ॥

অনুলোমন—হরীতকী ॥ ভাবপ্র° ॥
অনুষ্ণ—উৎপল, nymphaeca caerulea ॥ রাজনি° ॥
অনুষ্ণবল্লিকা—নীলদূর্বা, panieum dactylon ॥ রাজনি° ॥
অনূপজ—আদা দ্র° ।
অন্তঃকোটরপুষ্পী— নামান্তর— অণ্ড-কোটরপুষ্পী। নীলবুহ্মা, ছাগল-বেঁটে। ইহার ফুল পাতার ভিতর ঢাকা থাকে ॥ রত্না° ॥
অন্তঃসলিলা—নারিকেল, তরমুজ প্রভৃতি।
অন্তর্গর্ভ—কলাগাছ, কুশ। ভিতরে মাইজ বা শীষ যুক্ত।
অন্তমূল—[হি° অন্তমূল, জংলী—পিক্‌রাল; ও° মেদী] অর্কাদিবর্গের লতাবি°, tylophora asthmatica.
অন্তিকা—echites scholaris.
অন্ত্রপাচক—ভেষজবি°; aeschynomene grandiflora. ॥ সুশ্রু° ॥
অন্ত্রমোড়া—আবর্তনী, আঁতমোড়া, helicteres isora. ফলের গায়ে অন্ত্রের মত পাক দেওয়া আছে।
অন্ত্রবল্লিকা, অন্ত্রবল্লী—১ মহিষবল্লী-লতা ॥ রাজনি° ॥ ২ সোমবল্লীলতা ॥ বৈদ্য-শ° ॥
অন্ধমূষিকা—দেবাতাড়বৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥
অন্ধুল—শিরীষবৃক্ষ, acacia sirissa ॥ শব্দচ° ॥ ইহার পুষ্প দেখিলে বিয়োগী অন্ধপ্রায় হয় ॥ ব-ম° ॥
অপ্‌রং—বেতগাছের মত, calamus species. বেত ও ফলের ন্যায় রঞ্জন রং—red resin—East Indian dragonis blood. আসল অপ্‌রং অন্য গাছ (dracoena) হইতে পাওয়া যায়। ভারতে এ গাছ জন্মায় না।
অপাঙ্গ—অপামার্গ দ্র°।
অপরাজিতা—[স° অশ্বভরা, অস্ফোত; ম° গোকর্ণী, কণ্ঠী, পন্‌ঢরী, গুজ° গরণী; তে° নীলগণ্টুনা; তা° কফেকানম্‌ কদি; হি° বিষ্ণু-ক্রান্তি, সফেদ কোয়ল, নীলীকোয়ল] লতাবৃক্ষবিশেষ। ১ নীল বা শ্বেত ফুলের গাছ, clitoria ternatea, পর্যায়—আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, গবাক্ষী, অশ্বখুরী, শ্বেতা, শ্বেতভণ্ডা, গবাদনী, অদ্রিকর্ণী, কটভী, দধিপুষ্পিকা, সিতপুষ্পী, শ্বেতস্পন্দা, ভদ্রা, সুপুত্রী, বিষহন্ত্রী, নগপর্যায়কর্ণী, অশ্বাহ্বাদিখুরী, গর্দভী ॥ অম° রত্না-চ° শব্দ° ॥ ১ অপরাজিতা লতা

ও পুষ্প ভারতের সবস্থানেই হয়। ফুল সাধারণত নীলাভ; শাদা ও বেগুনী রঙের হয়। ফুল প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। ২ জয়ন্তীবৃক্ষ, aeschynomene sesban, ৩ অশনপর্ণী, marsilla quadrifolia, ৪ শেফালী, nyctanthes arbor-tristis, ৫ শমী, শমীভেদ, লঘুশমী, mimosa suma, ৬ শঙ্খিনী, ৭ হপুষাভেদ ॥ ব-ম° ॥

অপশোক—অশোকবৃক্ষ ॥ আপ্° ॥

অপাকশাখ—আদা দ্র°।

অপাঙ্গক—অপামার্গ ॥ মনি° ॥

অপামার্গ—[স° অপামার্গ; হি° চিরাচিটী, লটজিরা; বোম্ব° ও ম° অঘদ, আঘাড়া; ও° অঘেজে; ক° উত্তরণে, চিচিরা; ফা° খারবাস-গোতা; অ° অৎকম; পঞ্জা° কুদ্র; তে° অপ খ্যরেরাজ্জম; তা° ন-যুবিভট] আপাং গাছ, অপাঙ্গ, অপাং, আপাঙ্গ achyranthes aspera, বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পর্যায়—ময়ূরক, খরমঞ্জরী, শিখরী, প্রত্যক্‌পুষ্পী, কিনিহী, পঙ্‌ক্তি-কন্টক, ক্ষরক, ধামার্গব, কীশপর্ণী, কাণ্ডীরক, মর্কটী, কটুমঞ্জরিকা, কন্টী, পান্ডুকন্টক, কুব্জ, অধ্বশল্য, পরাক্‌পুষ্পী ॥ শব্দ° ব-ম° ॥

অপালঙ্ক—সোঁদাল গাছ, cassia fistula ॥ আপর ॥

অপুষ্প—[ম° ফনস] পনসবৃক্ষ, উদুম্বর বৃক্ষ, jack tree, artocarpus integrifolia. ॥ গোল্ড° ॥

অপেতরাক্ষসী—তুলসী ॥ আপ্° ॥

অফলা—১ ভূম্যালকী, ভুঁই-আমলা, ২ ঘৃতকুমারী।

অবাকপুষ্পী—অধঃপুষ্পী দ্র°।

অব্জ—নিচলবৃক্ষ, barringtonia acutangula.

অব্জবীজভৃৎ—শ্বেতবকরবী বৃক্ষ।

অব্দ—মুস্তা, মুতা; নাগরমুতা ॥ শব্দ° ॥ cyperus rotundus.

অব্দনাদ—কাঁটা নটে, মেঘনাদ ক্ষুপ।

অব্দনাদা—শঙ্খিনী লতা।

অব্দিবৃক্ষ—শাখিমূলবৃক্ষ।

অভয়া—[ম° হিবড়া] হরীতকী, chebula retz.

অভয়দা—ভুঁই-আমলা, আমলকী।

অভীরু—শতমূলী।

অভীষ্ট গন্ধা—মাধবীলতা।

অমর—কয়েকটি বৃক্ষ—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ বটী, ৩ মহানীলী, ৪ ঘৃত-

কুমারী, ৫ স্নুহী, ৬ গুড়ুচী, ৭ দূর্বা ॥ শব্দ ॥

অমরজ—খদিরবৃক্ষবিশেষ।

অমরতরু, অমরদারু—ইন্দ্রের পারিজাত কাননের বৃক্ষ ॥ আপ্ ॥

অমরদ্রু—বিটখদিরবৃক্ষ, গুয়েবাবলা।

অমরপুষ্প, অমরপুষ্পক—কেতব, চূড়, তৃণবিশেষ। পুগফল, সুপারী, কাসতৃণ, আম্র।

অমরপুষ্পিকা—অধঃপুষ্পীবৃক্ষ ॥আপ্॥ anethum sowa.

অমরবল্লরী, অমরবেল—[ম° আংধলা] আকাশবল্লী লতা।

অমরাগন্ধক—কাপূর, gratisloides r, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।

অমরাবেল—[স° আকাশবল্লী] অলোকলতা, স্বর্ণলতা, reflexon Rox.

অমলকুঁচি—[হি° বার্কোর মল] কাঁটাযুক্ত গুল্ম, digyne Rox.

অমলা—১ সাতলাবৃক্ষ, ২ ভুঁই-আমলা।

অমলাজ্ঝটা—ভুঁই-আমলা।

অমলাতকা—মহারাজতরুণীপুষ্প বৃক্ষ, চামেলী, বেলফুল ॥ হলা° ॥

অম্লা—অগ্নিশীলা, methonica superba lam.

অমৃণাল—অভয় দ্র°।

অমৃত-উদ্ভব—বিল্ববৃক্ষ।

অমৃতজটা—জটামাংসী।

অমৃতফলা—পটোল, পারাবত, দ্রাক্ষা, আমলকী।

অমৃতলতা, অমৃতিলতিকা—লতাবিশেষ, গুড়ুচী।

অমৃতসম্ভবা—গুড়ুচী, গুলঞ্চ।

অমৃতশ্রব—রুদ্রন্তী বৃক্ষবিশেষ ॥ আপ্ ॥

অমোঘ—পাটলীবৃক্ষ, বিড়ঙ্গ, কৃমিঘ্ন।

অম্বরদ—কার্পাসবৃক্ষ।

অম্বরাত—আম্রাতকবৃক্ষ।

অম্বরীপ—আম্রাতকবৃক্ষ।

অম্বষ্টা, অম্বষ্ঠা—চারাবিশেষ। পর্যায় —গণিকা, যূথিকা, পাটা, চন্দ্রিকা, অঙ্গারা।

অম্বষ্টিকা, অম্বষ্ঠিকা—ব্রাহ্মী। আকনাদি দ্র°। siphonathus indica.

অম্বুকন্দ—পানিফল, শৃঙ্গাটক।

অম্বুকৃষ্ণা—জলপিপ্পলী।

অম্বুকেশর—দোমক্ষবৃক্ষ।

অম্বুজ—হিজলবৃক্ষ, জলবেতস, eugonia acutangula.

অম্বুদ—cyprus rotundus.

অম্বুণ্ট—অম্মন্তকবৃক্ষ, পাহাড়ী শিরীষ।

অম্বুধিশ্রবা—ঘৃতকুমারী।

অম্বুপ—চাকুন্দা গাছ।

অম্বুবল্লিকা—কারবেল্লী, করেলা।
অম্বুবাসী—পাটলাবৃক্ষ, bignonia suaveolens.
অম্বুবাহ—অম্বুদ দ্র°।
অম্বুভৃৎ—অম্বুদ দ্র°।
অম্বুসারা—কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ।
অম্ভোজা—যষ্ঠিমধুলতা।
অম্ভোদ—অম্বুদ দ্র°।
অম্ভোদর—অম্বুদ দ্র°।
অম্রাত—আমড়াগাছ।
অম্লনিম্বুক—গোঁড়ালেবু, citrus acida.
অম্লপত্র—১ অশ্মন্তকবৃক্ষ, ২ তুলসীগাছ ॥রাজনি°॥ caesalpinia olaeosperma.
অম্লপত্রক—১ অম্লকুচাই, ২ আমরুল ॥ রাজনি° ॥
অম্লপনস—মান্দার, লিকুচবৃক্ষ, artocarpus lacucha.
অম্লপর্ণিকা, অম্লপর্ণি—বৃক্ষবিশেষ।
অম্লপাদপ—তেঁতুলগাছ।
অম্লরুহা—মালবদেশজাত নাগবল্লী ॥ রাজনি° ॥
অম্লবতী—আমরুললতা দ্র°।
অম্লবাটক, অম্লবাতক—আম্রাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ দ্র°।
অম্লবাস্তুক—চাঙ্গেরী, আমরুল দ্র°।
অম্লবাস্তুক—শাকবি°। টকপালং, অম্লবেতস।
অম্লবিন্দুল—অম্লবেতস।
অম্লবেতস—ক্ষুপবি°। [হি° অমলবেৎ; কোচ° থৈকড়; মহা° চুকা; গুজ° অচবেত; ফা° তুর্ষক, সংগুম্লহা] অম্লবেতস, চুকপালং, টকপালং, rumex vesicarius.
অম্লশাক—টকপালং।
অম্লষ্টা—আমরুল।
অম্লসার—১ চুক্র, চুকপালং, ২ নিম্বুক, ৩ হিন্তাল।
অম্লস্তম্ভনিকা—তিন্তিড়ী, তেঁতুল।
অম্লহরিদ্রা—আমহরিদ্রা, শঠিবৃক্ষ আমহলুদের গাছ।
অম্লা—১ তেঁতুল, ২ আমরুল, ৩ বনমাতুলুঙ্গ, ৪ অম্লবেতস, ৫ বর্ষামল্লিকা।
অম্লাতকী—পলাশীলতা।
অম্লাদান—কুরণ্টকবৃক্ষ।
অম্লান—১ আমলা বা আঁবলাফুলের গাছ, ২ বাঙ্গুলীবৃক্ষ, ৩ পদ্ম।
অম্লানা—মহাসেবতী পুষ্পবৃক্ষ, বড় সেউতী গাছ।
অম্লোটক—অম্লপত্র দ্র°।
অযুগ পলাশ—বৃক্ষবিশেষ।
অযুগ্মচ্ছদ—সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিমগাছ।

অযুগ্মপর্ণ—সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

অরগ্বধ, আরগ্বধ—সোঁদালগাছ, cassia fistula.

অরণি, অরণী—গণিকারিকা, দুরালভা, শ্যোনা গাছ, চিত্রকবৃক্ষ।

অরণিসেতু—মহাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, বড় গণিয়ারী গাছ, premna spinosa.

অরণ্যকণা—১ কটু জীরক, ২ বন পিপ্পলী।

অরণ্যঘোলিকা, অরণ্যঘোলী—বনঘোলী গুল্ম।

অরণ্যশালি—অরণ্যধান্য, নীবার।

অরবিন্দ—পদ্ম।

অরলু—শ্যোনা গাছ।

অরাষক—[সং বাসক, সিংহমুখী, সিংহপর্ণী ; হিং অরূপ ; তাং এধাডোণ্ড ; তেং আদাসরা] বাসক vasica nees.

অরিমেদ—বিট্‌খদির, গুয়েবাবলা, acacia farnesiana ; mimosa.

অরিষ্ট—১ রিঠা বা রীঠা গাছ, ২ নিম্ব বা ফেনিলা soapberry plant ॥ শ্রীকণ্ঠং ॥

অরিষ্টা—নাগবল্লী।

অরুণা—[হিং পুঁড়েরী] পৌণ্ডরীক নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ, root stock of nymphœa plant, ২ জবা, ৩ ইন্দ্রাবারুণী, ৪ গুঞ্জা, ৫ পুনর্ণবা, ৬ মুণ্ডিটিকা বা মুণ্ডিরী বা বড় থলকুড়ী sphaeranthus indicus.

অরুহা—ভুঁই-আমলা।

অর্ক—আকন্দগাছ calotropis gigantea.

অর্ক-কান্তা—হুড়হুড়িয়া দ্রং।

অর্কপত্র, অর্কদল—আদিত্যপত্র দ্রং।

অর্কপাদপ—নিমগাছ।

অর্কপুষ্পী—১ সূর্যবল্লী, অর্কদুনা, শ্বেত হুড়হুড়ে, ২ রক্তাপরাজিতা, ৩ ক্ষীরুই গাছ।

অর্কমূলা—[সং রুদ্রজটা ; সুগন্ধা বাং হিং ইশের মূল ; তেং দুরাগবেলা ; তাং পেরু মারিন্দু], ইশের মূল।

অর্ঘমাস—গন্ধতৃণবিশেষ।

অর্জুন—[সং কঙ্কভ; হিং অর্জুন ; তাং ভেল্লাইমরুদমারুম ; তেং জারমাদি ; মং শাদুর্ল ; গুজং সজদন]। অর্জুন গাছ, terminalia arjuna. ॥ রঘুবং ॥ ৩০।৩২ হাত উঁচু, কাণ্ড অতি স্থূল। বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। আরণ্যবৃক্ষ। পাতার আকার

মানুষের জিহ্বার মত।

অর্শোঘ্নী—তালমূলী, curculigo orchioides.

অলকুশী—আত্মগুপ্তা।

অলম্বুষা—১ লজ্জাবতী লতা, ২ ভূঁই-কদম, ৩ কুকসিম।

অলর্ক—শ্বেত আকন্দ। আকন্দ দ্র°।

অলকলতা—[স° অমরাবেল, আকাশ-বল্লী ; হি° আকাশাবল] স্বর্ণলতা।

অলাবু—লাউ, তুম্বী, lagenaria vulgaris ser.

অশোক—[স° অশোক, কাঙ্কেলি ; গুজ° অশোপলভ, কঙ্কন° আসুনকার] অশোক গাছ (কথিত আছে—গৌরী এই বৃক্ষমূলে তপস্যা করে সিদ্ধমনোরথ ও বিগত শোক হইয়াছিলেন বলিয়া এই নাম ॥ কুমা° ॥), jonesia asoka, saraea indica, ২ বকুল গাছ। পর্যায়—অঙ্গনাপ্রিয়, শোকনাশ, বিশোক, বঞ্জুলদ্রুম, মধুপুষ্প, অপশোক, কঙ্কেলি, কেলিক, রক্তপল্লব, চিত্র, বিচিত্র, পল্লবদ্রুম, হেমপুষ্প। উৎপত্তিস্থান—দক্ষিণ-ভারত, আরাকান, বঙ্গে বহুস্থানে দেখা যায়। ২৫-৩০ হাত উঁচু। পাতা ছোট ; পাতার অগ্রভাগ সরু, পাতা ৩-৯ ইঞ্চি, ঘন। ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

অশ্মন্তক—পাষাণভেদক বৃক্ষ, পাথরকুচি গাছ, calcus aromaticus.

অশ্বকর্ণ—শালগাছ, সর্জ-শাল (যার নির্যাস থেকে ধুনা হয়), ghorea robusta.

অশ্বগন্ধা—ক্ষুপবিশেষ, withania somnifera, physatis flexuosa.

অশ্বকাতরা—[হি° ঘোড়েকাথর] ঘোড়াকাতরা গাছ।

অশ্বঘ্ন—করবী।

অশ্বত্থ—[স° গজভক্ষ, ক্ষীরদ্রুম, পিপ্পল ; হি° পিপল ; গুজ° জেরি ; মলয়° অরেয়ল ; মে° রাগী ; কর্ণা° আরলী ; তে° বারিচেট্টু ; তা° অর্শমরম ; সাওতাল—হেসাক, ইং foplar leaved fig tree] অশ্বত্থগাছ, ficus religiosa. পর্যায়—অচ্যুতবাস, চলপত্র, পবিত্রক, শুভদ, বোধিবৃক্ষ, যাজ্ঞিক, শ্রীমান্, ক্ষীরদ্রুম, বিপ্র, মঙ্গল্য, শ্যামল, পিপ্পল, গুহ্যপুষ্প, সেব্য, সত্য, শুচিদ্রুম, চৈত্যদ্রুম, ধর্মবৃক্ষ ॥ শব্দ° ॥ উৎপত্তিস্থান—হিমালয়

প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশ। বহু শাখাবিশিষ্ট বড় গাছ; পাতা পাতলা, চামড়ার মত, উপরদিকে উজ্জ্বল।

অশ্ববলা—পালংশাক।

অষন, অসন—[সং বীজক; হিং তাং কুরুপ, মারুতা] পিয়াশাল, tomentosa bedd. ইহা ৮০।৯০ লম্বা হয়।

অসিতা—১ অম্লকা, তেঁতুল, ২ নীলবৃক্ষ।

অস্থিভঙ্গ—হাড়ভাঙ্গা গাছ, cisus quadrangularis.

অস্থিসংহার—হাড়জোড়া গাছ, quadrangularis wall.

অস্ফোত—অপরাজিত।

অহিংস্রা—কণ্টকপানি, কুলেখাড়া, capparis sopiasia.

অহিফেন—লতানে গাছ, আফিং গাছ, somniferum l.

অহিভয়—ভুঁই-আমলা।

অহিভুক—গন্ধনাকুলী।

অহিলতা—গন্ধনাকুলী, ২ তাম্বুনি-লতা।

অহিমার—গুয়েবাবলা, mimosa-farnesiona.

অহীন্দ্র—অনন্তমূল, শারিবা।

অহেরু—অনন্তমূল, শতমূল।

[আ]

আঁইষ—লিচুজাতীয় গাছ, আঁষ ফল, nephelium longana. ফল গোলাকার মসৃণ। লিচুর ফুলদল নাই, আঁষফলের আছে। শাঁসে আমিষ গন্ধ।

আঁকোড়—অঙ্কোট দ্রং।

আঁটিকা কলাই—[হিং আঙ্কড়ী] লতানিয়া গাছ, শিম্বাদিবর্গের বন্য কলাইবিশেষ, vicia sativa.

আঁতমোড়া—[সং আবর্তকী, অজশৃঙ্গী, রক্তপুষ্পী, বামাবর্তা, আবর্তনী; হিং কুপাইসি, জোয়াকা ফল, মাড়োর ফলী; তেং শয়ামলী; তাং বলামবিরিকে; ফাং পিচক] বন্ধুকাদিবর্গের বৃহৎ ক্ষুপ-বিশেষ। ফল পিপুলের মত কিন্তু স্ক্রুর মত প্যাচ আছে, isora corylifolia, helictares isora.

আইচ—আউছ দ্রং।

আউছ—[সং আচছুক; ওং আছু] আচছুকাদিবর্গের ছোট ক্ষুপ-

বিশেষ ; আচ, morinda citrifolia.

আউস—ধান্যবিশেষ। ধান্য দ্র°।

আক, আখ—[সং ইক্ষু, পুণ্ড্র, কান্তার, কজ্জল ; হিং ইখ্, উঁখ্, উক ; গন্না, গাঁড়া ; মং উঁস ; গুজং শেরডী ; কং কবু, কাব্বিন্ মেরু ; তেং চিরকু ; ফাং নেশকর ; অং কমবুস শক্কর ; ওং আখু ; ঢাকায় আউখ, ফরিদপুরে কুষইর] মিষ্ট রসাল দণ্ডের ন্যায় বৃক্ষ, saccharum officinarum, পর্যায় —ইক্ষু, কর্কটক, বংশ, কান্তার, সুকুমারক, অসিপত্র, মধুতৃণ, বৃষ্য, গুড়তৃণ। বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ৬-১২ ফুট উঁচু, মোটা গাঁট্যুক্ত ও নিরেট। গাঁট হইতে শিকড় বাহির হয়। প্রকারভেদ— দেশী পুঁড়ী, কাজ্ডারী, খড়ী, শ্যামসাড়া, কাজলা, কাজলী, বোম্বাই।

আকন—আকন্দ দ্র°।

আকনাদি—সং বিদ্ধকর্ণী, অবিদ্ধকর্ণী, কর্ণ, নিমুকা ; হিং আকনাদি ; ওং অকানবিঁধি] লতাবিশেষ, গুড়ুচীর মত, stephania hernandifolia. আকনাদি ও নিমুকা এক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পর্যায়—অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, যূথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বিদ্ধকর্ণিকা, একাষ্ঠিলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তিকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বরা, দেবী, বৃত্তপর্ণী ॥ শব্দ° ॥

আকন্দ—[সং অর্ক, মন্দার, তুলফল ; হিং আক, মদার ; ওং অরখ] অর্কাদিবর্গের ক্ষীরীক্ষুপবিশেষ। আকন, আকন্দ, calotropis gigantea, ছোট আকন্দ calotropis herbacea. আকন্দের প্রকার—শ্বেত আকন্দ, রক্ত আকন্দ। পর্যায়—সাধারণ— ক্ষীরদল, পুচ্ছী, প্রতাপ, ক্ষীরকান্তক, বিক্ষীর, ক্ষীরী অর্কপর্ণ, খর্জুঘ্ন, শীতপুষ্পক, জম্ভন, ক্ষীরপর্ণী, বিকীরণ, সদাপুষ্প, সূর্যাহ্ব, আস্ফোতক, শুকফল, বসুক, আস্ফোত ; শ্বেত আকন্দ— অলর্ক, রাজার্ক, প্রতাপস, গণরূপী ; রক্ত আকন্দ—বিশ্বোর, সদাপুষ্পী, রূপিকা, আদিত্যপুষ্পিকা, দিব্যপুষ্পিকা, অর্ক ॥ শব্দ° ॥

আকরকড়া—গুলদন্ডী বা গুলচিনি বলিয়া পরিচিত, pyrethum indicum.

আকরকরা—[সং আকারকরভ, অকর, অকরকরস্ত ; হিং আকরকরা ; তেং অকলকরা ; গুজং অকীরকরম ; ইং spanish pelitory] সোমরাজিবর্গের শাকবিশেষ, anacyclus pyrethum. সোমরাজিবর্গের শাকবিং। শুষ্ক মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। মূল লম্বা ও সঙ্কোচিত। উপরের রং কটা কিন্তু কাটিলে ভিতরে শাদা। স্বাদ প্রথমে অল্প মিষ্ট ও পরে ঝাল। আকরকরা ও বচ বিভিন্ন বস্তু।

আকরোট—অখরোট দ্রং।

আকারকরভ—আকরকরা দ্রং।

আকাশমাংসী—জটামাংসী দ্রং।

আকাশমূলী—কুম্ভিকা, পানা ; pistia stratiotes.

আকাশবল্লী—[হিং অমরবেল, আকাশবালি, আকাশবেল, cassyta filiformis, সরু পত্রহীন হরিদ্বর্ণ লতাবিশেষ।

আকাশবেল—আকাশবল্লী দ্রং।

আকুশ—rottlera laceifera।

আক্ষিক—রঞ্জকবৃক্ষ।

আক্ষীব—অক্ষীব দ্রং।

আক্ষোট, আক্ষোড়—১ পর্বতীয় পীলুবৃক্ষ, ২ আখরোট গাছ।

আখরোট—(ইং candelnut tree) alaristes tribola, জঙ্গলা আখরোট (বেলং), হিজলী বাদাম (বেলং)।

আখু—দেবতাড়বৃক্ষ।

আখুকর্ণপর্ণিকা, আখুকর্ণী, আখুপর্ণিকা—ইন্দুরকানিলতা।

আখোট—শৈলপীলুবৃক্ষ, আখরোটগাছ।

আগমকি, আগমী—[ইং brissly bryony]। আগমুখী—mukia scrabrella।

আঘটুক—রক্ত অপামার্গ, রাঙা আপাং গাছ।

আঘাট—আপাং গাছ।

আওলা—আমলকী দ্রং।

আঙ্কোল—অঙ্কোট দ্রং।

আঙ্গুর—[সং দ্রাক্ষা ; ফাং অঙ্গুর ; ইং vine, grapes] দ্রাক্ষালতার ফল, vitis vinifera. দ্রাক্ষা দ্রং। দুই রকম ফল—কিসমিস, মনক্কা। পর্যায়—দ্রাক্ষা, মৃদ্বীকা, গোস্তনী, স্বাদী, মধুরসা, চাড়ফিলা, কৃষ্ণা,

প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা, অমৃতফলা, রসা ॥ শব্দ° ॥

আচ—আউছ দ্র°।

আচারী—হেলঞ্চলতা।

আচু—[ইং rasp berry] একপ্রকার কাঁটাগাছ rubus panciflorus.

আচ্ছুক—আইচ্ বৃক্ষ।

আজন্ম সুরভিপত্র—মরুবকবৃক্ষ।

আঞ্জীর—[ফা° অঞ্জীর (পেয়ারা ফল), স° অঞ্জীর (ডুমুর)], ficus cunia.

আটকপালি—অঞ্জীর দ্র°।

আটকে-কলায়—[স° বুকানক ; হি° মুঙ্গফলি ; তা° বার্কদলাই ; তে° বার্ণসানা গা-কায়া] চীনাবাদাম, মাটকলাই, arachis hypogaea. চীনাবাদাম দ্র°।

আড়স—অশ্বগন্ধা ও আড়শ এক অথবা এক নয়।

আঢকী—অড়হর, শমীধান্যবি°।

আতবী জাম্বীর—[ও° নারগুলি ; ইং wild lime] ছোট গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ, atlantia morophylla c.

আতা—[স° আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র ; হি° আতা, সীতাফল, শরীফা ; ফা° আতা, শরীফা ; তা° সীতাপল্লম ; তে° সীতাপুন্দু ; ও° আত ; ইং sweet shop, castard apple] ফলতরুবি°, anona squamosa. ফলের গা উঁচু-নীচু। ২ নোনা আতা [ইং bullock's heart] anoma reticulata—মাঝারি গাছ, ১০—১৫ ফুট উঁচু। ফল শাঁসাল, মিষ্ট, সুস্বাদু।

আতাইচ, আতিষ—[স° অতিবিষা ; হি° অতীস্ ; ম° অতিবিষ ; গুজ° অতনসনীকলা ; ক° অতিবিষা ; তে° অতিবাসা ; আসাম, সিকিম—শেতোবিখুম ; উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে—সফেদ বিখ] ক্ষুদ্র ক্ষুপ-বি°, aconitum heterophyllum, a. palmatum. পর্যায়—বিশ্বা, বিষা, প্রতিবিষা, উপবিষা, শৃঙ্গী, অরুণা, শ্বেতকন্দা, ভঙ্গুরা, ঘুণবল্লভা, অতিসারঘ্নী ॥ শব্দ° ॥

আতিষ—অতিবিষা দ্র°।

আতৃপ্য—আতা দ্র°।

আত্মগুপ্তা—আলকুশী দ্র°।

আত্মমূলা—দুরালভা লতা দ্র°।

আত্মরক্ষা—মহেন্দ্রবারুণী বৃক্ষ, মাকাল গাছ।

আত্মোদ্ভবা—মাষপর্ণীবৃক্ষ, glycine

debilis.

আদা—[সং আদ্রর্ক ; হিং আদ্‌রক ; মং আনং ; গুজং আদু ; কং অল্ল ; তেং অল্ল ; ফাং জিঞ্জি ; অং জিঞ্জিবিলতর ; ইং ginger] হরিদ্রাবর্ণের মূল শাকের কন্দের নাম আদা, zingiber officinale শুকাইলে শুঁট। পর্যায়—অদ্রর্ক, শৃঙ্গীবের, শুণ্ঠী, গুল্মমূল, মূলজ, কন্দল, বর. মহীজ, একবেষ্ট, অনুপজ, অপাকশাক ইং। প্রকারভেদ—বন আদা, z. casumunar ; জঙ্গলী আদা, z. capitatum.

আদানী—হস্তিঘোষাবৃক্ষ।

আদা-বর্ণী—[ইং thyme-leaved herpestis] ব্রাহ্মী, herpestis monniera.

আদারিবিম্বী—আনেরী (?), অম্লবেতসের তুল্য পুষ্পযুক্ত লতাবিং।

আদিত্যপত্র—ক্ষুপবিং। অর্কপত্রের মত পাতা। পর্যায়—অর্কপত্র, অর্কদল, সূর্যপত্র, তপনচ্ছদ, কুষ্ঠারি, বিটপ, সুপত্র, রবিপ্রিয়, রশ্মিপতি, রুদ্র ॥ শব্দং ॥

আদিত্যপুষ্পিকা—রক্তপুষ্প, অর্কবৃক্ষ, রাঙা আকন্দ গাছ।

আদিত্যভক্তা—হুড়হুড়িয়া, achyranthes aspera, cleome viscosa. পর্যায়—বরদা, অর্কভক্তা, সুবর্চনা, সূর্যলতা, সূর্যাবর্তা, অর্ককান্তা, মণ্ডূকপর্ণী, সুরসম্ভবা, সৌরী, সুতেজা, অর্কহিতা, বরিষ্ঠা, মণ্ডূকী, সপ্তনামা, দেবী, মার্কণ্ড-বল্লভা, বিক্রান্তা. ভাস্করেষ্টা ॥ শব্দং ॥

আদ্রর্ক—আদা দ্রং।

আর্ধবিক—অড়হর দ্রং।

আনন্দী—আনকপাতা।

আনার—[ফাং অনার ; ইং pomegranate] ডালিম, punica granatum.

আনারস—[সং অনংনাস ; হিং অনানস্ ; তাং অনাস পঝাম ; তেং অনসপণ্ডু ; ফাং সফরঙ্গ ; মং অনলস ; গুজং সহরী ; ইং pine apple, European jack fruit (?)]। কেয়াজাতীয় গাছ, ananas sativa, bromelia ananas, cleome viscosa. আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে 'ননস' (nanas) জন্মিত—পর্তুগীজ ভাষায় 'অনানস'। ঐ

স্থান হইতে ভারতে আসে। বিলাতি আনারস (বেল°), agave americana. জঙ্গলী আনারস (ঐ), গদগাছ (যো°), বন আনারস (নৃত্য°), বিলাতী কেয়া (নৃত্য°)।

আপস্তম্ভিণী—লিঙ্গিনী লতা (?)।

আপাঙ্, আপাঙ্গ—অপামার্গ দ্র°।

আবটা—[স° অশ্বত্তক] অশ্বন্তক দ্র°।

আপেল—আপেল গাছ, pyrus malus.

আপ্য—কুড়বৃক্ষ।

আফিং, আফিম—[স° আপস, অফেন, অহিফেন ; ইং opium] ছোট গাছ, অনেকটা শিয়ালকাঁটা গাছের মত, papaver somniferum. ফল যাহাকে ঢেঁড়ী (স° খসখস) বলে, ঢেঁড়ী ভাঙ্গিলে যে আঠা বাহির হয় তাহাকে আফিং ও ভিতরের বীজকে পোস্ত (স° খসতিল) বলে। ভারতে পূর্বে জানা ছিল না, গ্রীকরা ইহার আবিষ্কর্তা, তাহারা ইহাকে opion বলিত (গ্রী° opos)।

আবলুস—[স° তিন্দুক ; হি° ও ফা° আবনুস ; ইং Indian ebony] বৃক্ষাবি°। গাছে কাঠ ফল, diospyros ebenum.

আবুটা ফল—অশ্মন্তক ফল দ্র°।

আম, আম্র—[স° আম্র, আম্রতাম্র, চূত ; হি° আম ; ম° আম্বা, আঁবা ; গুজ° আম্বো ; ক° মাবিন ফল ; তে° মাবিডি ; ফা° আম্বা ; অ° অম্বজ ; ও° আম্বতাম্ব] মিষ্ট রসাল ফল, mangifera indica. নানাপ্রকার আম আছে তম্মধ্যে কয়েকটি—দেশী, লেঙ্গড়া, বোম্বাই, কিসনভোগ, মালদহ, সুন্দর-সা, গোপালভোগ, বিশ্বনাথ চাটুজ্যে, বৃন্দাবনী, মোহনভোগ, মান্দ্রাজী, ফজলি, গোলাপখাস ইত্যাদি। এ ছাড়া লতা আম, বুনো আম (mangifera sylvatica) আছে। পর্যায়—অম্র, চুত, রসাল, সহকার, কামশর, কামবল্লভ, কামাঙ্গ, কীরেষ্ট, মাধবদ্রুম, মদিরা-সখ, ভৃঙ্গাভীষ্ট, সীধুরস, মধুলী, কোকিলোৎসব, বসন্তদূত, অম্লফল, মদাঢ্য, মন্মথালয়, মধ্বাবাস, সুমদন, অলিপ্রিয়, পিকরাগ, নৃপপ্রিয়, প্রিয়াম্বু, কোকিলাবাস, মাকন্দ, ষট্পদাতিথি, মধুব্রত, বসন্তদ্রু, পিকপ্রিয়, শ্রীপ্রিয়, গন্ধবন্ধু, সহকার॥ শব্দ°॥

আম-আদা—[স° আম্রহরিদ্রা ; হি°

আমহলদী ; তা° সামেদি-আল্লাম ; তে° কারু-পাসুপু ; যাবনিক অময়দা ; ইং mango ginger] হরিদ্রাদিবর্গের মূল শাকবি°, curcuma amada, c. indica. পর্যায়—কর্পূরহরিদ্রা, দাবী, মেদা, অম্রগন্ধা, সুরভীদারু, দারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভী, সুরনায়কা, হরিদ্রা ॥ শব্দ° ॥ ইহা দেখিতে আদার ন্যায়, গন্ধ আমের ন্যায়। গাছ ২—৩ ফুট উঁচু।

আমঢোকা—Vitis indica.

আমড়া—[স° আম্রাতক ; হি° অম্বাড়া ; তা° মরিমঞ্জেতি ; তে° টেরিমনোডী; ও° আম্বড়া ; ইং wild mango, hog-plum] অম্লফলবৃক্ষ ; sapondias mangifera. প্রকারভেদ—বিলাতী আমড়া (ইং otaheite apple) spondias dulcis. পলিনেশিয়ার গাছ। পর্যায়—আম্রাত, পীতন, কপীতন, বর্ষপাকী, পীতনক, কপিচূড়া, অম্রবাটিক, ভৃঙ্গীফল, রসাঢ্য, তনুক্ষীর, কপিপ্রিয়, অম্বরাতক, অম্বরীয়, কপিচূড়, আম্রাবর্ত।

আমণ্ড—এরণ্ডবৃক্ষ দ্র°।

আমদ—হরিদ্রাবি°, curcuma amada ॥ বেল° ॥

আমন্দ্র—ভ্যারাণ্ডা গাছ দ্র°।

আময়—কুড।

আমরুড—পেয়ারা দ্র°।

আমরুল—শাকবি°, অম্বষ্ঠা, oxalis corniculata. পর্যায়—চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দণ্ডশঠা।

আমরুল—[স° অম্ললোনী ; হি° আমবোতি ; ও° আম্‌লিতি] অম্লরসযুক্ত ছোট শাকবি°, oxalis corniculata. পর্যায়—অম্লবতী, অম্লবাস্তুক।

আমর্তকী—সোনামুখী দ্র°।

আমলক, আমলী, আমলকী, আমলা—আমলক ; হি° আঁমরা, দৌলা, আঁওকা, অওরা ; ম° আম্বঠঠা ; গুজ° আঁবলা ; ক° নেল্লি ; তে° উমরকায় ; উ° অণ্ডা ; ফা° আমলঝং, আ° অমলজ ; ও° অঁএঁলা] অতি বৃহৎ আরণ্যগাছ, emblica officinalis, emblica myrobalan, ভুঁইআমলা, ছোট লতাবি°, phyllanthus niruri, p. urinaria. পর্যায়—তিষ্যফলা, অমৃতা, বয়স্থা, কায়স্থ, শ্রীফলা, ধাত্রিকা, শিবা, শান্তা, ধাত্রী, অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃত্তফলা,

S.C.E.R.T. West Bengal
Date 25-3-87
Acc. No. 3939

S.C.E.R.T., West Bengal
Library

রোচনী, কর্ষকলা, তিষ্যা। মাঝারি গাছ, ২০—২৪ ফুট উঁচু পত্রদণ্ড লম্বা, বোঁটা ছোট, ফুল ছোট। ফল সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ। স্বাদে কষায়, অম্লমধুর।

আমলকুচি—অম্লকুচি দ্র°।

আমলি—[স° আম্লীকা] তেঁতুল, tamarindus indica. তেঁতুল দ্র°।

আম-হলদী—আমআদা দ্র°।

আমহলুদ—আমআদা, curcuma reclinata, পর্যায়—কর্চুর, দ্রাবিড়, কর্শ্য, দুর্লভ, গন্ধমূলক, বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটাল, কম্পক, শটী।

আমুখ—বেউড়, বাঁশ।

আমুপ—কাঁটাযুক্ত বাঁশ।

আমুরলাতমী—আমুরা দ্র°।

আবৃহৎ—বৃক্ষবি°। আমুর-লাতমী amoora cacullata.

আম্বহলদ—আমআদা দ্র°।

আম্রগন্ধক—আমআদা দ্র°।

আম্রাত, আম্রতক, আম্রবর্ত—আমড়া দ্র°।

আম্লকুচি—আমলকুচি caesalpinia digyna.

আম্লবেতস—তেঁতুলগাছ।

আম্লা, আম্লিকা—তেঁতুলগাছ।

আয়তচ্ছদা—কলাগাছ।

আয়াপান—সোমরাজিবর্গের শাক-বিশেষ, eupatorium ayapana, e. repandum. আমেরিকা হইতে আনীত।

আয়ুধধর্মিনী—জয়ন্তীবৃক্ষ দ্র°।

আর—রেফলবৃক্ষ।

আরগ্বধ—সোনালু দ্র°।

আরঢ়ী—১ স্থলপদ্ম, ২ বামুনহাটি।

আরণ্যমুগা—মকাপর্ণী।

আরস, আড়স—লোনাভাটি, solanum verbascifolium.

আরামশীতলা—সুগন্ধিপত্রযুক্ত বৃক্ষ-বি°।

আরারুট—এরারুট। হরিদ্রাদিবর্গের মূলশাকবি°। [হি° তিখুর (টিখুড়), চিখুড়] ১ শটি গাছের মত গাছ, curcuma angustifolia. ২ বিদেশী গাছ, maranta arundinacea.

আরেবত—সোঁদাল গাছ।

আর্গবধ—সোঁদাল গাছ।

আর্তগল—নীলঝাঁটি।

আর্দ্রক, আর্দ্রশাক—আদা।

আর্ধবিক—অড়হর দ্র°।

আলকুশী—[ইং cowage] বর্ষজীবী

লতা, mucuna pruriens de. ইহার লতা ও পাতা সীমগাছের ন্যায় ও ছোট ছোট লোম দ্বারা আবৃত। এই লতা স্পর্শ মাত্রেই চিড়চিড় করিয়া জ্বলে ও স্পর্শতাঙ্গ ফুলে। কিন্তু বীজ উপকারী। পর্যায়—আত্মগুপ্তা, অজহা, অজড়া, আর্ষভী, অধ্যন্তা, ঋষ্যপ্রোক্তা, কণ্ডুরা, কপিপ্রভা, কপিকচ্ছু, কুণ্ডলী, কপিরোম ফলা, গুপ্তা, চণ্ডা, গুরু, জড়া, তীক্ষ্ণ, দুরভিগ্রহা, দুষ্পর্ণা, প্রাবৃষায়িণী, প্রাবৃষা, প্রাবৃষেণ্যা, বদরী, বহরিকা, বনশূকরী, কীশরোম, বানরী, মর্কটি, মহর্ষভী, রোমবল্লী, রোমাল, শিম্বী, শূকপিণ্ডী, শূকশিম্বা, শূকশিম্বী, স্বগুপ্তা, স্বয়ংগুপ্তা।

আলগলতা—লতাবি°, cymbidium tessalloides.

আলগোছ—[স° অমরবল্লী, ব্যোমবল্লিকা, দুষ্পর্ণা ; ও° নির্মূলী] কলম্ব্যাদিবর্গের পরবৃক্ষজীবীলতা, cuscuta reflexa. কোথাও কোথাও ইহাকে 'আলপুশী' লতা বলে। 'আকাশবল্লী' হইতে স্বতন্ত্র।

আলগোসা—[ইং round headed dodder] cuscuta capllata.

আলাধ-ফেনা—opuntia dillanii.

আলিষপাইস—[ইং allspice] pimenta vulgaris. আমেরিকার গাছ।

আলু—[স° আলু, গলন্তিকা, সংস্কৃত নামের আলু বিলাতী গোল আলু নহে। উড়িষ্যায় আলু অর্থে 'খাম-আলু' বুঝায়। আলু বিবিধ প্রকার—(১) শকরকন্দ আলু—[স° খণ্ডকর্ণ] কলম্বাদিবর্গের লতাবি°, ipomaea batatas. মিঠাআলু শর্করাখণ্ড আলু, লালবর্ণ বলিয়া রক্তআলু, রাঙাআলু, (২) গোল-আলু—বিলাতী আলু solanum tuberosum. আদিস্থান—আমেরিকা। (৩) নীল আলু, (৪) পির আলু, raudia uliginosa. (৫) খাম-আলু [স° দণ্ডালু; ও° অম্বআলু (স্তম্ভাকার)] dioscorea alata. (৬) চুপড়ী-আলু—[স° পিণ্ডালু, ও° হাণ্ডিয়া আলু] d. alata var. rubella. (৭) লাল গরানিয়া আলু, d. alata var. purpurea. (৮) কুকুর আলু—বন্য আলু

d. anguina. (৯) রতালু বা বুনো আলু—বৃহৎলতা, d. bulbifera. সবুজবর্ণ, (১০) কাঁটা আলু—কন্ধকপূর্ণ লতা, আলু বড়, d. pentaphylla. (১১) মৌ আলু—[স° মধ্বালু] d. spinosa. (১২) ছোট কাঁটা আলুর গাছ—নামান্তর সুথুনি আলু, d. fasciculata. (১৩) শাঁখআলু—শাঁখের মত আকার ও রঙ pachyrhizus anglulatus. (১৪) গজা আলু—গয়া আলু, নিকৃষ্ট আলু manihot utilissima. নামান্তর শিমুলী আলু।

আলুবখরা—[স° আরুক, আল্লুক; হি° আলুবোখারা; কা° অলু; ই° bokhara plum] আলুবোখারা, prunus insititia, p. bokariensis, p. communis. কাশ্মীর ও আফগানিস্তানে জন্মায়, পঞ্জাবেও জন্মায়। বদরীর মত মাংসল মিষ্ট ফলতরু।

আবর্তকী—ভদ্রদাণ্ডিকাবৃক্ষ।

আবর্তিন—অজশৃঙ্গীবৃক্ষ, গাড়ল-শৃঙ্গা।

আবিঘ্ন—পানি-আমলাবৃক্ষ।

আবেগী—বৃদ্ধদারকবৃক্ষ। convolvulus argenteus.

আশন, আসন—[স° অসন, পীতশাল; হি° অসনা, সজ; উ° সহাজ্দ, ফলাসহাজ্দ; আ° অমরী; ম° বিবঠ্ঠা, বিবঠ্ঠ্যাপ গোঁদ; গুজ° বীয়াং, হীরাদথন, বীয়ানোগুঁদ; ক° কপিন্নহোণে; তে° মদি; ফা° করমুকশ; ও° অসন] বৃহৎ বন্যবৃক্ষ, জীবকবৃক্ষ, terminalia tomentosa, pentaphore t. হরীতক্যাদিবর্গের পত্রত্যাগী বন্য গাছ। প্রায় অর্জুনগাছের মত দেখিতে। খুব বড় ও দীর্ঘজীবী। ফুল পীতবর্ণ। কাঠ-শক্ত, খয়ের রং, অধিকাংশ কালো। গাছ হইতে নির্যাস বাহির হয়। ফুল ছোট ও ঈষৎ হরিতাভ শাদা। ফাল্গুন-চৈত্রে প্রস্ফুটিত হয়। পৌষ মাসে ফল পাকে। প্রকার ভেদ :—(ক) কালী আসন [ও° মহিষা অসন], কাঠ খয়ের রং। (খ) ভুঁড়ী আসন [ও° আম্বুয়া আসন], কাঠ ঈষৎ খয়ের রং। (গ) নীলাসন।

আশয়—পনসবৃক্ষ, কাঁঠাল গাছ।

আশফল, আঁষফল—[স° আমিষ] বড় বড় ক্ষুপবি°, nephallium

longan, scytalia l. লিচুর মত শাঁসালো ফল কিন্তু আমিষ গন্ধ।
আশশেওড়া আশশোড়া—[সং আশ্য-শাখোট ; ওং সাহাড়ী] শাওড়া দ্রং, limonia pentaphylla, glycomis p. নিম্বুকাদিবর্গের আরণ্যক্ষুপ। পাতা পঞ্চপর্ণ। ফুল ও ফল ছোট। ইহার ডালে লোকে দাঁতন করে।
আশুকচু—colocasia anticquorum.
আশুপত্রী—শল্লকীলতা, boswellia serrata.
আশুব্রীহি—আউশধান।
আশ্বত্থ—অশ্বত্থবৃক্ষ।
আশ্রয়াশ—চিতারগাছ।
আসবদ্রু—তালগাছ।
আসসেওড়া—trophis aspera
আসুরী—রাইসরিষা।
আস্ফোট—১ আকন্দ গাছ, ২ নবমল্লিকা।
আস্ফোটক—আকরোট।
আস্ফোটা—বনপুষ্প, বনমল্লি।
আস্ফোত, আস্ফোতক—১ আকন্দ গাছ, ২ কোবিদারবৃক্ষ, পলাশবৃক্ষ।
আস্ফোতা—১ সরিষা, হাপরমালি দ্রং, ২ অপরাজিতা, ২ বনকাপাস, ৩ গন্ধভাদুলে।
আস্যপত্র—পদ্ম দ্রং।

[ই]

ইকড়া—একজাতীয় তৃণবিং।
ইক্ষু—আক দ্রং।
ইক্ষুকাণ্ড—কাশবৃক্ষ, মুঞ্জগাছ, saccharum spontaneum.
ইক্ষুগন্ধা—গোখুরী, কাশতৃণ, tribulus terrestris, berberia longifolia.
ইক্ষুগন্ধিকা—ভূমিকুষ্মাণ্ড, convulvus paniculatus.
ইক্ষুত্র—saccharum sara.
ইক্ষুদর্ভা—তৃণবিং।
ইক্ষুপত্র—যাবনাল ধান্যবিং, জোয়ার ধান।
ইক্ষুবল্লরী, ইক্ষুবল্লী—ক্ষীরবিদারী বৃক্ষ, ক্ষীরকন্দ।
ইক্ষুবাটিকা, ইক্ষুবাটী—পুঁড়ি আক।
ইক্ষুবালিকা—কাশিয়া, কেশে।
ইক্ষুর—১ কুলেখাড়া, ২ কোলিকাগাছ, ৩ গোখুরী, ৪ আক, ৫ কেশে।
ইক্ষ্বাকু—তিতলাউ (এই গাছ প্রায় ইক্ষুক্ষেত্রে হয় বলিয়া)।
ইক্ষ্বারি—কাশতৃণ, কেশে।

ইক্ষ্বালিকা—খাগড়া।
ইঙ্গিড়—ইঙ্গুদবৃক্ষ।
ইঙ্গুদ, ইঙ্গুদী—[স° অঙ্গারপুষ্প, তীক্ষ্ণকণ্টক, ক্রোষ্টুফল, তৈলফল, পূতিগন্ধ, শূণারি, অনিলান্তক; হি° হিঙ্গন, হিঙ্গুন; তে° নঞ্জনদন, সারিকেট্টু, রিংগ্রীন; ম° হিঙ্গনবেঠ] তাপসতরু, balanites Rox, b. indica, b. egyptica. মৌ-গাছ ॥ রঘু° ॥ ২ জ্যোতিষ্মতীবৃক্ষ, জীয়াপুতা, নয়াকটকী। গাছ প্রায় ১৩।১৪ হাত উচ্চ হয়। পূর্বে ঋষিরা এর বীজতেল ব্যবহার করিতেন। পাতা প্রায় কাঁঠালি পাতার ন্যায়। ফুল ছোট ছোট শাদা ঈষৎ হরিদ্রাভ। বীজ তৈলময়।
ইঁচড়—কাঠাল দ্র°।
ইচ্ছুক—ট্যাবালেবুর গাছ।
ইজ্জল—হিজল গাছ, জিউলি গাছ, নিচুলবৃক্ষ।
ইৎকট—ওকড়া গাছ।
ইদক্কার্যা—দুরালভা লতা।
ইদানী—বটপত্রীবৃক্ষ।
ইনানী—বটপত্রীবৃক্ষ।
ইন্দিরালয়, ইন্দিরাবর, ইন্দিবর—নীলোৎপল
ইন্দীবর—নীলপদ্ম, সাধারণ উৎপল, নীল শালুক।
ইন্দবরী—শতমূলী।
ইন্দীবরণী, ইন্দীবার—নীলপদ্ম।
ইন্দুক—অশ্মন্তকবৃক্ষ।
ইন্দুকমল—শুক্লপদ্ম।
ইন্দুকলিকা—কেয়াফুল, কেতকী, pandanus tascicularis F.P.
ইন্দুপুষ্পিকা—বিষলাঙ্গলা, কলিকার গাছ।
ইন্দুবল্লী—সোমলতা, asclepias acida.
ইন্দুভূষণ—নীলপদ্ম।
ইন্দুরকানি—মুষিকানী, উপচিত্রা, croton polyandrum.
ইন্দুরকানি পানা, ইন্দুরিণী পানা—[স° উন্দুরকর্ণী আখুকর্ণী, মূষাকর্ণী, মূষিকা; হি° ও ম° ভোপালী; তে° টেন্নুয়াটানি, তা° নেরিট্রাইক্কিরে] বর্ষায়ু পানাবি, salvinia cucullata. পাতা ইন্দুরের কানের মত। লতাবি°। আখুকর্ণী দ্র°।
ইন্দুরাজ—কুমুদ।
ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা—১ সোমলতা, ২ গুলঞ্চ।
ইন্দ্রতরু—pinus devataru.

ইন্দ্রদারু—দেবদারু।
ইন্দ্রদ্রু—অর্জুন গাছ, কুটজবৃক্ষ।
ইন্দ্রদ্রুম—অর্জুন গাছ।
ইন্দ্রপর্ণী—নীলপত্রভুক্ত বৃক্ষবি°।
ইন্দ্রপুষ্প—লবঙ্গ, ইন্দ্রযব।
ইন্দ্রপুষ্পা—লাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলা।
ইন্দ্রবল্লরী—রাখালশসা দ্র°।
ইন্দ্রবল্লী—পারিজাত লতা, রাখালশসা।
ইন্দ্রবারুণিকা, ইন্দ্রবারুণী—[স° ইন্দ্রবারুণী ; হি° ছোটি-ইন্দ্রারুণ ; তা° পেট্টাউম্মুট্টি] রাখালশসা, citrullus colocynthis schrad. পর্যায়—ঐন্দ্রী, অরুণা, মৃগাদনী গবাদনী, ক্ষুদ্রমহা, ইন্দ্রবির্ভিটী, বিষঘ্নী, বিষাপহা, অমৃতা, পীতপুষ্পী, বালকপ্রিয়া, রক্তের্বারু, বিশালা, গজবির্ভিটী, মৃগের্বারু, হেমপুষ্পী ই° ॥ শব্দ° ॥
ইন্দ্রবীজ—ইন্দ্রযব, কুরচি দ্র°।
ইন্দ্রবৃক্ষ—দেবদারু দ্র°।
ইন্দ্রভেষজ—শুঠ, শুন্টী।
ইন্দ্রযব—[স° কূটজ, কলিঙ্গ] কুরচি দ্র°। তিক্তবীজবি°, wrightia tintoria. পর্যায়—শক্রাহ্বা, শক্রবীজ, বৎসকবীজ, ভদ্রজা, কুটজাফল, ভদ্রজবা, কলিংগবীজা।
ইন্দ্রলাজী—ধান, কলা।
ইন্দ্রসুরস—নিসিন্দা, সিন্ধুবারবৃক্ষ।
ইন্দ্রসুরা—রাখালশসা দ্র°।
ইন্দ্রসুরিস—নিসিন্দা।
ইন্দ্রসুত—অর্জুনবৃক্ষ দ্র°।
ইন্দ্রা—১ কাঁটা জামির, ২ রাখালশসা।
ইন্দ্রানিকা—১ নিসিন্দা, ২ সিন্ধুবারবৃক্ষ।
ইন্দ্রাণী—১ সোঁদাল, ২ নিসিন্দা।
ইন্দ্রায়—মাকাল দ্র°, trichosanthes palmata Roxb.
ইন্দ্রাশন—১ ভাঙ্গ, সিঁধি, ২ কুঁচফল।
ইভ—নাগকেশর গাছ, mesuaferria.
ইভকণা—গজপিপ্পলী, pothos officinalis.
ইভকেশর—নাগকেশর।
ইভগন্ধা—নাগদন্তী, অত্যন্ত বিষাক্ত বৃক্ষ।
ইভদন্তা—নাগদন্তী।
ইভনিমীলিকা—ভাঙ্গ, সিদ্দি।
ইভয়া, ইভষা—স্বর্ণক্ষীরীবৃক্ষ।
ইভাখ্য—নাগকেশরবৃক্ষ।
ইভোষণা—গজপিপ্পলী, লম্বা পিপুল।
ইভ্যকা, ইভ্যা, ইভ্যিকা—শল্লকীবৃক্ষ, বাবলা গাছ।
ইরাবান—বটপত্রীবৃক্ষ।
ইর্বারু—কুঁকুড়, cucumis momordica.

ইর্বারুশুক্তিকা—কাঁকুড়বি°, ফুটি।
ইষ্লাঙ্গলা—[স° অগ্নিশিখা, লাঙ্গুল ; ও° আঙালিয়া] অনন্তা, লাঙ্গলকী, gloriosa superba. রজনীগন্ধাদিবর্গের বন্যরোহিণী।
ইষলাঙ্গুলী—[স° লাঙ্গুল] কাকডা। hydrolea zeylanica.
ইষীকা—কেশে।
ইষু, ইষের মূল, ইষুর মূল—[স° ঈশ্বরমূল, সুনন্দা, বিপপহা ; হি° রুদ্রজটা ; জারাবন্দি হিন্দী ; তা° ইচ্ছরামলী ; তে° ইশ্ববাব বেরু] বন্যলতাবি°, অর্কমূলা, aristolochia indica. পাতা একোত্তর বাণের মত। ফুল বিচিত্র। ফল প্রায় ষট্‌কোষ।
ইষুপুষ্পা—শরপুষ্প গাছ।
ইষ্টা—শমী গাছ।
ইষ্টিকা—এরণ্ড গাছ।
ইষ্টিকাপথিক—উশীর, বেনা, লামজ্জক তৃণ।
ইসপগুল, ইসফগুল, ইসবগোল—[স° ইষদ্‌গোল, অশ্ব ; হি° ঈশবগুল ; গুজ° উথমুজীরণ, তা° ইস্ফলবিরৈ ; তে° ইস্পগুল ; ফা° ইস্পজা ; অ° বজরীকতুলা ; পার্শী ভাষায় ইস্পঘুল (ঘোড়ার কান)] ঘোড়ার কান বা নৌকার মত ছোট বীজযুক্ত বৃক্ষবি°, plantago ovata. পারস্যদেশ থেকে ভারতে আসে। ইহার কোন স্বাদ বা গন্ধ নাই। বীজ ছোট অশ্বকর্ণ বা নৌকার মত।
ইস্পন্দ—নারাঙ্গাদিবর্গের শীতকালের ছোট ক্ষুপবি°, ruta graveolens. পাতায় উৎকট গন্ধ।

[ঈ]

ঈরিকা—বৃক্ষবি°।
ঈর্বারু—কাঁকুড়।
ঈষলাঙ্গলিয়া—ইষলাঙ্গলা দ্র°।
ঈশানী—শমীবৃক্ষ।
ঈশ্বরমূল—ঈষের মূল।
ঈশ্বরা, ঈশ্বরী—লিঙ্গিনীবৃক্ষ, বন্ধ্যাকর্কোটকীবৃক্ষ, রুদ্রজটা লতা।
ঈষলাঙ্গলিয়া—ইষলাঙ্গলা।
ঈষিকা—কাশতৃণ।

[উ]

উকশিণ্ড—ageratum cordifolium.

উথল—ভূরিপত্র তৃণবি°।

উগ্রকাণ্ড—করেলা দ্র°। momordica charantia.

উগ্রগন্ধ—১ হিঙ্, ২ রসুন, ৩ কট্‌ফল, ৪ অর্জকবৃক্ষ, ৫ চম্পক, ৬ অজমোদা, জোয়ান, ৭ বচ।

উচন্তি—[স° উষ্ট্রকাণ্ডী, রক্তপুষ্পী, কর্ণপুষ্পী] সরল বৃক্ষবি°, ageratum conyzoides. সোমরাজ্যাদিবর্গের শাকবি°। পাতা অভিমুখী।

উচ্চটা—১ গুঞ্জা, কুঁচ, ২ ভুঁই আমলা, ৩ লশুনবি°, ৪ নাগরমুথা, ৫ চোচ্ বা চেচুয়া, cyperus compressus.

উচ্ছা, উচ্ছ্যা, উচ্ছে—[ম° কড়ুলুচ্ছী; ও° উছাঁ; ইং spiked bitter gourd] কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের প্রতানীলতা, করলা, momordica muricata, m. charantia. ফল তিক্ত, ছোট, অবুর্দময়। বর্ষাকালে জন্মে। পর্যায়; কঠিল্লক, সুষবী, শুষবী, সুশবী, সুকান্ত, উগ্রকান্ত, কঠিল্ল, কারবেল্ল, পটু।

উচ্ছিলীন্ধ—কোঁড়ক, ছাতা।

উজুটী—গুল্মবি°, bileria ciliata.

উট—ঘাসপাতা।

উড়ীধান—[স° নীবার] বন্য ধান গাছ।

উড়ীগাব—গাব গাছবি°; diospyros ramiflora.

উডুম্বর, উদুম্বর—১ [স° ক্ষীরিক, কাকোদুম্বরিকা; হি° কঠুমর; ম° কাঠ্ঠাউম্বর, বোখাডা; গু° টেউউম্বর; ক° কাঅত্তি, তৈ° ব্রহ্মমেডিচেট্টু, কাকীবাডুবেট্টু; ফা° অঞ্জীবেদন্তী; অ° তনবর্রি; কা° খোক্সা] ডুমুর, ficus glomerata. ডুমুর দ্র°। ২ যজ্ঞডুমুর [স° উদুম্বর; হি° গূলর; ম° উম্বর; গুজ° উম্বরো; ক° অত্তি; তে° বাডুচেট্টি; ফা° আঞ্জীরে আদম্; অ° জমীবট্] কাশী অঞ্চলে, তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞডুমুর দ্র°। পর্যায়ঃ জন্তুফল, তপসাঙ্গ, ক্রিমিফল, শীতবল্কল, যজ্ঞাঙ্গ, বিষবৃক্ষ, হেমপুষ্প, ক্ষীরবৃক্ষ, সদাফল, হেমদুগ্ধক, কালস্কন্দ, যজ্ঞযজ্ঞ, সুপ্রতিষ্ঠিত, পুষ্পশূন্য, পবিত্রক,

সৌম্য ॥ শব্দ° ॥ ডুমুর দ্র° ।

উড়ুম্বরপর্ণী—দণ্ডীবৃক্ষ ।

উৎকট—১ তেজপাত, ২ শর; ৩ রক্তেক্ষু, ৪ দারচিনি ।

উৎকটা—সৈংহলী লতা ।

উৎকতা—গজপিপুল ।

উৎকরাদি—উৎকর; সংফল; শফর, পিপ্পল, পিপ্পলীমূল, অশ্মন, সুবর্ণ, খলাজিন, তিক, কিতব, অণক, ত্রৈবণ, পিচুক, অশ্বত্থ, কাশ, ক্ষুদ্র, ভস্ত্রা, শাল, জন্যা, অজির, চর্মণ, উৎক্রোশ, ক্ষান্ত, খদির, শূর্পণায়, শ্যাবনায়, নৈবাকব, তৃণ, বৃক্ষ, শাক, পলাশ, বিজিগীষা, অনেক, আতপ, ফল, সম্পর, অর্ক, গর্ভ, অগ্নি, বৈরাণক, ইড়া, অরণ্য, নিশান্ত, পর্ণ, নীচায়ক, শঙ্কর, অবরোহিত, ক্ষার, বিশাল, বেত্র, অরীহণ, খণ্ড, বাতাগর, মন্ত্রণাই, ইন্দ্রবৃক্ষ, নিতান্তবৃক্ষ, আর্দ্রবৃক্ষ —এইগুলি উৎকরাদি ॥ পাণিনি ॥

উৎকুঞ্চিকা—কালোজীরা ।

উৎকুট—ছত্র, ছাতা ।

উৎপল—[হিং কমল, বোম্বা° কনবল, তা° অম্বল, তিব্বত—উৎপল] কমল । পদ্ম দ্র° ।

উৎপলশারিবা—শ্যামালতা, echites fruteocens.

উৎপলিনী—[হিং ছোটি কোঁঞ] জলজপুষ্পাবিং । পর্যায়—কৈরাবিণী, কুমুদ্বতী, কুমুদিনী, চন্দ্রেষ্টা, কুবলয়িনী, ইন্দিবরিণী, নীলোৎপলিনী ।

উৎপাদিকা—১ হিলমোচিকা, হিঞ্চা শাক । ২ পূতিকা, পুঁইশাক ।

উতাস—echites cymosa

উত্তমা—দুগ্ধিকাবৃক্ষ, ক্ষীরাই ।

উত্তমারণী—ইন্দীবরী, শতমূলী ।

উত্তানক—উচ্চটা বৃক্ষ ।

উত্তানপত্রক—লাল ভেরাণ্ডা ।

উদর্ক—মদনকণ্টকবৃক্ষ ।

উদুজাঁতি—রসুন গাছ দ্র° ।

উদুম্বর—উড়ুম্বর দ্র° ।

উদুম্বরদলা, উদুম্বরপর্ণী—দন্তীবৃক্ষ ।

উদুম্বল—উড়ুম্বর দ্র° ।

উদুজাতি—justicia dentata.

উদ্দাল—বহুবারকবৃক্ষ, কুড়ক ধান্যবিশেষ ।

উদ্দালক—বহুবারকবৃক্ষ ।

উদ্বেগ—গুবাক, শুপারি ।

উন্দুরকর্ণী—salvinia cucullata.

উন্মত্ত—১ ধুস্তুর, ধুতরা, ২ মুচুকুন্দবৃক্ষ ।

উপকুঞ্চিকা—১ জীরা দ্র°, ২ তুঁত ।

উপকুঞ্জি—ছোট এলাইচ দ্র°।
উপচিত্রা—১ মূষিকপর্ণী, ইন্দুরকানি, ২ দন্তীবৃক্ষ।
উপবট—পিয়াল, পিয়াশাল গাছ।
উপবল্লিকা—অমৃতস্রবা লতা।
উপবাক—যব দ্র°।
উপবাকী—ইন্দ্রযব দ্র°।
উপবিষা—আতবিষা দ্র°।
উপমেত—শালগাছ দ্র°।
উপস্থপত্র—অশ্বত্থবৃক্ষ।
উপাস—বিষাক্ত বৃক্ষবি°। ৫০।৬০ হাত দীর্ঘ। এই বৃক্ষের নির্যাস তীরে মাখাইয়া শত্রু বধ করে। যবদ্বীপে জাত।
উপোতী—পুঁইশাক দ্র°।
উপোদকী, উপোদিকা—পুঁইশাক দ্র°।
উপলভেদী—হাড়জুড়ী, plectranthus aromaticus. পর্যায়—শ্বেতা, পলভিৎ, শিলগর্ভজ, অশ্মভেদী, শিলাভেদ, নগভিন্নক, ভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী, পাষাণভেদ।
উমা—১ হলুদ, ২ অতসী।
উরণ, উরাণাক্ষ, উরণাক্ষক—চাকুন্দাগাছ দ্র°।
উরুকাল—মাকাল দ্র°।
উরুকালক—মহাকাল লতা।
উরুবক—লাল ভেরেণ্ডা গাছ। ভেরেণ্ডাবৃক্ষ দ্র°।
উর্বারু—কাঁকুড় দ্র°।
উলকিপানা—salvinia verticillata.
উলট-কম্বল—ওলট-কম্বল-[ইং devil's cotton] উলটাকম্বল, abroma augusta. বন্ধুকাদিবর্গের ছোট তরু। শাখা সরু ও লোমশ। ফুল ঘোর রক্তবর্ণ, বর্ষাকালে ফোটে। ফল পাঁচকোণা।
উলট-চণ্ডাল—glorisa superha.
উলু, উলুখড়—[সং উলূকা, উলূক] কাশতৃণ। ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু তৃণাবি°। সবুজ পাতা, অল্প অল্প রোঁয়া আছে। কোথাও উলুঘাস বলে। Imparata arundinacea, I. cylindrica, saccharum cylindricum. পর্যায়—উলূক, স্থলক, দর্ভ, সূচ্যগ্র, উলপ, উলুপ।
উলুপ—উলুখড় দ্র°।
উশীর, উশীর—বেণা, খসখস, গন্ধবেণার মূল। বেণা দ্র°।
উশীরী—ছোট কেশে। পর্যায়—মিষি, গুঁড়া, অম্বাল, নীরজ, শর।
উষণ, উষণা,—পিপুল মূল, শুঁট, চই।
উর্ধ্ববুধ—রক্তচিতা দ্র°।

উষ্ট্রকাণ্ডী—পুষ্পবিং। পর্যায়—রক্তপুষ্পী, করভকাণ্ডিকা, রক্তা, লোহিতপুষ্পী, কর্ণপুষ্পী।
উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা—১ বিচুটি, ২ উষ্ট্রপাদী, মদলনালীবৃক্ষ। পর্যায়—শাতভীর, ভদ্রবল্লী, ভূমিমত্তা।
উষ্ণরশ্মি—আকন্দগাছ।

[ঊ]

ঊরুস্তম্ভা—কদলীবৃক্ষ।
ঊর্ধ্বকণ্টী—শতমূলীবিং।
ঊর্ধ্বাসিত—করলা দ্রং।
ঊর্ব্যক্ষ—গোময় ছত্রিকা। পর্যায়—দিলীর, শিলীন্ধক, বশারোহ, গোলাস।
ঊর্ষা—দেবতাড়ক তৃণ।
ঊষণ—মরিচ, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতা।

[ঋ]

ঋক্ষ—সোনা গাছ।
ঋক্ষগন্ধা—বিন্ধড়ক গাছ, ঋষিজাঙ্গাল গাছ, argyreia speciosa sweet, ক্ষীরবিদারীবৃক্ষ। পর্যায়—ছাগলান্ত্রী, আবেগী, বৃদ্ধদারক, জুঙ্গ, শ্যামা, ছাগলান্ত্রিকা, দীর্ঘবাহুকা, যুগাক্ষিগন্ধা, ছগলা, মহাশ্যামা, জাঙ্গলী, জীর্ণবল্কল, জুঙ্গক, বৃদ্ধা, কোটরপুষ্পী, ঋষ্যগন্ধা, ছাগলাণ্ড্রী, অস্ত্রী, জুঙ্গা, ছগলী, অজাত্রী।
ঋক্ষগন্ধিকা—কৃষ্ণভূমি কুষ্মাণ্ড। পর্যায়—ক্ষীরবিদারী, মহাশ্বেতা, ক্ষীরিকা।
ঋষভী—cissus quadranguiaria
ঋষিজাঙ্গলিকী—ঋক্ষগন্ধা দ্রং।
ঋষিপ্রোক্তা—মাষপর্ণীবৃক্ষ।
ঋষ্যগতা—১ শতমূলী, ২ আলকুশী, ৩ অতিবলা।
ঋষ্যগন্ধা—ঋক্ষগন্ধা দ্রং।

[এ]

একতীর—ophioglossum reticulatum.

একপত্রিকা—গন্ধপত্রবৃক্ষ।

একপত্রোৎপত্তিক—যে সকল বৃক্ষের অঙ্কুর সময়ে একটিমাত্র পত্র উদ্‌গত হয়। যেমন ১ নারিকেল, ২ খর্জুর, ৩ তাল, ৪ কদলী ইত্যাদি।

একপলাশ—একটিমাত্র পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ।

একপুষ্পা—বৃক্ষবি°।

একবীর—বৃক্ষবি°। পর্যায়—মহাবীর, সকৃদ্বীর, সুবীরক।

একমূলা—[স° শালপর্ণী] শালপাইন, অতসী।

একরজ—ভৃঙ্গরাজ দ্র°।

একাষ্ঠিল, একাষ্ঠীল—নিমুইগাছ, বকগাছ।

একোশিকা—আকনা গাছ

এরকা—তৃণবি°। পর্যায়—গুন্দ্রমূলা, শিম্বী, গুন্দ্রা, শরী।

এরণ্ড—[স° এরণ্ড, রুবু, রুবুক, উরুবুক ; হি° অণ্ডসফেদ, অণ্ডলাল ; কো° হেণ্ডা ; ম° এরণ্ড, এরণ্ডোলী ; গু° ধোলোএরণ্ড, রাতোএরণ্ড ; ক° এরণ্ডু ; তে° আমুডামু, আমিদপুচেট্র ; ফা° বেন্দজীর, সুখেমাবেন্দজীর ; অ° খিবার্, হবুলখিরুবা] রেড়ী, ভেল-ভ্যারাণ্ডা, ricinus communis. গাছ প্রায় ৬।৭ হাত উঁচু হয়। পাতা অনেকটা মানুষের হাতের মত দেখিতে। ফল হইতে বীজ হয়। এরণ্ড দুই প্রকারের হয় শ্বেত এরণ্ড ও লোহিত এরণ্ড। শ্বেত এরণ্ড পর্যায়—আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্বহস্ত, পঞ্চাঙ্গুল, বর্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, অদণ্ড, বাতারি, তরুণ ; লোহিত এরণ্ড পর্যায়—রুবুক, উরুবু, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু, উত্তানপত্রক। এরণ্ড অর্থাৎ ভ্যারাণ্ডা বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়।

এরণ্ডপত্রিকা, এরাণ্ডফলা—দন্তীবৃক্ষ। পর্যায়—লঘুদণ্ডী, বিশল্যা, উদুম্বরপর্ণী, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাজী, নিকুম্ভ, মকুলক।

এর্বারু—কাঁকুড়বি°। কাঁকুড় দ্র°।

এলা, এলাচি, এলাইচ—১ ছোট এলাইচ [স° উপকুঞ্চি, এলিকা, কোরঙ্গী, এলা, হি° ছোটী এলায়চি, গু° ইলায়চি, এলচিকাগদী ;

ম° বেলচি ; তে° এলাক্ ; দ্রবি° এলোক্লোকাপ্ ; ফা° হৈল্ ; অ° কাকিলোসিগার] ২ বড় এলাইচ [স° স্থূলৈলা, ত্রিপুটা ; হি° বড়ি ইলায়চি, লাল ইলায়চি, ; ম° ; থোরবেলা, বেলদোড়ে ; গু° মোটা এলাচী, এল্চা ; ক° পরড্লকী ; তে° পেদ্দএলাকুলু ; তা° এলম্ ; ফা° হৈলফলাং ; অ° কাক্লেকিবার] elettaria cardamomum, amomum subeletum, a. paradisi. ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে জন্মায়। ছোট এলাচি মালাবারে ও বড় এলাচি মহীশূরে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পর্যায়—বড় এলাচি—পৃথিবকা, চন্দ্রবালা, নিস্কুটি, বহুলা, স্থূলা, মানেয়া, তাড়কাফল ; ছোট এলাচি বা গুজরাতি এলাচি—উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, ত্রিপুটা, ত্রুটি, বয়স্থা, তীক্ষ্মগন্ধা সূক্ষ্মেলা। ॥ বিশ্ব° ॥ বড় এলাচি নেপালী এলাচি (এলাফলের মত দেখিতে বলিয়া) হরিদ্রাদিবর্গের পত্রময় স্থায়ী শাক। পাতা লম্বা, আমপাতার ন্যায়। ফুলের মঞ্জরী ঘন শীষের মত, কন্দ হইতে জন্মে। বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে জন্মায়। একটি গাছের বহুবিস্তৃত মূলবৎ কন্দ হইয়া বহু স্থানে নূতন গাছ জন্মায়।

এলাপর্ণী—রাস্না, কাঁটা আসরুলি বা এলাণি। রাস্না দ্র°।

এলাবতী—এলালতা।

[ঐ]

ঐন্দ্রী—১ রাখালশসা, ২ এলাচ।

ঐভী—হস্তিঘোষালতা।

ঐরাবত—লকুচবৃক্ষ।

ঐরাবত ফল—লেবু।

ঐরাবতী—বটপত্রীবৃক্ষ।

[ও]

ওআওয়া (দেশজ)—বৃক্ষবি°। tetranthera fruticosa.

ওকড়া—[স° ইৎকট, উচ্ছটা] পাটাদিবর্গের বন্যক্ষুপ, trumfetta r.

ওকড়া (বন)—জবাদিবর্গের বন্যক্ষুপ, urena lobeta.

ওজারা (দেশজ)—বৃক্ষবি° ।
ওড়চাকা (দেশজ)—দীর্ঘ গাছ, souneratia acida. ভারতের পূব ও পশ্চিম উপকূলে জন্মায় ।
ওড়পুষ্প—জবা ।
ওড়ফুল—জবাফুল (ওড্রপুষ্প), tribicus rosa-scivansis.
ওড়িকা, ওড়ী—উঁড়িধান । পর্যায়—ওড়ী, নীবার ।
ওড্র—জবা ।
ওদনপাকী—নীলঝিণ্টি ।
ওদনাহ্ব—sida cordifolia.
ওদনিকা—বলা, বেড়েলা ।
ওদনী—বেড়েলা ।
ওদোধান—ধানবি° ।
ওয়াম্পিচ—চীনা ওয়ামপি গাছ, cookia punctata.
ওল—[স° শূরণ, রক্তকন্দ, স্থূলকন্দ ; ওল্ল, ওলব ; হি° ওল, জমীনকন্দ ; ও° ওলুখ ; তা° করুন ; তে° মুণ্ডাকন্দ] শ্বেত ও রক্তাভশ্বেত দুই রকমের কন্দ আছে, amorphophallus campanulatus, arum cam. কচু-আদিবর্গের কন্দ গাছ। প্রতি গাছে একটি পাতা, যে গাছে ফুল হয় সে গাছে পাতা থাকেনা। ওল বনে জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মে। পর্যায়—শূরণ, কন্দ, কন্দল, অর্শঘ্ন ।
ওলটকম্বল—উলটকম্বল দ্র° ।
ওষধি—ফল পাকিলেই যে গাছ শুকাইয়া যায়। ওষধির নামভেদ —১ অজগরী, ২ শ্বেতকাপোতী, ৩ গোনসী, ৪ কৃষ্ণকাপোতী, ৫ বারাহী, ৬ ছত্রা, ৭ অতিছত্রা, ৮ কন্যা, ৯ করেণু, ১০ অজা, ১১ চক্রকা, ১২ আদিত্যপর্ণিনী, ১৩ ব্রহ্মসুবর্ণলা, ১৪ শ্রাবণী, ১৫ মহাশ্রাবণী, ১৬ গোলোমী, ১৭ অজলোমী, ১৮ হংসপাদী, ১৯ শঙ্খপুষ্পী, ২০ বেগবতী, ২১ সোম ।
ওষধিপতি—১ কর্পূর, ২ সোমলতা ।
ওষ্ঠী, ওষ্ঠোপমফলা—বিম্বফল, তেলাকুচা ।
ওষ্ঠোপুষ্প—বন্ধুক ফুল ।

[ঔ]

ঔরাচাঁপা—বৃক্ষবি°, sphenocarpus grandiflorus.

[ক]

কক্খটপত্র—corchorus olitorius. পর্যায়—পট্ট, বাজশল, শানি, চিম।

ককজঙ্ঘা—[সং কাকজঙ্ঘা, পারাবতপদী, লোমশা ; হিং কাকজঙ্ঘা ; মসী, কাউয়াঠুটী, কাউয়াঠেংডা ; কোং কাউয়াঠোকা ; মং কাঙ্গাচে ঝড়ে ; ওং অঘেডী ; কং জীরীচিলেচ ; তেং লালদুচ্চীনিকে] কাকজঙ্ঘা, কাকশসা, leea tiorta, l. aequata. বন্য ক্ষুপবিং। কাকের জঙ্ঘার ন্যায় শাখা বলিয়া এই নাম। জলাভূমিতে জন্মে।

ককুভ—অর্জুন দ্রং।

ককোর, কোর—[হিং কায়েল ; পং কমল বা করম্ ; মং কদম ; তাং নীর-কদম্ব বা বোটকীদিম ; তেং বট-করমী] বড় গাছবিং, nanclea parvifolia.

কক্ষরুহা—নাগরমুথা দ্রং।

কক্ষোথা—ভদ্রমুস্তা, নাগরমুথা।

কক্ষ্যা—বহতী।

কঙ্করোল—নিকোচকবৃক্ষ, momordica mixta, কাঁকরোল দ্রং।

কঙ্কটেরি—হরিদ্রা, হলুদ।

কঙ্কশত্রু—পৃশ্নিপর্ণী, চাকুন্দে।

কঙ্কেলি—অশোকবৃক্ষ ॥ রত্নকোং ॥ কঙ্কেড় ॥ কালিদাস ॥

কঙ্কুল—বকুল।

কঙ্কানটি—amaranthus atropurpurens.

কঙ্গিয়া—roscoca pentandra, congea p.

কঙ্গু, কঙ্গুনী, কাঙ্গিনী—[সং কঙ্গু, শুকধান্য, হিং কঙ্গনী ; মং কাংগা ; কং নবেন ; তেং কোরল্ ; কোং কাউন্ ; ফাং গল] কাউন, কাঙ্-নীদানা, setaria italica, panicium italicum. তৃণধান্য-বিশেষ। কোচবিহারে ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচুর জন্মায়। পর্যায়—প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গা।

কঙ্গুজুড়িয়া—তৃণধান্যবিশেষ। পর্যায়—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, বহ্নি, রুচি, চিনক, জ্যোতিকা, পারাবাত-পদী, পণ্যালতা, পীততণ্ডুলা, সুকুমারী, কুকুন্দনী।

কচকচিয়া—papyrus legetiformis.

কচনার (দেশজ)—bauhinia purpurea.

কচারিপুফলা—শমীবৃক্ষ।

কাঁচির—কচু-জাতীয়, arum fornicatum.

কচবী, কচু—[সং কচ্চুর ; ওং সারু] কচু, কন্দবিশেষ, colocasia antiquorum. কচুর প্রকারভেদ—(১) বনকচু, ঘেটকচু, ঘন্টাকর্ণকচু, typhonium trilobatum, (২) সারকচু—[উং তেলিয়া সারু] c. nymphaeifolia, (৩) কাঁটাকচু, lassia heterophylla, (৪) মানকচু, c. indica, (৫) গুড়িকচু, (৬) কালোকচু, (৭) আতকচু।

কচুরিপানা—পানা দ্রং।

কচ্ছ, কচ্ছক—তুন্নবৃক্ষ, তুঁদগাছ।

কচ্ছরুহা—দূর্বা।

কচ্ছুরা—শূকশিম্বি, দুরালভা, শঠি, যবাস, গ্রাহিণী, ক্ষীরুইবৃক্ষ।

কচ্ছুমতী—শূকশিম্বী, আলকুশী।

কচেছার—শটী।

কচবী—কচু।

কঞ্জ—কমল, পদ্ম।

কণ্টট—জলজ শাকবিং। কাঁচড়া। পর্যায়—জলভু, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী, জলতণ্ডুলীয়।

কণ্ডড়—কাঁচড়াবিং।

কণ্টুকী—১ যব, ছোলা, জোঙ্গকবৃক্ষ, ২ ক্ষীরীশবৃক্ষ।

কঞ্জ—পদ্ম।

কঞ্জর—আকন্দ গাছ।

কঞ্জলতা—pergularia odoratissima.

কঞ্জিকা—ব্রাহ্মণযষ্টিবৃক্ষ, বামুনহাটি গাছ।

কটকরঞ্জা—করঞ্জা দ্রং।

কটকী—[সং কটুকা] কন্দ-বি, gentiana kurroo.

কটংকট—চিতাবৃক্ষ।

কটঙ্কটেরী—১ হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা।

কটফল—[সং কটফল ; হিং কায়ফল ; মং কুস্‌ভ্যাচীশাল, কঠ্‌ঠ্‌ ; গুং কায়ফল ; তেং পাপরবুডম ; ফাং উদুল্‌বর্ক ; অং দাশীশবান] কয়াফল, myrica nagi, m. sapida. পর্যায়—শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, কুম্ভী, কৈটর্য, সোমবল্ক, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুম্ভী, রামসেনক, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক, কফাল, পরুষকুমুদী ভারতের উত্তরাংশে, নেপালে ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে জন্মায়। ছাল ফিকে লালবর্ণ, মোটা ও শক্ত। ইহার

চূর্ণ নাকে দিলে হাঁচি হয়। উগ্র গন্ধ ও কষায়। ফুল জায়ফলের চেয়ে বড় ও নরম। কাটা ফল ছুঁইলেই হাতে জড়াইয়া যায়। ছাল বায়ী ও সুগন্ধ। ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

কটফলা—গাম্ভারী; বৃহতী, কাকমাচী, বার্তাকী, মৃগেবার্রু দেবদালী।

কটবেল—কথবেল দ্র°, feronia elephantum.

কটভী—১ জ্যোতিষ্মতী লতা, নয়া-কটকী, ২ অপরাজিতা, ৩ কাটা শিরীষ।

কটম্ভর—১ শোনা বৃক্ষ, ২কটভীবৃক্ষ।

কটম্ভরা—গন্ধভাদুলে, পুনর্ণবা।

কুটশর্করা—গাঙ্গেষ্টী লতা, নাটাকরঞ্জা।

কটায়ন—বেণামূল।

কটিরা, কটিলা—[হি° কতীরা] গাছের আঠাবি°।

কটিল্লক—করলা।

কটু—১ চাঁপা, ২ পটোল, ৩ কটীলতা, ৪ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, ৫ রাইসর্ষপ।

কটুক—১ পটোল, ২ সুগন্ধি তৃণ, ৩ কুটজবৃক্ষ, ৪ আকন্দবৃক্ষ, ৫ রাজসর্ষপ, ৬ নাটা।

কটুকট—আদা।

কটুকন্দ—১ সজিনা গাছ, ২ আদা, ৩ লশুন।

কটুকরঞ্জ—নাটাকরঞ্জ।

কটুকা—১ কটকী দ্র°, ২ কুলিকবৃক্ষ, ৩ রাইসরিষা, ৪ তিত লাউ। পর্যায়—জননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্ত-রোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্য-পিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্বা, দ্বিজাঙ্গী, মলভেদিনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণভেদী, মহৌ-ষধীকটী, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কট, কেদারকদুকা, অরিষ্টা, পানঘ্নী, কটম্বরু, কচুম্বরা, অশোকা।

কটুকালাবু—তিত লাউ।

কটুগ্রন্থি—১ পিপ্পলী মূল, ২ শুণ্ঠি।

কটুঙ্গ—শোনাগাছ।

কটুচ্ছদ—টগরবৃক্ষ।

কটুৎকটত—শুট

কটুতক্তক—শোণ গাছ, চিরতা।

কটুতুম্ত্রী—লতাবি, তিক্ত ঝিঙা।

কটুতুম্বী—তিক্ত অলাবু। পর্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুকালাবু, নৃপাত্মজা, কটুতিক্তিকা, কটুফলা, তুম্বিনী, কটুতুম্বিনী, বৃহৎফলা, রাজপুত্রী, তিক্তবিজা, তুম্বিকা।

কটুদলা—কাঁকুড়।

কটুনিষ্পাব—নদীতীরে উৎপন্ন নিষ্পাব ধান্যাবি°।

কটুপত্র—পর্পট, ক্ষেতপাপড়া।
কটুপত্রিকা—কণ্টকারীবৃক্ষ।
কটুফল—পটোল।
কটুফলা—শ্রীবল্লীবৃক্ষ।
কটুবর্গ—পিপ্পল, চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, করেণুকা, এলা, যবানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গ, বামনহাটি, মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী, সুরসা, শ্বেতসুরসা, ফণিজ্বক, অর্জক প্রভৃতি তুলসী-সকল, গন্ধতৃণ, সুগন্ধক, সুমুখ, কালমাল, কাসমর্দ, খবক, খরপুষ্প, কটফল, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকানি, পুরাতন আমলকী, কাকমাছী, বিষমুষ্ঠি, সজিনা, মধুশিগ্রু নামক অন্যবিধ সজিনা, মূলা, লশুন, মৌরি, কুড়, দেবদারু, বলগুজফল, গুগ্গুল, মুথা, লাঙ্গলিকী, শুকনাশা, পীলু প্রভৃতি দ্রব্য।
কটুবার্তাকী—শ্বেতকণ্টকারী।
কটুবীজ—পিপ্পলী দ্র°।
কটুভঙ্গ—শুণ্ঠী।
কটুভদ্র—শুণ্ঠী, আদা।
কটুমঞ্জরিকা—অপামার্গ, আপাং।
কটুম্ভরা—কটকী, গন্ধভাদুলে।
কটুরোহিণী—কটকী দ্র°।
কটুশৃঙ্গাল—গৌরসুবর্ণ শাক-বি°।
কটুস্নেহ—সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ, রাই-সরিষা।
কঠিঞ্জর—তুলসীবৃক্ষ। পর্যায়—পর্ণাস, কুঠেরক, লোণিকা, জাতুকা, পর্ণিকা, পণ্ডুর, জীবক, সুবর্চলা, কুরুবক, কুন্তলিকা, কুরাণ্টিকা, তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, দেবদুন্দুভি॥ শব্দ°॥
কঠিল্ল—কারবেল্ল, করেলা।
কঠিল্লক—করেলা, পুনর্ণবা, তুলসী।
কড়ুকি—rottboella perforata.
কড়মা—[স° কলম] ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু ঘাস। দূর্বাঘাসের মত, লতাইয়া যায় কিন্তু মোটা।

কড়ম্ব—কদম্ব দ্র°।
কড়ম্বী—কলমী শাক।
কড়িলা—alysicarpus vaginalis.
কণজীর—শ্বেতজীরক।
কণজীরক—ক্ষুদ্র জীরা।
কণা—জীরা, শ্বেতজীরা, পিপ্পল।
কণিকা—অগ্নিমন্থ, গণিকারিকাবৃক্ষ।
কণীচি—গুঞ্জা, কুঁচ।
কর্ণিয়ার—বৃক্ষবি°, কর্ণিকার, petrospermum macerifolium.

কণের, কণেরু—কর্ণিকারবৃক্ষ। সোনালুগাছ।
কণ্টকদ্রুম—শাল্মলিবৃক্ষ, বাবলা।
কণ্টকপঞ্চমূল—করমচা, গোক্ষুর, ঝাঁটি, শতমূলী, কেলেকড়া।
কণ্টকপ্রাবৃতা—ঘৃতকুমারী।
কণ্টকফল—কাঁঠাল গাছ, গোক্ষুরবৃক্ষ।
কণ্টকবৃন্তাকী—বার্তাকু, বেগুন।
কণ্টকশ্রেণী—কণ্টকারী।
কণ্টকাঢ্য—কুব্জকবৃক্ষ।
কণ্টকার—শিমুল গাছ, বঁইচ গাছ।
কণ্টকারী—[সং কন্টকারিকা, কণ্টকারী; হিং কটেরী, লঘুকটাই, ভটকাটরা, রেঙ্গনী ; মং রিঙ্গনী, ভুঁইরিঙ্গনী; লঘুরিঙ্গনী ; গুং বেঠিভোরিঙ্গনী ; কং নেল্লুল্লু ; তেং বেরটীমুলঙ্গা, রাকুটিচেট্ট ; ওং কণ্টমারিষ] কাঁটকারি, কেঁটকিরি, solanum jacquini, s. diffusum, s. xanthoearpum. কাঁটাপূর্ণ লতাবিং। বঙ্গনাদিবর্গের ক্ষুপ। নদীর চরে ও উচ্চ শুষ্কভূমিতে জন্মায়। মাটিতে গুটাইয়া বৃদ্ধি পায় ; কাঁটা ১-৪ ফুট লম্বা, সবুজবর্ণ, পাতা ডিম্বাকৃতি, ফুল নীলবর্ণ, ফল পীতবর্ণ। পর্যায়—নির্দিগ্ধিকা, স্পৃশী, ব্যাঘ্রী, বৃহতী, প্রচোদনী, কুলি, ক্ষুদ্রা, দুস্পর্শা, রাষ্ট্রিকা, অনাক্রান্তা ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্টকিনী, দুষ্প্রধর্ষিণী, নিদিগ্ধা, ধাবনী, ক্ষুদ্রকণ্টিকা, বহুকন্টা, ক্ষুদ্রফলা, কণ্টানিকা, চিত্রফলা। ২ শ্বেত-কণ্টকারী—[সং লক্ষ্মণা ; তাং কন্দনযত্রী ;' তেং বকুদকায়া বা নোলমুল্লকু] ফুল শাদা ও দুষ্প্রাপ্য।
কণ্টকাল—১ কাঁটাল গাছ, ২ মাদার।
কণ্টকালুক—যবাসবৃক্ষ।
কণ্টকিনী—১ বেগুন, ২ শোণঝিণ্টি, ৩ মধুখর্জুরী।
কণ্টকিল—বেউড় বাঁশ।
কণ্টকিলতা—শসার লতা।
কণ্টকী—১ খদিরবৃক্ষ, ২ ময়না গাছ, ৩ গোক্ষুর গাছ, ৪ বেউড় বাঁশ, ৫ ফুল গাছ, ৬ কাঁটাল, ৭ কাঁটা বেগুন।
কণ্টকীদ্রুম—১ খদিরবৃক্ষ, ২ বার্তাকী বৃক্ষ।
কণ্টকীকল—কাঁটাল।
কণ্টকুরণ্ট—ঝাঁটি।
কণ্টতনু—বৃহতী।
কণ্টদলা—কেতকী ফুল।
কণ্টপত্র—১ বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচ গাছ, ২ শৃঙ্গাটক, শিঙ্গারা, পানিফল।
কণ্টপত্রক—পানিফল।

কণ্টপত্রফলা—ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ।
কণ্টপাদ—বঁইচ গাছ।
কণ্টফল—১ ছোট গোক্ষুর, ২ কাঁটাল, ৩ ধুতুরা, ৪ লতাকরঞ্জ, ৫ তেজঃফল, ৬ এরণ্ড ফল।
কণ্টফলা—দেবদালী লতা।
কণ্টবল্লী—শ্রীবল্লীবৃক্ষ।
কন্টবৃক্ষ—তেজঃফল বৃক্ষ।
কণ্টল—বাবলা গাছ। পর্যায়—বাবল, স্বর্ণপুষ্প, সূক্ষ্মপুষ্প।
কণ্টাকারী—বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচ গাছ।
কণ্টাফল—কাঁটাল।
কণ্টার্তগতনা—নীল ঝিণ্টি।
কণ্টালু—১ বাঁশবি°, ২ বৃহতী, ৩ বার্তাকী, ৪ বাবলা।
কণ্টিকারী—[স° ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধকা; হি° কটেরী; তে° কুদা; তা° কান্দনকাট্টোরি]। কণ্টকারী দ্র°।
কণ্ঠালা—রামুনহাটী।
কন্ঠীরবী—বাসকবৃক্ষ।
কণ্ঠীল—বামুনহাটী।
কণ্ডুর—১ করলা লতা, ২ কুন্দর তৃণ।
কণ্ডুরা, কণ্ডুকরী—১ শুকশিম্বী, আলকুশী, ২ অত্যম্লপর্ণী।
কণ্ডুঘ্ন—১ আরগ্বধ, সোঁদালু, ২ শ্বেতসর্ষপ।
কণ্ডুঘ্নবর্গ—চন্দ, বেণামূল, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম্ব, কুটজ, সর্ষপ, মৌল, দারুহরিদ্রা, মুথা।
কণ্ডুরা—আত্মগুপ্তা, আলকুশী।
কৎ—খদির।
কৎবেল—কথবেল দ্র°।
কত—নির্মলীবৃক্ষ।
কতক—[তা° তেতমরম, তেএকোত্ত; ও° কতোক; তে° কতকসু; দাক্ষিণাত্যে—চিলবিজ্জ; সিংহলে—ইঙ্গিবি] ১ নির্মলীবৃক্ষ, strychnos potatorum. এই এই বৃক্ষ ৩০—৬০ ফুট উচ্চ হয়। পর্যায়—অম্বুপ্রসাদ, কত, তিক্ত-ফল, রুচ্য, ছেদনীয়, গুচ্ছফল, তিক্তমরিচ॥সুশ্রু° মনু°॥২ কুচিলা।
কতৃণ—[হি° সোঁধিয়া বা রোহিষা] ১ সুগন্ধি তৃণ-বিশেষ, রামকর্পূর। পর্যায়—পৌর, সৌগন্ধিক, ধ্যান, দেবজগ্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীত, সুশীতল, কাতৃণ, ভূতি, ভূতিক, শ্যামক, ধ্যামক পূতি, মুদ্গল, দেবগন্ধক। ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে।
কথবেল—[স° কপিথ; হি° কয়েথ, কবথ, ভুইকোএৎ, ম° কঁবঠ, কবিঠ; গু° কোঁট, কাঠ, কোঠবতী; ক° বেললু; তৈ° এলাংগাকায়া; ও°

ক'ইথ ; মলয়—বেলঙ্গ] কৎবেল, কটবেল, কয়েত, কয়েদবেল, teronia elephantum. নারঙ্গী-বর্গের শল্যতরু। পর্যায়—কপিত্থ, দধিত্থ, গ্রাহী, মন্মথ, দধিফল; পুষ্পফল, দন্তশঠ, কপিত্থ, মালুর, মঙ্গল্য, নীলমল্লিকা, গ্রাহিফল; চিরপাকী, গ্রন্থিফল, কুচফল, গন্ধফল, কপীষ্ট, দন্তফল, করভবল্লভ, কাঠিন্যফল, করঞ্জফলক ॥ রাজনি° ॥

কদ্—কদ্‌বেল।

কদম, কদম্ব—[স° নীপ, গিরিকদম্ব ; হি° কদম, কেল কদম ; ও° কুরুম, কেলিকদম্ব ; তা° কোদম্ব, রুদ্রথা, কাদিমীমালু বা কদপ চেতু ; কর্ণা° কদরেদু] কদম, কেলিকদম, nanclea cadamba, বিখ্যাত তরু ॥ অম° ॥ ৭০-৮০ ফুট উঁচু। অনেক ফুল গোলাকারে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া কন্দুকের ন্যায় দেখায়। পর্যায়—প্রিয়ক, হলিপ্রিয়, কাদম্ব, ষট্‌পদেষ্ট, প্রাবৃষেণ্য; হরিপ্রিয়, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়; কাদম্বর্য, সীধুপুষ্প, মহাঢ্য, কর্ণপূরক। (১) ধারাকদম্ব—[স° সুবাসঃ, প্রাবৃষেণ্য] anthocephalus cadamba. ৪০-৫০ ফুট উঁচু সরল গাছ। ফুল ফিকে লেবুর রং-বিশিষ্ট। রাতে ফুলের সুগন্ধি বাহির হয়। ফল ছোট লেবুর রংয়ের ন্যায়। ফুল বর্ষাকালে হয়। (২) কেলিকদম্ব, ধূলিকদম্ব—[হি° হলদী, কদমী ; তা° সজ্জকদমী ; তে° লুখকদমী ; ম° মঞ্জকদম্ব] ধূলিকদম্ব, adina cordifolia. পর্যায়—ধূলিকদম্ব, ক্রমুকপ্রসূন, বসন্তপুষ্পী, বলভদ্র-সংজ্ঞক, পরাগপুষ্পী, মকরন্দবাস, ভৃঙ্গপ্রিয়, রেণুকদম্ব ॥ শব্দ° ॥ গাছ ২০-৩০ ফুট উঁচু, পাতা শরৎকালে ঝরে যায়। ফুল পীতবর্ণ, ফল সুপুরীর মত। (৩) নীপ—বড় কদম্ব। বর্ষাকালে ফোটে।

কদম্বক—১ দেবতাড়বৃক্ষ, ২ হরিদ্রা, ৩ সর্ষপ, ৪ দারুহরিদ্রা।

কদম্বদ—সর্ষপ।

কদম্বপুষ্প—মুণ্ডিতিকাবৃক্ষ, মুণ্ডিরী।

কদম্ববাদী—নীপজাতীয় কদম্ববি°।

কদম্বী—দেবদালী লতা।

কদর—শ্বেতখদির, কাঁটা বাবলা। পর্যায়—সোমবল্ক, ব্রহ্মসল্য, খদিরোপম, শ্বেতসার, খদির।

কদল—১ কলা দ্রঃ। ২ চাকুলে লতা, ৩ শিমুল।
কদলক—কলাগাছ।
কদলা—১ চাকুলে, কজ্জলী গাছ, ৩ ডিম্বিকা, ৪ শিমুল।
কদলী—কলা দ্রঃ।
কদু—অলাবু দ্রঃ।
কদ্রাব—শস্যবিঃ, paspalum serobiculatum.
কনক—১ পলাশ, ২ নাগকেশর, ৩ ধুতুরা, ৪ কাঞ্চনালবৃক্ষ, ৫ কালীয় বৃক্ষ, ৬ চাঁপা, ৭ কালকাসুন্দা, ৮ কণগুগ্গুল, ৯ লাক্ষা গাছ।
কনককরবীর—[হিং কলিয়র কনের] বোধ হয় হলুদা কলিকা ফুল (যোগেশচন্দ্র রায়)।
কনকচাঁপা—[সং কর্ণিকার, কনকচম্পক] বন্ধুকাদিবর্গের বৃহৎ তরু, pterospermum acerifolium, ochua squamosa. গাছ ৪০-৫০ ফুট উঁচু। শাখা বিস্তৃত, কাঠ লালবর্ণ, গুঁড়ি গোলাকার। পাতা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি ও লম্বা।
কনকঝিঙ্গা—বৃক্ষবিঃ, polygonum elegans.
কনকধুতুরা—[সং কনক ; মহাং কালধস্তুর ; কর্ণাং করিয়াসদ-কুণিকে] কালধুতুরা, স্বর্ণবর্ণ ফুল, datura fastuosa. বর্ষজীবীগুল্ম-বিঃ।
কনকপ্রভা—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।
কনকপ্রসবা—স্বর্ণকেতকী।
কনকরম্ভা—সুবর্ণকদলী।
কনকা—ehrelia umbellulata.
কনকারক—রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ, কোবিদার।
কনকরাঙ্গা—বৃক্ষবিঃ, amaranthus gangeticus.
কনকাহ্ব, কনকাহ্বয়—১ নাগকেশ ফুল, ২ ধুতুরা।
কনড়কা—commelyna bengalensis.
কনিষ্ঠক—শুকতৃণ।
কনীচি—কুঁচ।
কনের—কর্ণিকারবৃক্ষ।
কন্থরী, কন্থারী—বৃক্ষবিঃ। পর্যায়—কন্থা, দুর্ধর্ষা, তীক্ষ্ণ, কণ্টকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রূরগন্ধা, দুষ্প্রবেশ।
কন্দগুড়চী—গুড়চীবিঃ। গুলঞ্চ (বেলং), cocculus cordifolius. পর্যায়—কন্দোদ্ভবা, কন্দামৃত, বহুছিন্না, বহুগ্রহা, পিণ্ডালু, কন্দরোলিনী।
কন্দট—শ্বেতোৎপল, সাদা সুঁদি ফুল।

কন্দফলা—ছোট করলা, উচ্ছে।

কন্দবহুলা—ত্রিপর্ণিকাবৃক্ষ।

কন্দবর্ধন—ওল।

কন্দবল্লী—বন্ধ্যাকর্কোটকী।

কন্দমূল—মূলো।

কন্দর—১ আদা, ২ গুল, ৩ গাজর।

কন্দরাল—১ গর্দভাণ্ডবৃক্ষ, ২ পাকুড় গাছ, ৩ আখোটগাছ।

কন্দরালক—প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড় গাছ।

কন্দরোদ্‌ভবা, কন্দরোহিণী—গুড়ূচীবি°।

কন্দর্পজীব—কাঁঠাল।

কন্দল—কদলীবিশেষ, ভূমিকদলী।

কন্দলতা—মালাকন্দ (?)।

কন্দলী—১ গুল্মবি°, ২ কদলী, ৩ ভুঁইচাঁপা, ৪ কলাফুল, ৫ বেঙের ছাতা [ইং mushroom] ॥ মেঘ°॥

কন্দশাক—আলু, ওল, মূলো, গাজর, মান, কচু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, কেমুক, কেসুর, শালুক।

কন্দশূরণ—ওল।

কন্দাঢ্য—ভূমিকুষ্মাণ্ড।

কন্দামৃতা—গুড়ূচীবি°।

কন্দালু—কাসালু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিপর্ণিকা।

কন্দিরী—লজ্জালুবৃক্ষ।

কন্দী—ওল।

কন্দুরি—coccinia grandis, momordica monsdelpha.

কন্দোট—১ শ্বেতোৎপল, ২ নীলোৎপল।

কন্দোত—কুমুদ, হেলাফুল।

কন্দোদ্‌ভবা—গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দ্রী—জঙ্গলীপিয়াজ, scilla indica.

কন্ধ—মুথাবি°।

কন্ধর—মারিষ শাক, নটেশাক।

কন্যকা—ঘৃতকুমারী।

কন্যা—ঘৃতকুমারী, বড় এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বন্ধ্যাকর্কোটকী, মহৌষধিবি° (ময়ূরপক্ষের ন্যায় ১২টি পাতা, স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর অর্থাৎ আটা ও কন্দ হইতে উৎপত্তি—সুশ্রুত)।

কপটেশ্বরী—শ্বেতকন্টকারী।

কপি—আমলকী, করঞ্জবি°।

কপি—সর্ষপাদিবর্গের শাকবি°, brassica oleracea. প্রকারভেদ—ফুলকপি [ইং cauliflower] (ফুল চূড়ার মত হয়), বাঁধাকপি, তালকপি [ইং cabbage] (পাতা গুটাইয়া তালের মত হয়), ওলকপি [ইং kuol kohl] (মূল ওলের মত স্ফীত

হয়)। বিদেশ হইতে এদেশে, আনীত, শীতকালে জন্মায়।

কপিকচ্ছু—আলকুশী দ্র°।

কপিকচ্ছুফলোপজা—জতুকালতা।

কপিকচ্ছুরা—আলকুলশী দ্র°।

কপিকা—নীল সিন্ধুবার বৃক্ষ, নীলনিসিন্দা গাছ।

কপিকোলি—শেয়াকুল।

কপিচূড়া—আমড়া গাছ।

কপিচূত—আমড়া।

কপিত্থা—কথবেল দ্র°।

কপিপিপ্পলী—১ রক্ত অপামার্গ, ২ সূর্যাবর্ত বৃক্ষ।

কপিপ্রভা—১ আলকুশী, ২ অপামার্গ।

কপিপ্রিয়—১ আমড়া, ২ কদবেল।

কপিবল্লী—গজপিপ্পলী।

কপিভক্ষ্য—কদলী।

কপিময়না—এক প্রকার ময়না গাছ, sanguiria spinosa.

কপিরোমফল,—আলকুশী (ফল বানরের লোমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ শূক দ্বারা আবৃত)।

কপিল—বরুণবৃক্ষ (?)।

কপিলদ্রাক্ষা—দ্রাক্ষাবি°। পর্যায়—মৃদ্বীকা, গোস্তনী, কপিলফলা, অমৃতরসা, দীর্ঘফলা, মধুবল্লী, মধুফলা, মধূলী, হরিতা, হারহারা, সুফলা, মৃদ্বী, হিমোত্তরা, পথিকা, হেমবতী, শতবীর্যা, কশ্মরী।

কপিলফলা—দ্রাক্ষাবি°।

কপিল শিংশপা—শিংশপাবৃক্ষবি°। পর্যায়—কপিলা, পীতা, সারিণী, কপিলাক্ষী, ভষ্মগর্ভা, কুশিংশপা ॥ শব্দক° ॥

কপিলা—শ্যামলতা (?)।

কপিলাক্ষী—১ মূর্গেবারু, কপিলশিংশপা।

কপিলোমফলা—আলকুশী।

কপিল্লিকা—গজপিপ্পলী।

কপিশা—মাধবীলতা।

কপীকচ্ছু—আলকুশী।

কপীজ্য—ক্ষীরিকাবৃক্ষ।

কপীত—শ্বেতবুহ্নাবৃক্ষ।

কপীতন—আমড়া গাছ, গর্দভান্ডবৃক্ষ, গান্ধিভাট, শিরীষ, অশ্বত্থ, সুপারি গাছ, বেল গাছ।

কপীষ্ট—১ রাজাদনীবৃক্ষ, ২ কপিত্থ, কদবেল।

কপোতচরণা—ক্ষীরিকা (?)।

কপোতবণ্ডা—ব্রাহ্মী (?)।

কপোতবর্ণী—ছোট এলাইচ।

কপোতবল্লী—ব্রাহ্মী।

কপোতবেগা—ব্রাহ্মী শাক।

কফঘ্নী—আউচবৃক্ষবিশেষ।

কফবর্ধন—পিন্ডীতগরবৃক্ষ।

কফান্তক—বাবলা গাছ।

কফারি—শুঁঠ।

কফেলু—শ্লেষ্মাতকবৃক্ষ।

কমন্ডলু—১ অশ্বত্থবৃক্ষ, ২ গর্ধভান্ড, গাঁধিভাট।

কমন—অশোকবৃক্ষ।

কমল—[সং পদ্ম, সরসিজ, উৎপল; ইং Indian sacred bean, lotus] পদ্ম, মৃণাল, নল, পঙ্কজ, nelumbium speciosum. প্রকারভেদ—(১) পুন্ডরীক, শ্বেতপদ্ম, (২) সৌগন্ধিক, blue lotus,—নীলকমল, নীলপদ্ম, শাঁপলা, nymphoea cyanea—(ক) ছোট নীলপদ্ম, nymphoea stellata; (খ) বড় নীলপদ্ম, n. major. (৩) রক্তপদ্ম—'রক্তকমল,' (৪) কুমুদ (শালুক ফুল); শালুকের ফলের ভিতর সর্ষপের বীজ থাকে। তাহাকে ভাঁট বলে। ভাঁটের খইয়ের মোয়া উত্তম খাদ্য, (৫) স্থলপদ্ম, থলপদ্য, hibiscus mutabilis plenus. পর্যায়—পদ্ম, নল, নলিন, অম্ভোজ, অম্বুজন্ম, অম্বুজ, শ্রী, অম্বুরুহ, অম্বুপদ্ম, সুজন, অম্ভোরুহ, সারস, পঙ্কজ, সরসীরুহ, কুটপ, পাথোরুহ, পুষ্কর, বার্জ, তামরস, কুশেশয়, কঞ্জ, কজ, অরবিন্দ, শতপত্র, শতদল, বিসকুসুম, সহস্রপত্র, মহোৎপল, বারিরুহ, সরসিজ, অনিলজ, পঙ্কেরুহ, রাজীব, কমল। শ্বেতপদ্ম—শতপদ্ম, মহাপদ্ম, পুন্ডরীক, সিতাম্বুজ, নল, সরোজ, নলেন, অরবিন্দ, মহোৎপল; রক্তপদ্ম—কোকনন্দ, রক্তোৎপল, হল্লক, রক্তসন্দিক, রক্তসরোরুহ, রক্তাম্ব, অরুণকমল, রবিপ্রিয়, রক্তবারিজ; নীলপদ্ম—নীল, ইন্দীবর, নীলোৎপল, মৃদুৎপল, কবলয়, নীলাবন্ধ, নীলমুৎপল, ভদ্র।

কমলক—কমল।

কমলাগুঁড়ি, কমিলা—কম্পিল্ল দ্রষ্টব্য।

কমলালেবু—[সং কমলানিম্বু; হিং অমৃতফল, সুন্থর, নারিঙ্গী, সঙ্গতর, নারেঞ্জ; নেপালী—সুন্তল; গুং নারঙ্গী; পঞ্জাং সন্তর, নারঙ্গি, নারঞ্জ; বোম্বাং, নারঙ্ঘীশস্ত্র, নারিঙ্গশাল; মং সকুনিশ্ব, নারঙ্গশাল, নারিঙ্গ; তেং গঞ্জনিম্ম, কিত্তলি, কিচ্চিলিপন্দু,

নারিঙ্গপন্দ্; তা° কিচিলি, কেচ্, কল্লুঙ্গীপল্লম ; কর্ণা° কিত্তনেপন্ন্, কিত্তবেপ্পে ; মালয়—মাহুর নারন্না কোলাঞ্জি নরকম ; মহীষুর—ফেরুক, সিম ও মনিস ; সিংহল—নারংগকা, দোদন ; আবী—নারঞ্জ ; ফা°—নারংগ] নারেংগা, কাকি, খাটজমিয়া, citrus aurantium. দুই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে —কমলালেবু ছিল না—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ নাই। গ্রীক জাতিরা বর্ণনা করে নাই। কমলালেবু চীন হইতে ভারতে আসিয়াছে।—de Candole. কমলালেবু প্রধানত চারি প্রকার—(১) সন্তর বা মোগলাই কমলা—ছাল পরিষ্কার, পীতাভ, ত্বক বড় আলগা, (২) কেওন্লা বা নারিংগী, (৩) লাল কমলা, malta orange, (৪) মান্দারিন। পর্যায়—নারংগ, নাগরংগ, সুরংগ, তগ্গন্ধ, ত্বক্সুগন্ধ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, মুখপ্রিয়, ঐরাবত, বক্তুবাস, যোগীরংগ, নগর, বরীষ্ঠ। বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ। নূতন শাখা সবুজবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। পাতা বক্র, ডিম্বাকৃতি ও অগ্রভাগ মোটা। ফুল সাদা। ফল গোলাকার। উভয় দিকে কিঞ্চিৎ চাপা।

কমলিনী—পদ্মের গাছ বা গুল্ম।

কমলোত্তর—কুসুম্ভ ফল।

কম্পিল—কম্পিল্ল দ্র°।

কম্পিল্ল, কম্পিলক—[স° কাম্পিল্ল, কর্কশাশ্চন্দ্র ; ম° কপীলা ; ও° কপীলো ; হি° কবীলা কম্বিলা ; ক° কম্পিলকং ; ফা° কম্বিলায় ; অ° কম্বীর ; উ° কমলাগুডি] কমলাগুড়ি বা কমিলা নামক এক জাতি বৃক্ষ, mullotuo phillppensis, trotlera tinctora. স্নুহিকাদিবর্গের ছোট আরণ্য তরুবি°। ভারতের প্রায় সকল দেশেই জন্মায়। গাছ বড় হয় না। ডুমুরের পাতার মত পাতা। ফল ফলসার মত। পাকা ফলের গায়ে একপ্রকার গন্ধবিহীন ও স্বাদবিহীন ছোট ঘোর লালরংয়ের দানাদার পদার্থ থাকে তাহাকে কমলাগুড়ি বলে। উহা দ্বারা পাট ও তসর রং করা হয়। ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—কম্পিল্য, কম্পীল, কম্পিলক, রক্তাংগ, রেচী, রেচনক

রঞ্জক, লোহিতাংগ, রক্তচূর্ণক।
কম্বুকা—অশ্বগন্ধাবৃক্ষ।
কম্বুকাষ্ঠা—অশ্বগন্ধা।
কম্বুপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পীবৃক্ষ।
কম্বুমালিনী—শঙ্খপুষ্পী।
কম্ভারী—গাম্ভারীবৃক্ষ।
কয়ত, কয়েত, কয়েদ—কথবেল দ্র°
করক—১ দাড়িম্ববৃক্ষ, ২ করঞ্জবৃক্ষ, ৩ পলাশবৃক্ষ, ৪ বকুলবৃক্ষ, ৫ কোবিদার, রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ।
করকাম্ভঃ—নারিকেলবৃক্ষ।
করঙ্ক, করঙ্কশালি—ইক্ষু-বিশেষ।
করচিমালা—বৃক্ষবিশেষ, bridelia lancaefolia.
করচিয়ব—অর্জুন গাছ, pentaptera arjuna.
করচ্ছদ—সেওড়া গাছ।
করচ্ছদা—সিন্দুর পুষ্পবিশেষ।
করজ—করঞ্জবৃক্ষ।
করজোড়ি—হাড়জোড়া গাছ।
করঞ্জ, করঞ্জা—করমচা। করঞ্জা বা করমচা প্রধানত তিন প্রকারের—(১) ডহরকরঞ্জা [স° কটুকরঞ্জ, নক্তমাল ; চিরবিলম্ব ; হি° করঞ্জ, কটুকরঞ্জ, কিরমাল, সুখচিন ; ম° চাপড়া করঞ্জ, ঘাণেরা করঞ্জ, বাবঠঠা ; গু° চরেলকণসে ; ক° নাপসীয়মবর্ণু, বারুবীহীলিগলু ; তা° পুঙ্গম, পুঙ্গমারং ; ব্র° থয়েন পিরিঞ্জু ; তৈ° কানুগচেট্টু ; কঞ্জ° ও° কোঙ্গয় ; প° সুখচেন] pongamia indica. ডহরকরঞ্জা জলাশয়ের পাশেই জন্মিয়া থাকে। উচ্চতায় ৪০-৫০ ফুট। বহু শাখাবিশিষ্ট, ফুলের রং নীল, গ্রীষ্মকালে ফোটে। শিম্বাদিবর্গ। (২) নাটাকরঞ্জা—[স° পূতিকরঞ্জ, প্রকীর্য, পূতিক ; হি° কাঁটকরঞ্জ, করঞ্জবা; ম° সাগরগোটা; গু° কাঁকচ্ তেনাংফল কাঙ্কচিয়া; ক° করঞ্জভেদু; তৈ° কচ্কাই, গুচ্চোপকা ; ফা° খায়, ইবলিশ ; অ° অক্তসক্ত্ ; কো° নাটাচিতা ; ও° কোবিপোল] পূতিকরঞ্জ; caesalpinia bonducella, guilandina b., কাঁটাবহুল বড় লতাবি°। পুষ্করিণীর পাড়ে বা সমুদ্রের ধারে বহু পরিমাণে দেখা যায়। শিম্বাদিবর্গের কৃষ্ণচূড়াদি অনুবর্গের গাছ। (৩) কাঁটাকরঞ্জা, টককরঞ্জা—[স° কর-মর্দক, মহাকরঞ্জ, বিষঘ্নী, হস্তিচারিণী, কাকঘ্নী, সুমনা, মদহস্তিনা,

হস্তিকরঞ্জক, কাকভাণ্ডী, মধুমতী ; হিং করৌন্দা ; ওঃ করঞ্জকোলি] বহু শাখাবিশিষ্ট কণ্টকময় ক্ষুপ, carissa carandas. ইহা ছাড়াও চারিপ্রকার করঞ্জা বাঙলা দেশে আছে—(ক) অম্লকরঞ্জ [সং করমর্দক], (খ) বিষকরঞ্জ [সং অঙ্গারবল্লী], (গ) মাকড়াকরঞ্জ [সং মর্কটী], (ঘ) গোঁটেকরঞ্জ [সং ষড়্গ্রন্থ]। বৃহদাকার করঞ্জকে 'মহাকরঞ্জ' বলে। রীঠাকরঞ্জ, লতাকরঞ্জও আছে। করঞ্জাকে বাংলায় করমচা বলে, carisaa carandas. পর্যায়—কৃষ্ণপাকফল, অবিঘ্ন, সুষেণ, পাকফল, বলাঙ্গয়, করান্ন, পাণিমর্দ ইত্যাদি।

করঞ্জক—করঞ্জ দ্রঃ।

করঞ্জফল,—ফলক—কপিত্থবৃক্ষ।

করট—কুসুম্ভবৃক্ষ।

করণ্ড—শৈবালবিশেষ।

করদ্রুম—কারস্করবৃক্ষ।

করপণ—১ ভিণ্ডাতকবৃক্ষ, ২ রক্ত এরণ্ড।

করপত্রবাণ—তালবৃক্ষ।

করবী—[সং করবীর, গৌরীপুষ্প, সিদ্ধপুষ্প ; হিং সফেদকনের, কনের, লালকনের, পীলীকনের, ফুলকীকনের ; মং মহ্নের পাণ্ডরী, তাংবড়ী, পিংবঠ্ঠী ; গুঃ কনের, ঘোলনাং ফুলরী, রাতা ফুলনী, গুলাবীফুলনী, পীলাফুলনী ; কং বাকনলিঙ্গে, কেলনলিঙ্গে ; তেং কানেরচেট্টু, ফাং খরজেহহরা ; অং সুমুল, হিমারদ্‌কলী ; তাং অনারি] করবী, nerium odorum, তারাদিবর্গের পুষ্পাবিং। ফুলের রংভেদে চারিপ্রকার—(১) শ্বেত করবী [সং করবীর, শতকুণ্ড, অশ্বঘ্ন] (২) রক্তকরবী [সং রক্ত করবীক, চণ্ডক, লগুড়], (৩) পীত করবী (কলকে ফুল), (৪) কৃষ্ণকরবী। পদ্মকরবী বহুদল করবী। পর্যায়—প্রতিহাস, শতপ্রাস, চণ্ডাত, হয়মারক, হয়ারি, অশ্বমারক, শীতকুম্ভ, তুরঙ্গারি, অশ্বহা, হয়ঘ্ন, শতকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, নখরাহ্ব, অশ্বনাশন, স্থলকুমুদ, দিব্যপুষ্প, ইত্যাদি। ১০-১২ হাত উঁচু বহু শাখাবিশিষ্ট সরল গাছ, ফুল গোলাপী, শ্বেত। ফল কতকটা গোল। শ্বেত-করবী ও রক্তকরবীর গাছ উদ্যানে রাখে। পীত-করবীর গাছ প্রায় আত্ম-

উ. অ.—৪

সম্ভূত। কৃষ্ণ-করবীর গাছ ক্বচিৎ দেখা যায়।
করবীরক—অর্জুনবৃক্ষ।
করবীর ভুজা, করবীর ভূযা—অড়হর।
করভকাণ্ডিকা—উষ্ট্রকাণ্ডীবৃক্ষ।
করভপ্রিয়া—ক্ষুদ্র দুরালভা।
করভবল্লভ—১ উষ্ট্রপ্রিয় পীলুবৃক্ষ, ২ কপিত্থবৃক্ষ।
করভাদনী—ক্ষুদ্র দুরালভা।
করমচা—করঞ্জ দ্র°।
করম্রট্ট—১ সুপারিগাছ, ২ পানি আমলা গাছ।
করমর্দ—করঞ্জ দ্র°।
করমর্দক—১ পানি আমলা, ২ করোন্দা, করমচা।
করম্ভ—১ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, ২ শতাবরী, শটী, শতমূলী।
করলা—[স° উদ্ধাসিত, কারবেল্ল, সুষবী ; হি° করেলা ; গু° কারেলা, কণ্ডবাবেলা; ম° কারলে, ক্ষুদ্র কারলী ; ক° হাগল ; তে° করিলা ; উ° শলরা ; কা° কারেলাহ ; অ° ফিসসা, উলহিমার ; ও° কলরা] করেলা, momordica charantia, m. muricata. বড়গুলি করেলা, ছোটগুলি উচ্ছে। কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের লতাবি°। ফল তিত।
করামর্দ, করম্বুক, করাম্লক—করমচা।
করাল, করালক—কৃষ্ণ কুঠেরক, কালো তুলসী।
করালা—শারিবা, অনন্তফল।
করিক—বিট খদির (?)।
করিকণবল্লী—চই।
করিপত্র—তালীশ পত্র।
করিপিপ্পলী—গজপিপ্পলী।
করিশ—গুল্মবি° ; dalbergia reniformis.
করী—নাগকেশর।
করীর—[স° করীর, হি° করীল] করীল, capparis aphylla ১ বাঁশের কোঁড়া—বংশ দ্র°। ২ কণ্টক ক্ষুপবি°। মরুভূমিতে জন্মে। c. spinosa. বরুণাদিবর্গের বৃক্ষ, কাঁটা গুড়কামাই। পর্যায়—ক্রকর, গ্রন্থিল, নিষ্পত্রিকা, গূঢপত্র, করক, তীক্ষ্ণপত্র। পাতা ছোট, কেবলমাত্র শাখাগ্রে দেখা যায়।
করীরকুণ—করীর শাকবি°।
করুণ, করুণা—লেবু দ্র°, citrus decumana.
করুণী—পুষ্পবৃক্ষবি°। পর্যায়—গ্রীষ্মপুষ্পী, রক্তপুষ্পী, চারিণী, রাজপ্রিয়া, রাজপুষ্পী, সূক্ষ্ম, ব্রহ্মচারিণী।

করুবক—ফলসা।

করেণু—ওষধি বৃক্ষবি°। অতিশয় ক্ষীর-যুক্ত এবং মূলদেশ যাহার গজাকৃতি, হস্তিকর্ণ, পলাশপত্রের ন্যায় দুইটি মাত্র পত্রযুক্ত।

করেন্দুক—ভূ-তৃণ, গন্ধতৃণ।

করেলা—করলা দ্র°।

কর্ক—বৃক্ষবি°, কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কট—বৃক্ষবি°। পর্যায়—কর্ক, ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রাফলক, কর্ক ফল।

কর্কটক—[স° বৃক্ষটক ; ও° কাক্কড়] কাঁকরোল, momordica cord. কুষ্মাণ্ডবর্গের লতাবি°। গাছ খুব লম্বা হয়। ফলের গায়ে উচ্ছের মত অর্বুদ আছে।

কর্কট-শৃঙ্গিকা, কর্কটশৃঙ্গী—[হি° কাকড়াশৃঙ্গী ; ম° কাঁকরাশঙ্গী ; ও° কাঁকড়াশিঙ্গী ; ক° কর্কটি-শৃংগী ; তৈ° কর্কটাশৃংগী] কাঁকড়াশৃংগী, rhus succedanea. লম্বা, ফাঁপা, দুইপাশ ক্রমশ সরু। ঈষৎ লালবর্ণ, টিপলেই ভাংগা যায়। পর্যায়—কর্কটাহ্ব, মহাঘোষা, শৃংগী, কুলীরশৃংগী, চক্রাংগী, কুলিংগী, কাসনাশিনী, ঘোষা, বনমূর্ধজা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাংগা, কর্কটী, বিষানিকা, কোলীরা, চন্দ্রাস্পজা, বলাংগা। গাছ ২৫-৩০ ফুট উঁচু। ফুল ছোট, অনেক জন্মায়। পীত ও সবুজ, ফলের আঁটি শক্ত। ফল প্রচুর হয়।

কর্কটাংগ—কাঁকুড়।

কর্কটাংগা—কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটাহ্ব—বেলগাছ।

কর্কটাহ্বা—কাঁকড়াশৃংগী।

কর্কটিনী—দারুহরিদ্রা।

কর্কটিভিণ্টি—সাদা ফুটি।

কর্কটী—১ শাল্মলীফল, শিমুল ফল, ২ দেবদালী লতা, ৩ কাঁকড়াশৃংগী, ৪ এর্বারু, ৫ ঘোটিকবৃক্ষ, ৬ কাঁকুড়। পর্যায়—কটুদলী, ছর্দাপর্ণিকা, পীনস, মূত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণী, লোমশকাণ্ডা, মূত্রলা, বহুকন্দা, কর্কটাক্ষ, শান্তনু, চিউটী, বালুকী।

কর্কন্ধু—ক্ষুদ্র বদর ফল, শিয়াকুল, কুলফল।

কর্কফল—ক্ষুদ্র আমলকী।

কর্কশ—১ কমলাগুড়ী, ২ কাসমর্দ, কালকাসিন্দা, ৩ ইক্ষু।

কর্কশচ্ছদ—১ পটোল, ২ শেওড়া গাছ।

কর্কশচ্ছদা—১ কোশাতকী, ঝিঙে, ২ দগ্ধবৃক্ষ (?)।

কর্কশদল—১ পটোল, ২ শেওড়াগাছ।
কর্কারু—লাল কুমড়া। ইহাকে বিলাতি কুমড়ো বা সহরে লাউ বলে।
কর্কারুক—কালিংগবৃক্ষ, খেঁড়ো।
কর্কী—কাঁকুড়ী।
কর্কোটক—১ বেলগাছ, ২ ইক্ষু, ৩ কাঁকরোল।
কর্কোটকী—১ পীত ঘোষা। পর্যায়—কটুফলা, মহাজালিনী, ধামার্গব, রাজকোষাতকী, ২ কাঁকুড়।
কর্চুর—কচু ॥ রাজনি° ॥
কর্ণিকার—কণিয়ার বা ছোট সোনালু ॥ রাজনি° ঋতু° ॥ সোঁদাক।
কর্পর—১ কন্দরাল, ২ আখরোট, ৩ কাপাস গাছ। পর্যায়—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা।
কর্পূর—[হিং কপূর ; ফা° কাপুর ; অ° কাফুর ; ও° ভাস্কর ; গু° কপুর ; তৈ° কর্পূরামু] কম্পুর। কর্পূর সাধারণত দুই প্রকার—(ক) চীন, ফরমোসা ও জাপানী কর্পূর, cinnamomum, camphora। (খ) বোর্নিও ও সুমাত্রা কর্পূর, dryobalanops arometica = অপক্ক কর্পূর, ভীমসেনী কর্পূর। রাজনিঘণ্টুকার ১৪ রকম কর্পূরের উল্লেখ করেছেন—(১ পোতাস, (২) ভীমসেন (ষরস), (৩) সিতকর, (৪) শঙ্করাবাস, (৫) প্রাংশু, (৬) পিঞ্জ, (৭) অব্দসার, (৮) হিমযুতা, (৯) বালুকা, (১০) জুটিকা, (১১) তুষার, (১২) হিম, (১৩) শীতল, (১৪) পঁচিকা (পঁণ্ডিকা, পাঁজিকা)। ভারতেও, কর্পূর জন্মায়—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নাগাই কর্পূর, blumea camphora. হিমালয়ে, খাসিয়া পাহাড়ে, ও বাঙলায় lymnophila gratioloides. জলাভূমিতে জন্মায় কর্পূরগন্ধী শাকবি°। পাতা গুচ্ছাকার, পাতায় এক প্রকার চিহ্ন থাকে। ফুল পাঁচ দল ও রক্ত চিহ্নিত সাদা। ফল বহুবীজ পূর্ণ। প্রায়ই লতাইয়া পড়ে। বর্ষায় ফোটে। কাল কর্পূর (l. roxb.) ফুল ছোট, বেগুনে রং, পাতা গুচ্ছাকারে না হইয়া মুখোমুখী দুইটি হয়। আবার নানা জাতীয় বৃক্ষ হতে কর্পূর হয়—(ক) তামাক পাতা চোঁয়াইয়া। (খ) পাচুলী গাছ হইতে পাচুলি কর্পূর. (গ) নারেংগা লেবু "নিবোনি ক্যাম্ফ্যার"।
কর্পূরা—হরিদ্রাবি°, আমাদা।

কর্বুদার—১ কোবিদারবৃক্ষ, ২ শ্বেত-কাঞ্চন, ৩ নীলঝিণ্টী।
কর্বুর—ধুস্তুরবৃক্ষ।
কর্বুর—১ শঠী, ২ দ্রাবিড়ক, কাঁচা হলুদ।
কর্বুরক—কাঁচা হলুদ, কাল হলুদ, আমাদা।
কর্বুরদল—সাকুরুণ্ডবৃক্ষ।
কর্বুরা—কৃষ্ণতুলসী, পারুল, বাবুই-তুলসী।
কর্মকরী—১ মূর্বালতা, ২ বিম্বিকা লতা, তেলাকুচার লতা।
কর্মজ—বটগাছ।
কর্মফল—কামরাঙা ফল।
কর্মমূল—কুশ তৃণ।
কর্মরঙ্গ—কামরাঙ্গা দ্র° ॥ রাজনি°, রাজব° ॥
কর্মার—১ বাঁশ, ২ কামরাঙা।
কর্মারক—সেওড়া গাছ।
কর্ষ—বহেড়া গাছ।
কর্ষণী—ক্ষীরিণীবৃক্ষ।
কর্ষফল—বহেড়া গাছ। পর্যায়—বিভীতক, অক্ষ, কলিদ্রুম, ভূতবাস, কলিযুগালয়।
কল—১ শেয়াকুলবৃক্ষ, ২ শাল গাছ।
কলন—বেতসবৃক্ষ, বেত গাছ।
কলন্ধু—ঘোলীশাক।
কলভ—ধুতরা গাছ।
কলভবল্লভ—পীলুবৃক্ষ।
কলভী—চঞ্চুবৃক্ষ।
কলম—শালিধান্য, কড়মা। ধান্যাদি-বর্গের—লতানে ঘাস (দূর্বার মত, কিন্তু কিছু মোটা) বিশেষ।
কলমী—[স° কলম্বী ; ও° কলম ; হি° কলমী] কলমী। কলম্বাদিবর্গের জলশাকবি°, calonyction roxb., convolvulus reptans. প্রকারভেদ—(১) বনকলমী, ipomoea striata (২) নীলকমলী—নামান্তর কালাদানা (বীজ কালো বলিয়া) লোমশ রোহিণী, pharbitis nil, i. mil (৩) দুধকলমী—বন্য রোহিণী, c. bona-nox. বঙ্গদেশের বহু জলাশয় ও জলাভূমিতে জন্মায়। পাতা বড়। ফুল বড় ও সাদা।
কলমোত্তম—গন্ধশালি, সুগন্ধি ধান্য।
কলম্ব—কদম্ব।
কলম্বক—ধারাকদম্ব।
কলম্বিকা—কলমী শাক।
কলম্বী—কলমী শাক ॥ রাজব° ॥ convolvulus reptans. পর্যায়—কড়ম্বী, কলম্বু, কলম্বিকা।
কললজোদ্ভব—শালগাছ।

কলশি, কলশী—চাকুলে।
কলসনাড়—একপ্রকার চোঁচ ঘাস।
কলা—[সং কদলী ; হিং কেরা, কেলা ; মং কেঠ্ঠ ; গুজং কেন্য ; তেং অরিতি, চন্দ্রাকেলী ; তাং বাঠেঠ, রম্ভ ; হুগালী; অং মেয়জ ; ফাং মাঙ্গ্ ; ওং বেন্তলং ; মহাং কেলি ; সিং কহিকাং ; ব্রং নেপিযান বা ঙ্গ-হেট ; বালিদ্বীপ—বিষু; মলয়—পিস্যাং ; জাপানী—গড়ং;] musa sapientum. শ্রেণী বিভাগ—বাঙলায়—রামরম্ভা, musa rubra, অনুপাম, মালভোগ, অপরিমর্ত্য, মর্ত্যমান (চাটিম, শাঁস খুব সাদা ও মাখমবৎ কোমল, পাকিলে বর্ণ পীতাভ হয় ও গায়ে ফোঁটা দাগ হয়, পুষ্ট হইলে সুগোল ও সরল), চম্পক (চাঁপা—পাকিলে ঘোর পীতবর্ণ হয়। পুষ্ট হইলে সুগোল অথচ খর্বাকৃতি, শাঁস অম্লরসযুক্ত, সুগন্ধ, খোলা পাতলা), চিনিচাঁপা, কানাইবাঁশী (প্রায় ১ ফুট লম্বা হয়), ঘিয়ে; (ঘৃতের ন্যায় সুগন্ধ), কালিবউ (বেশ মোটা) কাঁঠালী (ঢাকার—কবরী কলা। মাঝে মাঝে বীজ হয়—পাকিলে ঈষৎ পীত হয়, পুষ্ট হইলে ঈষৎ বক্র, শাঁস কিছু কড়া, খোসা পুরু) মদনী, মদনা, তুলসী, মনুয়া, রঙ্গবীর, পোড়া রঙ্গবীর, দ'য়ে কলা, ডোগরেকলা (বীচ। কলা, 'ফল খাওয়া যায় না,(কিন্তু মোচা সুস্বাদু) সয়াকলা, চিনিচাঁপা, সফরীকলা। আসামে—আঠিয়া, জেপা আঠিয়া, ভীমকলা, কনক-ধোল, বরৎমানি, ছোঁনিচম্পা, মনুহর, ভোট মনুহর, পুরা, মালভোগ, জাহাজি, দাঘজোয়া। মাদ্রাজে—রসথলি, গণ্ডি, পাছা, পেবেলি, সেবেল্লি বন্দে, বেঙ্গলা, যমেই, পে, সেরবা, যেন্নেপানিয়ামনে পিদিমোথে। বোম্বাই—রসরই, মুখেলি, তাম্বড়ি, বজেলি, লোঘণ্ডি, সোনকেলি, বেসকেলি, করঞ্জেলি, নরসিঙ্গি। সিঙ্গাপুরে মালয় ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ৮০ রকম কলা জন্মে। মালয়দ্বীপে—musa gauca. মরিসাসে—গোলাপী কলা ; musa vosacea, পাহাড়ে কলা—m. ornata, দাক্ষিণাত্যে পর্বতজাত বুনো কলা—m. superba, নেপালী কলা—m. napalensis, সিন্দুরে কলা বা চীনে কলা,

কাবুলে কলা—m. covendishi, কাঁচাকলা—m. paradisiaea, ইত্যাদি। পর্যায়—কদলী, বারণবুসা, রম্ভা, মোচা (মোচক নয়), অংশুমৎফলা, কদল (যাহা জলেই পুষ্টি প্রাপ্ত হয়)। কাষ্ঠল, বারবুষা, সুফলা, সুকুমার, সকৃৎফলা (বৎসরে একবার মাত্র ফল হয়), গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদন্তিকা নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুকলা, বনলক্ষ্মী, কদলক, মোচক, রোচক, লোচক, বারণবল্লভা, চর্মণ্বতী। কলার পাতার সংলগ্ন বাসনা সহ কাণ্ড ৫-১০ ফুট উঁচু। পাতা প্রায় ৫-৬ ফুট লম্বা উপরের দিক সবুজ, নিচের দিক ফিকে সবুজ।

কলাই—কলায়, মাষকলাই।

কলাকর—দেবদারী, unona longiflora.

কলাজাজী—কলোঞ্জাবৃক্ষ।

কলাপিনী—নাগরমুথা (?)।

কলাপী—অশ্বথ গাছ।

কলালক—কলমধান।

কলামোচা—ধান্যবি, andropogori lanum

কলায়—মটর, মাষকলাই, কলায়শুঁটি। পর্যায়—সতীকল, হরেণু, খণ্ডিক, ত্রিপুট, অতিবর্তুল। বনকলায়—glycine labialis.

কলায়—গণ্ডদূর্বা।

কলি—বহেড়া গাছ।

কলিকা—[সং কলৈকা ; ওং কর্ণিঅর] তগরাদিবর্গের পুষ্পতরু। পাতা সরু-সরু, একোত্তর, দীর্ঘ; ফুল হলুদ রংয়ের, ফল সকোণ। দক্ষিণ আমেরিকার গাছ, এখন ভারতে হয়।

কলিকাটা—কুলেখাড়া দ্রং। hygrophyla spinosa.

কলিকার—পুতিকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ।

কলিকারী—বিষলাঙ্গলিয়া। পর্যায়—লাঙ্গলী, হলিনী, গর্ভপাটনী, দীপ্তা, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, ব্রণহৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা, বহ্নিশিখা, নক্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা, অগ্নিজিহ্বা।

কলিঙ্গ—১ ইন্দ্রযব, ২ পুতিকরঞ্জ, ৩ কুটজ গাছ, ৪ শিরীষ গাছ, ৫ অশ্বত্থ গাছ।

কলিঞ্জন—বৃক্ষবিং, alprinia galanga.

কলিদ্রুম—বহেড়া গাছ।

কলিন্দ—বহেড়া গাছ।

কলিপ্রিয়—বহেড়া গাছ।

কলিমারক, কলিমালক, কলিমাল্য—পূতিকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ।

কলিবৃক্ষ—বহেড়া গাছ।

কলিহারী—বিষলাঙ্গলিয়া।

কল্কফল—দাড়িম গাছ।

কল্কাসিন্দা—বৃক্ষবি°।

কল্পতরু, কল্পদ্রু, কল্পদ্রুম—দেবলোকের বৃক্ষবি° (?)॥ রঘু°॥ দেববৃক্ষ—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই ৫টি দেববৃক্ষ।

কল্পনাথ—বৃক্ষবি°, justicia paniculata.

কল্পপাদপ—১ সন্তানবৃক্ষ, ২ মন্দারবৃক্ষ, ৩ পারিভদ্রবৃক্ষ, ৪ হরিচন্দনবৃক্ষ॥ বিশ্বকো°॥

কল্পবল্লী—কল্পলতা।

কল্মাষ—গন্ধশালি।

কল্যা—হরীতকী।

কল্যাণবীজ—মসূর।

কবক—ছত্রাক, বেঙের ছাতা।

কবচ—গর্দভাণ্ডবৃক্ষ।

কবচপত্র—ভূর্জপত্র।

কবার—পদ্ম।

কবিকা—কচুকপুষ্প।

কবেল—পদ্ম, শঙ্খদিফুল।

কশাড়—[স° কেশরাজ, কসেরু, ক্ষুদ্র মুকা, শুকরেণ্ট, গন্ধকন্দক; হি° কসেরু, চিচোড়; ম° কচরা, ফুরড্য; ক° সৌকিনগড্ডে; তে° ইট্টিকোতি; ও° কেস্তুর] কেশুর, কেশাড়, কশাড়, scirpus grossus, s: kysoor. মুস্তাদিবর্গের তৃণবি°। নীচু, জলাভূমিতে বড় জন্মে। ডাঁটার মত গাছ। নীচে কন্দ থাকে, তাহাই কেশুর। কেশুরে কিছু মুথার ন্যায় গন্ধ থাকে।

কশাত—তৃণবি°, কেষো।

কশেরু, কসেরু—কেশুর দ্র°। বড় কেশুর রাজকশেরু। ছোট কেশুরকে দেশ-বিদেশে 'চিচ্চোড়' বলে।

কশ্মীরজ, কশ্মীরজন্ম—কুঙ্কুমবি° (?)

কষায়—শোনা গাছ।

কষায়বর্গ—ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, লোধ্রাদি, ত্রিফলা, শল্লকী, জাম, আম, বকুল, তিন্দুক, ফলিনী, কতকশাক, পাষাণ-ভেদী, বনস্পতীফল, সালসারাদি, কুরুবক, কোবিদার, জীবন্তী, চিল্লী, পানক্বী, সুনিষণ্ণ, নীবার, মুদ্গ।

কষায়া—ক্ষুদ্র দুরালভা। পর্যায়—যাস, যবসা, দুস্পর্শ, ধন্বযাস,

কুনাশক, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, হরবিগ্রহা, দুর্বিভগ্রহা।

কষায়ী—১ শালবৃক্ষ, ২ লচুকবৃক্ষ, ৩ খর্জুরবৃক্ষ।

কষেরুকা—কেশুর।

কসনোৎপাটন—বাসকবৃক্ষ।

কসাগিলা—বৃক্ষবি°, dolichos hexandra.

কস্তুরী—শাকবি°। দুই প্রকার—(১) কালকস্তুরী—যবাদিবর্গের শাকবি°, hibiscus abelmoschus. প্রায় দুই হাত উচ্চ হয়। গাছের বীজে কস্তুর গন্ধ। ফুল বড়, মাঝে লাল। ফল পাঁচকোণা। (২) লতাকস্তুরিকা—[স° লতাকস্তুরী, জটাকস্তুরী ; হি° মুসক্‌দানা, মুসক্‌ডিদি ; গু° মুসক্‌দান; তা° কটুক-কস্তুরী ; তে° কস্তুরীবেণ্ডা ভিট্টলু] শাকবি°। শাকে কস্তুরীর গন্ধ। আর এক জাতীয় গাছ আছে তাহা দেখিতে ভেরাণ্ডা গাছের মত, amaryllis zelanica.

কস্তুরীবল্লিকা—লতাকস্তুরী।

কস্তুরীমল্লিক—লতাকস্তুরী। দুই রকমের গাছ—একপ্রকার লতানিয়া, অন্যটি ভেরাণ্ডা গাছের মত।

কহু—ককুভ গাছ, pentaptera glabra.

কহ্লার—শ্বেত উৎপল, শ্বেত শুঁদি, হেনা ফুল, nymphoea edulis. পর্যায়—সৌগন্ধিক, কত্তৃণ, গন্ধক। গন্ধযুক্ত নীল শালুক, ॥ কালিদাস ॥

কাঁইবীচি (দেশজ)—বীজের শীষে কাইবৎ আটা থাকে, বোধ হয় তাই কাঁইবীচি নাম হইয়াছে। তেঁতুল।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—কর্কটশৃঙ্গী দ্র°।

কাঁকরোল—কর্কটক দ্র°।

কাঁকুড়—[স° এর্বারু, কর্কটী ; হি° ককড়ী ; ম° ও গুজ° কাঁকড়ী ; ক° কোয়সৌত ; তৈ° দোসকায়া ; কা° খ্যাট্‌জাব্‌ ; অ° কিস্‌সোকদম] কুষ্মাণ্ডবর্গের শশাসদৃশ প্রতানীবিশেষ, cucumis utilissimus. পাতা খরখরে, ফল লম্বা, গোল ডোরাকাটা, পাকিলে রং লাল হয়। একজাত পাকিলে ফাটিয়া 'ফুটি' (melon) হয়। খরমুজা। বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়।

কাঁকুড়ী—কাঁকুড় দ্র°।

কাঁখরা—ঈষলাঙ্গুলা hydrolec zeylanica.

কাঁচ-কলা—কলা দ্র°।

কাঁচড়াওয়াড (দেশজ)—ঘাসবিশেষ ।
কাঁচড়াদাম—কেসরদাম দ্র° ।
কাঁচীসিম (দেশজ) —বৃক্ষবি°, dolichos lignosus.
কাঁট-জাতি—basleria prionilis.
কাঁটাআলু—আলুবি°, dioscorea pentaphylla.
কাঁটাকচু—কচুবি°, lasia loureiri, pothos laesia.
কাঁটাকরঞ্জা—[স° পূতিকরঞ্জা ; হি° কাঠকালেজা] নাটা, নাটাকরঞ্জা, caesalpinia bonducelle. করঞ্জা দ্র° ।
কাঁটাকারী (দেশজ)—কণ্টকারী ।
কাঁটাকুলিকা—১ কোকিলাক্ষ বা কুলে-খাড়া, asteracantha longifolia, hygrophyla spinosa, ২ কুলবি, ruellia longifolia.
কাঁটাগড়গড়—coix barbata.
কাঁটাগুড়কামাই (দেশজ)—কাকমাটি দ্র°, capparis sepiariea, monetia barbrioides.
কাঁটাগোলাপ (দেশজ)—গোলাপবি°, rosa chinensis.
কাঁটাঝাঁটা—[স° কুরুণ্টক, বজরাদন্তি] ঘন প্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম, harbria prionitis.
কাঁটানটিয়া (দেশজ)—[স° মারিষ, বাষ্পক, মার্ষ] amaranthus spinosus. দুই প্রকার (১) সাদা কাঁটানটে, (২) লাল কাঁটানটে ।
কাঁটাবাটনা (দেশজ) —বৃক্ষবি°, quercus acuminata.
কাঁটাবাঁশ (দেশজ)—বেড় বাঁশ; bambusa spinosa.
কাঁটাবাবলা (দেশজ)—বাবলাগাছ, mimosa arabica.
কাঁটামান (দেশজ) —বৃক্ষবি°, pothos heterophylla.
কাঁটাল—কাঁঠাল ।
কাঁটা লাল বাটানা (দেশজ)—বৃক্ষবি°, quercus armata.
কাঁটালি কলা—কলা দ্র° ।
কাঁটাশিঙ্গর (দেশজ) —বৃক্ষবি°, quercus armata, পূর্ববঙ্গে বিস্তর জন্মে ।
কাঁটাশিরীষ—শিরীষ গাছ ।
কাঁটাশুনা—বৃক্ষবি°,panex digitata.
কাঁটাসিজ (দেশজ)—তেকাঁটা সিজ । "বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ । কলামূলা ভেজে দিল কাঁটা-কাঁটা সিজ ।" —শিবায়ণ
কাঁঠাল—[স° পনস, কণ্টকি ফল ; উত্তর পশ্চিমে—কঁঠাল ; বোম্বাই

—ফণস ; তা° শিলা] arto-carpus integrifolia. পর্যায়—কণ্টকিফল, কণাজ, অতি বৃহৎ ফল, মহাসর্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, কণ্টফল, মূলফল, অপুষ্পফলদ, চুতফল, চম্পকোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গদল, পনস, পনসতালিকা। সবুজ পাতাযুক্ত বড় গাছ প্রায় ৫০-৬০ ফুট উঁচু। উপরের কাঠ ফিকে, ভিতরের কাঠ হলদে। ফল প্রায় ১০ হইতে ২৫ ফুট লম্বা ও মোটা। ফলের গায়ে কাঁটা থাকে। শাঁস কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খায়। বীজও সিদ্ধ ও ভাজা খায়।

কাঁঠালীকলা—কলা দ্র°।

কাঁঠালীচাঁপা—চাঁপা দ্র°।

কাঁদড়া, কাঁদলা (দেশজ)—বৃক্ষবি°, commelina nudiflora.

কাওয়া—১ কাফি, coffee tree. আফ্রিকাদেশের আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবি°, coffea arabica, garsinia mangostana. ভারতবর্ষের দক্ষিণে, সিংহলে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জন্মায়। বনকাওয়া, coffea bengalensis. ২ পুন্নাগ সদৃশ শ্যামপত্র দীর্ঘ তরুবি°, gracinia cowa. পীতবর্ণ। বিহার ও চট্টগ্রামে জন্মায়।

কাওয়াঠোঁটী—গুল্মবি°, কাকজঙ্ঘা।

কাক—পাটলাদিবর্গের বন্য বৃক্ষবি°, millingtonia hortensis (Indian cork tree)। সুন্দর দেখিতে বলিয়া বড় বড় রাস্তার ধারে রোপিত হয়। ফুল বড় বড় শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধী, শীতকালে অধিক পরিমাণে ফোটে। শুঁটী লম্বা, বীজে পাখা আছে।

কাককঙ্গু—কাকপ্রিয় কঙ্গু, ধান্যবি°।

কাককলা—কাকজঙ্ঘা।

কাকঘ্নী—মহাকরঞ্জ।

কাকচিঞ্চা, কাকচিঞ্চি, কাকচিঞ্চিক, কাকচিঞ্চী—কুঁচ, গুঞ্জা।

কাকজঙ্ঘা—১ কেওয়া ঠেঙ্গা গাছ, কাকনাশা ॥ রাজবি° ॥ leea aquata. গাছ ৪-৫ হাত বড়। ইহার কাণ্ডসন্ধির মধ্যভাগ উন্নত দেখিতে কাকজঙ্ঘার মত। যশোহরে বিস্তর জন্মায়। পর্যায় —কাকাঙ্গী, কাকণ্ডী, কাকনাসিকা, কৃষীবল, কাকাহ্বা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী, নদীকান্তা। ২ গুঞ্জা, মুঘাপর্ণী লতা।

কাকজম্বু—১ ভূমিজম্বু, ক্ষুদে জাম, বনজাম। ২ জলজাত জামবি°, ardisia humilis, কাকজাম, পানশিউলি। পর্যায়—কাকফলা. নাদেয়ী, কাকবল্লভা, ভৃঙ্গেষ্টা, কাকনীলা, ধ্মাঙ্ক্ষু, জম্বু, ধর্মপ্রিয়া।

কাকডুমুর—[স° কাকোদুম্বরিকা ; কাকডুম্বুর ॥ রাজনি° ॥] কৃষ্ণডুমুর, ক্ষুদ্রডুমুর. ডুমুর দ্র°।

কাকণ—গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকণন্তিকা, কাকনন্তী, কাকনী—কুঁচ।

কাকতিক্তা—১ কাকজঙ্ঘা, ২ গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকতিন্দুক—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥, diospyros tomentosa. মাকড়ো গাব, মাকড়াকেন্দু, কাকতেঁদু। পর্যায়—কাকেন্দু, কুলক, কাকপীলুক, কাকপীলু, কাকাণ্ড, কাকস্ফূর্জ, কাকাহ্ব, কাকবীজক।

কাকতুণ্ডিকা—গুঞ্জা।

কাকতুণ্ডফলা—কেওয়াঠোঁটী (?)।

কাকতুণ্ডী—কেওয়াঠোঁটী, ascleplas eurassorica, বনকাপাস। পর্যায়—কাকাদনী, কাকপীলু, কাকশিম্বী, রওলা, ধ্মাঙ্ক্ষনখী, বক্রশল্যা, দুর্মোহা, বায়সাদনী, বায়সী, কাকদন্তিকা, ধ্মাঙ্ক্ষদণ্ডী। বহু বর্ষজীবী সবল উদ্ভিদ।

কাকদ্রুম—বৃক্ষবি°, dalbergia rimosa.

কাকনন্তী—কুঁচ।

কাকনামা—বকফুলের গাছ।

কাকনাস—বিকণ্টক, বঁইচ গাছ।

কাকনাসী—[হি° কাউয়াঠোঁরী, কেউয়াবঁটী ; মহা° বডিলি কহুডানি ; তে° কাকিদোণ্ডচেট্টু] hygrophila salicifolia. পর্যায়—কাকতুণ্ডা, বায়সী, সুরঙ্গী, ধ্বঙ্ক্ষনাসা, কাকপ্রাণা, সুনাসিকা।

কাকনীলা—জামবি°।

কাকপর্ণী—মুদ্গপর্ণী।

কাকপীলু—১ কাকতিন্দুক, কাকতুণ্ডী, ৩ শ্বেত কুঁচ।

কাকপীলুক—মাকড়াকেন্দু।

কাকপুষ্প—গন্ধপর্ণ।

কাকফল—নিমগাছ।

কাকফলা—কাকজম্বু, বনজাম।

কাকভণ্ডী—মহাকরঞ্জ। ইহা মুখে দিলে জলস্রাব হয়।

কাকমর্দ—মহাকাল লতা, মাকাল।

কাকমাচী—[স° কাকাহ্বা, বায়সী ; হি° মকোয়, কঁবৈয়া ; ম° লঘুকাবঠ্ঠী, কামোনি ; গুজ° পীলুডী ;

ক° কাবইকাকে ; কা° রোবাতরীখ ; অ° এনব্‌স্‌সালব্] কহিস্তাশাক, গুড়কামাই, solanum rubrum, s. nigram. ফলপাকান্ত ক্ষুপবি°। গাছে কাঁটা নাই। ফুল সাদা দেখিতে প্রায় লঙ্কাফুলের ন্যায়। ফল বৃহতীর মত, কটু। পাকা ফলের রং বেগুনে, মধুর স্বাদ, বালকে খায়। কোচবিহারে বহুল পরিমাণে জন্মায়। ছাপড়া জেলায় ইহাকে ভঁটকুঁয়া বলে। (১) কাঁটাশূন্য কাকমাচী—গুড়কামাই। ফল ছোট গোল। ফুল সাদা গোছা-গোছা। কাঁটা নেই, ব্যঞ্জনাদিবর্গের বর্ষায়ু বন্য শাক। পাতা অণ্ডাকার। (২) গুড়কামাই—কাঁটা কুলিকা, capparis sepiaria, ইহার গায়ে ছোট-ছোট কাঁটা। বরুণাদিবর্গের ক্ষুপবি°। পুষ্করিণীর পাড়ে, বনে জঙ্গলে জন্মে। ফুল সাদা ও সুগন্ধী। পর্যায়—কাকাদনী, বায়সাহ্বা, সর্বতিক্তা, বহুফলা, কটফলা, রসায়নী, কাকমাতা, স্বাদুপাকা, সুন্দরী, তিক্তিকা, বহুতিক্তা, গৃধ্রনখী।

কাকমাতা—কাকমাচী।

কাকমারি—গুরুচ্যাদিবর্গের লতাবি°। cocculus indicus. পাতা পানের মত। ফুলে দল নাই। ফল বাঁকা গোলাকার ও বিষাক্ত।

কাকমুদগা—মুদ্গপর্ণী গাছ।

কাকরুহা—বন্দাবৃক্ষ, পরগাছা (?)

কাকলীদ্রাক্ষা—কিসমিসাদি। ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—জম্বুকা, ফলোত্তমা, লঘুদ্রাক্ষা, নির্বীজা, সুবৃত্তা, রসাধিকা।

কাকবল্লভা—কাকজম্বু, বনজাম।

কাকবল্লরী—স্বর্ণবল্লী।

কাকশিম্বী—কাকতুণ্ডী, কেওয়াঠোঁটী গাছ।

কাকশীর্ষ—বকফুলের গাছ।

কাকস্ত্রী—বকফুলের গাছ।

কাকস্ফূর্জ—কাকতিন্দুক বৃক্ষ।

কাকা— ১ কাকনাসা লতা, ২ কাকোলী গাছ, ৩ কাকজঙ্ঘা, ৪ রক্তিকা লতা, ৫ মলপু গাছ, ৬ কাকমাচী ॥ মে° ॥

কাকাঙ্গা, কাকাঙ্গী, কাকাঞ্চী—কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাণ্ড—১ মহানিম্ব, ২ কাকতিন্দুক, কোলশিম্বী।

কাকাণ্ডী—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কাকাণ্ডোলা—কোলশিম্বী।

কাকাদনী—১ কুঁচ, ২ শ্বেতকুঁচ।

কাকায়ু—স্বর্ণবল্লী লতা।
কাকিনী—কুঁচ।
কাকুড়—কাঁকুড়।
কাকতিন্দুক—মাকড়াগাব। কেন্দু দ্র°।
কাকেক্ষু—নলখাগড়া।
কাকেন্দু—কুলিকবৃক্ষ, মাকড়াকেন্দু গাছ।
কাকেষ্ট—নিম গাছ।
কাকোডুম্বর—কাকডুমুর।
কাকোডুম্বুরিকা—[হি° খোপসা ; পঞ্জা° ধুরা, দেগর] খোসা ডুম্বুর, ডুমুরী, ficus oppositifolia. পর্যায়—ফল্গু, মলপু, জঘনেফলা, মলয়ু, ফল্গুফলা, পত্রজী, রাজিকা, ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা, ফল্গুবটিকা, ফাল্গুনী, কাকোডুম্বর, ফলবাটিকা, বহুফলা, কুষ্ঠঘ্নী, অজাজী, চিত্রভেষজা, ধ্বামাঙ্ক্ষনাম্নী, কাকোদুম্বরিকা।
কাক্ষী—অড়হর।
কাক্ষীবক—সজিনা গাছ।
কাখড়া—শটি দ্র°। curcuma zedoaria, c. zarumbet.
কাগজিলেবু—লেবু দ্র°।
কাঙ্কা—কাকজঙ্ঘা গাছ।
কাঙ্কাম্য (দেশজ)—তৃণবি°; cyperus jalmotha (?)
কাঙ্কুরা—[আসামে—রিহা ; ইং rhea] boehmeria nivea, জালের শক্ত সুতা হয়।
কাঙ্গণী, কাঙ্গুক—কাঙ্গধান।
কাচ, কাচগড়গড়—গড়গড়ে দ্র°, coix lachryma jobi.
কাচড়াদাম—জলজবি°, jussiaea repens
কাচনার—কাঞ্চনফুল, bauhimia variegata.
কাচস্থালী—পারুল গাছ, bignonia suaveolens. পর্যায়—পাটলি, পাটলা, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, অগ্নিবল্লভা, তাম্রপুষ্পী।
কাচিম—[স° ভঞ্জরু] দেবকুলোৎপন্ন বৃক্ষ (?)।
কাজলগোরী (দেশজ) —বৃক্ষবি°, lacca integrifolia. বরাহীকন্দ দ্র°।
কাজলবালি (দেশজ)—বৃক্ষবি°, alpinia banglium buch.
কাজুপতী—[স° কায়াপুটী] কাজুপটি, বৃহৎ বৃক্ষবি°, melaleuca cajeputa. অষ্ট্রেলিয়া ও মালয় উপদ্বীপে জন্মায়। ইহার

পাতা হইতে তেল হয়, m. leucodendron.

কাণ্ডড়া—[সং কণ্ঠট ; ও° কনাসিরি] কাঁচড়া, ঢোলাপাতা, commelyna bengalensis. আরণ্য লতানিয়া শাকবি°। ঘাসের মধ্যে বর্ষাকালে বহুল পরিমাণে জন্মায়। পাতা অণ্ডাকার, পাতার বোঁটায় নল থাকে। ফুল ছোট ও নীল রঙের। পানীকাণ্ডড়া—কাঁচড়া গাছের মত। ডাঁটা সরু ও লম্বা, c. salicifolia.

কাঞ্চন—[সং যুগ্মপত্রক ; হি° কচনার, সোনা ; তা° সেগাছ ; মহা° কাঞ্চন ; মল° চোবনসুন্দরী ; ও° বোরোঠা] পুষ্পক্ষুপবিশেষ। পর্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুন্দাল, কাঞ্চনার, কণকারক, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার, যমলচ্ছদ, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদার, বিদল, কাঞ্চনক গণ্ডারি, শোণপুষ্পক ; তিন প্রকার (১) শ্বেত কাঞ্চন, সাদা বড় বড় ফুল, বারমাস ফোটে, bauhinia acuminatal, (২) রক্তকাঞ্চন—[সং কাঞ্চনার, কোবিদার] b. variegata (৩) দেবকাঞ্চন—ফুল পাটলবর্ণ, হেমন্তকালে ফোটে, b. purpurea.

কাঞ্চনক—১ ধান্যবি°, ২ কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনকদলী—চাঁপাকলা।

কাঞ্চনকারিণী—শতমূলী।

কাঞ্চনক্ষীরী—ক্ষীরিণীলতা।

কাঞ্চনপুষ্পক—আহুল্যা গাছ।

কাঞ্চনপুষ্পী—গণিয়ারী গাছ।

কাঞ্চনবুড়া (দেশজ)—ফুলগাছবি°, koempferia angustifolia. ফল বড়, রং শাদা, ধার বেগুনে। পশ্চিমে 'মদনির্বিশী' বলে।

কাঞ্চনার—কাঞ্চন ফুলের গাছ।

কাঞ্চনাল, কাঞ্চনারক—কাঞ্চন গাছ।

কাঞ্চনাহ্বয়—নাগকেশর।

কাঞ্চনী—১ হরিদ্রা (?), ২ স্বর্ণক্ষীরী গাছ।

কাঞ্চী—কুঁচ।

কাঞ্জিকা—১ জীবন্তীলতা, ২ পলাশীলতা।

কাঞ্জী—মহাদ্রোণী।

কাটক—বৃক্ষবি° (ইং the clearing nut plant), strychnos potatorum.

কাটিহারা (দেশজ)—বৃক্ষবি°, ardisia cathiara buch.

কাটচাঁপা—গরুড়চাঁপা দ্র°।

কাটছাতা (দেশজ)—বেঙের ছাতা।

কাঠআলু—[সং কাষ্ঠালুক]।

কাঠগোলাব—গোলাব দ্রং, rosa indica.

কাঠছাতিয়া (দেশজ)—বেঙের ছাতা।

কাঠজাম—জামবিং, eugenia operculata.

কাঠটগর (দেশজ)—ফুলবিং, tabarnaemontana coronaria,

কাঠডুমুর (দেশজ) —উড়ুম্বরবিং, ficus oppositifolia.

কাঠবিষ—আতিষ দ্রং।

কাঠবেল (দেশজ)—ফুলবিং, jasminum multiflorum.

কাঠমল্লিকা—[ইং arabian jasmine] মল্লিকা দ্রং।

কাঠমুলী (দেশজ)—বৃক্ষবিং, canthium agustifolium.

কাঠরাঙ্গা (দেশজ)—এক জাতীয় বড় গাছ, ehretia levis.

কাঠশালুক (দেশজ)—কন্দবিং; nymphoea pubescans.

কাঠশিম (দেশজ)—শিম দ্রং।

কাঠশোনা—গাছবিং, aeschyaomene palubosa.

কাঠিয়া রামরাম (দেশজ)—বৃক্ষবিং; orchis uniflora.

কাঠিন—খেজুর।

কাঠিন্য ফল—কদবেল গাছ।

কাণ্ড—১ শর গাছ, ২ অক্ষোষ্ঠ বৃক্ষ।

কাণ্ডকটুক—করলা।

কাণ্ডকান্তক—কাশতৃণ।

কাণ্ডগুণ্ড—গুণ্ডনামক তৃণবিং।

কাণ্ডণী—রামদূতী নামক লতাবিং।

কাণ্ডতিক্ত, কাণ্ডতিক্তক—চিরতা।

কান্ডনীল—লোধ।

কাণ্ডপুষ্পা—১ শরপুষ্পা গাছ ২ দ্রোণ পুষ্প।

কাণ্ডরুহা—কটুকী, কট্‌কী।

কাণ্ডহীন—মুথাবিং, ভদ্রমুস্তক।

কাণ্ডিকা—১ লঙ্কানামক ধান্যবিং, ২ বালুকা নামক কাঁকুড়।

কাণ্ডীব—আপাং দ্রং। ॥ রাজনিং ॥

কাণ্ডীরা, কাণ্ডীরী—মঞ্জিষ্ঠা।

কাণ্ডেক্ষু—১ কুলেখাড়া গাছ, ২ কাশতৃণ।

কাণ্ডেরী—নাগদন্তীবৃক্ষ।

কাতৃণ—রোহিষ নামক তৃণবিং।

কাদম্ব—১ কদমগাছ, ২ ইক্ষু।

কঙ্গম্বর্য—কদম্ববৃক্ষ।

কাদম্বা—কদম্বপুষ্পী লতা, মুণ্ডিরী লতা।

কানক—জয়পাল বীজ।

কানকুর (দেশজ)—কাঁকুড়, cucumis, utilissimus.

কানছিড়ে (দেশজ)—[সং কানচটা ; হিং কানছিরে] লতানে গাছ, commelina bengalensis বাংলাদেশের সর্বত্র ছায়াময় স্থানে অথবা জলের ধারে জন্মায়।

কাননারি—শমীবৃক্ষ।

কানরাজ—উদ্ভিদবিং, bauhinia candida.

কানালা—শ্বেত হুড়হুড়িয়া, gynandropsis pentaphylla.

কালীবৃক্ষ—ইন্দুরকানিপানা দ্রং, salvania cucullala.

কানুড় (দেশজ)—কানুর, crinun toxicarium, c. asiaticum.

কান্ত—১ কুঙ্কুম, ২ হিজল গাছ।

কান্তপুষ্প—রক্তকাঞ্চন গাছ।

কান্তলক—নন্দীবৃক্ষ, কুঁদ গাছ।

কান্তা—১ প্রিয়ঙ্গু, ২ বড় এলাইচ, ৩ নাগরমুথা।

কান্তাঙ্ঘ্রিদোহদ—অশোক গাছ।

কান্তচরণদোহদ—অশোক গাছ।

কান্তার—১ পদ্মবি, ২ কাজলি আক, ৩ কোবিদারবৃক্ষ, ৪ বাঁশ।

কান্তারক, কান্তারী—কাজলি আক।

কান্তীর—অপাঙ্গ দ্রং।

কান্দলি—উদ্ভিদবিং, ancilena nudiflorum.

কান্দুলি (দেশজ)—কেলেকোঁড়া গাছ, commelina nudiflora.

কাপাল—কেলেকোঁড়া গাছ।

কাপাস, কাবাস,—[সং কার্পাস ; হিং কপাস, রুই, বিনোলা ; ওং কপা ; মং কাপসী, কাপুস, সরকী ; গুজং বনরুকপাস ; কং হত্তি, কাতহত্তি ; তেং পাণ্ডিচেট্ট ; তাং পঞ্জি ; ফাং কুতুন ; আং কতান, কুতন্] তুলা গাছ-বিং, gossypium herbaceum. কয়েকটি প্রকারভেদ—(১) তুণ্ডিকেরী—থেরো কাপাস। বাংলায় জন্মে, g. arboreum, var, neglecta, বড় বলিয়া থেরো। (২) সমুদ্রান্তা—বোম্বাই প্রদেশের। (৩) কার্পাসী—ওলনাকাপাস, দেবকাপাস, রামকাপাস, গাছ-কাপাস। গাছ বড় হয় না বলিয়া রামকাপাস। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় জন্মে। (৪) বদরা—বনকার্পাসিকা। নিকৃষ্ট জাতের, g. arboreum, var, assamica, var, rosea. আসাম প্রদেশের পর্বতে ও মাদ্রাজে জন্মে। কাপাস গাছ পূর্বকালে প্রত্যেক গৃহস্থের

বাড়ীতে হইত। গাছ প্রায় ৩।৪ হাত উঁচু হয়। ফুল পীতবর্ণ, ফলের ভিতর বীজ ও তুলা থাকে। বীজে তৈল আছে। অরণ্য-কার্পাসীকে [হিং বন্‌কাপাস ; কোং বনকাপাস ; মং কাঠ্‌ঠী কাপসি ; ওং হিরণ্যকপাসিয়া ; কং হত্তি, কডহওি ; তেং কার্পাসামু ; ফাং পুংবেদনা ; আং হব্বুলকুতন] 'বনঢ্যাঁরস' বলে, কারণ ইহার গাছ ও ফল দেখিতে ঠিক ঢ্যাঁরসের মত —কেবল আকৃতিতে কিছু ছোট, hibiscus vilifolius. মার্কিন তুলা—g. barbadense.

কাফ্রি মরিচ—ধানিলঙ্কাবি, capsicum grossum.

কাফল—কট্‌ফল।

কাফি—[হিং কাওয়া, বন্, কফী, কফি ; মহাং কাফি, বন বন্দ, বুন ; তাং কাপি-কোট্টাই, কাপি-কোট্ট ; চট্টগ্রাম—হরীণা ফল] কফি। আরবদেশে জন্মায়, coffea arabica, কাফি বীজ বড়, একদিকে গোল অপর দিক চ্যাপ্টা। স্বাদ মধুর, কটু। রং পীত। আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবিং। গাছ ১৫-২০ ফুট লম্বা হয়। শাদা ফুল। প্রতি ফলে দুইটি বীজ। আজকাল অ্যাবিসিনিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারতের নেপালে, আসামে ও খাসিয়া পাহাড়েও জন্মায়। বাংলার কফি ফল ঈষদ্ আয়তাকার, c. bengalensis, সুগন্ধি কফি শ্রীহট্ট ও টেনেসেরিয়ামে হয়, c. fragrans, আসামী কফি ফল ঈষৎ ডিম্বাকার, c. jenkinsu. খাসিয়া কফি ফল ½ ইঞ্চি মোটা, c. khasiana, ত্রিবাঙ্কুরের কফি ফল লম্বায় ছোট ও চওড়ায় বড়, c. travancorensis, ঝালাবরী কফি ফল ত্রিবাঙ্কুরের মত, কেবল একদিকে গভীর একটি টোল খাইয়া যায়, c. wightiana.

কাবরী—[সং চোচ] তেজপত্র দ্রং।

কাবাবচিনি—[সং কঙ্কোলক, কৃতফল, সুগন্ধিমরিচ ; হিং শীতলচিনি ; ওং চনকবার ; তাং বলমলকু ; তেং সলবাসরীয়লিয় ; ফাং হব্-এন্-আম্‌স্ ; আং কবাবা] তাম্বুলাদিবর্গের লতা, piper cubeba. জাভা ও মলক্কা দ্বীপে জন্মে। ভারতবর্ষেও অল্প পরিমাণ চাষ হয়।

কাবলি মটর—মটর দ্রং।

কাবাস—কাপাস দ্র°।

কামখড়্গাদলা—স্বর্ণকেতকী গাছ।

কামদূতিকা—নাগদন্তী।

কামদূতী—পারুল গাছ।

কামফল—মহারাজাম্রবৃক্ষ।

কামবতী—দারুহরিদ্রা।

কামবাণ—১ পদ্ম, ২ অশোক, ৩ শিরীষ, ৪ আম্র, ৫ উৎপল।

কামবৃক্ষ—বন্দাক, পরগাছা।

কামবৃদ্ধি—গুল্মবি°।

কামবৃন্তা—পারুল গাছ।

কামমখ—আমগাছ।

কামরাঙ্গা—[স° কর্মরঙ্গ, ধারাফল; গীতফল; হি° কমরখ্; ম° কর্মরে; গু° কমারক; তা° তমারত্তম মরম্; তে° তমারটা করা; ও° করমঙ্গা] প্রসিদ্ধ অম্লফল তরু, averrhoa carambola. ফল পাঁচশিরা; দুইবার ফলে, শরৎকালে ও শীতকালে। চীনা কামরাঙ্গা—ফল ছোট কিন্তু মিষ্ট।

কামরালি লেবু (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

কামরূপিণী—অশ্বগন্ধা গাছ।

কামলতা—কুঞ্জলতা; তরুলতা দ্র°, ipomoea quamolit.

কামশর—আম।

কামহোগলা (দেশজ)—বৃক্ষবি°, typha angustifolia.

কামাঙ্গ—আমগাছ।

কামায়ুধ—আমগাছ।

কামিনী—[স° বৈদ্যক] নিম্বুকাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষ, murraya exotica opaniculata, বন্দা, পরগাছা, দারুহরিদ্রা। ফুল সাদা, সুগন্ধ, পাঁচদল, সন্ধ্যায় ফোটে ও সকালে ঝরিয়া পড়ে।

কামিনীশ—সজিনা গাছ।

কামীন—রামসুপারী।

কামুক—১ অশোক গাছ, ২ অতিমুক্তক লতা।

কামুককান্তা—অতিমুক্তলতা, মাধবীলতা।

কাম্পিল্ল, কাম্পিল্লক, কাম্পিলকা—কমলাগুঁড়ি।

কাম্পীলক—কমলাগুঁড়ি, পলাশগাছ।

কম্বুকা—অশ্বগন্ধা।

কাম্বোজ—পুন্নাগবৃক্ষ।

কাম্বোজি—১ কুঁচ, ২ হাকুচ।

কায়ফল (দেশজ)—কট্‌ফল।

কায়স্থা—১ হরীতকী, ২ আমলকী, ৩ বড ও ছোট এলাচ, ৪ তুলসী।

কায়িরী (দেশজ)—বৃক্ষবি°, mimosa rubicanlis.

কায়াপুটী—কাজুপতী দ্র°।

কারণদূর্বা (দেশজ)—তৃণবি°, poa karunduli buch.

কারণফল (দেশজ)—ফুলবি°, clausena heptaphylla.

কারণ্ট (দেশজ)—বৃক্ষবি° ।

কারবী—১ মৌরী, ২ কৃষ্ণজীরা, ৩ হিঙ্গু পত্রী, ৪ ছোট করেলা, ৫ করেলা, ৬ তেজপাতা ॥ দ্রব্যগুণ-দর্পণ ॥

কারবেল্ল—করেলা, উচ্ছে ও কাঁকরোলকে কারবেল্ল কহে ॥ পর্যায়—কঠিল্লক, সুশবী, সুষবী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুকু, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, নাসাসম্বেদন, পটু ।

কারবেল্লক—করেলা ।

কারবেল্লিকা, কারবেল্লী—ছোট করেলা উচ্ছে ॥ ভাবপ্র° ॥

কারম্ভা—প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ ।

কারসীয় (দেশজ)—বৃক্ষবি°, grewia hispida buch.

কারস্কর—বৃক্ষবি° । পর্যায়—কিম্পাক, বিষতিন্দু করদ্রুম, রম্যফল, কুপীলু, কালকুট ।

কারাকবেট (দেশজ)—বৃক্ষবি°, calamus latifolius.

কারাঙ্গ (দেশজ)—বৃক্ষবি°, gratiola amara.

কারিকা—কণ্টকারী ।

কারী—কণ্টকারী ও আকর্ষকারী নামে দুই প্রকার ।

কারুজ—নাগকেশর ।

কারোলা (দেশজ)-বৃক্ষবি°, cleome pentaphylla.

কারোয়া—বিদেশী শাকবি°, carum bulbocastanum; কাওরা, c. carui, ইহার ফল দ্বারা পানীয় সুগন্ধীকৃত হয় ॥

কার্থরা (দেশজ)—বৃক্ষবি°; curcuma zerumbet.

কার্তিকশালি—যে ধান কার্তিক মাসে পাকে ।

কার্পাস—কাপাস দ্র° ।

কার্মুক—১ বাঁশ, ২ শ্বেত খদির, ৩ হিজ্জল, ৪ মহানিম্ব ।

কার্যা—কারীবৃক্ষ ।

কাশ্মরী—১ গাম্ভারী গাছ, ২ শ্রীপর্ণী বৃক্ষ ।

কাক্ষী—শতমূলী ।

কার্য—শালগাছ ।

কাল—১ কাসমর্দবৃক্ষ, ২ রক্তচিতা ।

কালআঁকড়া—অঙ্কোট, কাল আঁকড় ।

কালকচু—বৃক্ষবি°, colocacsia antiquorum.

কালকঞ্জ—নীলপদ্ম ।

কালকণ্ঠ, কালকণ্ঠক-পীতসারবৃক্ষ ।

কালকলায়-১ কাল মটর, কাল মাসকলাই ।

কালকস্তুরী—লতাকস্তুরী, hibiscus abelmoschus.

কালকাসুন্দা (দেশজ)—[সং কাশমর্দ; অরিমর্দ; কাসারি; কর্কশ ; হিং বৃহৎচিত্র] কাসুন্দে। কাসমর্দ দ্রং।

কাল-কুঁচ—বৃক্ষবিং, abrus melanospermus.

কালকূটক—কালস্করবৃক্ষ।

কালকেরা—বৃক্ষবিং, capparis brevispina, c. acuminata.

কালকেশী—নীলগাছ।

কালক্লীতক—নীলগাছ।

কালঙ্কৃত—কালকাসুন্দে।

কালচক্মা (দেশজ)—গাছবিং, quercus fenestrata.

কালজাতী—বৃক্ষবিং; eranthemum pulchellum.

কালজাম—[সং নীলফল ; হিং জমান ; গুজং জম্বুডো ; তেং নাকরেড়ু ; তাং ননগুম, নাভল ; মলং নভল ; কং নয়রালু ; ইং jambul, black plum or berry] syzygium jambolaleum or eugenia jambolana. বাংলাদেশে কালজাম সাধারণ ফল। গাছ উঁচু ; সারা ভারতেই জন্মে ; ফল মিষ্টি এবং সুস্বাদু। জম্বু দ্রং।

কালজীরা—স্থূলজীরক, nigella sativa.

কালঝাঁট্টি—গুল্মবি, eranthemum nervosum.

কালতাল—তমাল গাছ।

কালতিন্দুক—কুপীলুবৃক্ষ।

কালতিল—কৃষ্ণতিল, sesamum indicnm.

কালতুলসী—[সং কৃষ্ণার্জক; কৃষ্ণতুলসী] ocimum sanctum. কৃষ্ণতুলসী।

কালদেবধান—গবেধুক দ্রং।

কালধান—কৃষ্ণশালি, শ্যামশালি।

কালধুতুরা—কৃষ্ণধত্তুরক, datura jactusa.

কালনাটা (দেশজ)—গুল্মবিং, caesalpinia bonducella.

কালপর্ণ—তগরবৃক্ষ।

কালপর্ণী—কৃষ্ণতুলসী।

কালপীলু, কালপীলুক—কুপীলু।

কালপুষ্প—মটর, কলায়।

কালপুগ—কালসুপারী।

কালপেশী, কালপেষী—শ্যামলতা। পর্যায়—মহাশ্যামা, সুমদ্রা. উৎপলসারিবা, দীর্ঘমূলা, পানিন্দী, মসূরবিদলা।

কালবিছুটি (দেশজ)—গুল্মবি°।
কালবিষহরী (দেশজ)—গুল্মবি°।
কালবৃন্ত—কুলত্থ।
কালবৃন্তিকা, কালবৃন্তী—পারুলগাছ।
কালমরিচ—মরিচ দ্র°।
কালমান, কালমার—কালতুলসী।
কালমারিষ—বড়নটে শাক।
কালমাল—কালতুলসী।
কালমুগ—কৃষ্ণমুগ, কৃষ্ণমুগ, মাষকলায় অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, phaseolus melanos permus. কৃষ্ণমুগ দ্র°।
কূলমুষ্ক—ঘণ্টাপারুলি বৃক্ষ।
কালমূল—রক্তচিতা।
কালমেঘ—[স° যবতিক্তা, কিরাত, মহাতিক্ত ; হি° কিরয়াত ; ও° ভূই নিম্ব] বাসকাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°। বাংলাদেশে সুপরিচিত। গাছ সোজা, পাতা মাছের আকার, রোমশূন্য, ধার অখণ্ডিত, ফুল সাদা, চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা ফল। কালমেঘ তিক্ত, কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়; andrographis. paniculata, justicia p.
কালমেশিকা - সোমরাজী, শ্যামলতা।
কালমেশী, কালমেষিকা, কালমেষী—কালমেশিকা দ্র°।
কালশাক—[হি° নরচা শাক] ১ শাকবি°, ২ তিক্ত পটুতিকা, ৩ কুলত্থ শাক। পর্যায়—নাড়িক, শ্রাদ্ধ শাক; কালক।
কালশালি—ধান্যবি°।
কালসিম, কালশিম—canavelia virosa.
কালসার—কালতুলসী।
কালস্কন্ধ—১ তমাল গাছ, ২ তিহক গাছ, ৩ জীবক, জীওল গাছ, ৪ দুষখদির, ৫ যজ্ঞডুমুর।
কালহলদী—হরিদ্রা দ্র°।
কালহীন—লোধগাছ।
কালা—১ নীলগাছ, ২ কালজীরা, ৩ অশ্বগন্ধা, ৪ পারুল গাছ; ৫ মঞ্জিষ্ঠা, cardanthera triflora.
কালাগুরু—অগুরু দ্র°।
কালাঞ্জনী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, কালিকর্ণিকনী। পর্যায়—অঞ্জনী, রেচনী, শিলঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী, কৃষ্ণাঞ্জনী।
কালাদানা—[স° কালদানা, কৃষ্ণবীজ, শ্যামবীজ ; হি° কালাদানা ; গুজ° তারিজিবিকি বিরৈ, কম্ভিককতন্ বিরৈ ; তে° কোল্লিবিত্তুলু, ফা° তুখম ই-নীল ; অ° হব্বুনীল] কলমীআদিবর্গের বর্ষায়ু

লতাবি°, ipomoea hederacea. নীলকলমী শাক, ফুল নীলবর্ণ; শীতকালে রোপিত হয়, বীজের নাম কালাদানা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

কালাদেবধান—তৃণধান্যবি°।

কালানুসারক—তগর।

কালানুসার্য—শিংশপাবৃক্ষ।

কালাবড়ক—বৃক্ষবি°, কালিয়াকড়া।

কালাস্থলী—পারুলগাছ।

কালিঙ্গ—১ তরমুজ, ২ ভূমি কর্কারু। পর্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ, ফলবর্তুল।

কালিঙ্গিকা—ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

কালিন্দ, কালিন্দক—তরমুজ।

কালিয়ক—দারুহরিদ্রা।

কালীকোড়া (দেশজ)—guarea paniculata.

কালীঝাঁপ (দেশজ)—[ইং wolly brake] ক্ষুদ্রলতাবি°, শাকবি°, pteris lurulata odiantum. পাতার ডাঁটার রং কালো। ডাঁটার একপাশে পর্ণ থাকে। বর্ষাকালে দেওয়ালে জন্মায়। ফুল হয় না।

কালীয়ক—হরিচন্দন বা পীতচন্দন ॥ ঋতু° ॥

কালীয়াকড়া (দেশজ)—কেলেকোড়া।

কালীয়াজীরা (দেশজ)—কৃষ্ণজীরা।

কালেয়—কুঙ্কুম (?), দারুহরিদ্রা ॥ কুমা° ॥

কাম্প, কাম্পক—হরিদ্রাবি°, কাঁচা হলুদ। পর্যায়—কর্বুর, দ্রাবিড়ক, দ্রাবিড়ভূতিক।

কাল্যক—কাঁচা হলুদ।

কাশ—[সং° শারদ, সিতপুষ্পক] কেশো ॥ কুমা° ॥ খাগড়া, তৃণবি, saccharum spontaneum. ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু উন্নত ঘাসবি°। পাতা সরু চেপ্টা, ডাঁটা শ্বেত লোমশ। বিভিন্ন প্রকার—(১) খাগড় (কাশভেদ) —খাগড়া, কাশের মত তৃণ, কাণ্ড কাশের চেয়ে মোটা। খাগড়া, ভাল কলম হয়। পূর্বে খাগড়ায় লেখা হত, s. fuscum. (২) শরপত্র—উলুখড়, s. cylindricum. গৃহাচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, কাণ্ড খুব সরু ও পত্রবহুল; (৩) হোগলা—দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আচ্ছাদন তৈরী হয়। নদীতীরে, জলাজমিতে জন্মে। ইহার কাণ্ড নাই। লম্বা ৫।৬ হাত হয়। পর্যায়—ইক্ষুগন্ধা, পোটগল, কাস, কাশী, কাশা,

বায়সেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমর পুষ্পক; কাসক, বনহাসক; ইক্ষ্বারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুকাণ্ড; শারদ, সিতপুষ্পক, নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন; কাণ্ডকাণ্ডক, কচ্ছুলকারক ॥ শব্দ° অম°॥ কাশের ফুল ও মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

কাশক—কাশ দ্র°।

কাশন্দ (দেশজ)—cassia esculenta.

কাশমর্দ—কাসুন্দে, কালকাসুন্দা।

কাশমর্দন—কালকাসুন্দা ;

কাশা—কাশতৃণ।

কাশাম্পলি—কুটশাল্মলি বৃক্ষ।

কাশিমূলা—[স° কূটশাল্মলি, কাশল্মলি ; ও° মই] জিওল কাশিমোল্লা, আম্রাদিবর্গের পত্র-ত্যাগী তরুবি°, odina wodier. উচ্চতরুবিশেষ। বসন্তকালে সব পাতা ঝরিয়া যায়। কাঠ সাদা, খুব হাল্কা। চৈত্র মাসে ফুল ফোটে॥ ফুল ছোট, হরিদ্রাবর্ণ। গাছে আঘাত করিলে বহুল পরিমাণে আঠা নির্গত হয়। ফলে কঠিন আঁঠি আছে।

কাশুকার—সুপারি।

কাশ্মরী—গাম্ভারীবৃক্ষ, gmelina arborea. ফাগুন মাসে ফুল হয়, কাঠ হাল্কা, রঙ ফিকা। পর্যায়—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মিরী, হীরা, কাম্মর্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা, মহাকুসুমিকা ॥ শব্দ° ॥

কাশ্মীরা—অতিবিষা, আতাইচ।

কাশ্মিরী—গাম্ভারী।

কাশ্মীর্ষ—কুঙ্কম।

কাশ্যা (দেশজ)—কাশতৃণ।

কাষ্ঠকদলী—কাষ্ঠবৎ কঠিনা কদলী, কাঠকলা ॥ রাজনি°॥ পর্যায়—সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভ, দারুকদলী, ফলঢ্যা, বনমোচা, অশ্বকদলী।

কাষ্ঠজম্বু—ভুঁইজাম বা কাঠজাম।

কাষ্ঠদ্রু—পলাশবৃক্ষ।

কাষ্ঠধাত্রী ফল—আমলকী ফল।

কাষ্ঠপাটলা—শ্বেত পারুল। পর্যায়—মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি।

কাষ্ঠবল্লিকা—কটুকা (?)।

কাষ্ঠশারিবা—অনন্তমূল।

কাষ্টা—দারুহরিদ্রা, curcuma xanthorpiga.

কাষ্ঠালুক—আলুবিশেষ, কাঠআলু।

কাষ্ঠীল—রাজার্কবৃক্ষ।

কাষ্ঠীলা—কলাগাছ।

কাণ্ঠেক্ষু--ইক্ষুবিশেষ।
কাণ্ঠোডুম্বরিকা—কাকডুমুর।
কাষ্কি, কাসনি (দেশজ)—[হিং কাসনি; তাং কাশিনি চিরৈ; তেং কাসিনি বিত্তলু; গুজং কাসনি; পং সুচল, হান্দ] কাসিনি, সোমরাজি বর্গের লতাবিশেষ। কাসনি দ্রং।
কাস—সজিনা গাছ।
কাসকন্দ—কাসালুনামক কন্দবিং।
কাসঘ্নী—কণ্টকারী।
কাসজিৎ—ভার্গী, বামুনহাটি।
কাসনাশিনী—কাঁকড়াশৃঙ্গী।
কাসনি—সোমরাজিবর্গের শাকবিশেষ, cichorium endivia, c. intybus. পঞ্জাবপ্রদেশে জন্মে।
কাসনী—কাসনি।
কাসন্দা—কালকাসন্দা।
কাসমর্দ, কাসমর্দক—[সং কাশমর্দ; হিং কসৌদী, কসোন্দী; কোং কাল্কাসুন্দা; গুজং কসন্দী; ওং কাকুণ্ডা; তাং পোন্নভেরাই; তেং নুতিকসিন্দা; ইং negro coffee] বন্যফুল, কাশন্দা, চাকুন্দা, ছোট কালকাসুন্দা, cassia sophera, বড় কালকাসুন্দা c. occidentalis, senna sophera, ক্ষুপ যেখানে সেখানে জন্মায়। উদ্ভিদগুলি ঘন সন্নিবদ্ধ। বর্ষজীবী। ফুল ছোট, পীত, দুর্গন্ধযুক্ত।
কাসমর্দন—পটোল।
কাসারি—কালকাসন্দা।
কাসালু—কোফন দেশজাত আলু। পর্যায়—কামকন্দ, কন্দালু, আলুক, বিশালপত্র, পত্রাণু।
কাসুন্দা—কাসমর্দ।
কাহলাপুষ্প—ধুতুরা।
কাহান (দেশজ)—bridelia lanceœfolia.
কাহী—কুটজ গাছ।
কাহুয়া (দেশজ)—অর্জুন গাছ।
কিংশুক—১ পলাশবৃক্ষ। পলাশ দ্রং। ২ নন্দীবৃক্ষ। পর্যায়—পলাশ, পর্ণ, বাবপোথ, ত্রিপর্ণক, আস্কোত, ব্রহ্মবৃক্ষ, হস্তিকর্ণদল, কৃতী।
কিংশুলক—পলাশবৃক্ষ।
কিকি—নারিকেল।
কিঙ্কিনি—১ অম্লরসযুক্ত বৃক্ষ, ২ জলজাম বৃক্ষবি, ৩ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচি গাছ।
কিঙ্কিরাত—১ অশোক গাছ ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥ ২ রাঙা ঝাঁড়ি বৃক্ষ, ৩ পুষ্পবিশেষ গাছ। পর্যায়—

হেমগৌর, পীতক, পীতভদ্রক, পীতাম্লান, ষট্‌পদানন্দ।

কিঙ্কিরি—বঁইচি গাছ।

কিষ্কুপর্ব—১ ইক্ষু, ২ বাঁশ, ৩ নলখাগড়া।

কিঞ্জ, কিঞ্জল, কিঞ্জল্ক—নাগকেশর পুষ্প, পদ্মফুলের কেশর ॥ রাজনি॰ ॥ পর্যায়—মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, শীতপরাগ, তুঙ্গ, চাম্পেয়ক।

কিনি—আপাঙ্ গাছ।

কিতব—ধুতুরা গাছ।

কিস্তন (দেশজ)—lauras obtresifolia.

কিরাত, কিরাতক, কিরাততিক্ত, কিরাততিক্তক, চিরতা ॥ রাজব॰ ॥ পর্যায়—ভূনিম্ব, অনার্যতিক্ত, কৈরাত, চিরাতিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তক, কটুতিক্ত, রামসেনক, কাণ্ডতিক্তক।

কিরিটি—হিন্তাল ফল।

কির্মি—পলাশ গাছ।

কির্মির—নাগরঙ্গ, নারঙ্গালেবুর গাছ।

কির্মিরত্বক—নারঙ্গাগাছ।

কিলাটী—বাঁশগাছ।

কিলাসঘ্ন—কাঁকরোল। পর্যায়—কর্কোটক, তিক্তপত্র, সুগন্ধক।

কিলিম—দেবদারু।

কিসমিস—পাকা বীজশূন্য শুখান আঙুর। বড় বীজ হইলে মনুক্ক বলে। ছোট বীজ কিসমিস। পর্যায়—স্বাদুকলা, দ্রাক্ষা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহুরা।

কীটপাদিক—হংসপদী গাছ।

কীটভুক উদ্ভিদ—১ বিহারের মাঠে ও পাহাড়ের ঢালু জায়গায় হয়। পাতা ছোট গোল, লাল। পাতার চারিধারে কেশরযুক্ত পত্রাণু আছে। এই পাতার অগ্রভাগে চিঁড়িতনের ন্যায় একটি গুটি দেওয়া মত আছে। মূল পত্র ঠোঙ্গার মত, তাহাতে তরল পদার্থ থাকে, আঠার মত চট্‌চটে। পত্রাদি স্পর্শ মাত্র সঙ্কুচিত হয়, drosera burmani. ২ ঝাঁজি। বাঙলাদেশে পুকুরে হয়। ঝাঁজির পাতাগুলি সূক্ষ্ম নলাকার পত্রাণু মাত্র। পত্রাণুর মুখে একটি ঢাকনি থাকে। উহার ভিতরে আঠাবৎ রস থাকে। ৩ আমেরিকায় জন্মে, venus' fly trap, ৪ তামাক গাছের কচি পাতা ও ডাঁটা হইতে যে চট্‌চটে রস বাহির হয় তাহাতে কীট-পতঙ্গ আটকাইয়া যায়। কীটভুক নহে। ৫ লাল ভেরাণ্ডার গাত্রে কীটাদি বসিলেই

গাত্রবর্ণ কাল হইয়া যায় ও কেশরবৎ পত্রাণুগুলি হইতে রসনির্গত হইয়া তাহাকে গলাইয়া ফেলে ও বৃক্ষ শরীর উহা শুষিয়া লয়। ৬ আর একপ্রকার বৃক্ষ আছে। তাহার পত্রের অগ্রভাগ হইতে পেঁচাল শীষের ডগায় একটি ভাণ্ডাকার পত্র হয়। ঐ ভাণ্ডের মধ্যে রস থাকে ও তাহার মুখে ঢাকনি থাকে। কীট ভাণ্ডে পড়িবামাত্র ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায়।

কীটমাতা—হংসপদী গাছ।

কীটমারী—[সং কীটমারি ; হিং মুখজালী ; ইং insectivorous plant] ছোট আরণ্যশাকবিং, drosera burmanni, বর্ষাকালে জন্মায়। পাতা ছোট, পাতার লোমের মাথায় আঠা থাকে, কোন কীট পাতায় বসিলে সঙ্কুচিত হয়ে তাহাকে বধ করে। বাঁকুড়ায় ইহাকে 'ভুঁইচাঁপা' বলে।

কীটশত্রু, কীটারি—বৃক্ষবিং।

কীড়ের—নটেশাক।

কীরক—বৃক্ষবিং।

কীরমালা—বৃক্ষবিং, artemesia maritima, পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে। ইহার বীজ হইতে কৃমিঘ্ন ঔষধ হয়।

কীরেষ্ট—১ আমগাছ, ২ আখরোট গাছ, ৩ জলযষ্টিমধু গাছ।

কীলসংস্কর্ণ—গাব গাছ।

কীশপর্ণ, কীশপর্ণী—আপাং গাছ।

কুঁচ=[সং গুঞ্জা, গুঞ্জ ; হিং ঘুঁঘচি, চিরমিটি ; মং গুঞ্জা ; তেং গুলুবিদে ; তাং করিন ; ওং রুঞ্জ ; ফাং চশমেখ রুশ ; অং হব [সুর্খ, সফেদ ; ইং wild jamica, liquorice] শিম্বাদিবর্গের রোহিণী লতাবিং, abrus precatorius, ভাদ্র-আশ্বিনে ফুল হয়। তেঁতুল পাতার মত পাতা, শিম ফুলের মত ফুল, তবে কিছু বড় ও গোলাপী রংয়ের। শিম্বি ছোট, ভিতরে ২-৬টি কুঁচ থাকে। প্রকারভেদ—(১) রক্তকুঁচ—সমস্ত গা রক্তবর্ণ, মুখের কাছে কালো। (২) শ্বেতকুঁচ—সমস্ত গা শাদা। মুখের কাছে কালো। কুঁচের মূলের চেয়ে পাতার স্বাদ মধুর।

কুঁচিলা—[সং রিষ্টমুষ্টি ; ফাং ইজরকী ; তাং থেত্তিকোট্টয়] strychnos nux vomica,

কুঁদ—[সং কুন্দ ; ইং dawny jasmine] মল্লিকাদিবর্গের পুষ্প ক্ষুপবিং, jasminum pubescens,

j. pirsatum. শীতকালে অসংখ্য ফুল হয়, ফুল শাদা, নির্গন্ধ। বড় কুন্দ—[ইং woody jasmine] jasminum arborescens.

কুঁদরি—কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের বন্য প্রতাণীবিং, trichosanthes cucumerina. পটোলের মত গাছ। ফুল ছোট, ফল অণ্ডাকার, পাকলে লাল হয়।

কুঁদরুকী (দেশজ)—গন্ধবিরজা লতাবিং ॥ বেলং ॥ boswellia thurifera.

কুকসিম (দেশজ)—[সং কুলাহল, অলম্বুষ, গোচ্ছাল, ভৃকদম্ব]

কুকশিমা—[সং কুকুরদ্রু ; ওং পোকশোঙ্গা] সোমরাজ্যাদি-বর্গের বর্ষায়ু লোমশ শাকীবিং, blumea lacera. পাতায় গন্ধ, ফুল পীতবর্ণ, vernonia cinerera.

কুকশিমে—[সং কুলাহল, কুকুন্দর] একপ্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত গাছ, celsia coromandeliana. শীতকালে যেখানে-সেখানে প্রচুর জন্মায়। ডাঁটায় ও পাতায় রোঁয়া আছে। ফুল হলুদবর্ণ; ঈষৎ তিক্ত।

কুকুর—গ্রন্থিপর্ণী নামক বৃক্ষীবিং।

কুকুর-আলু—আরণ্য আলু লতাবিং, diascoria anguina. পাতা অল্প লোমশ। উভর বঙ্গে ও দক্ষিণ বঙ্গে জন্মে।

কুকুর-চিতা—চিরশ্যামল বন্যতরুবিং, tetranthera apetala; litsaea pebefera, ফুল ছোট গ্রীষ্মকালে ফোটে, স্ত্রী ও পুং পুষ্প পৃথক গাছে হয়। বড় কুকুর-চিতা—t; monopetala.

কুকুর-চুড়—[সং পপ্পান ; ওং কুকুর-ছেলিয়া] আচ্ছুকাদিবর্গের ছোট ছোট আরণ্য তরুবিং, pavetta indica. ফুল শাদা, অল্প গন্ধযুক্ত ও চতুর্দল, গুচ্ছাকারে হয়।

কুকুর-ছিট-কী—ছোট ক্ষুপবিং, leea staphylea. ঢোল-সমুদ্র গাছের মত। ফুল ছোট, বর্ষাকালে হয়।

কুকুরজিহ্বা—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং; ixora undulata.

কুকুরজেল (দেশজ)—উলটচণ্ডাল, gloriosa superba.

কুকুরশুঙ্গা, কুকরশোঁকা—[সং কুকুন্দর ; হিং কুকুরোন্দা] কুকশিমা, বনমুলো, blumia lacera. ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।

প্রায় ২ ফুট উঁচু। কাণ্ড ও পাতা রোমশ। কুকুর এই গাছ শুঁকলেই মূত্র ত্যাগ করে বলে এর নাম কুকুরশোঁকা। কুকসিমা ও কুকুরদ্রু বা কুকুরশোঁকা এক গাছ নয়॥ বিশ্ব॥

কুকুরসুন্দা—কুকুরশিমে।

কুকুরিয়াবাদল (দেশজ)—একজাতীয় শিম গাছ, dolicos lignosus.

কুক্কুটশিখ—কুসুম ফুলের গাছ (কুক্কুটশিখার ন্যায় কুসুম ফুল ও রক্তবর্ণ)।

কুক্কুটী—শিমুল গাছ।

কুকুরদ্রু—কুকুরশোঁকা গাছ। পর্যায়—কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুক্কুরদ্রুম, মৃদুচ্ছদ, তাম্রচূড়।

কুগ্রুম (দেশজ)—dalbergia rimosa.

কুঙ্কুম—[সং কুঙ্কুম; হিং কেসর সিং কোকুম্; কং কুঙ্কুম; গুজং কেসর; তৈং কুংকমপুর; কাং লরকীমাস; অং জাফ্রান; ইং saffron] কন্দ শাকবিং, crocus sativus. ইহার ফুলের কেসরকে কুম্কুম বলে। আজ-কাল ভারতে কেবল কাশ্মীরে ইহার চাষ হয়। উত্তম কুংকুম্ গাঢ় লেবু রঙের, অধম কুংকুম পীত বা কাল। প্রকারভেদ—আরণ্যকুঙ্কুম, আবাদী কুংকুম। কাশ্মীর-জাত উত্তম, বাহ্লীকজাত মধ্যম, ঈষৎ শাদা, পারস্যজাত অধম। কাশ্মীরজাত—কেশরগুলি সূক্ষ্ম। রক্তবর্ণ গন্ধ পদ্মের মত। বাহ্লীকজাত—সূক্ষ্ম কেশর, পাণ্ডুবর্ণ, গন্ধ কেয়াফুলের মত। পারস্যজাত—মোটা কেশর, পাণ্ডুবর্ণ, মধুর ন্যায় গন্ধ। পর্যায়—কাশ্মীরজ, অগ্নিশিখ, বর, বাহ্লীক, পীতন, রক্ত, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, লোহিত চন্দন, চারু, বরবাহ্লীক, রক্তচন্দন, অগ্নিশেখর, অসৃক, পীতক, রুধির, শঠ, শোণিত, ঘুসৃণ, বরেণ্য, অরুণ-কালেয়ক, জাগুড়, কাণ্ড, বহ্নিশিখ, কেশর-বর, গৌর, হরিচন্দন, খল, দীপক, সৌরভ, চন্দন।

কুঙ্কুমী কুঙ্গনী—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কুঙ্কুরদ্রু—কুকুরশোঁকা গাছ॥ভাবপ্রং॥

কুচইকাটা (দেশজ)—mimosa octandra.

কুচড়ি—exacum tetagonum.

কুচণ্ডিকা, কুচণ্ডী—মূর্বালতা।

কুচন্দন—১ কুংকুম, ২ বৃক্ষবিং।

কুচফল—দাড়িমগাছ।

কুচাদেরী—চুকাপালং শাক।
কুচি-কাঁটা—mimosa rubicaulis.
কুচিলা—[হি°, ও° কুচিলা; ম° কুচলা; তৈ° মুষ্টি ; ইং snake wood, nux vomica tree] বন্য ছোট তরুবি°, strychnos nux vomica. দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যায় প্রচুর জন্মে। বসন্তকালে ফুল হয়। ফল লালবর্ণ, ফলের শাঁস বাঁদরে খায়; কিন্তু বীজে ভয়ানক বিষ আছে।
কুচিলা-লতা—strychnos colubrina.
কুচেলা, কুচেলী—আকনাদি।
কুচ্ছ—কুমুদ ফুল, হেলা ফুল।
কুজিহেলাজ (দেশজ)—বৃক্ষবি°।
কুণ্ডফলা—কুমড়া।
কুঞ্চি—১ কুঁচ, ২ কাঁচ, ৩ কৃষ্ণজীরা, ৪ মেথী।
কুঞ্চিত—তগর ফুল।
কুঞ্জরকণা—গজপিপ্পলী।
কুঞ্জরপিপ্পলী—গজপিপ্পলী।
কুঞ্জরা—১ ধাতকী, ধাইফুল, ২ পারুল গাছ। পর্যায়—ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা।
কুঞ্জরালুক—হস্ত্যালু নামক আলুবি°।
কুঞ্জরাশন—অশ্বত্থগাছ।
কুঞ্জলতা—কলম্ব্যাদিবর্গের বর্ষায়ু রোহিণী, quamoclit pinnata. ফুল সরু, লাল, পাতা পক্ষছিন্ন, বীজ চারিটি। বড় কুঞ্জলতা—q. phoenicia. পাতা পানের মত। বীজ লোমশ।
কুঞ্জবল্লরী—নিকুঞ্জিকাম্ল গাছ।
কুঞ্জিকা—১ কৃষ্ণজীরা, ২ নিকুঞ্জিকাম্ল গাছ।
কুটচ—কুটজ দ্র°।
কুটজ—[স° পাণ্ডুরদ্রুম] কুরচিগাছ, কুরচি, holarrhena antidysenterica. বৃক্ষ মধ্যমাকৃতি, বাঙলার সব জায়গায় জন্মায়। ফুল শাদা, তগরাদিবর্গের আরণ্য ক্ষুপবি°। পার্বত্যপ্রদেশে বহু পরিমাণ জন্মে। বৎসরে একবার করে পাতা ঝরে। ফল বা বীজের নাম—ইন্দ্রযব [হি° ইন্দ্রযো]। প্রকারভেদ—১ সিতকুটজ [স° পাণ্ডুদ্রুম, বরতিক্ত, গিরিমল্লিকা ; হি° কুড়া, কোরৈয়া ; ম°, গুজ° পণ্ড্রাকুড়া ; তা° ভেপ্পালরিসি ; তে° অমকুডু ; ও° কুড়িয়া ; অ° তিবাজ]—পীতকুটজ, ২ অসিতকুটজ [স° কৃষ্ণতণ্ডুলা ; হি° মিঠা ইন্দ্রযো ;

গুজ° গোদীইন্দ্রযব; ফা° তুখমে আহোর, সিরীন জবানে কুঞ্জিক সিরীজ; তা° ভেৎপানভিরাই; তে° অনুকুদু কোদিসা] wrightia tinctoria. পর্যায়—শত্রু, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কৌটজ, বৃক্ষক, কাহী, কালিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, শত্রুপাদপ, বরাতিক্ত, যবফল, সংগ্রাহী, মাহাগন্ধ, পাণ্ডব, কৌচ, শত্রুশালী। সিতকুটজ বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে—কিন্তু অসিতকুটন মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, গোদাবরী তীর ও ব্রহ্মদেশে জন্মে।

কুটজবীজ—ইন্দ্রযব।

কুটন্নট—১ শোনাগাছ, ২ কেশুর।

কুটরুণা—তেউড়ী লতা।

কুটিল—তগরপাদিকা ফুল। পর্যায়—কালানুশারিকা, বক্র, তগর, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম দীন, তগরপাদিক।

কুট্টিম—দাড়িমগাছ।

কুঠের—১ তুলসী, ২ বাবুইতুলসী।

কুঠেরক—১ তুলসী, ২ শ্বেততুলসী। পর্যায়—অর্জক, শ্বেতপর্ণাস, গন্ধপত্র, ৩ বাবুইতুলসী। পর্যায়—বর্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা, পর্ণাস।

কুঠেরজ—শ্বেততুলসী।

কুড়—কুষ্ঠ দ্র°।

কুড়কবালী (দেশজ)—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, hedysarum bupheurifolium.

কুড়চি, কুরচি—কুটজ দ্র°।

কুড়হুণ্ডি—উচ্ছে।

কুড়ালিয়া (দেশজ)—বৃক্ষবি; কুড়কবালী। ইহার আকৃতি অনেকটা আমরুলের মত, তবে পাতাগুলি ছোট।

কুণ—অশ্বথবৃক্ষ।

কুণঞ্জ—বনবেতো শাক॥ রাজনি°॥

কুণি—তুঁদ গাছ।

কুণ্ডপায়—সোমলতা।

কুণ্ডল—রক্তকাঞ্চন গাছ।

কুণ্ডলিকা—গড়গড়ে শাক।

কুণ্ডলিনী—১ গুলঞ্চ, ২ আলকুশী, ৩ কাঞ্চন গাছ, সর্পিণী গাছ।

কুতৃণ—পানা।

কুৎসলা—নীলগাছ।

কুথ—কুশ।

কুদাল—পর্বতীয় বৃক্ষবি°, bauhinia variegata.

কুদালিয়া—hedysarum triflorum desmodium t.

কুদ্মবেত (দেশজ)—এক জাতীয় বেতগাছ, calamus polygamus.

কুন্দল—পর্বতীয় বৃক্ষবিং।

কুন্দার, কুন্দাল—কাঞ্চন গাছ।

কুধান্য—কয়েক প্রকার ধান্যবিং। পর্যায় - কোরদূষক, শ্যামাক, নীবার, শান্তনু, তুবরক, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধূলিকা, নান্দীমুখ, কুরুবিন্দ, গবেধুক, বরুক, উদপনী, মুকুন্দক, বেণুযব।

কুনট—[হিং শনহুলী] সোনা গাছ, বানশলুই। আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়।

কুনটী—ধনিয়া।

কুনলী—বকবৃক্ষ।

কুনাশক—আলকুশী।

কুনীলী—তৈরিণী গাছ।

কুন্ত—গবেধুক, গড়বাড়ে ধান, coix barbata.

কুন্তল—যব।

কুন্তলবর্ধন—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ।

কুন্দ—১ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ, jasmimum multiflorum. ২ করবীর গাছ, ৩ পদ্ম।

কুন্দক—কুন্দুরুবৃক্ষ, boswellia thurifera.

কুন্দল - nymphoea cyanea.

কুন্দুরুক—কুন্দুরু বৃক্ষ।

কুন্দুরুকী—কুঁদরুকী গাছ, boswellia thurifera. পর্যায়—বিম্বী, রতাফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডিকেরা, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমা, ফলা, পীলুপর্ণী।

কুন্দুরুমী—pistacia lentiscus.

কুপীলু—কারস্কার বৃক্ষ, তিন্দুক বিশেষ। মাঁকড়া কেঁদু ॥ ভাবপ্রং ॥ ইহার ফলের নাম কুঁচিলা।

কুবের—নন্দীবৃক্ষ।

কুব্জক—[হিং কুজা] পুষ্পবৃক্ষবিং; কাঁটাসিউতি, tropa bispinosa. পর্যায়—ভদ্রতরুণী, বৃত্তপুষ্প, অতিকেশর, মহাসহ, কণ্টকাঢ্য, খর্ব, অলিকুল, সঙ্কুল, বারিকণ্টক।

কুব্জকণ্টক—শ্বেত-খদির, white rimosa. পর্যায়—শ্বেতসার, বাদর, সোমবল্কল।

কুবলা—নীলপদ্ম ॥ ঋতুসং ॥

কুমড়া—[সং কুষ্মাণ্ড; হিং কদু, কদীমা, কোঢ়ী, কোহড়া, কুম্ভরা; পেঠাং, মং ভোঁপলা, কোহঠ্ঠা; ওং কখারু; পাণিকখারু; গুজং ভুরুং কোলুং] পলকুমড়া, দেশী কুমড়া, benincasa cerifera,

cucurbita hispida, c. alba. প্রকারভেদ—(১) দেশী কুমড়া [স° শ্বেতকুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল] ছাঁচি কুমড়া বা চালকুমড়া—প্রতাণীলতা বিশেষ। ফুল পীতবর্ণ, ফল শাদা, গোলাকার লম্বা, (২) বিলাতী কুমড়া [স° পীত কুষ্মাণ্ড, কোচবিহারে ঘিত্তকুমড়া] গুড়কুমড়া, মিঠা কুমড়া, cucurbita maxima. (৩) ভুঁইকুমড়া—[স° ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিদারী, ক্ষীরবিদারী ; হি° বিলাইখন্দ, ভুইকখারু] কলম্বাদিবর্গের বৃহৎলতাবি°, ipomoea paniculata. মাটিতে মূল খুব মোটা হয়। পাতা অঙ্গুলাকার, ফুল আনীল রক্ত, ডাঁটা মসৃণ, বীজ কোণে-কোণে লোমশ।

কুমার, কুমারক—বরুণবৃক্ষ, capparis trifoliata.

কুমারিকা—কুমারী দ্র°।

কুমারী—[স° কুমারীলতা ; কুমারিকা ; ও° কুস্তাটুয়া] রজনীগন্ধাদিবর্গের প্রতাণীলতাবি°, similax macrophylla, aloe indica, কণ্টকপূর্ণ, ফুল ছোট, ২ ঘৃতকুমারী, ৩ নবমল্লিকা, ৪ বড় এলাইচ, ৫ মেদিনীপুষ্প, ৬ তরুণীপুষ্প।

কুমারীপত্র—পুত্রজীব, জীয়াপুঁতা (?)।

কুমারীয়া (দেশজ)—লতাবি°।

কুমুদ—[স° শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল, ইং white esculent lotus] শাদা শালুক ফুল, nymphea lotus. বড় শালুক, n. pubescens, রক্তোৎপল n. esculenta. হেলা, শুঁদি। পর্যায়—কৈরব, চন্দ্রকান্ত, গর্দভ, কুমুৎ, ধবলোৎপল, কহ্লার, শীতলক, শশিকান্ত, ইন্দুকমল, চন্দ্রিকাম্বুজ, গন্ধসোম, শ্বেতকুবলয়।

কুমুদঘ্নী—বৃক্ষবি°, ইহার রস দুগ্ধের ন্যায় শাদা, বিযাক্ত।

কুমুদবীজ—[স° কুমুদ্বতীবীজ, কৈরবিনীফল ; হি° ভেট] সিতোৎপলবীজ, শুঁদিনালের বীজ। নিরম্বু উপবাসে অসমর্থ হইলে ইহা (রবিশস্য-জাত নহে বলিয়া) অনেকে খাইয়া থাকে।

কুমুদা—১ কুম্ভিকা, পানা, ২ গম্ভারীবৃক্ষ, ৩ শালপর্ণীবৃক্ষ, ৪ ধাতকীবৃক্ষ, ৫ কটফল।

কুমুদাদি—কুমুদ, শর্করা, ন্যগ্রোধ, সঙ্কট, কঙ্কট, গর্ত, বীজ পরিবাপ,

নির্যাস, শকট, কচ, মধু শিরীষ, অশ্ব, অশ্বত্থ, বল্বজ, যবাষ, কূপ বিকঙ্কট ও দশগ্রাম।

কুমুদিকা—কট্ ফলবৃক্ষ। পর্যায়—কটফল, সোমবল্ক, কৈটর্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রা, ভদ্রবতী।

কুমুদিনী—[ইং tufted brash bear] menyanthes cristata.

কুমুদ্বতী—১ পদ্মের বৃন্ত, ২ বৃক্ষবি° (ফল বিষাক্ত), villarsia indica.

কুম্বিয়া—বৃক্ষবি°।

কুম্ভ—ত্রিবৃৎ-বৃক্ষ।

কুম্ভকারিকা—কুলত্থ-বৃক্ষ।

কুম্ভজ—দ্রোণপুষ্পী।

কুম্ভতুম্বী—গোল লাউ ॥ রাজনি° ॥ অলাবু দ্র°। পর্যায়—কুম্ভালাবু, গোরক্ষতুম্বী, গোরক্ষী. নাগালাবু, ঘটাভিধা, ঘটালাবু।

কুম্ভদাসী—পানা।

কুম্ভযোনি, কুম্ভযোনিকা—দ্রোণপুষ্পীবৃক্ষ।

কুম্ভলা—মুণ্ডিতিকাবৃক্ষ।

কুম্ভবীজক—করঞ্জবৃক্ষ, রীঠা করঞ্জ।

কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডক—কুমড়া।

কুম্ভালাবু—গোল লাউ।

কুম্ভিকা—১ কচ্ছদেশীয় দাড়িম্ব, ২ পারুল গাছ, ৩ দ্রোণপুষ্পী, ৪ পানা। পর্যায়—বারিপর্ণী, শ্বেতপর্ণা, অশ্বকুম্ভা, পানীয়, পৃষজ, আকাশমূলী, কৃতৃণ, জলবল্কল, কুম্ভী, বারিমূলী, খমূলিকা, পর্ণী, পৃশ্নী, খমূলি, বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢ়ক।

কুম্ভিনী—[হি° সোঁবিনী] ১ মৃগের্বারুবৃক্ষ, রাখালশশা, ২ জয়পালবৃক্ষ, croton jamolgata.

কুম্ভিপাকী—কট্ফলবৃক্ষ।

কুম্ভী—[স° কুম্ভী, পর্পটদ্রুম] জম্বুকাদিবর্গের বৃহৎ তরুবিশেষ, careya arborea. প্রকারভেদ—১ গুগ্গুলবৃক্ষ, ২ পাটলাবৃক্ষ, ৩ পানা, ৪ কট্ফলবৃক্ষ, ৫ দণ্ডীবৃক্ষ, ৬ কুম্ভীপুষ্পবৃক্ষ, ৭ গণিকারীবৃক্ষ, গুণুরী। উড়িষ্যা ও অন্য প্রদেশে অরণ্যে জন্মায়। বসন্তকালে সমস্ত পাতা ঝরিয়া নূতন পাতা জন্মায় ও ফুল ধরে। ফুল বড় বড় সাদা। ফল কলসীর আকার। ছাল খুব শক্ত। কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহার ছাল পরিতেন।

কুম্ভীক—১ পুরাগবৃক্ষ, ২ পানা।

কুম্ভীবীজ—জয়পালবীজ।

কুম্ভোদ্ভব তরু—বকপুষ্পবৃক্ষ।

কুরকা—শল্লকীবৃক্ষ, boswellia thurifera.

কুরঙ্গিকা—মুদ্গাপর্ণী।

কুরণ্ট, কুরণ্টক—পীতাম্লান বৃক্ষ, পীতঝাঁটি। পর্যায়—সৈরেয়ক, সৈরেয়, শ্বেতপুষ্প, কুরণ্টিকা, কটসারিকা, সহাচর, সহচর।

কুরণ্ড—সাকুরুণ্ডবৃক্ষ।

কুরণ্ডক—নীলঝাঁটি।

কুরব—১ শ্বেত মাদার, ২ লাল ঝাঁটি গাছ, ৩ পীতঝিণ্ট, ৪ তিলকগাছ(?)।

কুরবক, কুরুবক—১ রক্তঝিণ্টি, ২ কুরচি, ৩ কুরুবক পুষ্প ॥ মে° ॥ barleria.

কুরী—তৃণধান্যভেদ।

কুরুকন্দক—মূলা।

কুরুট—সিতাবর শাক।

কুরুণ্ট—পীতঝাঁটি গাছ।

কুরুণ্টিকা—হস্তিনীবৃক্ষ, হাতীশুঁড় গাছ।

কুরম্বা—কুলপালক, কমলালেবু।

কুরম্বা, করুম্বিকা—[হিঁ° গুমা] দ্রোণপুষ্পী।

কুরুবক—লালঝাঁটি গাছ, পীতঝাঁটি গাছ।

কুরুবিন্দ—১ মুথা, ২ মাষকলাই, ৩ হিঙ্গুল, ৪ কুল্মাষ শস্য।

করুবিন্দক—কুধান্যবিশেষ।

কুরুবিবক—কুল্মাষ।

কুরুম্বী—সৈংহলীবৃক্ষ।

কুর্ণজ—কুলঞ্জনবৃক্ষ।

কুল—[স° বদর, বদরী ; হিঁ° বের, বৈর ; ম° বোর ; গু° মেটা বোরডী ; ক° বেরণু; তৈ° রংঘ ; ও° কুড়ি ; কা° কুনার্ ; অ° সীদরন্‌বক্] কুল, বরুই, zizyphus jujuba. অতি পরিচিত গাছ। কাণ্ড রেখা-বন্ধুর। পাতা গোল, নিম্নপৃষ্ঠ লোমশ। বীজের শস্য বাদামের মত। চৈত্র মাসে গাছের ডাল কাটিয়া দিলে প্রচুর ফল জন্মায়। শীতকালে ফল হয়। অম্লমধুর। ফল, পাতা ও মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকারভেদ—(১) নারিকেল কুল, কুলের চেয়ে বড়, স্বাদ সুমিষ্ট। নারিকেলের মত আকার বলিয়া নাম। (২) বোম্বাই কুল—কুলের চেয়ে একটু বড়। অম্ল কম। (৩) সেয়াকুল —বহুকণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ। ফল অতি ক্ষুদ্র। কুলের মত ইহার ফলও শীতকালে হয়।

কুলক—১ গাবগাছ, ২ মউয়া ফুলের গাছ, ৩ কুপীলু, ৪ পটোল, ৫ পটোল-লতা।

কুলজ—পটোল।

কুলঞ্জ—গন্ধমূল-বৃক্ষ, 'কুলঞ্জন॥ রাজনি°।

কুলঞ্জন—[সং কুর্ণজ, গন্ধকুল; কুলঞ্জ] কুলিঞ্জন দ্র°।

কুলতি—কুলথ দ্র°।

কুলত্থ—[সং কালতাম্রবৃক্ষ, সিতেতর, কুলত্থিকা ; হি° কুল্‌থি; তা° কোল্লু ; তে° ওয়ালাওয়াল্লি ; ইং horsegram] কুলত্থ বা কুর্তিকলায়, কুলুথ, কুলথকলায়; dolichos biflorus. ত্রিপত্র ক্ষুপবি°। শাখাপত্র বহুলোমান্বিত। ফুল ছোট হরিদ্রাবর্ণ, প্রত্যেক শিম্বীতে কলায় থাকে। ডাঙ্গা জমিতে জন্মায়। পৌষমাসে পাকে। প্রকার-ভেদ—ঠাকুরিকলায়; d. pilosus.

কুলত্থা, কুলত্থিকা, কুলত্থী—বন-কুলত্থী। পর্যায়—দৃকপ্রসাদা, অরণ্যকুলত্থিকা, লোচনচিতা, চক্ষুষ্যা, কুম্ভকারিকা, কুলত্থিকা, কুলালী, প্রলাপহা। ॥ শব্দ° ॥

কুলদ্রুম—এই বৃক্ষ ১০। প্রকার—শ্লেষ্মান্তক, বিল্ব, অশ্বত্থ; কদম্ব; নিম্ব, বট, উড়ুম্বর, ধাত্রী, করঞ্জ, তেঁতুল।

কুলপত্র, কুলপত্রক—দমনকবৃক্ষ, যাহাকে দোলা বলে।

কুলপালক—কুরম্ব, কমলালেবু।

কুলপি (দেশজ)—১ বৃক্ষবিশেষ, ২ আক গাছ।

কুলবর্ণা—রক্তত্রিবৃৎ; লাল তেউড়ী।

কুলসঞ্চয়—পারিপেলবৃক্ষ, কেউটা মুতা।

কুলসৌরভ—মরুবকবৃক্ষ; নাগদানা।

কুলালী—বনকুলত্থবৃক্ষ।

কুলাহক—[হি° তালমাখনা] রক্তবর্ণ কোকিলাক্ষ শাক, রাঙা কুলেখাড়া। পর্যায়—কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুবালিকা, ইক্ষুগন্ধা।

কুলাহল—কুকসিম গাছ।

কুলি—কণ্টকারীবৃক্ষ।

কুলিক—কাকাদনীবৃক্ষ; কোকিলাক্ষ।

কুলিকা—হাড়জোড়া।

কুলিকাখ্য—কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ।

কুলিঙ্গাক্ষী—পেটিকাবৃক্ষ; পেটারী।

কুলিঞ্জন—হরিদ্রাদিবর্গের শাকবিশেষ, alpinia galanga. ডাটায়

অনেক পাতা হয়। ফুল আরক্ত।
কুলিবেগুন—[ইং cylendrical egg plant] solanum longam.
কুলিশ—হাড়ভাজা গাছ।
কুলিশদ্রুম—স্নুহী-বৃক্ষ, শিশুগাছ।
কুলি—১ কণ্টকারী-বৃক্ষ, ২ বৃহতী, ৩ কুলকাঁটা, কোকিলাক্ষ।
কুলীনক—বনমুগ।
কুলুথ—কুলত্থ দ্র°।
কুলেখাড়া—কোকিলাক্ষ দ্র°।
কুলেচর—ক্ষুদ্র শাক-বিশেষ।
কুল্মাষ—১ অর্ধপক্ক যব, dolichos biflorus, ২ রাজমাষ, ৩ মাষাকৃতি—পত্রযুক্তবৃক্ষ, কাশ্মীর-দেশে তুলসী নামে পরিচিত, ৪ বনকুলত্থী।
কুল্যা—স্থূলবার্তাকু।
কুব্—১ উৎপল, ২ জলজপুষ্পমাত্র।
কুবকালুকা—ঘোলী শাক।
কুবল—১ বদরী-বৃক্ষ, zizyphus jujuba, ২ বদরী ফল, ৩ উৎপল।
কুবলয়—১ উৎপল, ২ নীল ও শ্বেতোৎপল।
কুবলী—কুলগাছ।
কুবৃত্তিকৃৎ—কাঁটাকরমচা, caesalpinia bonducella.
কুবের, কুবেরক—তুঁতগাছ।
কুবেরাক্ষী—১ পারুল গাছ, ২ লতা করঞ্জ, ৩ সাদা পারুল [হিং শ্বেত পাড়রী]। ৪ পেটারী গাছ।
কুবেল—লাল শুঁদি।
কুশ—[সং সূচীপত্র, মৃদুদর্ভ, কুশের ; হিং ডব, কশ ; ইং medow grass] দীর্ঘায়ু তৃণবিং, eragrostis cynosuroides, poa ciliaris, p. roxb. অত্যন্ত অনুর্বর জমিতেও কুশ জন্মায়। পুজার্থে কুশ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে আসন প্রস্তুত হয়। পাতা সরু। সোজা ডাঁটা। (২) দর্ভ বা খরদর্ভ, p. cynosuros ides। (৩) হরিদ্‌গর্ভ—হরিদ্বর্ণ ফুল, ফুল ও মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়— কুথ, দর্ভ, পবিত্র, যাজ্ঞিক, হ্রস্বগর্ভ, বর্হি, কুতুপ, সূচ্যগ্র, যজ্ঞভূষণ।
কুশপুষ্প—গ্রন্থি-পর্ণ, কুশ ও পুষ্প।
কুশলী—১ অশ্মন্তকবৃক্ষ, ২ ক্ষুদ্রাম্লিক।
কুশলোদর—চালতা।
কুশা—১ মধুকর্কটী, ২ কুশতৃণ।
কুশাল্মলি—রোড়া বা ময়না, রোহিতক-বৃক্ষ।

কুশিংশপা—কপিলশিংশপাবৃক্ষ।
কুশিক—১ শালগাছ, ২ বয়ড়া গাছ, ৩ অশ্বকর্ণবৃক্ষ।
কুশিম্বি—শিম্বীভেদ।
কুশেলয়—পদ্ম।
কুশেশয়—১ পদ্ম, ২ কর্ণিকার-বৃক্ষ।
কুষ্ঠ—[সং বাপ্য ; হিং কুঠ ; গুজং উপনৎ ; তাং কোষ্ঠম্ ; তেং গোস্তমু ; ফাং কুস্ত্-ই-তল্খ্] কুড়। কাশ্মীর-প্রদেশে এই উদ্ভিদ্ জলাশয়ে জন্মে, saussurcea lappa, aplotaxis suriculata. সোমরাজ্যাদিবর্গের দীর্ঘ শাকবিং। কাশ্মীরে এর নাম 'চোবইকোট'। শালের ভিতর ইহার শিকড় রাখিলে সুবাসিত হয় ও কীটাদি হতে রক্ষা পায়। প্রকারভেদ—১ তিক্ত কুষ্ঠ, ২ মধুর কুষ্ঠ। পর্যায়—কদাখ্য, দুষ্ট, পরিভাব্য, উৎপল, আপ্য, জরণ, গদাখ্য, গদাহ্ব, গদাহ্বয়, কৌবের, ভাস্বর, কাকল, নীরুজ, কুঠিক, রুজা, গদ, আময়, বাণীরজ, পাবন, পাকল, পদ্মক ॥ শব্দকং ॥, কুড় বিষনাশক ॥ বিশ্বকোং ॥
কুষ্ঠকেতু—মার্কণ্ডিকাবৃক্ষ।
কুষ্ঠগন্ধিনী—অশ্বগন্ধা।
কুষ্ঠঘ্ন—ওষধিবৃক্ষবিং ॥ হিতাবলী ॥
কুষ্ঠঘ্নী—১ কাকোদুম্বরিকা, ২ সোমরাজী।
কুষ্ঠনাশন—১ ক্ষীরীশবৃক্ষ, ২ শ্বেত সর্ষপ, ৩ বারাহী কন্দ, ৪ কুষ্ঠ-নাশক ওষধিবিং।
কুষ্ঠনাশিনী—১ সোমরাজী, ২ হাকুচ।
কুষ্ঠনোদন—রক্ত-খদির।
কুষ্ঠবৈরী—চালমুগরা। পর্যায়—শৈলরোহী, মহাগদ, বৈবস্বত।
কুষ্ঠসূদন—আরগধবৃক্ষ, সোঁদাল, cassia fistula.
কুষ্ঠহন্ত্রী—বাকুচী-বৃক্ষ।
কুষ্ঠহর—গুয়ে-বাবলা।
কুষ্ঠহা—১ পটোল, ২ ছাতিম।
কুষ্ঠারি—১ খদির, acacia catechu, ২ বিট্খদির, a. fernesiana, ৩ পটোল, trichosanthes disoea. ৪ অর্কপত্র।
কুষ্মাণ্ড—[হিং কোহের ; ওং পানীকথারু] কুমড়া। প্রকার-ভেদ—১ ছাঁচি কুমড়া, ২ কুষ্মাণ্ডী—গিমা কুমড়া, গোল ছাঁচি কুমড়া, ৩ শীত-কুষ্মাণ্ড—বিলাতী কুমড়া। পর্যায়—ঘৃণাবাস, তিমিষ, গ্রামকর্কটী,

পুষ্পফল, কুষ্মাণ্ডক, কর্কারু, শিখিবর্ধক, কুষ্মাণ্ডী, কর্কোটিকা, বৃহৎফলা, সুফলা, নাগপুষ্পফলা, গুণী।

কুষ্মাণ্ডক—কুষ্মাণ্ড।

কুষ্মাণ্ডিকা—কুষ্মাণ্ডী।

কুষ্মাণ্ডী—১ গিমা কুমড়া, কাঁকরোল।

কুসুম—১ [স° কোশাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ ; হি° গোসম, গোসম ; ও° কুসুম] কোসাম, কুসুম schbicheria trijuga. অরিষ্টাদিবর্গের বৃক্ষ-বি°। মধ্যভারতে জন্মে। শীতকালে পাতা ঝরিয়া যায়। বসন্তকালে নূতন পত্রোদ্গম ও পুষ্প হয়। ফুল পীতবর্ণ. বীজ হইতে তৈল হয়। ২ সোমরাজ্যাদি-বর্গের গাছ। কাঁটায় ভরা। বীজে তৈল আছে, earthamus tinctorius.

কুসুমপঞ্চক—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল এই পাঁচটিকে কন্দর্পের ফুল বলে।

কুসুমফুল—কুসুম্ভ দ্র°।

কুসুমমধ্য—চালতা গাছ। ফুল প্রথমে গোলাকার হইয়া বিকশিত হয়, পরে গুটাইয়া আসিয়া ফলরূপ ধারণ করে। ফুলটি অভ্যন্তরে থাকিয়া যায় বলিয়া কুসুমমধ্য নাম হইয়াছে।

কুসুমা—শঙ্খপুষ্পী।

কুসুমাধিপ, কুসুমাধিরাট—চাঁপাফুলের গাছ।

কুসুম্ভ—[স° গ্রাম্য-কুঙ্কুম, বহ্নিশিখম্ ; হি° কসুম, কর্ব ; গু° কসুম্ভ ; তা° সেন্দুরকম্ ; তৈ° কুসুম্বচেট্টু, কুসুমম্বচেট্টু ; ফা° খসক্দানা, কাজির ; অ° অখ্রীজ্ হবুল অস্কর ; shafilower] কুসুম ফুল, carthamus tinctorius, c. oxycantha, crocus indicus. ক্ষুপ ফলপাকান্ত। শরৎকালে বীজ বপন, শীতে পুষ্পিত। পাতা লম্বা, সরু, কণ্টকময়। ফুল কুসুমবর্ণাভ। বীজ সাদা, চিক্কণ, একদিক মোটা একদিক সরু। কোচবিহারের লোকে কুসুমশাক অন্যান্য শাকের ন্যায় আবাদ ও ভোজন করে। বীজ হইতে তৈল হয়। ফুলের রং হইতে পট্টবস্ত্রের রং হয়। প্রকারভেদ—১ মহাকুসুম্ভ, ২ হ্রস্বকুসুম্ভ, ৩ বন্যকুসুম্ভ। পর্যায়—লট্বা, মহারজন, কমলোত্তর, কমলোত্তম,

বর্হিশিখ, কুক্কুটশিখ; পাবক; পীত, পদ্মোত্তর; বস্ত্ররঞ্জন, অগ্নিশিখ ॥ অম° শব্দক° ॥

কুম্বুম্বরু—ধনে গাছ।

কুহুলি—পুগপুষ্পিকা, পান (?)।

কূচীকান্ত—mimosa octandra.

কুচ্ছিলঙ্গ—কুকুর-শোঁকা গাছ।

কুট—ক্ষুদ্র ক্ষুপবি°।

কুটজ—কুরচী। বীজের নাম ইন্দ্রযব।

কুটশাল্মলী—[স° রোচনা, কুৎসিত-শাল্মলী; ও° কাশিমালা] জীবকী, কাপলা।

কুন্দাল—রক্তকাণ্ডনপুষ্প-বৃক্ষ।

কুর্চশীর্ষ, কুচশীর্ষক—১ নারিকেল গাছ, ২ জীবকবৃক্ষ।

কুলক—ক্ষুদ্র ক্ষুপ-বি°।

কৃকর—করবীর বৃক্ষ।

কৃকলা—পিপ্পলী।

কৃচ্ছারি—বিল্ববৃক্ষভেদ।

কৃতচ্ছিদ্রা—ঝিঙ্গা।

কৃতত্রা—ত্রায়মাণাবৃক্ষ, বালাডুমুর।

কৃতফলা—কোলশিম্বী।

কৃতবেধক—ঘোষাতকী লতা, শ্বেতঘোষা।

কৃতবেধন, কৃতবেধনা—ঘোষাতকী লতা, ঝিঙ্গা।

কৃতমাল—১ সোঁদাল, ২ কর্ণিকার বৃক্ষ, ছোট সোঁদাল।

কৃপা—লবঙ্গলতা, luvunga scandens; lumnitzera racemosa.

কৃমিকণ্টক—১ বিড়ঙ্গ, চিতা, উড়ুম্বর।

কৃমিকোষ—মাজুফল (?)।

কৃমিঘ্ন—১ বিড়ঙ্গ, ২ পলাণ্ডু, ৩ কোলকন্দ, ৪ পালিতা মাদার, ৫ ভেলা।

কৃমিঘ্নী—১ হরিদ্রা, ২ ধূম্রপত্রা বৃক্ষ, ৩ বিড়ঙ্গ।

কৃমিফল—যজ্ঞডুমুর গাছ।

কৃমিবৃক্ষ—কেওয়া, কোশাম, কোশাম্র বৃক্ষ।

কৃমিশাত্রব—১ বিড়ঙ্গ, ২ রক্তপুষ্পক, পালিতা মাদার।

কৃমীলক—বনমুগ।

কৃমুক—গুবাকবৃক্ষ।

কৃশশাখ—ক্ষেত্রপর্পটি।

কৃশাঙ্গী—প্রিয়ঙ্গু লতা।

কৃশিকা—আখুকর্ণী লতা, ইঁদুরকানি গাছ।

কৃষ্ণ—কেলেষ। আশুধান বিশেষ, nigella indica. করমর্দকবৃক্ষ, করমচা গাছ। পর্যায়—নীলবৃক্ষ, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, নীলপুনর্নবা,

কৃষ্ণজীরা, গাম্ভারী, কটুকা, রাজসর্ষপ, পর্পটি, সোমরাজী।
কৃষ্ণক—কৃষ্ণসর্ষপ।
কৃষ্ণকন্দ—রক্তোৎপল, রাক্ষসুঁদী।
কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণকেলি—[সং কৃষ্ণকলি, সন্ধ্যামণি ; হিং গুলবাজী ; গুলাব্বাস ; ওং রঙ্গানি ; ইং four-o'-clock flower] কেষ্টকলি, mirabibis jalapa. আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত। লাল, সাদা, হলদে তিন রকমের ফুলের তিন শ্রেণী গাছ আছে। ফুলে ঈষৎ সুগন্ধ। পর্তুগীজরা এই ফুলের বীজ বিদেশ থেকে আনে ভারতে, বাংলায় ব্যান্ডেল গির্জায় প্রথম বীজ বপন করেন পর্তুগীজ ধর্মযাজক দা'ক্রুজ।
কৃষ্ণকপোতী, কৃষ্ণকপোতিকা—বৃক্ষবিং। বৃক্ষ রোমশ, রস ইক্ষুরসের ন্যায়।
কৃষ্ণকটজ—দুধকরবী দ্রং।
কৃষ্ণগন্ধা—শোভাঞ্জনবৃক্ষ।
কৃষ্ণগর্ভ—কটফলবৃক্ষ।
কৃষ্ণচূড়া—[সং সিদ্ধেশ্বর ; গুজং সন্ধেশরী ; কং কোমরী ; কোচিন চায়না—হোসাফন্দ ; মালাবারে—তিসিত্তিমন্দারু ; শিলং—মেনো-রামল, ইং peacock flower], caesalpinia pulcherrima, poinciana pul. লাল ও পীতবর্ণের দুই রকম ফুলের দুই রকম জাত। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফুল ধরে। প্রকারভেদ—বিলাতী কৃষ্ণচূড়া, রাধিকাচূড়া—[ইং gold mohur flower] সুবৃহৎ পুষ্পতরু, poinciana regia. মাদাগাস্কার দ্বীপ ইহার আদিস্থান। মরীসস দ্বীপ হইতে এ দেশে আনীত। ফুল বড়-বড়, লাল ও হলদে রং মিশ্রিত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়। ২ গুঞ্জ, কুঁচ ॥ বিশ্বং ॥
কৃষ্ণচূড়িকা—গুঞ্জা, কুঁচ।
কৃষ্ণজীরক, কৃষ্ণজীরা—কালো জিরে, nigella indica. পর্যায়—সুষবী, কাবরী, পৃথবী, পৃথু, কালা, উপকুঞ্চিকা, সুশবী, কুঞ্চিকা, উপকুঞ্চি, কৃষ্ণা, জরণা, শালী, বহুগন্ধা, পৃথুকা।
কৃষ্ণঝাঁটি—ফুলগাছ।
কৃষ্ণতণ্ডুলা—কর্ণস্ফোটালতা।
কৃষ্ণতিল—কালো তিল, sesamum majus.
কৃষ্ণতুলসী—তুলসী, ocimum sanctum. তুলসী দ্রং।

কৃষ্ণদন্ত—কাশ্মীরবৃক্ষ, গাম্ভারীবৃক্ষ।
কৃষ্ণধত্তুর, কৃষ্ণধুস্তুর, কৃষ্ণধত্তুরক, কৃষ্ণধুস্তুরক—কৃষ্ণবর্ণ ধুস্তুর, কনকধুতুরা ॥ রাজনি° ॥
কৃষ্ণপর্ণী—কালোতুলসী।
কৃষ্ণপাক—করমচা।
কৃষ্ণপিণ্ডীতক, কৃষ্ণপিণ্ডীর—বৃক্ষবি°। পর্যায়—বরাহ।
কৃষ্ণপুষ্প—কালো ধুতুরা।
কৃষ্ণপুষ্পিকা—প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।
কৃষ্ণফল, কৃষ্ণফলপাক—করমর্দ; করমচা।
কৃষ্ণফলা—১ সোমরাজী; ২ আলকুশী।
কৃষ্ণবর্বর—বর্বরবৃক্ষবি°, কালোতুলসী।
কৃষ্ণবল্লী—১ কৃষ্ণতুলসী, ২ শ্যামালতা (শারিবা-বি°)।
কৃষ্ণবাবুই—কালোতুলসী, ocimum sanctum.
কৃষ্ণবীজ—১ কালিঙ্গ, তরমুজ, ২ রক্তশিগ্রুবৃক্ষ, লাল সজনে গাছ।
কৃষ্ণবৃন্তা—১ পাটলাবৃক্ষ, ২ মাষপর্ণী, ৩ গাম্ভারীবৃক্ষ।
কৃষ্ণবৃন্তিকা—১ গাম্ভারীবৃক্ষ, ২ পেটিকাবৃক্ষ, ৩ মাষপর্ণী।
কৃষ্ণবেত্র—কালিয়ালতা।
কৃষ্ণব্রীহি—ধান্যবিশেষ।
কৃষ্ণভূমিজা—গোমূত্রিকা তৃণ।
কৃষ্ণমল্লিকা—কালোতুলসী।
কৃষ্ণমালুক—কৃষ্ণার্জক, কালোতুলসী।
কৃষ্ণমুগ—[সং কৃষ্ণমুদ্গ] কালোমুগ; phaseolus melanuspermus.
কৃষ্ণমুষলী—তালমূলী দ্র°।
কৃষ্ণমূলী—শ্যামালতা।
কৃষ্ণরুহা—জতুকালতা (?)।
কৃষ্ণল—১ গুঞ্জাবৃক্ষ, ২ গুঞ্জাফল, কুঁচ।
কৃষ্ণলা—১ গুঞ্জা, ২ শ্বেতগুঞ্জা।
কৃষ্ণশণ—শণবৃক্ষ বিশেষ (যাহার পুষ্প কৃষ্ণবর্ণ)।
কৃষ্ণশারিবা—শ্যামালতা ॥ সুশ্রু° ॥
কৃষ্ণশারিষা—অনন্তমূল দ্র°।
কৃষ্ণশালি—[সং শ্যামশূক] কালো ধান ॥ রাজনি° ॥
কৃষ্ণশিগ্রু—কৃষ্ণশোভাঞ্জন, কালো সজিনা।
কৃষ্ণশিম্বিকা—কালো শিম।
কৃষ্ণশিরীষ - কাঁটাশূন্য গাছবি°। albizzia amara baw. গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।
কৃষ্ণসখ—১ অর্জুনবৃক্ষ, ২ কৃষ্ণজীরা।
কৃষ্ণসর্ষপ—রাইসরিষা।
কৃষ্ণসার—১ স্নুহিবৃক্ষ, ২ শিংশপাবৃক্ষ, ৩ খদিরবৃক্ষ।

কৃষ্ণসারথি—অর্জুনবৃক্ষ।
কৃষ্ণসারা—শিশু গাছ।
কৃষ্ণস্কন্ধ—তমালবৃক্ষ।
কৃষ্ণা—১ নীল গাছ, ২ দ্রাক্ষা, ৩ নীলপুনর্নবা, ৪ কালোজীরা, ৫ গাম্ভারী, ৬ কটুকী, ৭ সারিবা, ৮ রাজসর্ষপ, ৯ কাকোলী, ১০ সোমরাজী।
কৃষ্ণাগুরু—কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠ ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥
কৃষ্ণাঞ্জনী—কালাঞ্জনীবৃক্ষ, কালী-কর্পাসিকিনী ॥ রাজনি° ॥
কৃষ্ণাবাস—অশ্বত্থবৃক্ষ।
কৃষ্ণার্জক—কালোতুলসী ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—কলিমাল, মালুক, কৃষ্ণমালুক, কৃষ্ণমল্লিকা, গরঘ্ন, বনবর্বর, বর্বরী, জাতি, কৃষ্ণবল্লী, করালক।
কৃষ্ণাহ্বা—পিপ্পলী।
কৃষ্ণিকা—রাজিকা, রাইসরিষা।
কৃষ্ণেক্ষু—কাজলি আক।
কৃষ্ণেয়ক—পদ্মপুষ্প।
কেউ, কেউ—[স° কেমুক ; ও° কউকউকা] হরিদ্রাদিবর্গের আরণ্যবিশেষ, costus speciosus. প্রায় ৪ হাত উঁচু হয়। পাতা চওড়া, ফুল সাদা বড় বড়। পাতা সাপের কুণ্ডলের আকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরে। তেঁদুগাছকে কেহ-কেহ কেঁউ বলে, diospyros melamonylon. (কেন্দু দ্র°)।
কেঁত্র (দেশজ)—কাল টেঁপারী গাছ, solanum nigram.
কেঁদ (দেশজ)—কেন্দু দ্র°।
কেঁরেয়াশিম—শিম্বি°, dolichos lignosus.
কেওড়া—[স° কোশাম্র, সুকোশক] কেয়া, souneratia apetala.
কেতক, কেতকী—[স° শ্লেষ্মঘ্না ; হি° কেবড়া, কেমুয়া ; ও° কেবড়ো ; ম° শ্বেতকেবড়া ; ফা° করজ ; অ° কাদী] কেয়াফুলের গাছ, pandamus odoratissimus, আরণ্যগাছ, গাছ অধিক বড় হয় না। ডালে গাছ হয়। 'ছিন্নরুহা' এজন্য বটগাছের মত কাণ্ড থেকে শিকড় বাহির হইয়া মাটির ভিতর যায়। পাতা দীর্ঘ লম্বা, সাদা, কোমল ও চিক্কণ। পাতার ধারে কাঁটা আছে করাতের মত। এক গাছে স্ত্রীপুষ্প হয় তাকে কেতকী, কেতকীক, সিতকেতকী বলে, অপর গাছে পুংপুষ্প হয়—তাকে স্বর্ণকেতকী, হেমকেতকী বলে।

ফুল সাদা ও পাতার মধ্যে থাকে এজন্য 'দলপুষ্প', পুং-পুষ্প অত্যন্ত সুগন্ধি, পরাগবহুল, এজন্য 'ধূলিপুষ্পিকা'। ফল নারিকেলের মত বড়। ইহার ফুলে শিবপূজা হয় না। বর্ষাকালে ফুল ফোটে। পর্যায়—সূচীপুষ্প, হলীন, জম্বুল, জম্বুক, ক্রকচচ্ছদ, তীক্ষ্ন পুষ্পা, বিফলা, মেধ্যা, কণ্টদলা, শিববিদ্বিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্প, ইন্দুকলিকা, পাংসুনা।

কেদারক—যাটুধান।

কেন্দড়া (দেশজ)—জলাভূমি জাত গাছ, commelina nudiflora.

কেন্দু—[সং কাকেন্দু ; হিং এবং ওং কেন্দু] গাব, diaspyros melamonylon, d. embryopteris, তমলাদিবর্গের বৃক্ষবিং। পাতা মসৃণ মোটা। ফুল সাদা সুগন্ধযুক্ত। ফল রোমশ, মিষ্ট। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। কাঁচা ফলের আঠায় ধীবরেরা জাল রং করে। বৃক্ষ চিরশ্যামল। প্রকারভেদ—মাকড়কেন্দু, মাকড়া গাব [সং কাকতিন্দুক]।

কেন্দুক—১ গাব গাছ, ২ তাল-বিশেষ।

কেবিকা, কেবী—পুষ্পবিশেষ। পর্যায়—কবিকা, ভৃঙ্গারী, নৃপবল্লভা, ভৃঙ্গনারী, মহাগন্ধা, রাজকন্যা, অতিবাহিনী।

কেমুক—[হিং কেমুয়া] কেউ গাছ। ॥ রাজবং ॥ পর্যায়—পেচুক, পেচু, পেচিকা, দলসারিণী, কেচুক ॥ রত্নমাং ॥

কেয়া—কেতকী দ্রং। বিলাতী কেয়া, agave americana.

কেয়াকাঁটা—[ইং feated screwpine] ছোট শেওড়া গাছ, pandanus faetidus, পল্লীগ্রামে বেড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফুল দুর্গন্ধযুক্ত।

কেরই—বড় কেরই, ছোট কেরই, শ্বেত কেরই euphobia pilucifera, e. microphylla heyne, e, thymifoliaburm.

কেলিক—অশোকবৃক্ষ।

কেলিকদম, কেলিকদম্ব—কদম্ব দ্রং।

কেশকার—[হিং কুশিয়ারি] ইক্ষুবিশেষ।

কেশগর্ভক—শ্যোনাক বৃক্ষ।

কেশধৃৎ—ভূতকেশ নামক তৃণবিশেষ ॥ শব্দচিন্তামণি ॥

কেশপর্ণী—আপাঙ।

কেশমথনী—শমীবৃক্ষ।

কেশমুষ্ঠি—১ বিষমুষ্ঠিবৃক্ষ, কুঁচলে; ২ [হিং বিষদোড়ি] মহানিম্ববৃক্ষ।

কেশর, কেসর—১ নাগকেশর, ২ বকুলবৃক্ষ, ৩ পুন্নাগবৃক্ষ, ৪ হিঙ্গুবৃক্ষ, ৫ নীপ, কেলিকদম্ব।

কেশরঞ্জন—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ, কেশরাজ।

কেশরদাম—জলে ভাসা শাকবিশেষ, কাঁচড়াদাম, jussiena repens. শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

কেশরাজ—শাকবি°, ভীমরাজ ॥ রাজব° ভাবপ্র° ॥ Verlesina calendulacea. পর্যায়—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর, নাগমার. পবরু ভৃঙ্গদোসর, কেশরঞ্জন, কেশ্য, কুন্তলবর্ধন, অঙ্গারক, একরজ, করঞ্জক, ভৃঙ্গরজ, ভৃঙ্গার, মকর।

কেশরাম্ল, কেসরাম্ল—১ মা তুলুঙ্গকবৃক্ষ, ২ দাড়িম্ব, ৩ বীজপুর, টাবালেবু।

কেশতিয়া, কেশরিয়া—[স° কেশরাজ ; ও° কেশদুরা] সোমরাজ্যাদিবর্গের লতাবিশেষ, eclipta alba. সরু ; ফুল শাদা ও ছোটছোট। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ফল হয়। এই গাছের রস বাংলা কালিতে মেশায়।

কেশরী, কেসরী—পুন্নাগবৃক্ষ, বীজপুরকবৃক্ষ, লাল সজিনা।

কেশরী মলঙ্গা—finebristylis schoenoides.

কেশরুহা—ভদ্রদন্তিকাবৃক্ষ।

কেশরায়ুধ—আম্রবৃক্ষ।

কেশরালয়—অশ্বত্থবৃক্ষ।

কেশহস্তফলা—শমীবৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥

কেশার্হা—নীলগাছ।

কেশিকা—শতাবরীবৃক্ষ, শতমূল।

কেশিনী—১ জটামাংসী, ২চোরপুষ্পী।

কেশী—১ নীলীবৃক্ষ, ২ ভুমিকেশবৃক্ষ, ভুঁইকেশ। কেশীবৃক্ষের পাতা খেজুর গাছের মত ও শিখা রক্তবর্ণ।

কেশুর—[স° কশেরু] মুস্তাদিবর্গের তৃণবি°; scirpus grossus. বড় ডাঁটার মত গাছ, কেবল গোড়ার কাছে পাতা হয়, নীচে কন্দ হয়।

কেসুরিয়া—বর্ষজীবী শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম, eclipta alba. এর সঙ্গে অনেকে ভৃঙ্গরাজের গোল করে ফেলে। কেসুরিয়ার ফুল শাদা, ভৃঙ্গরাজের ফুল

পীতবর্ণ, আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

কৈটর্ব—১ কট ফল, ২ করমচা, ৩ পূতিকরঞ্জ, নাটা গাছ, ৪ কটকী গাছ।

কৈবর্তিকা—মালবদেশের প্রসিদ্ধ লতা। পর্যায়—সুরঙ্গা, লতা, বল্লী, দশারুহা, রঙ্গিনী, বস্ত্ররঙ্গা, সুভগা।

কৈবর্তী মুস্তক—কেওট মুথা, কেশুর মুথা ॥ ভাবপ্র° রাজনি° ॥

কৈরব—১ কুমুদ, ২ শ্বেতবর্ণ উৎপল, ওঁদি।

কৈরাত—১ ভূনিম্ব, চিরতা, ২ শম্বর চন্দন।

কোঁআমুড় (দেশজ)—সুদৃশ্য লতানিয়া গাছ, callicarpa lanceolaria.

কোঁক—লতাগাছ, phoenix acoulis.

কোঁড়—বাঁশের নূতন চারা।

কোক—খেজুর গাছ।

কোকদন্তা—মেদীপাতা।

কোকনদ—১ রক্তকুমুদ, ২ রক্তপদ্ম ॥ ঋতুস° ॥

কোকরন্দা—কুকুর-শোঁকা।

কোক-বরাদি—salvia parviflora.

কোক-সিম—[স° কুলাহল] কোকসিমা, celsia coromandeliana. প্রকারভেদ—(১) বড় কোকসিম, blumea lacera, (২) ছোট কোকসিম, vernonia cinerea.

কোকাগ্র—সর্মাষ্ঠলবৃক্ষ।

কোকিলনয়ন—কোকিলাক্ষ, কুলেকাঁটা, তালমখনা।

কোকিলাক্ষ— [স° ইক্ষুরক ; হি° কৈলয়া, তালমাখানা ; ম° বিখরা ; গুজ° এখরো ; ক° কুলুগোলিকে ; উ° কোইনিথিয়া, মাখুরেণ ; কো° খাড়াকুলে] কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা, কোলিকা, কুলিকা ॥ রাজনি° রাজব° ॥ বাসকাদিবর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুপবি°, asteracantha longifolia, barleria lon, ruelia lon, hygrophila spinosa. জলাভূমিতে জন্মে। মূল বহুশাখান্বিত, কাণ্ড চতুষ্কোণ, শাখা গ্রন্থিযুক্ত। রোমান্বিত, চ্যাপ্টা, পাতা সরু, লম্বা ও শাখার গ্রন্থি থেকে জোড়া-জোড়া বাহির হয়। ফুল মিলিত দল, নীলবর্ণ। প্রকার ভেদ—(১) রাঙা কুলেখাড়া, (২) কাজলি আক। পর্যায়—ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, শৃগালী, শৃঙ্খলী,

শূরক; শৃগালঘণ্টী, বজ্রাস্থি, বজ্রকণ্টক, পিকেক্ষণা, পিচ্ছিলা। শ্বেত কোকিলাক্ষের পর্যায়—বীরতরু, ত্রিক্ষুর, ক্ষুরক, শুক্লপুষ্প, কুলাহক। রক্তকোকিলাক্ষের পর্যায়—ছত্রক, অতিচ্ছত্র।

কোকিলাবাস—আম্রবৃক্ষ।

কোকিলেক্ষু—কাজলি আক।

কোকিলেষ্টা—মহাজম্বু, বড় জাম।

কোকিলোৎসব—আম্রবৃক্ষ।

কোকোয়া বাঁশ (দেশজ)—বাঁশবি°।

কোঞা (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

কোচাই (বেল°)—acacia concinna.

কোটপাহাড়িয়া (দেশজ)—ক্ষুদ্র গাছ-বি°।

কোঠর—অঙ্কোট-বৃক্ষ।

কোঠর পুষ্পিকা—কোঠরপুষ্পী।

কোদালিয়া—শিম্বাদিবর্গের বন্য লতানিয়া ক্ষুদ্র শাকবি°, desmodium triflorum. পাতায় তিনটি পর্ণ, ফুল ছোট নীলবর্ণ।

কোদু, কোদো—[স° কোদ্রব; হি° কোদফা; ও° কোদুঅ] ধান্যাদিবর্গের বর্ষায়ু আরণ্য তৃণবি°। paspalum scrobiculatum. প্রায় ১-১॥ হাত উঁচু হয়, ধানক্ষেতে জন্মায়। পাতা মৎস্যাকার, বিষাক্ত। বিহারে নিকৃষ্ট জমিতে চাষ হয়।

কোদুর—কোদো ধান॥ রাজব° ভাবপ্র°॥

কোনা—poa nulcioides.

কোপলতা—কর্ণস্ফোটালতা।

কোবিদার—[কো° কাঞ্চনগচ্; ম° কোরল; গুজ° চম্পাকাটি; ক° কোচালে কচনার; তৈ° দেবকাঞ্চন] কাঞ্চন ফুলের গাছ, ॥ ভাবপ্র° রাজনি°॥ bauhinia purpuracens. প্রকারভেদ—শ্বেত-কোবিদার—(স° শ্বেত কাঞ্চন) নির্গন্ধ, কেশর ১০টি, b. acominata. (২) শ্বেত কোবিদার—সুরভিকুসুম, b. candide, কেশর ৫টি। (৩) তাম্রপুষ্প কোবিদার—(ক) কাঞ্চনার, রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ (হি° কাচনার) b. veriegata. ফুল বড়। পর্যায়—চমরিক, কুদ্দাল, যুগ্মপত্রক, যুগ্মপত্র, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদার, রক্তকাঞ্চন, চম্প, বিদল, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার, যমনচ্ছদ। (খ) পারিজাত ॥ হরিবংশ॥ (গ) পীতপুষ্প

কোবিদার—দেবকাঞ্চন, b. purpura. ফ্ুল হেমন্তকালে ফোটে। ফ্ুলের জন্য শ্বেতকাঞ্চন বাগানে রক্ষিত হয়। পীতকাঞ্চন পর্বতে জন্মে। ফ্ুলের রং ঘোর গোলাপী।

কোমলপত্রক—সজনে।

কোমলবল্কল—লবলীবৃক্ষ।

কোমলা—ক্ষীরিকাবৃক্ষ।

কোর—মৃণাল।

কোরংকুশ (দেশজ)—সুগন্ধি ঘাসবি°, andropogon nardus.

কোরন্ধী—ছোট এলাচ, ২ পিপ্ুল।

কোরদূষ, কোরদূষক—কোদোধান।

কোর্দ্রব—কোদোধান।

কোর্ণনেবু—citrus limonum.

কোলক—১ অক্ষোটবৃক্ষ, ২ বহুবারবৃক্ষ, ৩ মরিচা।

কোলকন্দ—[স° মহাকন্দ] কাশ্মীরে পুটালু ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ক্রিমিঘ্ন, পঞ্জল, বস্ত্রপঞ্জল, সুপুট, পুটকন্দ।

কোলকর্কটিক—মধুখর্জুর।

কোলঘোন্টা—বজরীবি°।

কোলবল্লী—গজপিপ্পলী।

কোলশিম্বী—আলকুশী লতা দ্র°। ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

কোলপ, কোলা—১ কুলগাছ; ২ পিপ্পলী, ৩ চই।

কোলী—কুলগাছ।

কোশকার—আক।

কোশদেরী (দেশজ)—momordica umbellata.

কোশফল—কক্কোল (?)।

কোশফলা—১ মহাকোশাতকী, ২ এপুষী, শশা।

কোশবতী—ঝিঙে।

কোশাংগ—ওকড়া (?)।

কোশাতকী—ঘোষালতা, ঘোষ, ঝিঙা ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ luffa foetida. ঝিঙা দ্র°। প্রকারভেদ—(১) ক্ষুদ্রফলা কোশাতকী—[স° জোৎস্নিকা] l. bindal. (২) বৃহৎফলা কোশাতকী—[স° হস্তীঘোষা; হি° বড়ীতোরই] l. graveolens. (৩) রাজকোশাতকী—[স° রাজকোশতক] তেতো ধুঁধুল, l. amara. (৪) ধারা-কোশাতকী—ঝিঙে; ঘোষ, l. acutangula. [হি° ঝিমনী; ও° জনী]। (৫) শ্বেতপুষ্প, পীতপুষ্পা কোশাতকী—[স° কৃতবেধন, ক্ষেবড়]. l, echinata. পর্যায়—কৃতচ্ছিদ্রা, জালিনী,

স্থূতিক্তা, ঘন্টালী, মৃদঙ্গফলিনী, কর্কশচ্ছদা। ঘোষলতা আর্দ্র ভূমিতে জন্মে ও ভুলুণ্ঠিত থাকে। পাতা, ফুল ও ডাঁটা প্রায় ঝিঙের মতো ও অতি তিক্ত। ভাদ্র-আশ্বিনে প্রথম পুষ্পিত, শীতকালে ফল পুষ্ট হয়। ফলের গায়ে ফাঁক-ফাঁক সরু নরম কাঁটা আছে।

কোশাম্র—ফলবৃক্ষবি°, কোশাম, দেশ-বিশেষে কেওড়া বলে। পর্যায়—কৃমিবৃক্ষ, সুকোশক, ঘনস্কন্ধ, বনাম্র, জন্তুপাদপ, ক্ষুদ্রাম্র, রক্তাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ, সুরক্তক ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

কোশিলা—মুঘাপর্ণী।

কোশী—আমগাছ। পর্যায়—পন্নদ্ধ্রী, পাদবিরজা, পাদরথী।

কোষ—জাতি, জায়ফল (?)।

কোষফল—ঘোষালতা।

কোষফলা—পীতঘোষা।

কোষ্টা—[নদীয়ায়, মৈমনসিংহে প্রচলিত নাম] পাট দ্র°।

কোষ্ঠেক্ষু—শাদা আক।

কোহিবাঙ্গ—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ryoseyamus nigar. পর্বতীয় শন, জুলাইমাসে ফুল হয়।

কোহী গাছ (দেশজ)—bridelia scandens.

কোহেরা (দেশজ)—কাঁঠাল।

কোঁঝি (দেশজ)—sterculia urens.

কৌন্তেয়—অর্জুনবৃক্ষ।

কৌবল—কুল।

কৌশিক—অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতাশাল।

কৌশিকফল—নারিকেলবৃক্ষ।

কৌশিক্যোজ—শেওড়া গাছ।

কৌসুম্ভ—১ বনকুসুম, ২ শাকবি°।

ক্রকচ—গ্রন্থিল-বৃক্ষ।

ক্রকচ্ছদ—কেতকী-বৃক্ষ।

ক্রকচপত্র—১ শাক-বৃক্ষ, ২ সেগুন, কেতকীবৃক্ষ।

ক্রকর—করীর-বৃক্ষ।

ক্রমপূরক—বকফুলের গাছ।

ক্রমিকণ্টক—১ বিড়ঙ্গ, ২ চিত্রাঙ্গ, চিতা, ৩ যজ্ঞডুমুর।

ক্রমিশত্রু—বিড়ঙ্গ।

ক্রমু—সুপারী।

ক্রমুক—১ গুবাক-বৃক্ষ, ২ ব্রহ্মদারু-বৃক্ষ।

ক্রয়শীর্ষ—কপিশীর্ষ, হিঙ্গল (?)।

ক্রান্তা—বৃহতী।

ক্রিমিকণ্টক—১ বিড়ঙ্গ, ২ যজ্ঞডুমুর।

ক্রিমিঘ্নী—সোমরাজী।

ক্রিমিশত্রু—রক্তপুষ্পক, পালিতামাদার।
ক্রিমিশাত্রব—বিট্‌খদির, গুয়েবাবলা।
ক্রূর—১ রক্তকরবী, ২ ভূতাঙ্কুশ-বৃক্ষ, ভূতরাজ।
ক্রূরকর্মা—১ কটু-তুম্বিনী বৃক্ষ, ২ অর্কপুষ্পী।
ক্রূরগন্ধা—কন্থারীবৃক্ষ।
ক্রুমুক—সুপারি।
ক্রূরা—রক্তপুনর্নবা।
ক্রোঙ্গ—ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বিং।
ক্রোটন—[ইং croton] মুন্‌হি-আদিবর্গের বৃক্ষ-বিং॥ মলকা দ্বীপপুঞ্জ হতে আনীত। ইহার ডালে গাছ হয়।
ক্রোড়কশেরুক—ভদ্রমুস্তা।
ক্রোড়চূড়া—বড় থুলকুড়ি।
ক্রোড়পর্ণী—কণ্টকারিকা।
ক্রোড়েণ্টা—১ মুথা, ২ ভদ্রমুস্তা।
ক্রোষ্টুফল—ইঙ্গুদী ফল (?)।
ক্রোণ্টুবিন্না—পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া, স্থানবিশেষে বিরালছাই বলে। পর্যায়—পৃথক্-পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অহিপর্ণী, সিংহপুচ্ছী।
ক্রোষ্টেক্ষু—শাদা আক।
ক্রোষ্ট্রী—১ শুক্ল-ভূমিকুষ্মাণ্ড, ২ লাঙ্গলী।
ক্রৌঞ্চাদন—১ পিপ্পলী, ২ মৃণাল, ৩ ঘেঁচু (?), ৪ চিঞ্চোটক তৃণ।
ক্লীতক—১ করমচার বীজ, ২ বৃক্ষ-বিং।
ক্লীতকা, ক্লীতকিকা, ক্লীতনী—নীল গাছ। যষ্ঠিমধু দ্রং।
ক্কক্ষু—চীনে ধান।
ক্ষণদা—হরিদ্রা।
ক্ষতঘ্ন—কুকুর-শোঁকা।
ক্ষতবিধ্বংসী—বৃদ্ধদারক-বৃক্ষ।
ক্ষত্রবৃক্ষ—মুচুকুন্দ।
ক্ষপা—হরিদ্রা।
ক্ষব—রাইসর্ষে।
ক্ষবক—১ আপাং গাছ, ২ রাইসর্ষে, ৩ রাজিকাবিশেষ, ৪ ভূতাঙ্কুশ।
ক্ষবকৃৎ—ক্ষুপবিশেষ, ছিক্কনী।
ক্ষবপত্রী—দ্রোণপুষ্পী, ঘলঘসে।
ক্ষবিকা—ওষধিবৃক্ষ, বৃহতিবিশেষ। পর্যায়—সর্পতনু, পীততণ্ডুলা, পুত্রপ্রদা, বহুফলা, গোধিনী।
ক্ষমাদংশ—সজনে গাছ।
ক্ষয়তরু—স্থালীবৃক্ষ [হিং বোনিয়া পিপর]। পর্যায়—নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহ, গজপাদপ, ক্ষীরী।
ক্ষয়নাশিনী—জীবন্তীবৃক্ষ।
ক্ষরপত্রা—দ্রোণপুষ্পী।
ক্ষারদলা—চিল্লিশাক, ছোট বেতুরা।
ক্ষারদশক—১ সজনে, ২ মুলা, ৩ পলাশ, ৪ চুক্রিকা, ৫ চিতা, ৬ আদা,

৭ নিম, ৮ ইক্ষু; ৯ অপামার্গ; ১০ মোচা।
ক্ষারদ্রু—ঘন্টাপারুল গাছ।
ক্ষারপত্র—বেতো শাক।
ক্ষারপত্রা—চিল্লিশাক।
ক্ষারবৃক্ষ—মুষ্কবৃক্ষ। ঘণ্টাপারুল।
ক্ষারমধ্য—আপাং।
ক্ষারণ্টক—১ ধব, ২ আপাং, ৩ কুন্টক, ৪ ঈষলাঙ্গলা, ৫ তিল, ৬ ঘন্টা-পারুল।
ক্ষারাষ্টক—১ পলাশ, ২ হাড়যোড়া, ৩ আপাং, ৪ তেঁতুল, ৫ আকন্দ, ৬ তিল; ৭ নালজ (?)।
ক্ষিতিক্ষম—খদিরবৃক্ষ।
ক্ষিপ্রপাকী—১ গাঁধিভাট; ২ গন্ধ-ভেদালিয়া।
ক্ষীরক—ক্ষীরমোরটলতা (?)।
ক্ষীরকঞ্চুকী—ক্ষীরীশবৃক্ষ।
ক্ষীরকন্দা—কালো ভুঁইকুমড়া।
ক্ষীরকাণ্ডক—১ মনসা, ২ আকন্দ।
ক্ষীরকাষ্টা—বটীবৃক্ষ।
ক্ষীরক্ষব—শিরগোলা গাছ।
ক্ষীরদল—আকন্দ।
ক্ষীরদ্রুম—অশ্বত্থবৃক্ষ।
ক্ষীরনাশ—শাখোটবৃক্ষ. শেওড়া গাছ।
ক্ষীরপর্ণী—আকন্দ।
ক্ষীরপলাণ্ডু—শাদা পেঁয়াজ।
ক্ষীরবিষাণিকা—১ বিছটী, ২ ক্ষীরকাকলী।
ক্ষীরবৃক্ষ—১ যজ্ঞডুমুর, ২ ক্ষীরিকা-বৃক্ষ, ৩ অশ্বত্থ, ৪ ক্ষীরিণী, ৫ ন্যগ্রোধ, ৬ মউয়া, ৭ পাকুড়, ৮ পারিশ।
ক্ষীরমোচক—moringa hyperanthera.
ক্ষীরমোরট—লতাবি°, মোরটলতা। পর্যায়—সিতদ্রু, সুদল, ক্ষীরক।
ক্ষীরলতা, ক্ষীরবিদারী—কালো ভুঁই-কুমড়া। পর্যায়—মহাশ্বেতা, ঋক্ষগন্ধিকা, ইক্ষুবল্লরী, ইক্ষুবল্লী, ক্ষীরকন্দা, পয়স্বিনী, ক্ষীরশুক্লা, পয়ঃকন্দা, পয়োলতা, পয়োবিদারিকা।
ক্ষীরশুক্রা—ক্ষীরকাকোলী।
ক্ষীরশুক্ল—পাণিফল।
ক্ষীরশুক্লা—১ রাজাদনী, ২ শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড।
ক্ষীরাত্মিকা—ক্ষীরই গাছ।
ক্ষীরাবী—ক্ষীরই। পর্যায়—গ্রাহিণী, কচ্ছুরা, আম্রমূলা, মরুদ্ভবা।
ক্ষীরাহ্ব, ক্ষীরাহ্বয়—সরলদ্রুম।
ক্ষীরিকা—ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরবৃক্ষ, ক্ষীরখেজুর, পিণ্ডখেজুর। খেজুর দ্র°।

ক্ষীরা—শসা দ্র°।

ক্ষীরাই, ক্ষীরী—[সং ক্ষীরাবী] স্নুহি-আদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°, ক্ষীরুই গাছ, euphorbia pilulifera. ঘাসের মধ্যে জন্মে। গাছ ভাঙ্গিলে দুধ বাহির হয়। প্রকারভেদ—(১) বড়ক্ষীরী—লতানিয়া গাছ। পাতা খরলোমশা, পাতায় শিরা স্পষ্ট। (২) ছোটক্ষীরী—লতানিয়া গাছ, e. microphylla. পাতা ছোট; পাতায় শিরা দেখা যায় না; (৩) দুগ্ধিকা, (৪) মনসা, (৫) আকন্দ, (৬) রাজাদনী, (৭) শিরোগোলা, (৮) বটবৃক্ষ, (৯) পাকুড়; (১০) সোমলতা; (১১) স্থালীবৃক্ষ।

ক্ষীরিণ—[হিং ক্ষীরণী ; ওং ক্ষীরী] বকুলাদিবর্গের তরুবি°, mimusops hexandra. পাতা চকচকে। ফুল ছোট আপাণ্ডুর। ফল একবীজ।

ক্ষীরিণী—১ বৃক্ষবি°। পর্যায়—কাঞ্চনক্ষীরী; কর্ষণী, পটুকর্ণিকা, তিক্তদুগ্ধা, হৈমবতী, হিমদুগ্ধা; হৈমবতী, হিমাদ্রিজা, পীতদুগ্ধা, যবচিঞ্চি, হিমোদ্ভবা, হৈমী, হিমজা। ২ গাণ্ডবা, ৩ ক্ষীরকাঁকলা, ৪ শ্বেতসারিবা।

ক্ষুগ্ন—রিঠেগাছ।

ক্ষুৎ—দেখাল।

ক্ষুতক—কালসরিষা।

ক্ষুদ্রকণ্টকারী—অগ্নিদমনীবৃক্ষ।

ক্ষুদ্রকণ্টকী—বৃহতী, গণিয়ারীবৃক্ষ।

ক্ষুদ্রকণ্টিকা—কণ্টকারিকা।

ক্ষুদ্রকারণিকা—ক্ষুদ্রকারবেল্লী, ছোট করেলা। পর্যায়—কুড়ুহঞ্চী, শ্রীকর্ণিকা, প্রতিপত্রফলা, সুষবী, কারবী, বহুফলা, ক্ষুদ্রকারণিকা; কন্দফলা।

ক্ষুদ্রক্ষুর—ক্ষুদ্রগোক্ষুর।

ক্ষুদ্রখদির—দুধখদির।

ক্ষুদ্রগোক্ষুরক—গোক্ষুরবৃক্ষবি°। পর্যায়—ত্রিকন্টক, কন্ট, ষড়ঙ্গ, বহুকন্টক, ক্ষুর, গোকন্টক; পলঙ্কষা, ক্ষুদ্রক্ষুর, ভক্ষটক, স্থলশৃঙ্গাটক, ইক্ষুগন্ধ, স্বাদুকণ্ট।

ক্ষুদ্রঘোলী—চিবিল্লিকা বৃক্ষ।

ক্ষুদ্রচঞ্চু—কটুকা। পর্যায়—চঞ্চু। শূনকরচঞ্চুকা, ত্বকসারভেদিনী, কটুপত্রিকা।

ক্ষুদ্রজাতিফল—আমলকী।

ক্ষুদ্রজীর, ক্ষুদ্র জীরক—ক্ষুদিয়া জীরা।

ক্ষুদ্রজীরা—জীবন্তী লতা
ক্ষুদ্রতুলসী—বাবুই তুলসীবিং।
ক্ষুদ্রদুরালভা—দুরালভা দ্রং।
ক্ষুদ্রদুস্পর্শা—অগ্নিদমনীবৃক্ষ।
ক্ষুদ্রধাত্রী—কর্কটবৃক্ষ।
ক্ষুদ্রপত্রা—চুকো পালং।
ক্ষুদ্রপনস—১ লকুচ, মাদার, ২ ছোট কাঁটাল।
ক্ষুদ্রপাষাণভেদা—প্রস্তরভেদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পর্যায়—চতুঃপত্রী, পার্বতী, নগভূ, অশ্বকেতু, গিরিভূ, কন্দরোদ্ভবী, গিরিজা, নগজা।
ক্ষুদ্রপোতিকা—মূলপোতী।
ক্ষুদ্রবর্ষাভূ—রক্তপুনর্নবা।
ক্ষুদ্রবল্লী—একরকম পুঁইশাক; মূলপোতিকা।
ক্ষুদ্রবার্তাকিনী—শ্বেত কণ্টকারী।
ক্ষুদ্রবার্তাকী—তিৎবেগুন।
ক্ষুদ্রবাস্তুকী—শ্বেতচিল্লীশাক।
ক্ষুদ্রভণ্টাকী—তিৎবেগুন।
ক্ষুদ্রমস্তা—কেশুর।
ক্ষুদ্ররসা—তিক্ত গুঞ্জলতা।
ক্ষুদ্রশীর্ষ—ময়ূরশিখাবৃক্ষ।
ক্ষুদ্রশ্যামা—কটভীবৃক্ষ।
ক্ষুদ্রশ্লেষ্মাত্মক—ভূকবুদারক।
ক্ষুদ্রশ্বেতা—আগ্নেন্দ্রপুষ্পী। অর্কাদিবর্গের।
ক্ষুদ্রহিন্দুনিকা—কণ্টকারী।
ক্ষুদ্রা—১ কণ্টকারী, ২ আমরুল; ৩ গড়েগড়ে ধান।
ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ—ছোট গণিয়ারী। পর্যায় —তপন, বিজয়া, গণিকারিকা, অরণি; লঘুমন্থ, তেজোবৃক্ষ; তনুত্বচা।
ক্ষুদ্রাপামার্গ—রক্ত অপামার্গ।
ক্ষুদ্রাম্র—কোষাম্র, কেওড়া গাছ।
ক্ষুদ্রাম্রপনস—লাকুচ।
ক্ষুদ্রাম্লা—আমরুল।
ক্ষুদ্রাম্লিকা—[হিং আরবতি, আবতা] পর্যায়—চাঙ্গেরী, চুক্রাম্লা, চক্রিকা; লোণাম্লা, চতুঃপত্রী, লোণা, বোড়া, অম্লপত্রিকা, অম্বষ্ঠা, অম্লবতী, অম্লা; দন্তশঠা, শাখাম্লা, অম্লপত্রী। oxalis corniculata.
ক্ষুদ্রৈলা—ছোট এলাইচ।
ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা—কাকোদুম্বরিকা।
ক্ষুদ্রোপদকনাম্নী—মূলপোতী শাক।
ক্ষুধাকুশল—বিল্বান্তরবৃক্ষ।
ক্ষুধাভিজনন—রাইসর্ষে।
ক্ষুধামার—অপামার্গ।
ক্ষুর—গোক্ষুর।
ক্ষুরক—১ তিলবৃক্ষ, ২ কোকিলাক্ষ; ৩ গোক্ষুর, ৪ ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ।
ক্ষুরপত্রিকা—পালং শাক।

ক্ষুরাঙ্গ—গোক্ষুর।

ক্ষুরিকা—পালংশাক।

ক্ষেতপাপড়া—[সং ক্ষেপর্পটক, ক্ষেত্রপাপড়া ; হিং দমনপাপর ; তেং ভেরোনেলারেজ ; নেপাং পোরিত্রঙ্গো ; গোয়ানিজ—কাজুরি ; ইং two-flowered indian madder] আচ্ছুকাদি-বর্গের বর্ষায়ু ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, oldenlandia corymbosabiflora, o. herbacea, o. her--bacca. এই চারা ভারতের সর্বত্রই জন্মে; জলাভূমিতে; বর্ষার শেষে অঙ্কুরিত, বসন্তকালে জন্মায়; গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়। ফল ছোট, শাদা আষাঢ়-শ্রাবণে হয়। পাতা ছোট ও সরু। ফুলের বোঁটা লম্বা সরু। পর্পট দ্রং।

ক্ষেত্রপর্পটি—বালকী, বাঙ্গি-কাঁকুড়; খেতপাপড়া। ক্ষেতপাপড়া, দ্রং।

ক্ষেত্রচিভিটা—কাঁকুড়।

ক্ষেত্রজা—১ শ্বেতকন্টকারী, ২ শশাণ্ডুলী, ৩ গো-মূত্রিকা তৃণ, ৪ চণিকাতৃণ।

ক্ষেত্রদূতী—শ্বেতকণ্টকারী।

ক্ষেত্ররুহা—বাঙ্গিকাঁকুড়।

ক্ষেত্রসম্ভব—চঞ্চুশাক।

ক্ষেত্রসম্ভবা—শশাণ্ডুলী।

ক্ষেত্রসম্ভূত—কুন্দরাতৃণ।

ক্ষেত্রামলকী—ভুঁই আমলা।

ক্ষেমফলা—উদুম্বরবৃক্ষ।

ক্ষৌদ্র—চম্পকবৃক্ষ।

[খ]

খগগড়—তৃণবিং। পর্যায়—পোটগল, বৃহৎকাশ, কাকেক্ষু, baccharum spontaneum.

খগবক্ত্র—লকুচবৃক্ষ।

খগশত্রু—পশ্নিপর্ণী, চাকুলে; hemionitis cordifolia, Rox.

খঞ্জকারি—মুস্না, খেঁসারী।

খটকা, খর—বেনা দ্রং। andropogon muricatus.

খট্টা—তৃণবিং, andropogon serratus.

খড়াকান (দেশজ)—চর্ম ঘাস।

খড়ী—ধান্যাদিবর্গের তৃণবিং; saccharum fiescum. পূর্ববঙ্গে

জন্মে। আক গাছের ন্যায় ৪।৫ হাত লম্বা হয়, কিন্তু ভিতর ফাঁপা।

খড়্গকোষ—লতানিয়া গাছ, scirpus maximus.

খড়্গট—১ বৃহৎ কাশ, কাপড়, ২ খাগড়া, saccharum spontaneum.

খড়্গপত্র—খড়্গকোষ দ্র°।

খণ্ডকর্ণ—আলুবি°; শকরকন্দ ॥ রাজব° ॥

খণ্ডশাখা—মহিষবল্লী লতাবি°।

খণ্ডী—বনমুগ।

খণ্ডীর—পীতবর্ণ মুগ।

খণ্ডুল—stercula urens. সিংহল ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে।

খদির—[হি° খয়ের; তৈ° খদিরমু বা পোদলামানু; তা° বোদলয়; দক্ষিণে—কর্বাকিংকর, পঞ্জাব—খরেক] খয়ের। ॥ ভাবপ্র° ॥ খদির শব্দে খয়ের, গাছ, কাণ্ডত্বক ও কাষ্ঠকে বুঝায়। খয়ের, শমী ও বাবলা গাছ একরূপ দেখিতে বলিয়া সাধারণত লোকে সবগুলিকেই শমী ও বাবলা বলে। কোচবিহারে সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সেখানকার লোকে জ্বালানি কার্যে ইহা ব্যবহার করে। (১) খদির, গায়ত্রী—বব্বুলাদিবর্গের বৃক্ষবি°, acacia catechu, mimosa c. (২) সোমবল্ক—সাঁইকাটা a, polycantha, m. sama. (৩) বিট্‌খদির—গুয়েবাবলা। দুর্গন্ধযুক্ত খয়ের, a. faruesiana. (৪) বল্লীখদির—m. dumosa. (৫) তাম্রকণ্টক। (৬) অরি। (৭) রক্তখদির—লাল খয়ের, uncaria gambier. আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবি°। পাল্লা খয়ের। সিঙ্গাপুর, মলাক্কা প্রভৃতি দেশে জন্মে। (৮) শ্বেতখদির—সাদা খয়ের, পাপড়ি খয়ের। (৯) ক্ষুদ্র খদির—দুয়্‌খদির, সারখদির, মহাসার খয়ের গাছের নির্যাসকে খয়ের বলে। পানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বাজারে পাঁচ প্রকার খয়ের দেখা যায়—১ পাপড়ি, ২ জনকপুরী, ৩ পেস্তা, ৪ তিলি, ৫ বেলগুটি। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে খয়ের দুই প্রকার। শাখা ও পাতা সিদ্ধ করিয়া যে খয়ের পাওয়া যায় তাহা কৃত্রিম। আর কাঠের ভিতর যে নির্যাস সঞ্চিত হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খয়ের দুই রকম (১) সাদা ও (২) কালো।

সাদা খয়ের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কালো খয়ের শিল্প ও রঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুতের প্রকারভেদে দুই রকম রং হয়। পর্যায়—বালতনয়, দন্তধাবন, তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম, বালপত্র, খদ্যপত্রী, ক্ষিতিক্ষম, সুশল্য, যজ্ঞাঙ্গ, জিহ্বাশল্য, কণ্ঠী, সারদ্রুম, কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য, বালপুত্র, কর্কটী, কুষ্ঠহৃৎ, যূপদ্রুম॥ রাজনি° ভাবপ্র°॥

খদিরকা—খয়ের।

খদিরপত্রিকা—১ অরিমেদবৃক্ষ, গুয়েবাবলা, ২ লজ্জালুলতা।

খদিরপত্রী, খদিরা—লজ্জালুলতা।

খদিরাষ্টক—১ খদির, ২-৪ ত্রিফলা, ৫ নিম্ব, ৬ পলতা, ৭ গুলঞ্চ, ৮ বাসক।

খদিরিকা—লজ্জালুলতা, ২ লাক্ষা, গালা।

খদিরী—১ লজ্জালুলতা, mimosa pudica. পর্যায়—নমস্কারী, গণ্ডকালী, সভঙ্গা, গণ্ডকারী, শমীপত্রা, রক্তপত্রী, অজ্ঞানকারিকা, রাস্না। ২ হাড়যোড়া।

খদিরোপম—কদর, কাঁটাবাবলা।

খদ্যপত্রী—খদির।

খদ্যোতম—একপ্রকার বিষাক্ত ফলযুক্ত বৃক্ষ।

খপুর—১ সুপারি গাছ, areca faufil বা catechu. ২ সুগন্ধী তৃণবি°; cyperus partenus.

খমুলিকা, খমুলী—কুম্ভিকা, পানা।

খয়ের—খদির গাছের নির্যাস। খদির দ্র°।

খয়েরমোরী ধান—ধান্যবি°।

খয়েরশালি—ধানবি°।

খরকাষ্ঠিকা—বলা, বেড়েলা গাছ।

খরগন্ধনিভা—নাগবল, গোরখ-চাকুলে, hedysarum lagopodioide.

খরগন্ধা—নাগবলা।

খরঘাতন—নাগকেশর, mesua terrea.

খরচ্ছদ—১ উলপতৃণ, উলুখড়, ২ ইৎকট, ওকড়া, ৩ কুন্দরতৃণ, ৪ শেওড়া।

খরত্বচ—অলম্বুষা, লজ্জালুবিশেষ।

খরদণ্ড—পদ্ম।

খরদলা—ডুমুর।

খরদূষণ—ধুতরা।

খরনাল—পদ্ম।

খরপত্র—১ সেগুন, ২ ক্ষুদ্র তুলসী গাছ, ৩ যবনাল শর (?), ৪ মরুর বৃক্ষ, ৫ হরিদ্বর্ণ কুশ।

খরপত্রক—তিনকবৃক্ষ।

খরপত্রী, খরপর্ণিনী—১ গোজিহ্বা বৃক্ষ, দারিয়া শাক ; ২ কাকডুম্বুর।
খরপাদাঢ্য—কপিত্থবৃক্ষ।
খরপুষ্প—নাগদানা।
খরপুষ্পা, খরপুষ্পী—বাবুইতুলসী।
খরপুষ্পিকা—বর্বরাবৃক্ষ।
খরমঞ্জরী—অপামার্গ।
খরবল্কা—তৃণ-বিশেষ।
খরবল্লরী, খরবল্লিকা, খরবল্লী—নাগবলা।
খরমুজ, খরবুজ—[স° ষড়্ভুজা ; খর্বুজ, নোমক ; হি° খরবুজা ; তে° মুলন-পাণ্ডু ; ম° খর্বুজ ; ও° তনিয়া শকরটেটী ;ক° ষড়জসোতে ; তৈ° খরবুজং ; ফা° খরপুজা ; অ° বিত্তিখ ; ইং musk melon.] কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের কাঁকুড় সদৃশ গাছ, cucumis melo. তরমুজ-জাতীয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফল বি°; কাবুল দেশে জন্মায়।
খরশাক, খরশাকা—ভার্গী, বামুনহাটী।
খরসোনি—লোহিকালতা।
খরস্কন্দ—পিয়াল গাছ।
খরস্কন্দা—খেজুর গাছ।
খরস্পর্শা—১ পীতপুষ্প, দেবদালী-লতা, ২ হলদে ফুল, ঘোষালতা।
খরস্করা—১ কাঠমল্লিক, ২ ত্রিপুর-মল্লিক।
খরা—দেবতাড়বৃক্ষ।
খরাগরী—দেবতাড়বৃক্ষ।
খরাহ্বা—বনজেয়ান।
খরী (দেশজ)—ইক্ষুবিশেষ, saccharum semi-decembens.
খর্জু—খর্জুরবৃক্ষ।
খর্জুঘ্ন—১ চক্রমর্দবৃক্ষ, চাকুন্দে, ২ ধুতুরা, ৩ আকন্দ।
খর্জুর, খর্জুরী—[হি° খজুর ; ম° শিন্দী ; গু° খর্জুরী ; ক° ইঞ্চিলু ; তৈ° ইণ্টাচেট্টু, ফা° তমরুতর, খুর্মা ; আ খর্মাতর ; ইং date palm, wild date tree] খেজুর, খাজুর phoemix sylvestris. প্রকার ভেদ—
(১) পিণ্ডখর্জুরী—[স° মধু-খর্জুরিকা, রাজখর্জুরী, দ্বীপ্যা, সুলেমানী, ছোহারা, হি° পিণ্ড-খজুর, ম° খজুরী, গু° খজুর, খারক ; ক° সিংহ ইঞ্চিলু ; তৈ° খজুরপ পণ্ডু, ফা° তমর রুতবু, অ° খুসমাতরু, খুর্মাখস্ক] পিণ্ডখেজুর, p. dactylifera. আরব ও তুরস্কে জন্মে। খেজুর গাছের মত কেবল কাঁটা নাই।

গোড়া থেকে কলাগাছের মত তেউড় জন্মায়। গাছ-পাকা খেজুর শুকাইলে খুর্মা, ও কাঁচা শুকাইলে ছোয়ারা বলে। (২) ভূখর্জুরী—(ক) অতি ক্ষুদ্র গাছ, কাণ্ড নাই p. acculis, p. farinifea. ৮।১০ বৎসরের গাছ ৮।১০ আঙ্গুলের বড় হয় না। খেজুর গাছের মতো পাতা তবে ছোট, বিহারে জন্মে। বাঙলায় জংলী খেজুর। (খ) অপর ভূখর্জুর—কাণ্ড ১ হাতের বড় হয় না। ইহা গোদাবরী সাগরসংগমের নিকট বালুকাময় ভূমিতে জন্মায়। ইহার ফল পাকিলে কালো রংয়ের হয় ও শাঁস খুব কম। (৩) বন্য খর্জুর—[স° খর্জুরিকা; উ° খর্জিরি] বাঙলাদেশে জন্মায়।

খর্পরাল—বৃক্ষবিশেষ।

খর্বপত্রিকা, খর্বপত্রা—দ্রোণপুষ্পী, ঘলঘসে।

খর্বুরা—তরদীবৃক্ষ।

খর্বুজ [ফা°]—খরমুজ দ্র°।

খল—তমালবৃক্ষ॥ শব্দচ°॥

খলম্বী—আকাশবল্লী।

খলব—১ এক প্রকার ধান, ২ ছোলা, বুট।

খসরন্দ—ক্ষীরীশবৃক্ষ।

খসখস—১ বেনা দ্র°। ২ গুজরাতে পোস্তর বীজকে খসখস বলে॥ রাজনি°॥

খসতিল—খাখস, পোস্তদানা।

খসফেনক্ষীর—আফিঙ (?)।

খসম্ভবা—আকাশমাংসীবৃক্ষ।

খসবক্তু—লকুচ, ডেও।

খসকাডুমুর (দেশজ)—একপ্রকার ডুমুর।

খাঁড়াকান (দেশজ)—চর্মঘাস।

খাগ, খাগড়, খাগড়া—[ইং reed] phragmites karka; saccharum spontanum. স্থানবিশেষে খাগ ও খাগড়া ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। খাগড়া, যাহার মধ্যে শোষ থাকে। খাগ যাহার মধ্যে শোষ নাই।

খাজা কাঁঠাল (দেশজ)—যে কাঁঠালের কোয়া বেশি নরম হয় না।

খাজুর—খর্জুর দ্র°।

খাজুরচড়ি—leonotis nepetoefolia.

খাড়া (দেশজ)—সজনের খাড়া বা ডাঁটা।

খানোদক—নারিকেল ফল॥ ত্রিকাণ্ড°॥

খামআলু (দেশজ)—আলুবি, dioscorea alata. আলু দ্র°।

খামাচ (দেশজ)—লতাবিশেষ,

mucunna nivea, corpopogon nivoves.

খাজালু—খাম আলু। আলু দ্র°।

খিন্নী, খিরণী—[স° ক্ষীরী, রাজাদল, রাজাদনী, খীর্ণা; ম° খিরণী; গুজ° রায়ণ; তা° পন্ন; ক° খেশে মারিলে; ও° ক্ষীর; হি° ক্ষীরণী] বকুলাদিবর্গের ছায়াতরুবি°; mimusops indica, m. hexandra. কাণ্ড সরল। পাতা লম্বা, চওড়ায় বড় ও মসৃণ, প্রত্যেক শাখায় একটি করিয়া ফুল হয়। ফুল ছোট এবং বসন্তকালে ফোটে। জলপাইয়ের ন্যায় ফল। ফলে দুধ আছে। পানফল ভক্ষ্য। পূর্ব-বাংলায় খিরণী জন্মায় না, পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়।

খীর্ণা—খিন্নী দ্র°।

খুজলী (দেশজ)—ছুঁইলে চুলকানি ধরে। hibiscus pistus.

খুদিওড়কা—crozophora plicata.

খুদিজাম—antidesma paniculatum.

খুবানী—খোবানী দ্র°।

খুর—কুলের পাতা (?)।

খুচক—তিলবৃক্ষ।

খুদীজাম—antidema paniculata.

খুর্মা—খর্জুর দ্র°।

খেঁড়ী কলাই—শিম্বাদিবর্গের সরু গাছবি°, phaseolus aconitifolius, বন্য মুগকলাই-এর মত। বিহার ও আসামে আবাদ হয়। লোমশ গাছ, শুঁটি লোমশ নহে।

খেওরা—একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, sonnertia acida.

খেজুর—খর্জুর দ্র°।

খেতপাপড়া—ক্ষেতপাপড়া দ্র°।

খেপুর (দেশজ)—এক প্রকার ঘাস; scirpus hysoor.

খেরমুগ—ছোট মুগ, খেরুয়া; phaseolus mungo.

খেসারী—[স° সুস্না, খঞ্জকারি, খণ্ডিক; হি° খিসারী; ও° চণা] খেঁসারি, lathyrus sativus. শিম্বাদিবর্গের কলাইবি°। কোথাও কোথাও ইহাকে 'খোঁড়িয়া,' 'ছোট মটর' বলে। উপপত্র বড় পাতার মত। শুঁটি চ্যাপ্টা।

খোটি—পালং শাক ॥ শব্দচ° ॥

খোবান—[ফা° খুবানী; ইং apricot] বাদামের মত গাছ, prunus armeniaca. পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে, গাছের শুকনো ফল।

[গ]

গঙ্গাপালঙ্গ—বনপালং।

গজকটা (দেশজ)—লতানিয়া গাছ, wibera scandeus.

গজকণা—গজপিপ্পল।

গজকন্দ—হস্তিকন্দবৃক্ষ, হাতিকাঁদা।

গজকুসুম—নাগকেশর ॥ চক্রদ° ॥

গজকৃষ্ণা—গজপিপ্পল।

গজচির্ভিটা—গজপ্রিয়া চিঁভটা, ইন্দ্রবারুণী॥ রত্নমালা°॥ রাখাল-শশা।

গজদণ্ডফলা—ডঙ্গরীলতা॥ রাজনি°॥, চিচিঙ্গে।

গজপাদপ—স্থালীবৃক্ষ ॥ ভাবপ্র°॥, বেলিয়াপিপর।

গজপিপ্পল, গজপিপ্পলী—[সং ইভোষণা, বসীর; ইং fruit of piper-chaba] কচ্বাদিবর্গের অবরোহিণী, scindapous officinalis. প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া অন্য গাছে চড়ে। পর্যায়—করিপিপ্পলী, ইভ-কণা, কপিবল্লী, কপিল্লিকা, কপিবল্লিকা, শ্রেয়সী, গজাহ্বা, কোলবল্লী, চব্যফল, চব্যজা, ছিদ্রবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী, বর্তুল, স্থূলবৈদেহী শব্দ° অম°॥

গজপুষ্পী—নাগপুষ্পলতা॥ শব্দার্থ-চিন্তামণি॥

গজপ্রিয়া—শল্লকীবৃক্ষ।

গজবল্লভা—১ গিরিকদলী, পাহাড়ে কলা, দয়াকলা, ২ শল্লকীবৃক্ষ॥ রাজনি°॥

গজবর্ভট—শসাবি°, cucunis madraspatarus.

গজভক্ষক—অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজভক্ষা, গজভক্ষ্যা—শল্লকীবৃক্ষ ॥ শব্দরত্না° অম°॥

গজা-আলু—আলু দ্র°।

গজাখ্য—চক্রমর্দবৃক্ষ, চাকুন্দে॥ রাজনি°॥

গজাদন, গজাদনী—অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজাদিনামন্—গজপিপ্পলী।

গজারি—বৃক্ষবি°। ঢাকা অঞ্চলে গরাণ বৃক্ষকে গজারি বা গজী এবং চারাকে গোচি বলে। ইহার পাতা বড়, ত্বক স্থূল।

গজাশন—অশ্বত্থবৃক্ষ।

গজাশনা—শল্লকীবৃক্ষ॥ রত্নমা°॥

গজাসন—১ যজ্ঞডুম্বুর। ২ গাঁজা বা সিদ্ধি, canabis sativa.

গজাহ্ব—গজপিপ্পলী।

গজী—বৃক্ষবি°, hedyotis scandens.

গজেন্টা—ভুঁইকুমড়া।

গজোপকুল্যা—গজপিপ্পলী ॥ ভৈষজ্য-রত্না° ॥

গজোষণা—গজপিপ্পলী ॥ রাজনি° ॥

গঞ্জা—[স° গঞ্জ ; ইং hemp] গাঁজা, cannabis sativa, সিদ্ধি গাছের পাতার নাম সিদ্ধি, মঞ্জরীর নাম গাঁজা, আর নির্যাসের নাম চরস। [সিদ্ধিকে স° ভঙ্গ, বিজয়া ; বাং ভাঙ্, সিদ্ধি ; হি° ভাঙ্, সবজি ; তা° গঞ্জাইলাই ; তে° গঞ্জা অকু; ও° গঞ্জা ; ম° ভাঙ্গ]

গড়গড়, গড়গড়া। (দেশজ)—[স° গবেধুকা ; ও° গরগড় ; ইং Job's tears grass] ধান্যাদিবর্গের ঘাসবি°, coix barbata, c. lachryma-jobi. দীর্ঘায়ু, প্রায় ২৷৩ হাত লম্বা। ফল গোলাকার, ক্ষুদ্র।

গড়গোয়ালিয়া—তৃণবি°, vitis glancas.

গড়সুন্দর—বৃক্ষবি°, mimosa arabica.

গণকর্ণিকা—ইন্দ্রবারুণী ॥ রাজনি° ॥

গণরূপ—আকন্দ ॥ রাজনি° ॥

গণরূপিন্—শ্বেতার্কবৃক্ষ ॥ রত্নমা° ॥

গণিকারিকা—[স° অগ্নিমন্থ, তর্কারী, বৈজয়ন্ত; কো° গয়েন্দারী, গঁয়দারী; হি° অরণী, অলেথু; ম° থোরঐরণ; ও° অরণী, ক° নরুবল; তৈ° নেলিচেট্টু ; উ° অলিবথ ; আসাম-গণিয়রী] গণিয়ারী, অগ্লান্ত, ॥ রাজনি° ॥ premna spinosa. বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত চিরশ্যামল বৃক্ষবি°। ১০৷১২ হাত উচ্চ। নদীর নিকটে হয় ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ—ভাণ্ডীরাদিবর্গের ছোট গাছ, premna serratifolia, p. integrifolia. সমুদ্রের কাঠ ও পাতা সুগন্ধ। ফুল ছোট, হলদে রঙের আমেজযুক্ত। পূর্বকালে ইহার পাতা ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার। পর্যায় — শ্রীপর্ণ, গণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, গিরিকর্ণিকা, অগ্নিমথন, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, কণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা, নদীজা।

গণিকারী—পুষ্পবৃক্ষবি°। বসন্তকালে ফুল ফোটে। পর্যায়—কাঞ্চনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, বসন্তদূতী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বাসন্তী, মদন-মাদনী।

গণিয়ারী—গণিকারিকা দ্র°।

গণেশকুসুম—রক্তকরবী ॥ রাজনি° ॥

গণ্ডকারী—খদির-বৃক্ষ ॥ শব্দচ°।

গণ্ডকালী—খদিরীবৃক্ষ।

গণ্ডগাত্র—ফলবি° (?) ॥ শব্দ-চিন্তা° ॥ আতা [হি° সারিকা]।

গণ্ডদূর্বা—[হি° দূবিপাৎ] গাঁটিয়া বা গেটে দূর্বা ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, বারুণী, মীনপর্ণী, সূচীনেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী, সূচীপত্রা, শ্যামকান্তা, জলস্থা, শঙ্কলাক্ষী, কলায়া, চিত্রা।

গণ্ডমালিকা—লজ্জালুলতা ॥ রত্নমা° ॥

গণ্ডারি—কোবিদার ॥ ভাবপ্র° ॥

গণ্ডালী—১ শ্বেতদূর্বা, ২ সর্পাক্ষী-বৃক্ষ।

গণ্ডীর—সমষ্ঠিলা (?), শমা (?)।

গণ্ডীরী—সেহুণ্ডবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥, সিজ।

গদগাছ—[স° অগদ ; ও° বারবর্ষী ; ইং american aloe] বিদেশ হইতে আনীত ক্ষুপবি°, agave americana. পাতা বড়, মোটা, শাঁসাল, ধারে ধারে কাঁটা আছে, প্রায় ১২ বৎসর পরে ফুল ধরে। ফুল শাদা। পাতার আঁশ হইতে দড়ি তৈয়ারি হয়। আনারস দ্র°।

গন্ধকন্দ—কেশুর।

গন্ধকাষ্ঠ—বৃক্ষবি°, ligaum aloes.

গন্ধকুসুম—গণিয়ারী ॥ রাজনি° ॥

গন্ধখেড় (?)—ভূতৃণ, গন্ধবেণ।

গন্ধগুণা—[ইং smoth grass] তৃণবি°, andropogon glaber.

গন্ধজটিলা—বচ (?)

গন্ধজাত—তেজপাত।

গন্ধতণ্ডুল—শালিধান্যবি°।

গন্ধতৃণ—বেণা। পর্যায়—সুগন্ধি, ভূতৃণ, সুরম, সুরভি, মুখবাস, অতিচ্ছত্রক।

গন্ধত্বচ্—এলবালুক ॥ রাজনি° ॥

গন্ধদলা—বনযমানী।

গন্ধদারু—চন্দন।

গন্ধদ্রব্য—নাগকেশর ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥

গন্ধন—গন্ধতৃণ। শব্দার্থচিন্তা° ॥

গন্ধনকুলী, গন্ধনাকুলী—[স° সর্পাক্ষী; তা° কিরিপুরন্দন ; তে° সর্প

শীচেট্র] গুল্মজাতীয় গাছ। ॥ ভাবপ্র° রাজনি° ॥ রাস্নাবি°, acamphe papillosa, ophiorrhiza mungos, opioxyton serpentina. পর্যায়—মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক, বিষমর্দনিকা, অহিমর্দনী মহাহিগন্ধা, অহিলতা। ২ চই, ৩ কন্দাবি°।

গন্ধনামন—লালতুলসী।

গন্ধনিলয়—নবমল্লিকা (?)।

গন্ধনিশা—গন্ধপত্রা, শঠীবিশেষ।

গন্ধপত্র—১ শ্বেত তুলসী ॥ রত্নমা° ॥ ২ মরুবকবৃক্ষ, ৩ বিল্ব ॥ রাজনি° ॥

গন্ধপত্রা—শঠীবিশেষ। মালবদেশে চলিত কথায় পলাশ।

গন্ধপত্রিকা—অজমোদা ॥ রাজনি° ॥

গন্ধপত্রী—১ অশ্বগন্ধা, ২ বনযোয়ান।

গন্ধপলাশিকা—হরিদ্রা।

গন্ধপলাশী—শঠী, ॥ ভাবপ্র° ॥ curcuma zerumbet। ২ আমাদা ॥ সমথ° ॥

গন্ধপীতা—শঠী।

গন্ধপুষ্প—১ বেতসবৃক্ষ ॥ শব্দরত্ন° ॥, ২ অঙ্কোটবৃক্ষ, ধলা আঁকড়া ॥ জটা° ॥, ৩ চালতে গাছ, ৪ অশোকগাছ ॥ রাজনি° ॥

গন্ধপুষ্পা—১ নীলীবৃক্ষ, ২ কেতকী বৃক্ষ, ৩ গণিকারীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গন্ধফণিজ্ঝক—রক্ততুলসীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গন্ধফল—১ কপিত্থবৃক্ষ, ২ বিল্ববৃক্ষ, ৩ তেজঃফলবৃক্ষ, তেজোবল ॥ রাজনি° ॥

গন্ধফলা—১ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ ॥ শব্দরত্না° ॥ ২ ভুঁইকুমড়া, ৩ শল্লকীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গন্ধফলী—১ চম্পককলিকা, কাঁটালে চাঁপা ॥ বিশ্বকো° ॥ ২ প্রিয়ঙ্গু।

গন্ধবধূ—শঠী।

গন্ধবন্ধু—আমবৃক্ষ ॥ শব্দর° ॥

গন্ধবল্লরী—লতাবি°।

গন্ধবহল—১ সিতার্জকবৃক্ষ, ২ শ্বেত তুলসী।

গন্ধবহুল—গন্ধশালি।

গন্ধবহুলা—গোরক্ষীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ মালবদেশে পাওয়া যায়।

গন্ধবাকুচী—লতাকস্তুরী।

গন্ধবিরজা—[স° সরলদ্রু, শ্রীবাসসার, গন্ধরস ; তা° সরল দেবাদ্রু ; তে° দেবদারুচেট্টু ; ইং long-lived pine] গন্ধবিরেজা, pinus longifolia, boswelhia thuifera সচরাচর ধূপের জন্য ও

প্রলেপের জন্য ব্যবহৃত হয়। সরল বৃক্ষাবি°। হিমালয়প্রদেশে জন্মে।

গন্ধবৃক্ষ—শালগাছ, shorea robusta.

গন্ধবেনা—[স° গন্ধতৃণ, ভূস্তৃণ ; ইং lemon grass] ধান্যাদিবর্গের তৃণবিশেষ, andropogon shoenantus. বেনাগাছের মত। পাতা হইতে সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত হয়।

গন্ধভদ্রা—গন্ধভাদালী।

গন্ধভাণ্ড—গাঁধিভাঁট। পর্যায়—নন্দিবৃক্ষ, তাম্রপাকী, ফলপাকী, গীতক, গন্ধমুণ্ড, ক্ষিপ্রপাকী ॥ বৈদ্যকরত্নমা° ॥

গন্ধভাদালী, গন্ধভাদুলী—[স° প্রসারিণী, গন্ধভদ্রা, গন্ধালি ; ও° পসারুণি ; ইং dog's bane] গন্ধভাদালিয়া, গাঁদাল, গাঁধাল, hedystis villosas, poederia foetida, আচ্ছুকাদিবর্গের লতাবি°। পাতায়, ডাঁটায়, ফুলে দুর্গন্ধ। ফুল ভাদ্র-আশ্বিনে ফোটে।

গন্ধমাংসী—জটামাংসী (?)।

গন্ধমালতী—বৃহৎ লতানে গাছ—aganosma caryophyllata. echites c. মালতী দ্র°।

গন্ধমুণ্ড—লতাবি°; hibiscus populeneoides. গন্ধভাদুলিয়া, গন্ধভাণ্ড দ্র°।

গন্ধমূল—কুলঞ্জন-বৃক্ষ।

গন্ধমূলক—শঠী ॥ শব্দর° ॥

গন্ধমূলা—১ শল্লকী, ২ শঠী ॥ রাজনি° ॥

গন্ধমোদিনী—১ চম্পককলিকা, কাঁঠালে চাঁপা, ২ চম্পকপুষ্প কলিকা।

গন্ধমোহিনী—চম্পক কলিকা ॥রাজনি°॥

গন্ধরস—[স° শল্লকী] শলই, রসা, gendarussa vulgaris. শলাই গাছের রসকে গন্ধবিরজা বলে।

গন্ধরাজ—[স° মুদ্গর, ইং cape jasmine] আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবি°, gardenia florida. চীনদেশ থেকে আনীত। ফুল বড়, সাদা ও ভূগন্ধযুক্ত। গাছ প্রায় ৪ হাত উঁচু হয়।

গন্ধরুহা—কাঠমল্লিকা। পর্যায়, মদয়ন্তী, মোদয়ন্তি, সরস্রবা ॥ রাজনি° ॥

গন্ধর্ববধূ—শঠী।

গন্ধর্বহস্ত, গন্ধর্বহস্তক—এরণ্ড-বৃক্ষ, ricinus comunis.

গন্ধবধূ—শঠী।

গন্ধবন্ধু—আম্রবৃক্ষ।

গন্ধবল্লরী—লতা-বি°।

গন্ধবহল—১ সিতার্জকবৃক্ষ, ২ শ্বেত তুলসী।

গন্ধবহুল—গন্ধশালি।

গন্ধবহুলা—গোরক্ষী। মালবদেশে পাওয়া যায়।

গন্ধবাকুচী—লতা-কস্তুরী।

গন্ধবীজা—মেথী ॥ রাজনি° ॥

গন্ধবৃক্ষক—শালবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ shorea robusta.

গন্ধলতা—প্রিয়ঙ্গু ॥ শব্দচ° ॥

গন্ধশঠী—শঠী।

গন্ধশাক—গৌরসুবর্ণ শাকবি°।

গন্ধশালী—ধান-বিশেষ। পর্যায়—কলমাষ, গন্ধালু, উত্তমোত্তম, সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতণ্ডুল, সুগন্ধশালী ॥ রাজনি° ॥

গন্ধসার—১ চন্দনবৃক্ষ ॥ অম° ॥ ২ মুদ্গরবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ ৩ আমআদা।

গন্ধসারণ—মুদ্গরবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ বৃহন্নখী গাছ।

গন্ধা—১ চম্পককলিকা ॥ শব্দর° ॥ ২ শঠী ॥ রাজনি° ॥ ৩ শালপর্ণী, শালপাইন গাছ, gangetic hedysarum. ॥ অমরটীকা ॥

গন্ধাঢ্য—নারঙ্গকবৃক্ষ।

গন্ধাঢ্যা—১ স্বর্ণযূথী, হলদে যুঁইফুল, ২ তরুণীপুষ্প, ৩ গন্ধভাদলী, ৪ শতপত্রী, গোলাপ।

গন্ধালা—জীয়তী গাছ, celtis orientalis.

গন্ধালিগর্ভ—ছোট এলাচি ॥ রাজনি° ॥

গন্ধালী—গাঁধাল, গাঁধালী, paederia foetida. পর্যায়—প্রসারণী, ভদ্রপর্ণী, কটম্ভরা, গন্ধাঢ্যা, সরণা, রাজবালা, ভদ্রবলা, সারণী।

গন্ধালু—ধান্যবি°।

গন্ধাহ্বা—রক্ততুলসী।

গন্ধিপর্ণ—সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিম।

গন্ধী—তৃণকুঙ্কুম ॥ রাজনি° ॥, xanthophylum virens.

গন্ধোৎকটা—দমনকবৃক্ষ।

গন্ধোলি—১ সুগন্ধি তৃণবি°, cyprus rotundus. ২ শসাবি°।

গবত্র—খড়।

গবাক্ষী—১ রাখালশসা। পর্যায়—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গজচির্ভিটা, মৃগের্বারু, পিটঙ্কোটি বিশালা, মৃগাদশী ॥ রত্নমা° ॥ ২ শেওড়া ॥ রাজনি° ॥ ৩ অপচিতা।

গবাদন—ঘাস।

গবাদনী—অপরাজিতা।

গবাদনী—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ নীল অপরাজিতা।

গবেশনা—গোরক্ষচাকুলে।

গভীকা—গাম্ভার।

গম—[সং গোধূম, মহাগোধূম ; হিং গেহুঁ ; মং গহুঁ ; ওং ঘউ ; কং গোদি ; তৈং গেন্দুল্যু ; কাং গন্ধম্ ; অং হিন্তে ; পং খানকা ; ইং wheat] গম, triticum vulgare, ভারতবর্ষের মধ্যে মুলতান, পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, সম্বলপুর, জব্বলপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সর্বপ্রকার গম জন্মে, ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও চীনদেশেও প্রচুর জন্মে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও এক প্রকার সাদা গম জন্মে—নাম দাদখানি, পঞ্জাবে নানা জাতীয় গম জন্মে তাহার মধ্যে দুই প্রকার গমের শীষা আছে ; একের রুটি কালো ও অন্যের হলুদ রংয়ের হয়। অযোধ্যায় চার প্রকার গম জন্মে—(১) সফেদ, (২) মোরিপবা (শীষা নাই), (৩) রসোদবা, (৪) লালিয়া। কাঠিয়াবাড়ে গমের ময়দা কিছু কালো হয়। বাংলাদেশে চার প্রকারের গম আছে—(১) দুধিয়া, (২) গামালী, (৩ গঙ্গাজলী, (৪) খেড়ী।

গম্ভারিক—গাম্ভারীবৃক্ষ॥ রাজনিং॥

গম্ভারী—[সং শ্রীপর্ণী, গাম্ভারী ; হিং খম্ভারি ; মং শিবন গম্ভারী; আং গমারি ; গুজং শবন্য ; কং সীবনী ; তেং সালাডন্বুটি বেট্টু, কোং গামারী] গামীর, গম্ভার, যুপানিক্র; গামার, গামারী, gmelina arborea, বহু শাখাবিশিষ্ট সুউচ্চ বিশাল ছায়াতরু। বাঙলাদেশে খুব কম দেখা যায়। কাণ্ড, দীর্ঘ কাণ্ডের ছাল মোটা ও শাদা। ফুল বড়, আকৃতি লাউয়ের মত, স্বাদ অম্লমধুর। পাতা বড় পানের মত। পর্যায়—শ্রীপর্ণী, সর্বতোভদ্র, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মর্য, কার্শ্মরী, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কটফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, সর্বতোভদ্রিকা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী, বিদারিণী, ক্ষীরিণী, মহাভদ্রা, মধুপর্ণী, স্বরুভদ্রা, কৃষ্ণা, অপুর্ণতা, রোহিণী, সৃষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মহাতুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা, ॥শব্দকং, শব্দরং;

গয়া আলু—আলু দ্রং।

গয়াশ্বত্থ—অশ্বত্থ বৃক্ষবিশেষ, ficus rumphii blume.

গরঘ্ন—কৃষ্ণার্জক, কৃষ্ণতুলসী।

গরনাশিকী—পীতবর্ণ দেবদালী লতা।

গরা—দেবদালী লতা ॥ রাজনি ॥

গরাগরী—দেবতাড়বৃক্ষ।

গরাণ, গরান—[ইং mangrove] ছোট গাছবি°, ceriops condolleana, c. roxburghiana, সিন্ধুপ্রদেশে ও সুন্দরবনে জন্মে। প্রায়ই সমুদ্রের ধারে ও গঙ্গার মোহনার কাছে জন্মে। ইহার ডাল থেকে ঝুরি নামে। ইহার খুঁটিতে এদেশে খোলার ঘর ও অন্যান্য ঘর তৈয়ারী হয়।

গরাণ, গরাণীয়া আলু—আলু দ্র°।

গরিকলাহ—[হি° ভাটকলাই ; ইং soy bean] শিম্বাদিবর্গের কলাইবি°, glycine soja . জাপান ও চীন দেশ হইতে আনীত হইয়া পূর্ববাংলা ও উত্তরবঙ্গে ইহার আবাদ হয়। জাপানীদের ইহা প্রধান খাদ্য। পাতা ও রোঁয়াযুক্ত ; প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-৪টি কলাই থাকে।

গরী—দেবতাড়বৃক্ষ।

গরুড়—আরণ্যশাক, গুরুর, polypodium, ফুল হয় না, রাস্নাজাতীয়, সুন্দরবনে ও বাংলাদেশে দেখা যায়। অন্য বৃক্ষে জন্মে। পাতা শক্ত ও পাতার শিরার ওপর রেণুস্থলী জন্মে।

গরুড়বেগা—লতাবি° ॥ বৃহৎস° ॥

গরুড়চাঁপা—গড়ুরীয় চাঁপা [স° ক্ষুদ্রাদি চম্পক] plumeria acutifolia poir. পর্যায়—স্তন্য, নাগচম্পক, ফণিচম্পক।

গর্জন—উচ্চতরুবি°। (ধুলিয়া গর্জন) dipterocarpus turbinatus gaertn. ২ তেলিয়াগর্জন, d. alatus Roxb. চট্টগ্রামে হয়। ইহা হইতে তেল হয়। বর্ষাকালে ফুল ও ফল জন্মে।

গর্জর—মূলবি°। গাজর, daneus carota.

গর্জাফল—বিকন্টকবৃক্ষ ॥ রাজনি° ।

গদর্ভ—১ শ্বেতকুমুদ ॥ রত্নমা° ॥ ২ বিড়ংগ ॥ রত্নমা° ॥

গর্দভশাক—বামনহাটি ॥ জটাধর ॥

গর্দভশাখী—ভার্গী ॥ রাজনি° ॥

গদর্ভী—শ্বেতকন্টকারী ॥ ভাবপ্র° ॥

গর্দভাণ্ড—গাম্ধিভাট বা পাকুর গাছ। ইহার পাতা, কাণ্ড ও ফল অশ্বত্থের ন্যায়। পর্যায়—কন্দরাল, কপী-

তন, সুপার্শ্বক, প্লক্ষশৃঙ্গী, প্লব, কমন্ডলু, প্লাক্ষশ, কন্দরালক।
গর্দভাণ্ডক—পাকুড় গাছ।
গর্দভাহ্বয়—কুমুদ বা শালুকবি°।
গর্দভী—১ অপরাজিতা, ২ শ্বেতকণ্টকারী, ৩ কটভী ॥ রাজনি° ॥
গর্ধ—গর্দভাণ্ড-বৃক্ষ ॥ শব্দর°॥
গর্ভকর—পুত্রজীব বা জীয়াপুতের গাছ।
গর্ভঘাতিনী—লাঙ্গলিকাবৃক্ষ ॥ রত্নমা° ॥
গর্ভদ—পুত্রজীব, জীয়াপুতা ॥ রাজনি° ॥
গর্ভদা—শ্বেতকণ্টকারী।
গর্ভদাত্রী—ক্ষুপবি°। পর্যায়—পুত্রদা, প্রজাদা, অপত্যদা, সৃষ্টিপ্রদা, প্রাণিমাতা, তাপসদ্রুমসন্নিভা।
গর্ভনুদ—কলিকারী, ঈশলাঙ্গুলে ॥ ভাবপ্র° ॥ বিষলাঙ্গুলিয়া গাছ।
গর্ভপাতন—রীঠাকরঞ্জ।
গর্ভপাতিনী—কালিকারীবৃক্ষ, ঈশলাঙ্গুলে ॥ রাজনি° ॥
গর্ভস্রাবিন—হেঁতাল গাছ ॥ রাজনি° ॥
গর্ভিণী—ক্ষীরাই গাছ ॥ শব্দচ° ॥
গর্মুচ্ছদ, গর্মুটিকা—মেড়ুয়া ধান। রত্নমা° ॥
গর্মুটি—মেড়য়া বা মাড়ু ধান ॥ চরক°॥
গর্মুৎ—তৃণধান্যবি° ॥ অম° ॥
গর্মোটিকা—জরড়ীতৃণ ॥ রাজনি° ॥
গলা—লজ্জালুলতা।
গাংবেণা—নদীতীরস্থ বেণাতৃণবি°।
গাঁজ—[স° গঞ্জ, গঞ্জা ; ও° চুম্গুরিয়াদল ; হি° গাজ ; ইং chara] জলজ শাকবি°। ফুল হয় না। পুষ্করিণী ও স্থির জলে জন্মায়। ডাঁটা সরু-সরু সবুজ রং-এর। পাতা নাই।
গাঁজা—[স° গঞ্জে ; ও° গঞ্জা ; হি° গাঁজা, ভাং; তা° গাঞ্জাইলাই ; তে° কল্লম—ঘেণ্ট ; ম° ভাঙ্গা, কাশ্মীরবাঙ্গ ; ইং hemp] ভাং। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, cannabis sativa. ৪-৮ ফুট লম্বা। কাণ্ডের উভয় দিকে পত্র হয়। ফল ও বীজ চ্যাপ্টা, ফলের গায়ে কাঁটা থাকে। ইহার আদি জন্মস্থান—সাইবেরিয়া। ভারতে, উড়িষ্যা ও হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে। পর্যায়—গঞ্জিকা, বজ্রদারু, ভাঙ্গা, ভরিতা, গজাশন, গঞ্জাকিনী, কুণারি, মাতুলী, মাতুলানী, মাদিনী, শক্রাশন, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ইন্দ্রাশন, জয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজয়া, আনন্দা, প্রকাশিনী, হর্ষিণী।

গাঁদা—গোঁদা দ্র°।

গাঁধাল—[স° গন্ধালী; গন্ধভদ্রা, প্রসারণী ; ও° পসারুণি] আচ্ছু-কাদিবর্গের দুর্গন্ধরোহিণী; paederia foetida. শরৎকালে ফোটে।

গাঙ্গেরুক—গোরক্ষতণ্ডুলের বীজ।

গাঙ্গেরুকী—গোরক্ষতণ্ডুলা।

গাঙ্গেরুহী—নাগবল ॥ রাজনি° ॥

গাজর—[স° গর্জর, পিণ্ডমূল ; হি° গাজর ; তে° পিতাকন্দ ; তা° গার্জার ; ম° ও কর্ণা° বাট্‌লামূলা ; ই° carrot] ধান্যকাদিবর্গের শাকবি°; daucus carota. পর্যায়—গৃঞ্জন, পিঙ্গমূল, পীতক; সুমূলক; স্বাদুমূল, সুপীত, নারঙ্গ, পীতফলক। আদি জন্ম ইউরোপ ও এসিয়া। পশ্চিমভারতে ইহার বহুল আবাদ হয়।

গাড়ীকলাই—[হি° ভাটনান ; ফা° ভুট] glycine soja siel. কলায়, বর্তুল, সতীন; হরেণুক।

গাণ্ডীবিন—গান্ডীবিন অর্জুন গাছ।

গাণ্ডেরী—আখের এক প্রকার জাত। ঢাকা বিভাগে ইহার আবাদ হয়।

গাত্রভঙ্গা—শূকশিম্বী, আলকুশী।

গাধ্যণ্ডা—ভূম্যামলকী।

গান্ধারী—দুরালভা।

গান্ধালরঞ্জন—[স° পিণ্ডিতক নেভালি ; হি° কোটাগান্ধাল ; তা° শুলন্দু] কাঁটাযুক্ত ছোট গুল্মবি°। পাতা চামড়ার ন্যায় শক্ত ও চকচকে।

গাব—[স° তিন্দুক; গালব ; হি° গাব, তেন্দু; ও° মাকড়কেন্দু ; ইং date plum] বৃক্ষবি°, diospyros embryopteris. ঘনশ্যামল পত্রবিশিষ্ট। ফল পীতবর্ণ, আঠাল, মিষ্ট। আধপাকা ফলের আঠা নৌকার তক্তা জুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রকারভেদ—বনগার ; —d. cordifolia. গাবভেরেণ্ডা—রেড়ী গাছ।

গাবভেরেন্ড—[স° এরণ্ড ; হি° রণ্ড ; মালয়ম্—এরণ্ডম ; ও° গব ; তে° এরণ্ডমু] রেড়ি গাছ, ricinus communis L. পর্যায়—শ্বেত এরণ্ড, সিতএরণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব-হস্তক, আমণ্ড, তরুণ, শুক্ল; বাতারি, দীর্ঘদন্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্ধমান, রুরুক। ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।

গাবনল—[ইং Bengal reed] amphidonax bengalensis.

গামার (দেশজ)—গাম্ভারী, গম্ভারী দ্র°।

গায়ত্রিন্—খদিরবৃক্ষ।

গায়ত্রী—খদির।

গারকলাই—soja hispida.

গারুড়—polygala cilita, minor.

গারুত্মক্যপত্রিকা—পাচীলতা॥ রাজনি°।

গালব—১ লোধ্রবৃক্ষ॥ মেদিনী॥, ২ কেন্দুকবৃক্ষ॥ শব্দচ°॥

গালোড্য—১ ধান্যবিশেষ, ২ পদ্মবীজ, কোঁপল॥ রাজনি°।

গিমা—[স° গ্রীষ্মসুন্দরক, ৩ পিতাশাক ; ইং lady bed straw] গিমেশাক, erythroea centauroids, e. roxb. ছোট শাকবিশেষ। পাতা সরু, ফুল সাদা, ছোট। শীতকালে হয়। তিক্ত। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়।

গিন্দুক—গেন্দুক-বৃক্ষ॥ হেম°॥

গিরিকদম্ব, গিরিকদম্বক—নীপ, ধারাকদম্বক॥ রাজনি°, সুশ্রু°॥

গিরিকদলী—দয়ে কলা, পাহাড়ে কলা, ॥ রাজনি°॥ ডমরে কলা॥ অভিধা°। কলা দ্র°। পর্যায়—গিরিরম্ভা, পর্বতমোচা, অরণ্যকদলী, বহুবীজা, বনরম্ভা, গিরিজা, গজবল্লভা।

গিরিকর্ণা—অপরাজিতা লতা।

গিরিকর্ণিকা, গিরিকর্ণী—১ অপরাজিতা। ২ শ্বেতকিনিহীবৃক্ষ।

গিরিঙ্গা—[স° গিরি ; ও° গিরিঙ্গা ; ইং bastard cedar] নেপাল তঁদ। বন্ধুকাদিবর্গের আরণ্যবৃক্ষ, guazuma tomentosa. পাতায় রোঁয়া আছে। গুচ্ছাকারে ফুল হয়। ফল শুকনো লম্বা অর্বুদময়। বাঙলাদেশে প্রায় দেখা যায়।

গিরিজা—১ মাতুলুঙ্গা, কমলা॥ মেদ°॥ ২ শ্বেতবুহ্না, ৩ ক্ষুদ্র, পাষাণভেদলতা, ৪ ক্রয়মানলতা, বলাডুমুর, ৫ কারীবৃক্ষ, ৬ মল্লিকা, ৭ গিরিকদলী।

গিরিনিম্ব—ঘোড়া নিমগাছ॥ রাজনি°॥

গিরিপীলু—পুরুষ-বৃক্ষ, ফলসা॥ রাজনি°॥

গিরিপুষ্পক—শৈলেয়।

গিরিবাসিন্—হস্তীকন্দ-বৃক্ষ।

গিরিভিদ—গিরিভেদ, পাষাণভেদক-বৃক্ষ, হিমাসাগর, হাড়জুড়ি।

গিরিমল্লিকা—কুটজ-বৃক্ষ, কুরচী।

গিরিরম্ভা—পাহাড়ে কলা।

গিরিশালিনী—অপরাজিতা॥ বামন-পু°॥

গিরিহ্বা—অপরাজিতা॥ সুশ্রু°॥

গির্যাহ্বা—অপরাজিতা ॥ সুশ্রু° ॥
গিলা গাছ—[ও° গিল] বকুলাদিবর্গের বৃহৎ লতাবি,° eutada hurso-etha. ফুল ছোট হলুদ রংয়ের। ফল দীর্ঘ, বীজ গোল, চেপ্টা।
গীর্লতা—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা; বড়লওয়া কটকী।
গীর্বাণকুসুম—দেবকুসুম, লবঙ্গ।
গুআগুদি—একজাতীয় বৃক্ষ, gumsea.
গুআগুরী—[হিং সোয়া] anethum graveolens.
গুএলা—দ্রাক্ষালতার ন্যায় এক প্রকার বুনো গাছ; vitis latifolia.
গুঁড়ি কচু—ক্ষুদ্র একজাতীয় কচু।
গুগ্গুল, গুগ্গুলু—[স° গুগ্গুলু, পালঙ্কষা, পুরঃ; হিং গুগল; ভৈষাগুগল; গুজ° গুগুল; ম° ক্ষশাগুগুঠঠ; ক° ইউবোল; তে° গুগিগ লমুচেট্টু; মহীসাছী; কা° বোএজহুদানা; অ° মুষ্কিক-লের্জক; ও° শিলা; ইং ameris] balsamodendron mukul, b. agallocha, amyris commiphora, commifora africana. ছোট তরু, কাঁটাযুক্ত। ॥ রাজনি° রাজব° ভাবপ্র° ॥ গুগ্গুল গাছ আরব, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় জন্মে। গাছের আঠাই গুগ্গুল (সুগন্ধ)। ভারতের মধ্যে রাজপুতানা, সিন্ধুপ্রদেশ, আসাম ও পূর্ব বাঙলায় জন্মে। ভাবমিশ্রের মতে গুগ্গুল পাঁচ প্রকার—(১) মহিষাক্ষ (সকল্‌বী), (২) মহানীল (মুকুল-ই-আরব্); (৩) কুমুদ, (৪) পদ্ম (মুকুল-ই-আজরক্), (৫) হিরণ্য (মুকুল-ই-আহুদ্)। ভূমিজ গুগ্গুলু—[স° দৈত্যমেদজ, দুর্গাহ্ব, মহিষাসুরসম্ভব] পূর্ব বাঙলায় ও আসামে আর এক গাছ হইতে গুগ্গুল নির্যাস বাহির হয়। b. roxburghii.
গুচ্ছকর্ণিশ—ধান্যবি°, রাগীধান ॥ রাজনি° ॥
গুচ্ছকরঞ্জ—একপ্রকার করঞ্জ, পত্রস্নিগ্ধ, পুষ্পগুচ্ছাকার। কামিনী পুষ্পবৃক্ষকে কেহ-কেহ বৈদশাস্ত্র-বর্ণিত গুচ্ছকরঞ্জ বলে। আবার কেহ আশশেওড়া বা আছুটীকে বলে। পর্যায়—স্নিগ্ধদল, গুচ্ছ-পুষ্পক, নন্দী, গুচ্ছী, সানন্দ, দন্তধাবন।
গুচ্ছদন্তিকা—কদলী ॥ রাজনি° ॥
গুচ্ছপত্র—তালবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গুচ্ছপুষ্প—১ ছাতিম, ২ অশোকবৃক্ষ ॥ বৈদ্যকর° ॥
গুচ্ছপুষ্পক—১ রীঠাকরঞ্জ; ২ গুচ্ছকরঞ্জ।
গুচ্ছপুষ্পকী—১ ধাতকীবৃক্ষ, ২ শিমুড়ীবৃক্ষ। ক্ষুপবি°।
গুচ্ছফল—১ রীঠাকরঞ্জ, ২ রাজাদনী, ৩ নির্মালী ফল, ৪ গুচ্ছকরঞ্জবৃক্ষ।
গুচ্ছফলা—১ অগ্নিদমনীবৃক্ষ, ২ কাকমাচী, ৩ দ্রাক্ষা, ৪ কদলী।
গুচ্ছবধ্রা, গুচ্ছামূলিকা—গুণ্ডাসিনী তৃণ, চিপিটা লতা।
গুচ্ছাল—গুচ্ছমালতি, গন্ধখড়।
গুচ্ছাহ্বকন্দ—গুলঞ্চকন্দ, ফুলী।
গুচ্ছী—গুচ্ছকরঞ্জ ॥ রাজনি° ॥
গুঞ্জ, গুঞ্জা—দ্র°। [স° রক্তসুঞ্জন, চূড়ামণি, শ্বেতগুঞ্জা, শ্বেত-কাম্ভোজী, সিতোচ্চটা]। কুঁচ, abrus precatorius. পর্যায়—কাকচিঞ্চ, কৃষ্ণলা; সঙ্গুষ্ঠা, রক্তিকা; কাকণন্তিকা, কাকাদনী; কাকতিক্তা, কাকজঙ্ঘা, শিখণ্ডিণী, সৌম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, ভিল্লভূষণা; বন্যা, শ্যামলচূড়া।
গুড়কামাই—[স° কাকাদনী, কাকমাচী; হি° কবৈয়া; গুজ° পীলডী; তে° কামাঞ্চি] solanum nigrum. পর্যায়—কাকমাচী, ধ্বঙ্খমাচী; বায়সাহ্বা, বায়সী, সর্বতিক্তা, কাকমাতা; চন্দ্রাবিনী; স্বাদুপাকা ॥ রাজনি° রাজব° ॥ বর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। অপর গাছে জড়াইয়া উঠে। ফুল সাদা, লঙ্কা ফুলের মত, কখন বেগুনে হয়। ফল কালো, লাল বা হলুদে হয়। পতিত জমিতে, জঙ্গলের ধারে ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মায়।
গুড়তৃণ, গুড়ত্রিণ—ইক্ষু।
গুড়দারু—ইক্ষু।
গুড়দল-শিম (দেশজ)—Lablab purpurascens.
গুড়পুষ্প, গুড়পুষ্পক—মধুকপুষ্প, মৌলগাছ।
গুড়ফল—পীলুবৃক্ষ।
গুড়মূল—১ অল্পমারিষ শাক; চাঁপা-নটে, ২ ইক্ষু।
গুড়বীজ—মসুর।
গুড়শিক্র—লাল সজনে।
গুড়ালা—গুণ্ডাসিনীবৃক্ষ ॥ ভাবপ্র° ॥
গুঁড়াশয়—আখরোট ॥ রাজনি° ॥
গুড়ী—দেশজ বৃক্ষ।
গুড়ূচী, গুদুচি—[স° গুড়ুচী, অমৃতা; হি° গিলোয়; ম° ওঠবেল; গুজ° গলো; ক° অমরদবল্লী, তে° তিপ্পতিগ; তিয়াতিজু, গোধুচি;

তা° সিন্দি, লকোদি ; কান্য°; গরুন্ডী। কা° গিলাই ; অ° গিলোই, কো° গুলটাই, গুল্লাই] গুলঞ্চ; লতাবি° ; cocculus cordifolius, tinospora cordifolia. ॥ ভাবপ্র° রাজনি° রাজব° ॥ অনেক দিনের হলে মানুষের হাতের মত, মোটা হয়। ছাল পাতলা। পাতা প্রায় পানের মত। ফুল হরিদ্রাভ শাদা, ফল মটর কলায়ের মত, পাকিলে লাল রং হয়। প্রকারভেদ —১ পদ্মগুড়ুচী, পদ্মগুলঞ্চ—[স° সুদর্শনা] c. tomentosa, পাতা অপেক্ষাকৃত গোল, পদ্মপাতার মত, তাহাতে তিনটা আঙুল, পাতা লোমশ। ২ কন্দোদ্ভবা গুড়ুচী—সুপরিচিত ও সুলভ নহে। পর্যায়—বৎসাদিনী, ছিন্নরুহা, তন্দ্রিকা, অমৃতা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, চক্রলক্ষণা, অমৃতবল্লী, অমৃতসম্ভবা, জবরারি, শ্যামা, বরা, সুকৃতা, মধুপর্ণিকা, ছিন্নোদ্ভবা, অমৃতলতা, বসায়নী, সোমলতিকা, ভিষকপ্রিয়া, কুণ্ডলিনী, বয়স্থা, নাগকুমারিকা, ছদ্মিকা, চন্দ্রহাসা, সুধা, সোমা, মণ্ডলী, দেবনির্মিতা ॥ রাজনি° ॥ পাতা ও সমস্ত লতাটি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

গুড়ুচ্যাদি—বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত একটি গণ—গুড়ুচী, নিম, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, চন্দন।

গুণ—Aloe, s. p. zeylamica.

গুণাঢ্যক—অঙ্কোটবৃক্ষ, ধলা-আঁকড়া।

গুণ্ডালা—ক্ষুদ্র ক্ষুপবি°। পর্যায়—জলোদ্ভূতা, গুচ্ছবধা, জলাশয়া।

গুণ্ডাসিনী—তৃণবি°। পর্যায়—গুণ্ডালা, গুড়ালা, গুচ্ছমূলিকা, চিপিটা, তৃণপত্রী, যবাসা, পৃথুলা, বিষ্টরা।

গুৎথ—দেধান।

গুৎথপুষ্প - ছাতিম গাছ।

গুতিশেওড়া (দেশজ)—[স° নদ্যুডুম্বুর] ঘটিশেওড়া, ficus heterophylla.

গুন্দ্র—[স° মুঞ্জ ; ইং a kind of pen-read grass] শরপত্র দ্র°, saccharum sara. পর্যায়—পটরক, অচ্ছ, শৃঙ্গবেরাহ্বমূল।

গুন্দ্রমূলা—হোগলা।

গুন্দ্রা—১ হোগলা, ২ ভদ্রমুস্তক, ৩ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, ৪ গবেধুকা।

গুপ্তস্নেহ—ধলা আকড়া।

গুপ্তা— আলকুশী।

গুবাক—গুয়া বা সুপারি গাছ।

গুঁয়ে-গাঁজা—আমেরিকাদেশীয় গাছ; lantana camara. ঘনঘন শক্ত ডাটাযুক্ত গুল্ম। শাখায় একদিকে বহু কাঁটা আছে।

গুয়েগাঁদা—গুল্মবি°. lantana camara. ডাঁটা শক্ত, শাখায় কাঁটা আছে। আমেরিকা হইতে আসে।

গুয়ে-বাবলা—[স° বিটখদির, জালবধুরক; হি° গণ্ডবাবুল বিলাতীবাবুল; ম° ক্ষুদ্রখদির; গুজ° তালবাডল; তা° ভেন্দাবানা] উদ্ভিদবি°, acacia farnesiana. কাঁটাময় উদ্ভিদ; ২০-২৫ ফুট উঁচু। পর্যায়—বিটখদির, কাম্বোজী, গোরট, মরুজ, পত্রতরু, বহুসার, মহাসার ॥ রাজনি° ॥

গুরি—Quinquangular.

গুরুদ্বয়—শ্বেতসারিয়া ॥ রাজনি° ॥

গুরুপত্রা—তিন্তিড়ীবৃক্ষ ॥ শব্দর° ॥

গুরুবর্চোয়—পাতিলেবু।

গুরুশিংশপা—শিংশপাবি°।

গুর্দলাশিম (দেশজ)—dolichus lablab.

গুল—euphorbia tirucalli,

গুলআনার—পারস্যজাত এক প্রকার দাড়িমগাছ।

গুলখীরা—(ইং holly-hock), althoea rosea.

গুলগাঁ—nipa fruticans.

গুলচিনি—আকরকড়া দ্র°।

গুলঞ্চ—১ [স° নিঞ্জর, গুলঞ্চ; হি° গুরুঞ্চ, গুলঞ্চ; প° গিলো; গুলারিচ; বো° গুলওয়ালি; ঘরল; ম° গুল-ভেলি; তা° সিন্ধিল, কোডি; তে° তিপ্প-তিগে, গুলুচি; ইং heart-leaved, moon-seed] বৃক্ষবি°, tinospora cordifolia. ডাটা ও শেকড় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ২ [ফা° গুল-আচীন, ইং Spanish jassemine] তগরাদিবর্গের পুষ্পতরুবি°, plemeria acuminata. গাছ আঁকা-বাঁকা। ফুল সাদা, ভিতর দিক হলদে রং, বাহিরে লাল, সুগন্ধি। প্রকারভেদ —(১) সাদা গুলঞ্চ - ফুল সাদা, p. alba. (২) লাল গুলঞ্চ—ফুল লাল, p. rubra, cocculas cordifolia. গুড়ুচী দ্র°।

গুবাক, গুয়া—পূগ দ্র°।

গুলদণ্ডী—আকরকড়া দ্র°।

গুলদাউদি—পারস্যজাত উদ্ভিদবি°,

pyrethrum indicum; crysenthemum i.

গুল্‌নার্গিশ—পারস্যজাত উদ্ভিদবি°। narcissus tazetta.

গুল্‌ফিরিঙ্গ (পারস্য) — venca rosea.

গুলবাঁশ—একপ্রকার বাঁশ।

গুলমখমল—gonephrena globosa.

গুলমেন্দি—একপ্রকার ফুলগাছ, impatiens balsamina,

গুলর (দেশজ) একপ্রকার গাছ, ficus gooloorea.

গুলল (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

গুলা—স্নুহীবৃক্ষ, সিজ।

গুলাল-তুলসী—বাবুইতুলসী। তুলসী দ্র°।

গুলাশ্যামা (দেশজ)—eranthemum pulchellum.

গুলাসকর—(ইং three styled flax) একপ্রকার বাহারি লতা; linum trigynum.

গুলিবাগুন (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র বেগুন, solanum longum.

গুল্গা (দেশজ)—একপ্রকার বৃক্ষ।

গুলমকেতু—অম্লবেতস, থৈখড় ॥রাজনি°॥

গুল্মমূল—আদা।

গুল্মবল্লী—সোমলতা।

গুল্মিনী—লম্বলতা (?)। পর্যায়—বীরুৎ, উলুপ, বিরুধা, অবরুৎ।

গুল্মী—১ আমলকী, ২ এলাচী, ৩ গুধনখীবৃক্ষ, গুড়কাওনী ॥ শব্দচ° ॥

গুবাক—সুপারি, স্থানবিশেষে গুয়া, areca catechu. পর্যায়—ঘোণ্টা পূগ, ক্রমুক, খপুর, গুবাক, পূগবৃক্ষ, দীর্ঘ পাদপ, বল্কতরু, দৃঢ়বল্ক, চিক্কণ, পূগী, সুরঞ্জন, গোপদল, রাজতাল, ছটাফল। বাংলায় পাঁচ প্রকার সুপারি আছে—দেশাল, খড়ে, ২ ভেটেল, ৩ চিকি, ৪ রামপুগ, ৫ জাহাজে সুপারী। সুপারী দ্র°।

গুহা—১ সিংহপুচ্ছীলতা, ২ পৃশ্নিপর্ণী লতা, চাকুলে।

গুহ্যপুষ্প—অশ্বত্থবৃক্ষ।

গুহ্যবীজ—ভূতৃণ, গন্ধখড়।

গূঢ়পত্র—১ অক্ষোট-বৃক্ষ, ২ করীরবৃক্ষ।

গূঢ়-পুষ্পক—বকুলবৃক্ষ।

গূঢ়ফল—বদরবৃক্ষ।

গূঢ়-বল্লিক, ভূঢ়বল্লী—অক্ষোটবৃক্ষ।

গৃমা—[স° ফলেপুষ্পা ;] ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°।

গৃঞ্জন, গৃঞ্জস—১ মূলবিশেষ, চলিত কথায় শালগম বা গাজর (?) ॥ ভাবপ্র° ॥ brassica rapa. পর্যায়—শিখি-মূল, যবনষ্ট, বর্তুল, গ্রন্থি মূল, শিখাকন্দ,

কন্দ, ভিণ্ডীর-মোদক, ২ রসুন; ৩ বাল রসুন।

গৃধ্রনখী—১ কাকাদনী-বৃক্ষ, কালিয়া-কড়া, ২ কুল গাছ ॥ সুশ্রু° ॥

গৃধ্রপত্রা—ধূম্রপত্রাবৃক্ষ।

গৃধ্রাণ, গৃধ্রাণী—ধূম্রপত্রাবৃক্ষ।

গৃষ্টি—বদরবৃক্ষ।

গৃহকন্যা—ঘৃতকুমারী।

গৃহকূলক—চিচিঙে শাক।

গৃহদ্রুম—১ মেঢ়্রশৃঙ্গ-বৃক্ষ, ২ শাক-বৃক্ষ, সেগুন গাছ।

গৃহাশয়া—পানের গাছ।

গেঁটিবন (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

গেঁদা; গাঁদা—[স° কন্দুক; হি° গেঁদা; গেণ্ডক; ও° গেণ্ডু; পারসী—গুলজফরি; ইং French mary-gold, African mary-gold বা calendula] সোমরাজিবর্গের পুষ্পতরু; tagetes patula; t. erecta. প্রকারভেদ—(১) দেশী গাঁদা—গাছ লম্বা, ফুল তামাটে বর্ণের, (২) চীনে গাঁদা—t. patula. গাছ ছোট, ফুল হলদে রংয়ের লাল আমেজ, (৩) বড় গাঁদা—t. erecta, (৪) বিলাতী গাঁদা—calendula, গাছ ছোট, ফুল বড় বড় হলদে রংয়ের।

গেছি-শিম—এক-প্রকার শিম, lablab macrocarpum.

গেহ্ব—excoeearla agallocha.

গৈর—লাঙ্গলীবৃক্ষ।

গৈরিকাক্ষ - জলমধূকবৃক্ষ।

গোআলিয়া—একপ্রকার ঘাস, andro-pogon punctatum.

গোআলিয়া লতা (দেশজ)—একপ্রকার লতা, cissus vitiginea.

গোঁড়ালেবু—[স° অম্লনিম্বুক] লেবু দ্র°।

গোকণ্ঠ, গোকণ্টক—গোক্ষুরবৃক্ষ। গোক্ষুর দ্র°।

গোকর্ণা—মূর্বালতা।

গোক্ষুর—[স° ত্রিকণ্টক; হি° গোখরু; ছোট গোখরু, গোরখুল; ও° গোখরু; তে° পালেরু; গু° গোখরা, ফা° তুরম্বেখার খস্ক; আ° বজ্রুলখস্ক, বকলতলখার খমুক গোখ্রি, গোখুর, গোখুরু, গোখুরা] tribulus terrestris, t. launginosus. বর্ষায় শাকবি°, ঘাসের মাঝে জন্মে। প্রকারভেদ—(১) ক্ষুদ্র গোক্ষুর—পাতা ছোলা-পাতার মত, ফুল পীতবর্ণ, ফলে ৬টি কাঁটা আছে, (২) বৃহৎ গোক্ষুর—পাতা শ্বেতাভ, ফুল

সাদা ও পীত, ফল পাঁচকোণা; চার কোণে ৪টি কাঁটা। পর্যায়—শ্বদংষ্ট্রা; বনশৃঙ্গাট, কণ্টফল; ক্ষুরক; চণকদ্রুম; ক্ষুর; গোক্ষুরক; ত্রিকণ্ট, স্বাদুকণ্ট; গোকণ্ট, ইক্ষুগন্ধিকা।

গোখরি—গোক্ষুর দ্র°।

গোচাণ্ডালী (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

গোচ্ছাল—ভূকদম্ব, চাকুলিয়া।

গোজা—গোলোমিকাবৃক্ষ।

গোজারিক—কণ্টকারবৃক্ষ।

গোজপর্ণী—দুগ্ধফেনীবৃক্ষ॥ রাজনি°॥

গোজিয়া—লতাবি°।

গোজিহ্বা—গোজিয়ালতা; দারিয়া শাক, premna esculenta. পর্যায়—বার্বিকা; দর্বিকা, দার্বিপত্রিকা, খরপত্রী, বাতোলা, অধোমুখা, অনড়ুজিহ্বা, দবী, অধঃপুষ্পী, গোজিহ্বিকা।

গোজী—গোজিহ্বালতা।

গোটা—সুপারি।

গোডুম্ব—শীর্ণবৃন্ত তরমুজ॥ মে°॥

গোত্রবৃক্ষ—ধন্বনবৃক্ষ॥ ভাবপ্র°॥

গোথুবি (দেশজ)—[ই° one headed cyper grass] একপ্রকার ঘাস, anosperum monocephaluta. ছোট গোথুবি—cyperus dubis.

গোদুগ্ধদা, গোদুগ্ধা—চণিকা তৃণ॥ রাজনি°॥

গোধাঙিঘ্র—গোয়ালে লতা।

গোধাপদিকা—গোধাপদী লতা।

গোধাপদী—গোয়ালিয়া লতা; গোয়ালে লতা দ্র°।

গোধাবতী, গোধাবল্লী—গোধাপদী, গোয়ালে লতা দ্র°।

গোধীশ—দ্রোণপুষ্পী।

গোধূম—গম দ্র°। ১ প্রকারভেদে—মহাগোধূম (বড় গোধূমা), পশ্চিমদেশ হইতে আনীত; ২ মাধূলী গোধূম (ছোট গোধূম), মধ্যদেশ যথা দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্মৌ স্থানে জন্মে; ৩ দীর্ঘ গোধূম [সং নান্দীমুখ] শূঁয়া নাই।॥ রাজনি°॥

গোপকর্কটিকা—রাখালশশা।

গোপঘোণ্টা—১ শেয়াকুল; ২ হস্তিকোলি; ৩ বৈঁচ।

গোপদল—গুবাকবৃক্ষ।

গোপন—তেজপাতা।

গোপভদ্রা—কাশ্মরীবৃক্ষ।

গোপভদ্রিকা—গম্ভরীবৃক্ষ।

গোপবল্লী—১ মূর্বা, ২ শ্যামালতা, ৩ অনন্তমূল।

গোপা, গোপিনী—শ্যামালতা।

গোপাঙ্গনা—অনন্তমূল।

গোপানকর্কটি রাখালশশা।
গোপালী—রাখালশশা।
গোপুটা—বড় এলাচী।
গোপুরক—কুন্দুরকবৃক্ষ।
গোবরা—anesomeles ovata.
গোবরা-নটি—amaranthus lividus.
গোবরা ফিঙ্গ্যাটা (দেশজ) —একজাতীয় বৃক্ষ, elliacea.
গোবরিয়া-চাঁপা—plumiera acuminata.
গোমক—[সং গোডুম্বা; গবাক্ষী; চিত্রা] তরমুজের মত ফল-বৃক্ষ। খরমুজ দ্র°।
গোময়ছত্র, গোময়চ্ছাত্রিকা—কোঁড়ক-ছাতা। পর্যায়—দিলীর, শিলীধ্রক, উচ্ছিলীধ্র।
গোময়প্রিয়—গন্ধতৃড়।
গোময়োদ্ভব—আরগ্বধ; সোঁদালবৃক্ষ।
গোমরী—রামবেগুন।
গোমুতী—arenga s ccharifera.
গোমূত্রিকা—তৃণবিশেষ। পর্যায়—রক্ততৃণ; ক্ষেত্রজা; কৃষ্ণ-ভূমিজা।
গোয়ালেলতা — [সং গোধাপদী, গোধাবতী, হংসপাদী, গুহালিক; ও° তিন-আঙ্গুলিয়া] লতাবি°, vitis pedata, cissus p. এই লতার মূল কিংবা পত্রের সাদৃশ্য পক্ষে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন পাতা ত্রিদলবিশিষ্ট (হাঁসের মত)। কেহ বলেন পাতার মূল হাঁসের পায়ের মত লাল। পাতা হিসাবে তিন প্রকার—(১) বড় গোয়ালে। পাতা রোমশ ও পাতা ৭টি পর্ণ, (২) ছোট গোয়ালে—এক বৃন্তে ৩টি দল ও প্রত্যেক দলের পাশে ক্ষুদ্র ছেদ দেখা যায় ইহাকে তিন পাতী বলে ও (৩) ছয় আঙ্গুলে গোয়ালে। বৃন্তস্থিত ৩টি করিয়া পাতা থাকে। ইহাই প্রকৃত গোধাপদী। পর্যায়—সুবহা; গোধাঙ্ঘ্রি, ত্রিফলা, ত্রিপদী; মধুস্রবা, হংসপাদিকা, হংসাঙ্ঘ্রি; রক্তপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমণ্ডিকা, বিশ্বগ্রন্থি; কীটমারী, কর্ণাটী; তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, সুতপাদিকা, সঞ্চারিণী, পাদিকা; প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা, ধার্তরাষ্ট্র-পদী; গোধাপাদিকা; বলীদ্বিদলা, হংসবতী।
গোরক্ষকর্কটী—চিভিটা।
গোরক্ষ-চাউলা—[সং গোরক্ষ-তণ্ডুলা, নাগবলা] জবাদি-বর্গের ক্ষুপবি°, sida spinosa. পাতায় ৩টি

শিরা। বোঁটার কাছে ৩টি আব থাকে। পাতার নীচের পিঠ পাঁশুটে। ফুল ছোট শাদা। ফল পঞ্চকোষ। বেড়েলা গাছের মত কিন্তু তাহাতে ১০টি কোষ আছে।

গোরক্ষচাকুল্যা—uraria lagopodioides.

গোরক্ষজম্বু—১ গোধূম, ২ গোরক্ষচাকুলে, ৩ ঘোন্টাবৃক্ষ।

গোরক্ষতণ্ডুলা—নাগবলা, পর্যায় —গাঙ্গেরুকী, বাসা, হ্রস্ব-গবেধুকা খরবল্লিকা, বিশ্বদেবা।

গোরক্ষদুগ্ধা—অমৃতসঞ্জীবনীবৃক্ষ।

গোরক্ষী—[সং সুদণ্ডিকা, সর্পদন্তী] মালবদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুপ-বিং, solanum rubrum erythropyrenum.

গোরখা—বৃক্ষবিং।

গোরমা (দেশজ)—গন্ধখড়।

গোলকাঁকড়া—গোল কাঁকরোল, momordica cochi-chinensis.

গোলখয়রা—[ইং holly hock] গুলখীরা, althoea rosea.

গোলমলঙ্গা—cyperus rox.

গোলপাতা—তালাদিবর্গের ক্ষুপবিং, nipa fruticans. পাতায় সুন্দর ছাতা হয় ও ছাউনি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

গোলমরিচ—[সং মরিচ, উষণ, ধর্মপত্তন; হিং কালীমরিচ; মং গোকামরিচ; আং জালুক; কং মেনসু; তেং মরিয়া; তাং মিল গুভলী; ফাং ফিল্‌ফিল-ই-সিয়া; অং ফিলফিল অস্‌বদ্; ইং black pepper] তাম্বুলাদিবর্গের ভূলুণ্ঠিত লতাবি, piper nigrum. আসাম ও কোচবিহারে মরিচের লতা জন্মায় বটে, কিন্তু বাংলার মত ফলপ্রসূ নয়। ফলের নাম গোলমরিচ। চাষের জন্য ইহার লতার কলম করিয়া রোপণ করিতে হয়। ফাল্গুন মাসে জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া বর্ষাকালে জয়ন্তী বা অন্য কোন বড় গাছের মূলদেশে ইহার লতা বসাইতে হয়। শরৎকালে ফুল ফোটে। বসন্ত কালে ফল পাকে। পাকিলে লাল হয়, শুকালে কালো রং হয়। পর্যায়—বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষ্ণ, ধর্মপত্তন।

গোলমেথি—cyperus seminudas.

গোলমোহিনী (দেশজ)—একপ্রকার গাছ, deringia celosoides.

গোলশিঙ্গ্র (দেশজ)—quercus serrata.

গোলাপ, গোলাব—[ইং rose] পূর্বে বাংলাদেশে ছিল না। আজকাল প্রায় শতাধিক গোলাপ দৃষ্ট হয়। গোলাপ অত্যন্ত সুখী পুষ্পবৃক্ষ। সযত্নে পালন করিতে হয়। (১) বসরাই গোলাপ [ইং Bussorah rose] rosa centifolia. r. damascena. বসোরা গোলাপফুল বৎসরে একবার বসন্তকালে ফোটে। গাছ কন্টকপূর্ণ। শাদা ও লাল দুই রকমের ফুল হয়। (২) দেশী গোলাপ—সেঁয়তি, rosa moschata; ফুল শাদা রংয়ের—অল্প মৃগনাভির গন্ধ আছে।

গোলাব-জাম—[ইং rose apple] জাম দ্র°, eugenia jambosa,

গোলাস—শিলীন্ধ্র (?)।

গোলীঢ়—ঘণ্টাপারুলি।

গোলোমিকা—গোলোমী, শ্বেত দূর্বা। পশ্চিমে গোধুমা। পর্যায়—গোধুমী, গোজা, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, গোসম্ভবা, প্রস্তারিণী।

গোশীর্ষক—দ্রোণপুষ্পী বৃক্ষ।

গৌরজীরক—শাদা জিরে। জিরা দ্র° ॥ রাজনি ॥°

গৌর সর্ষপ—শাদা সর্ষে।

গৌরিল—শ্বেতসর্ষপ।

গৌরী—১ শ্বেতদূর্বা, ২ তুলসী, ৩ মল্লিকা, ৪ সুবর্ণ-কদলী, ৫ আকাল মাংসী।

গ্রন্থি দূর্বা—গাঁট দূর্বা।

গ্রন্থিপর্ণ—(হি° গঠিবন) গাঁঠিয়াল। কুকশিমা জাতীয়; নেপালে হয়। পর্যায়—শুক, বর্হিপুষ্প, স্থৌনেয়, কুক্কুরবহী, বর্হ, শুকবর্হ, কুশপুষ্প, গুল্মক, বিশীর্ণাখ্য, গ্রন্থিক স্থারামগুচ্ছ, শুকপুচ্ছ, শুকচ্ছদ, কাকপুষ্প।

গ্রন্থিপর্ণা—জতুকালতা।

গ্রন্থিফল—১ কপিত্থ, ২ মদনবৃক্ষ, ৩ শাকুরণ্ডবৃক্ষ।

গ্রন্থিমৎফল—লকুচবৃক্ষ, মান্দার।

গন্থিমান—হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া গাছ ॥ ভাবপ্র° ॥

গ্রন্থিমূলা—মালা দূর্বা।

গ্রন্থিল—১ পিঙ্গনী মূল, ২ আদা, ৩ বঁইচ, ৪ করীরবৃক্ষ, ৫ তণ্ডুলীয় শপক।

গ্রন্থিলা—১ ভদ্রমুস্তা, ২ মালা দূর্বা।

গ্রহনায়ক—অর্কবৃক্ষ।

গ্রহনাশ, নাশক—শাকবৃক্ষ।

গ্রহাপতি—অর্কবৃক্ষ।

গ্রহাক্ষয়—ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ।

গ্রামীণা—১ নীলীবৃক্ষ। পর্যায়—নীলী, নীলিনী, তূলী, কালদোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী, ২ পালংক্য শাক।

গ্রাম্যকন্দ—বন ওল।

গ্রাম্যকর্কটি—কুষ্মাণ্ড।

গ্রাম্যবল্লভা—পালংক্যশাক।

গ্রাবরোহক—অশ্বগন্ধাবৃক্ষ।

গ্রাহিনী—ক্ষুদ্র দুরালভা, ২ ক্ষীরুই।

গ্রাহিন—কপিত্থ।

গ্রাহিফল—কপিত্থবৃক্ষ।

গ্রীষ্মজা—নবমল্লিকা।

গ্রীষ্মধান্য—বোরোধান।

গ্রীষ্মপুষ্পী—করুণ পুষ্পবৃক্ষ।

গ্রীষ্মসুন্দর—গিমেশাক।

[ঘ]

ঘটপত্রী বা কলসপত্রী—[ইং pitcher plant] ইহার পাতা অনেকটা কলসীর মত। কোন পাতা এক গজ লম্বা, কোনটা বা ৪-৫ ইঞ্চি। রাজা নামে এক প্রকার ঘটপত্রীর পাতা ১১-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৫ ইঞ্চি চওড়া। ঘন সবুজবর্ণ বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। দীর্ঘ ফলকের ন্যায় পাতার দড়ির মত অগ্রভাগ থেকে ৪-৮ ইঞ্চি কলস ঝুলিতে থাকে। প্রতিটি কলসের মুখে একটি গোলাপী বা লাল আভাযুক্ত ঢাকনি। রংএর আকর্ষণে পতঙ্গেরা কলসের মুখে ঢুকিয়া পড়ে আর ঐসব কলসের মুখ পিচ্ছল—সেখানে থাকে অসংখ্যা সূক্ষ্ম নিম্নমুখী-রোম। ভিতরে ঢুকিলে আর বাহির হইতে পারে না—মৃত্যুমুখে পড়িয়া যায়। ছোট-ছোট পাখিও ইহাতে ধরা পড়ে। সেই হেতু ইহাকে পতঙ্গ-ভোজী বৃক্ষ বলে। আসামের জঙ্গলে, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো প্রভৃতি স্থানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘটালাবু—গোললাউ॥ রাজনি॰॥

ঘটিসেওড়া—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

ঘণ্টক—ক্ষুপবিশেষ।

ঘণ্টকর্ণ—ক্ষুপবিশেষ, ঘটকান।

ঘণ্টা—বৃক্ষবিশেষ, bignonia snaveoleus.

ঘন্টাপাটলি, ঘশ্টাপারুল—[হি॰ মোটা]

অরণ্যবৃক্ষ বিশেষ, bignonia snaveoleus, schrebra swietc niodes. ফুল হলদে রংয়ের,খয়ের রংয়ের আমেজ আছে। ফল প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা, ঘণ্টার মত। পর্যায়—গোমীঢ়্, ঝাটল, মোক্ষ, মুষ্কক, গোলিহ, ক্ষারদ্রু, কালোমুষ্কক, পাটলি, ঘণ্টাক, ঝটি, তীক্ষ্ন. কাষ্ঠপাটলি, কালাস্থলী, কাচস্থলী।
ঘণ্টাবীজ—জয়পালবৃক্ষ।
ঘন্টারবা, ঘন্টারবী ঝনঝন, স্থানবিশেষে ঝন্‌ঝনিয়া, শণপুষ্পী।
ঘন্টালিকা, ঘন্টালী—কোষাতকী, ঝিঙা।
ঘন্টিনীবীজ—জয়পালবৃক্ষ।
ঘন—মুথা, cyperus rotundus.
ঘনচ্ছদ—শিগ্রু।
ঘনজম্বান—ঘনসেয়ালা॥ ত্রিকাণ্ড॥
ঘনত্বচ্—শিগ্রু।
ঘনদ্রুম—বিকণ্টকবৃক্ষ।
ঘনপত্র—১ পুনর্নবা, ২ শিগ্রু।
ঘনপল্লব -সজনে।
ঘনফল—বিকণ্টকবৃক্ষ।
ঘনরস—মোরটবৃক্ষ।
ঘনবল্লিকা—অমৃতস্রবা লতা।
ঘনবাস—কুষ্মাণ্ড।
ঘনসার—বৃক্ষবিশেষ।
ঘনস্কন্দ—কোশাম্রবৃক্ষ।
ঘনস্বন—তণ্ডুলীয় শাক।
ঘনা—মাষপর্ণী। ঘনময়—খর্জুরবৃক্ষ।
ঘনামল—বাস্তুক শাক।
ঘর্ষণী—হরিদ্রা॥ ত্রিকাণ্ড॥
ঘলঘসা—[সং কলস দ্রোণপুষ্পী ; ও গাইস্র] ঘলঘসিয়া, হলঘসা; leucus linifolia. তুলস্যাদিবর্গের আরণ্য ক্ষুপবিশেষ। ফুলের আকার ডোঙার মত, রং শাদা। প্রকারভেদ—১ ছোট ঘলঘসা—l. aspera. ফুলের বহিরাবরণ মসৃণ। বৎসরে দুইবার ফোটে। বর্ষাকালে ও শীতকালে। ২ বড় ঘলঘসা—l. caphalopes. ফুলের বহিরাবরণ রোঁয়াযুক্ত।
ঘণ্টিক—ধুস্তুর।
ঘাস [ইং grass]—[সং যবস, জবাস, যবাস] দূর্বাদিতৃণ। চীনে ঘাস—জাপান ও সিংহলের সমুদ্রজাত শৈবালবিশেষ, gelidium, gracilaria.
ঘাসকচু—typponium flagellifrome.
ঘিকুমারী -ঘৃতকুমারী দ্রঃ।
ঘিতরই—একরকম ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

ঘিনাটিনাটি—amorantus tennifolius.
ঘিনালিতা পাট (দেশজ)—corchorus capentaris
ঘিরপুরুণ্যা (দেশজ)—একপ্রকার গাছ, luffa pentanda.
ঘুণপ্রিয়া—উদুম্বরবৃক্ষ।
ঘুলণ্ড—ধানবিশেষ, গড়গড়ে ধান।
ঘুকাবাস—শেওড়া গাছ।
ঘৃণাবাস—কুষ্মাণ্ড।
ঘৃতকরঞ্জ—ঘিয়াকরমচা। পর্যায়—প্রকীর্য, ঘৃতপর্ণক, স্নিগ্ধপত্র, তেজগী, বিষারি, স্নিগ্ধশাক, বিরোচন।
ঘৃতকুমারিকা—ঘৃতকুমারী দ্র°।
ঘৃতকুমারী—[অজরা, গৃহকন্যা, কুমারী, সুকণ্টকা ; হি° ঘিউকুমারী, বনভস্তকী, কুঠবেপাট ; কো° ঘিত্বকঞ্চন; ম° কোরকড, কোরফাল্টা; ক° লোয়িমর; তে° পিন্নগোরিকণ্টলবন্দ ; ফা° দরখতোসিন ; অ° মুসবর; ইং Indian aloe] রজনী গন্ধাদিবর্গের শাকবিশেষ, aloe indica, a. perfolicata, a. vern, a. chineusis, agave p., পাতা মোটা দুই পাশে কাঁটা আছে ও মধ্যে পীচ্ছল রসযুক্ত। ঘৃতকুমারীর রস হইতে 'মুসব্বর' হয়। মুসব্বর চারি প্রকার—(১) সক্রোটাইন, (২) আরবিক, (৩) জাফিরাবাদ, (৪) মহীশূর।
ঘৃতকুমারীপর্ণক, ঘৃতকুমারীপুর্ণক—ঘৃতকরঞ্জ দ্র°।
ঘৃতকুমারীমর্ডনিকা—হংসপদীবৃক্ষ।
ঘৃতকুমারীমণ্ডা—বায়সোলী বৃক্ষ, মাকড়া হাতা।
ঘৃতাচীগর্ভসম্ভবা—বড় এলাচী।
ঘৃষ্টি—চামর আলু।
ঘৃষ্টিলা—চাকুনিয়া।
ঘেঁচু—[স° ঘেণ্ডুলিকা] কচ্বাদিবর্গের শাকবিশেষ, spathium chinense, typhonium trilobatum. বনে ঝোপে ঘাসের মধ্যে জন্মায়।
ঘেঁটু—[স° ঘণ্টাকর্ণ] ভাট দ্র°।
ঘোটিকা—১ বৃক্ষবি°। পর্যায়—কর্কটি, তুরঙ্গী, চতুরঙ্গ, ২ লোনী শাক।
ঘোড়াকরণ—বড় গাছ, ailanthus excelsa.
ঘোড়াকাতরা—[স° অশ্বকাতরা ; হি° ঘোড়েকাথর] গাছবি°।
ঘোড়ানিম—(দেশজ)—melia azadirachta.
ঘোড়া মুগ—phaseolus sublobatus.

ঘোণ্টা—১ ঘোয়াকুল। পর্যায়—বদর, গোপঘণ্টা, শৃগাল, কোলি, কপিকোলি, হস্তিকোলি, বদরীচ্ছদা, কর্কন্ধু, ২ পুগবৃক্ষ।
ঘোরা—দেবতাড়ী লতা, ঘোষালতা।
ঘোলমন্থনী—ঘোলমৌনী গাছ।
ঘোলমর্দিনী—অপামার্গাদিবর্গের ক্ষুপ-বিশেষ। deeringia indica. deeringa celosioides. গাছে জড়াইয়া ওঠে। ফুল ছোট, ফলও ছোট, শাঁসযুক্ত, গোলাকার।
ঘোলি, ঘোলিকা, ঘোলী—এক প্রকার পত্র শাক।
ঘোষ—কোশাতকী দ্র°।
ঘোষক—ঘোষলতা।
ঘোষকাকৃতি—১ শ্বেত কোষাতকী লতা, ১ মাকাল।
ঘোষলতা—[স° দেবদালি, কোষাতকী. ঘোষক] একপ্রকার ঝিঙা গাছ, luffa bindal. চারা গাছ। ইহার প্রত্যেক অংশ পাতা, ফল, ডাটা তিক্ত।
ঘোষা—১ মৌরী, ২ শতপুষ্পা, ৩ কোষাতকী, ৪ কাঁকড়াশৃঙ্গী (?)।

[চ]

চই, চঞি, চবিকা—[স° বল্লী, কুটলমস্তক, চবী ; হি° চব্য ; ম° মিরবেলীচেঁ মুঠ্ঠ, চবঠ্ঠ ; ও° চবক ; ক° চব্য ; তৈ° সেবামু, চৈকার্ন ; আ° জাতিচঞি ; বড় চঞি] চঞি, piper chabe. তাম্বুলাদিবর্গের বৃক্ষাশ্রয়ী বল্লী, লতাবিশেষ। ফল পিপুলের মত। ফরিদপুর, খুলনা জেলায়, যশোহর ও কোচবিহারে প্রচুর জন্মে। চবিকার ফলের নাম গজপিপলী বা গজপিপুল, sciudapsus officinalis. ইহা কচুআদিবর্গের। পর্যায়—চব্যফলা, চব্যজা, ছিদ্র-বৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থী, বতুর্লী, স্থূলবৈদেহী। কোচবিহারে লোকে চঞের ডাঁটার রস ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে ও কন্দবৎ মোটা চবিকামূল ভাতে দিয়া খায়।
চক্রকুল্যা—চিত্রপর্ণী, চাকুলে।
চক্রপরিব্যধ—আরগ্বধ, সোঁদাল।
চক্রপর্ণী—চাকুলে।
চক্রমর্দ—[স° দদ্রুঘ্ন ; মেষাক্ষিকুসুম, শকুনাশন, দৃঢ়বীজ, খর্জুঘ্ন ;

কো° বড় হেলেঞ্চা ; আসা° মেদেলুয়া ; হি° চকবড়। পবাড়, পমাড় ; ম° টাংকাঠ্ঠা, তরোটা ; ও° কুবাধিয়ো ; ক° চগবে ; তে° তাংট্যমু ; ফা° সংজীম্বোয়া]

চাকুন্দে, চাকুন্দিয়া, cassia alata, c. foetida. অনেকে কাসমর্দ ভ্রমে চক্রমর্দ এবং চক্রমর্দ ভ্রমে কাসমর্দ বর্ণনা করিয়াছেন। কাসমর্দের কাণ্ড মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চেয়ে মোটা হয় না, ফুল ছোট। শিম্বি ছোট; সরু। অধিকন্তু চক্রমর্দের কাণ্ড মানুষের জঙ্ঘ্যাতুল্য মোটা হয়। ফলও বড়; শিম্বি চ্যাপ্টা। চক্রমর্দের ভাদ্র-আশ্বিনে ফুল হয়। ফুল পীতবর্ণ। চাকুন্দে দ্র°।

চক্রগুচ্ছ—অশোকবৃক্ষ।

চক্রদন্তী—১ দন্তীবৃক্ষ, ২ জয়পালবৃক্ষ।

চক্রলক্ষণা—গুলঞ্চ।

চক্রশ্রেণী—অজশৃঙ্গীবৃক্ষ।

চক্রা—১ নাগরমুস্তা, ২ কর্কটশৃঙ্গী।

চক্রাঙ্কিতা—বৃক্ষবি°।

চক্রাঙ্গা—১ সুদর্শন লতা; ২ কর্কটশৃঙ্গী।

চক্রাঙ্গী—১ হিঞ্চা; ২ বৃষপর্ণী, ৩ কর্কটশৃঙ্গী।

চক্রাধিবাসিন—নারঙ্গা লেবু।

চক্রাসী—swietenia chikrassa.

চক্রিণ—চক্রমর্দ।

চঙ্কি (দেশজ)—পানিফলাজাতীয় জলজ লতাবি°।

চক্ষুষ্যা—১ কুলত্থ কলাই, ২ অজশৃঙ্গী, ৩ বনকুলত্থিকা

চক্ষুর্বর্হন—মেষশৃঙ্গীবৃক্ষ।

চক্ষুষ্য—১ কেতকবৃক্ষ, ২ পুণ্ডরীক বৃক্ষ, ৩ শোভাঞ্জনবৃক্ষ।

চচেণ্ডলা, চচেণ্ডা—পটোল লতার মত লতা, চলিত কথায় চিচিড়া বা চিচিঙ্গে। পর্যায়—বেশ্মকুল; শ্বেতরাজী, বৃহৎফল।

চঞ্চু—১ এরণ্ডবৃক্ষ, ২ রাঙা ভেরেণ্ডা, ৩ পত্রশাকবি° [হি° চেবুলা]। পর্যায়—বিজলা, কলভী, চীরপত্রিকা, চঞ্চুর, চঞ্চুপত্র, সুশাক, ক্ষেত্রসম্ভব।

চঞ্চুপত্র— চঞ্চুশাক।

চঞ্চুর—চঞ্চুশাক।

চটকা—Bauhinia acuminata.

চটাফল—নারিকেল।

চণ, চণক—ছোলা, cicer arietinum. পর্যায়—হরিমন্থক, হরিমন্থজ, চণ, হরিমন্থসুগন্ধ, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভোজ্য, রাজিভক্ষ্যকঞ্চুকী।

চণকা—অতসী; linum usitatissimum.

চণদ্রুম—ক্ষুদ্রগোক্ষুর।

চণপত্রী—রদন্তবৃক্ষ।

চণিকা—তৃণ-বি°। পর্যায়—গোদুগ্ধা, সুনীলা, ক্ষেত্রজা, হিমা।

চণীদ্রুম—ক্ষুদ্রগোক্ষুর।

চণ্ড—তিন্তিড়ীবৃক্ষ।

চণ্ডা—তৃণবি°। ১ শতপুষ্পী, ২ লিঙ্গিনীলতা, ২ কপিকচ্ছু, ৪ শ্বেতদূর্বা, ৫ ইন্দুরকানি।

চণ্ডালকন্দ—কন্দবি°।

চণ্ডীকুসুম—রক্তকরবীবৃক্ষ।

চতুঃপর্ণী—আমরুল।

চতুঃপুণ্ড্র—ভিণ্ডীতকবৃক্ষ।

চতুঃফলা—নাগবলা।

চতুঃরঙ্গুল—সোন্ধাল।

চতুরঙ্গুলা—শিউলী।

চতুরম্ল—১ অম্লবেতস, ২ বৃক্ষাম্ল, ৩ বৃহৎজম্বীর, ৪ কাগজিলেবু।

চতুর্জাতক—১ দারচিনি, ২ এলাচি, ৩ তেজপাতা, ৪ নাগকেশর।

চতুর্বীজ—১ মেথি, ২ চন্দ্রপুর (হালিম), ৩ কালোজিরে; ৪ যমানী।

চতুষ্পত্রী—১ সুষনিশাক, ২ ক্ষুদ্র পাষাণভেদী লতা।

চতুষ্পর্ণী—সুষনিশাক।

চত্বাল—কুশ (?)।

চনা—[ই° chickpea] বুট, চনক. cicer arietinum

চনাশিম—সিমবি°।

চন্দন—১ শ্বেতচন্দন। [স° শ্রীখণ্ড, ভদ্রশ্রী, গন্ধরাজ, সর্পাবাসম্, গন্ধসারম্; মলয়জম; হি° চন্দন; ক° গন্ধ; গুজ° সুখড়; ফা° সন্দল্ সফেদ্; অ° সন্দলে অবীয়দ্; দ্রাবি° ম°, তে° চন্দন; ইং sandel wood] ছোট আরণ্য তরুবি, santalum album. চন্দনবৃক্ষ নানাপ্রকার গাছের শিকড়ে প্রথম জন্মায়। ২ রক্তচন্দন [স° তিল-তর্পণম্, প্রবালফলম্, রক্তসারম্; তাম্রসারম্, ক্ষুচন্দনম্, পত্তঙ্গ; হি° লালচন্দন; ম° রক্তচন্দন; ও° রতাঞ্জলী; ক° রক্তচন্দন; তৈ° এরগন্ধপুচেক; তা° সেনুশান্তনম্; ফা° সন্দলেসুর্খ; অ° সন্দলে অহমর; ইং red sandel wood] লালচন্দন, pterocarpus santalinus. শিম্বাদিবর্গের নাতিদীর্ঘ তরুবি°। দক্ষিণ ভারতে জন্মে। ৪ কালীয়ক—[স° নারায়ণপ্রিয়, পীতকাষ্ঠ, ৫ বর্বরক [স° শ্বেত,

নির্গন্ধ]। পর্যায়—গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রশ্রী, শ্রীখণ্ড, মহার্হ, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মাঙ্গল্য, মলয়োদ্ভব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, ভোগিবল্লভ, পাবন, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, ইন্দ্রদ্যুতি, ভদ্রশ্রিয়, হিত, হিম, পটীর, বর্ণক, ভদ্রাশ্রয়, সেব্য, রৌহিণ, যাম্য, পীতসার। চন্দন বহুশাখ বৃক্ষ। মহীশূর রাজ্যে প্রচুর জন্মে। গাছের ছালে লম্বা বিদারণ দৃষ্ট হয়। ফুল ছোট, বহুপরিমাণে হয়। প্রথমে ফিকে পীত, পরে ঘোর বেগুনে রং হয়। ফল গোল মসৃণ, পাকিলে কালো রং। এক মন চন্দন কাঠ হইতে তিন ছটাক তৈল বাহির হয়। চন্দন তেল ও চুয়া একই জিনিস তবে প্রক্রিয়াভেদ। উড়িষ্যায় চুয়া পানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

চন্দনপুষ্প—লবঙ্গ।

চন্দনমূলী—urtica tuberosa.

চন্দনবতুয়া (দেশজ)—একপ্রকার শাক।

চন্দনবতু—chenopodium album.

চন্দনশারিবা—শারিবাবি°।

চন্দনহিরান (দেশজ)—লতাবি°।

চন্দনা—শারিবাবি°।

চন্দরস—[ইং sandarac] শালা দবর্গের উচ্চ সরলবৃক্ষ বি°, vateria indica. দক্ষিণ ভারতে জন্মে।

চন্দ্রক—শিগ্রুবীজ।

চন্দ্রপর্ণী—প্রসারণী, গন্ধভেদালী।

চন্দ্রপুষ্পা—১ [হিং শ্বেতরেঙ্গনী] শ্বেতকন্টকারী, ২ শ্বেতপ্রভা; বাকুচী, সোমরাল।

চন্দ্রপ্রভা—বাকুচী।

চন্দ্রবল্লরী—১ সোমলতা, ২ কেহ কেহ ব্রাহ্মীশাককে বলে।

চন্দ্রবল্লী—১ সোমলতা, ২ মাধবীলতা; ৩ প্রসারণী।

চন্দ্রবালা—বড় এলাচি।

চন্দ্রভা—শ্বেতকণ্টকারী।

চন্দ্রমল্লিকা—[ফা° গুল দাউদী] সোমরাজ্যাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষবি°, pyrethum indicum, chrysanthemum indicum. চীন ও জাপান হইতে আনীত। ফুলের রং হলদে।

চন্দ্রমল্লী—লতাবি°। অষ্টাপদী (?)।

চন্দ্রমূলা—kaiupfera galanga।

চন্দ্ররেখা—বাকুচীলতা, চলিত কথায় সোমরাল।

চন্দ্রলেখা—বাকুচী।

চন্দ্রশূর—হালিম ফল। চাঁদশূর গাছ॥ ভাবপ্র° ॥

চন্দ্রসম্ভবা—ছোট এলাচি।

চন্দ্রসুরস—বৃক্ষবি°। vitex negundo.

চন্দ্রহাসা—গুড়ুচী।

চন্দ্রা—[স° চন্দ্রিকা, সর্পগন্ধা; বো'ম্বে—চন্দ্রা; হি° ছোট চাঁদ; বিহার-, ও° ধান-মবনা বা ধান-বরুয়া; তা° কোভনমিলপরি; তে° পটলগন্ধী] তগরাদিবর্গের ছোট বৃক্ষবি°, ophioxylon serpentinum, rawolfia s. ১ এলাচি। ২ গুড়ুচী। ফুল সাদা রংয়ের। বাহির দিকে রং লাল। ফলের রং কালো। প্রতি গাঁইটে ৩।৪ পাতা বলয়াকারে থাকে। রোমহীন। হিমালয় ও ভারতে বহুস্থানে জন্মায়।

চন্দ্রস্পদা—কর্কটশৃঙ্গী।

চন্দ্রিকাম্বুজ—শ্বেত পদ্ম।

চন্দ্রিল—বাস্তুকশাক।

চন্দ্রেষ্টা—উৎপালনী, নালের গাছ।

চমরিকা—কোবিদারবৃক্ষ।

চম্প—১ কোবিদারবৃক্ষ, ২ চাঁপা ফুল।

চম্পক—[স° হেমপুষ্পক,] চাঁপা; michelia champaca. গাছ, পাতা ও ফুল দেখিতে সুন্দর, কিন্তু গন্ধ উগ্র। এক ফুল থেকে অনেক ফুল হয়। চাঁপা গাছ বহু প্রকারের (১) বনচম্পক—অরণ্যজাত বৃক্ষ। (২) কনকচাঁপা [স° কর্ণিকার, দ্রুমোৎপল, পরিব্যাধ] গাছ খুব বড় হয়, pterospernum acerifolium. পাতা বড়, চওড়া ও গোলাকার। পাতার ডাঁটা পাতার মাঝে বিদ্ধ। ফুলও বড় উগ্রগন্ধযুক্ত। (৩) কাঁঠালী চাঁপা—আতাদিবর্গের লতানে ছোট গাছ; artabotrys odoratissismus. পাতা মনোহর। ফুলে কাঁঠালগন্ধ, হলদে রংয়ের ঈষৎ আমেজযুক্ত। ত্রিদল। এক ফুল হইতে অনেক ফুল জন্মে। বোঁটার গোড়ায় অঙ্কুশ আছে। (৪) গোবরিয়া চাঁপা। (৫) জহুরিচাঁপা—ছোট বৃক্ষ, magnolia. সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ বহুদূর বিস্তৃত। (৬) দুলালচাঁপা—hedychium coronarium. ফুল সাদা। শীতকালে পাতা ঝরিয়া যায়। (৭) দুলিচাঁপা—magnolia pterocarpa. চট্টগ্রামে জন্মায়। ফুল বড় বড় ও সাদা রংয়ের। (৮)

ভুঁইচাঁপা—[সং ভূমিচম্পক ; হিং মুখজালী] কীটমার, koempferia rotunda. গ্রীষ্মকালে ও কোন কোন স্থানে শীতকালে ফুল ফোটে। জলভূমিতে ঘাসের মাঝে জন্মায়। পাতা খয়রা বর্ণ; ক্ষুদ্র, তাহাতে আঠাল লোম আছে। পর্যায় – স্বর্ণপুষ্প, চাম্পেয়, শীতলচ্ছদ, সুভগ, ভৃঙ্গমহী, ভ্রমরাতিথি, সুরভি, দীপপুষ্প, হেমপুষ্প, পীতপুষ্প, হেমাহ্ব, সুকুমার, বনদীপ, স্থিরগন্ধ।

চম্পকরম্ভা—চাঁপাকলা।

চম্পককালু—কাঁঠালি।

চম্পককোষ—কাঁঠাল।

চম্পালু—কাঁঠাল।

চম্বেলি—চামেলী।

চরঙ্গী—[হিং ভরঙ্গী, তিথাই] ছোট বৃক্ষ, picrasma quassiodes হিমালয় প্রদেশে জন্মায়। তিক্ত। গাছের কাঠ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

চর্কির্ণ—চাকুন্দে গাছ।

চর্চরীক—শাকবিং।

চর্ভট—কাঁকুড়।

চর্মকরি—মাংসরোহিণী লতা।

চর্মকশা, চর্মকষা, চর্মকসা—১ সপ্তলা লতা, ২ মাংসরোহিণী লতা।

চর্মবৃক্ষ চর্মতুল্য বল্কল প্রধান বৃক্ষ, ভূর্জবৃক্ষ ॥ হরিবং ॥

চর্মরঙ্গা—[কোঙ্কনদেশে—ভগবতবল্লী] আবর্তকী লতা।

চর্মরী—এক প্রকার বিষলতা। ফলে বিষ আছে।

চর্মসম্ভবা—এলাচি।

চর্মিন—ভূর্জবৃক্ষ।

চলদল—অশ্বত্থবৃক্ষ।

চলপত্র—অশ্বত্থ-বৃক্ষ।

চলসু—[ইং wood-sorrel] বৃক্ষবিং।

চবি, চবিক, চবিকা, চবী—চই, piper longum.

চব্য, চব্যক—চই।

চব্যজা, চব্যকল—গজপিপুল।

চব্যা—চই।

চাঁপা—[সং চম্পক] চম্পক দ্রং।

চাঁপাকলা – কলা দ্রং।

চাঁপানটি, চাঁপানটে—[সং মেঘনাদ, তণ্ডুলীয়, তন্দুলীয়, অল্পমারীষ, বহুবীর্য ; হিং চৌলাইকা শাক ; তেং মোলাকুরা ; মং তান্দুলিজা ; কিরুকুশালে ; তাং মুল্লুকিরই ; দ্রাবিং কাভেমাট; ফাং সুপেজমর্জ ; অং বুকলেয়মানিয়] চাঁপানটে, ক্ষুদে নটে, amarantus

polygamus. চাঁপানটের ক্ষুপ প্রায় ভূলুণ্ঠিত থাকে। চাঁপানটে দুই প্রকার—(১) শ্বেতচাঁপানটে; (২) রক্তচাঁপানটে। নটিয়া দ্র°।

চাঁপা মুচকুন্দ—চাঁপা দ্র°।

চা—[ফা° চায়; ইং tea plant] ছোট গাছবি°, camellia theifera. ভারতে আসাম প্রদেশে, চীন, জাপান, আমেরিকা ও হল্যাণ্ডে জন্মায়। ইহার পাতা গরম জলে ভাপাইয়া সেই জল খায়। সাধারণত দুই প্রকার—(১) কালো চা; (২) সবুজ চা। কালো চা—(ক) কনগু, (খ) সুচঙ্, (গ) পিকো, (ঘ) কেপার। সবুজ চা—(ক) হাইসন, (খ) স্কিন্, (গ) ইয়ং হাইসন, (ঘ) টোয়ানকি, (ঙ) ইম্পিরিয়েল, (চ) গান পাউডার।

চাকদানা—এক প্রকার ঔষধের গাছ।

চাকন্দা—[স° চক্রমদা, অম্বুপ, দদ্রুঘ্ন, দাদমর্দন; হি° চাকুন্দা; বড় হেলেঞ্চা; ও° চাকুদা] দাদমারি, চাকন্দে, cassia alata, c. tara (dittura), c. foetida কাঞ্চনাদিবর্গের ছোট অরণ্য গাছ। কাশন্দার মত গাছ, দুর্গন্ধ।

চাকুন্দা—চাকন্দা দ্র°।

চাকুন্দে, চাকুরীয়া—চক্রমর্দ দ্র°।

চাকুলিয়া গাছ—[স° অঙ্ঘ্রি-পর্ণিকা, চিত্রপর্ণী, hedysarum lagopodiodes.

চাকুল্যা—[স° চক্রকুল্যা, চক্রপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী; হি° পেটবাষ; vraria logopoides, hemiontes cordifolia. শিম্বাদিবর্গের ছোট অরণ্য লতানে গাছ। পাতা রোঁয়াপূর্ণ। ফুল লাল, লতাইয়া যাইবার সময় গাঁঠে শিকড় হয়।

চাক্রিকা—একপ্রকার পুষ্প।

চাথাস্ত্রী (দেশজ)—স্থানবিশেষে কমলালেবুর নাম।

চাঙ্গেরী—[স° অম্লবাস্তুক] আমরুল॥ ভাবপ্র° রাজব°॥

চাণক্যমূলক—চণকমূলী। নামান্তর বালেয়, বিষ্ণুগুপ্তক, স্থূলমূল, মহাকন্দ, কৌটিল্য, মরুসম্ভব, শালাক, কটুক, মিত্র॥ রাজনি°॥

চান্দর—একজাতীয় ক্ষুপ, ophioxylon serpentenum ‖ Rox ‖. সচরাচর দুইটি গাছ এক স্থানে জন্মে। এই জন্য দুইটি মূল জড়ানো ভাবে থাকে। গাছ প্রায় এক হাতের বেশি উঁচু হয় না। ব্রহ্মযষ্টির পাতার মত পাতা, কিন্তু

আকারে ছোট। ফুল গুচ্ছাকারে হয়। ফুলের রঙ ঈষৎ বেগুনে। ফল ফলসার মত, পাকিলে কালো হয়। এই গাছের মূল উন্মাদের ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হয় ॥ সা-প-প° ১৩১০ ॥

চালতা—অম্লরসবিশিষ্ট ফলবি°।

চিচিণ্ড—চিচিঙ্গা।

চিতা—ওষধিবৃক্ষ।

চিত্রপর্ণীবৃক্ষ—চাকুলিয়া গাছ।

চিত্রা—১ মূষিকপর্ণী, cucumio madraspstamus. ২ দন্তীবৃক্ষ, ৩ মূগের্বারু, ৪ গণ্ডদূর্বা, ৫ ইঁদুরকানি।

চিত্রাক্ষুপ—দ্রোণপুষ্পী।

চিত্রাঙ্গ—রাংচিতা, চিত্রক, চিতা।

চিত্রাবহর (দেশজ)—বৃক্ষবিশেষ।

চিত্রিকা—চিত্রা দ্র°।

চিত্রা—এক প্রকার অশ্বত্থের নাম বিশেষ।

চিনঘাস, চীন, চীনা—তৃণবিশেষ [ইং millet] পাতা চওড়া, লোমশ, শীষ বহু বিভক্ত, পাকিলে বাঁকিয়া পড়ে, panicum maliacum. চীনা দ্র°।

চিনি কামরাঙ্গা (দেশজ)—কামরাঙ্গা বিশেষ। ফল কামরাঙ্গার আকারের অর্ধেক, তত অম্ল নয়, পাকা অবস্থায়ও সবুজ থাকে।

চিংড়ী—তেঁতুল গাছ।

চিন্না—চিনে ধান।

চিমি, চিমিক—পাটশাক।

চিরজীবক—জীবকবৃক্ষ।

চিরজীবিন্, চিরঞ্জীবন্—১ জীবকবৃক্ষ ২ শাল্মলিবৃক্ষ।

চিরাঞ্জ (হি°)—পিয়ালগাছের ফল, buchania latifolia.

চিরতা, চিরেতা—[স° কিরাতক, কিরাততিক্ত, চিরতিক্ত ; তে° নেলাভেরূম ; শাকবি°, swertia chirata, agathotes cherayta, অতি তিক্ত, হিমাচল প্রদেশে জন্মে। ভারতে ৩৭ প্রকার চিরতা দৃষ্ট হয় ; আছে ১৮০ প্রকার। কয়েকটি প্রকারভেদ—(১) ছোট চিরতা—adenema hyssopifolia. দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায়, (২) চিরতা—gentian chirata, (৩) বেগুনী চিরতা (কুবড়ী)—exacum tetragona, (৪) পাহাড়ী চিরতা—ophelia angustifolia. পর্যায়—ভূনিম্ব, রামসেবক। এই গাছ ভুটান ও খাসিয়া পাহাড়ে প্রচুর জন্মে।

চিরপত্রিকা—কপিশমপর্ণী বৃক্ষ।

চিরপাকিন—কদ্‌বেল গাছ।
চিরপুষ্প—বকুলগাছ।
চিরবিল্ব, চিরবিল্বক, চিরিবিল্ব—
করমচা; dalbergia arborea.
চিরবীর্য—লালভেরাণ্ডা।
চিরাটিকা—১ শ্বেতপুনর্নবা, ২ বটিকালতা পাতাড়ী, ৩ কিরাতক চিরতা।
চিরমির—গাছড়াভেদ।
চিকর্ণী—সুপারী।
চির্ভিটা—১ কাঁকুড়, ২ গোমুক ফল। পর্যায়—সুচিত্রা, চিত্রফলা, ক্ষেত্র-চির্ভিটা, পাণ্ডুফলা, পথ্যা, রোচন-ফলা, চিভির্টিকা, কর্কচির্ভিটা।
চিলপুত—বৃক্ষভেদ।
চিলমুরি—বৃক্ষভেদ।
চিনিয়াটন্দী (দেশজ)—বৃক্ষবি°।
চিল্লী—১ লোধ্রবৃক্ষ, ২ বাস্তুক শাক।
চিবিল্লীকা—ক্ষুদ্র ক্ষুপবি°। পর্যায়—রক্তদলা, ক্ষুদ্রঘোলা, মধুমাল-পত্রিকা।
চিবুক—মুচুকুন্দবৃক্ষ।
চীচীরিয়া—গুল্মবি°।
চীনক—ধান্যবি°। ॥ রাজব°॥ পর্যায়-কাককঙ্গু।
চীনরাজপুত্র—ন্যাসপাতি গাছ।
চীনা—ধান্যবি°। শ্যামাধানের মত ক্ষুদ্র ধান। বিহার ও বোম্বাই প্রদেশে জন্মে। পাতা রোয়াযুক্ত বড়।
চীনানারাংগী—বৃক্ষবি°, triphasia aurantiola.
চীনাবাদাম—আটকে-কলাই দ্র°।
চীনামলক—পানি-আমলা। আমলকী দ্র°।
চীনী—কদলীবি°।
চীরপত্রিকা—চঞ্চুশাক।
চীরপর্ণ—শালবৃক্ষ।
চীরুক—চেঁউফল॥ রাজব°॥
চীর্ণপর্ণ—১ নিমগাছ, ২খেজুর গাছ।
চুঁচমুড়মড়ি—Isolepis squarrosa.
চুঁচা—[ইং country sorrel] cyperus compresas.
চুআ (দেশজ)—১ ক্ষুদ্র গাছবি°, ২ ঔষধিলতাবি°।
চুকপালঙ্, চুকাপালংগ, চুকপালং—চুক্র দ্র°।
চুক্র—[স° চুকপালংগ, অম্লবেতস ; হি° চুকা, চুকাকা শাক ; ম° আম্বটচুকা, লঘুবথোর ; ও° চুকাঘাটীভাজী ; ফা° তুর্শক ; ক° হুলিচকোত ; অ° হুমার চুক্‌লে হামেজা ; ইং sorral] শাকবি°, অম্লশাক বি°॥ রাজনি°, ভাবপ্র°॥ পর্যায়—

থৈকল, মেস্ত, আমরুল, শতবেধী, অম্লবেধী, রসাম্ল, বেতসাম্ল, বেধক, ভীম, ভেদন, রাজাম্ল, অম্লভেদন, অম্লাংকুশ, রক্তসার, ফলাম্ল, অম্লনায়ক, সহস্রবেধী, বীরাম্ল, গুল্মকেতু, বরাভিধা, শঙ্খদ্রাবী, মাংসদ্রাবী, বরাঙ্গী, দলাম্ল, শুক্তা ॥ প্রবোধ° ওয়াট° ॥ rumex vesicarius.

চুক্রক—চুকাপালং।

চুক্রফল—বৃক্ষাম্ল।

চুক্রবাস্তক—চুকাপালং।

চুক্রা—আমরুল, ২ তিন্তিড়ী।

চুক্রাবাস্তকী—আমরুল।

চুচু—সুষুনী-শাক।

চুচ্চ—শাকবি°, ঘাসবি°।

চুনখড়কী (দেশজ)—apluda aristata.

চুপাড়-আলু—আলুবি°, dioscorea globosa. আলু দ্র°।

চূড়াল—১ উচ্চটা তৃণ, নির্বিষী-ঘাস, ২ শ্বেতগুঞ্জা, ৩ নাগরমুথা।

চূত, চূতক—আম্রবৃক্ষ।

চূয়া—বৃক্ষবি°। বাঙলায় ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পর্বতীয় স্থানে জন্মে।

চূর্ণক—যষ্ঠিক, শালিধান্যবি°।

চূর্ণশাকাঙ্ক—চিত্রকূট গিরি প্রসিদ্ধ এক প্রকার শাক। ইহার অপর নাম গৌরসুবর্ণ ॥ রাজনি° ॥

চেঁচকা—limnochloa plantaginea.

চেঁচুয়া, চেঁচুক (দেশজ)—ঘাসবি°।

চেতনকী—হরিতকী ॥ রাজনি° ॥

চেলান লতাবি°। পর্যায়— অল্প-প্রমাণক, চিত্রফল, সুখাস, রাজ-তিনিশ, লতাপনস, নাটাম্র, মেট।

চেনাট পিপ্পল—stillingia sebifera.

চেলুনটিয়া (দেশজ) - ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°।

চৈত্য—১ উদ্দেশবৃক্ষ। পর্যায়— দেবতরু, দেবাবাস, করিভ, কুঞ্জর। ২ বিল্ববৃক্ষ।

চৈত্যতরু, চৈত্যদ্রু, চৈত্যদ্রুম— অশ্বত্থবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ।

চোঁই (দেশজ)—চইগাছ।

চোঁচড়া (দেশজ)—ঘাসবি°।

চোচ—১ দারুচিনি, ২ তেজপাতা, ৩ তালফল, ৪ কদলীফল, ৫ নারিকেল।

চোড়া—মহাশ্রাবণিক, বড়থুলকুড়ী।

চোতক—দারুচিনি।

চোপচিনি, চোপচীনী—চীনের ক্ষুপ-বি°, smilax china.

চোরক—পূক্কা শাক, পিড়িঙ্গ শাক।

চোরকাঁটা—[সং চোরক, চোরপুষ্পী] ধান্যাদিবর্গের তৃণবিং, chrysopogon acicularis, andropogon aciculatus. ডাঁটা সোজা তাতে ফুল হয়।

চোরপুষ্পিকা—চোরপুষ্পী।

চোরপুষ্পী—[হিং শঙ্খহুলী বা বোলা] শঙ্খিনী, চোরহুলী বা হোটাহুলী। ফুল শাঁখের মত। পর্যায়—শঙ্খিনী; কেশিনী, চোরপুষ্পিকা, অধঃপুষ্পী, মঙ্গল্যা; অমরপুষ্পী, রাবতী; হেটলী।

চোরা—চোরপুষ্পী।

চোলন—নল, খাগড়া।

চোস্ক—সোঁদাল।

চ্যুত—আমবৃক্ষ, আম।

[ছ]

ছটাফল—সুপারি গাছ।

ছত্রক—বেঙের ছাতা দ্রং।

ছত্রপত্র—ছত্রাকার পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ, ১ স্থল-পদ্ম, ২ ভূর্জপত্র বৃক্ষ, ৩ মানকচু, ৪ ছাতিম গাছ।

ছত্রপুষ্প, ছত্রপুষ্পক—তিলফুল গাছ।

ছত্রবৃক্ষ—মুচুকুন্দ ফুলের গাছ।

ছত্রা—১ মৌরী, ২ শলুফা, শল্‌ফা; ৩ ধনে, ৪ মঞ্জিষ্ঠা, ৫ কোঁড়ক ছাতা; ৬ কাশ্মীর দেশজাত ধনের ন্যায় গাছ।

ছত্রাক—জাল-বর্বুরক-বৃক্ষ। বেঙের ছাতা দ্রং।

ছত্রাকী—রাস্না।

ছত্রাতিচ্ছত্র—ছত্রাকার জলজাত সুগন্ধি তৃণভেদ। পর্যায়—পালঘ্ন্য, অতি-পত্রা, সুগন্ধা, ছত্রক, কটুক, কটুঙ্গ, চলিত কথায় ছাতু। ছত্রক দ্রং।

ছত্রাধান্য—ধন্যাক, ধনে।

ছত্রিকা—পাতাল-ফোঁড় শিলীন্ধ্র। পর্যায়—গোময়-ছত্রিকা, দিলীর, শিলীন্ধ্রক, বসারোহ; গোলাস, উর্বঙ্গ, ছত্রাক, উচ্ছিলীন্ধ্র।

ছদ—১ গ্রন্থিপর্ণীবৃক্ষ, গেঁঠেলা, ২ তমাল-বৃক্ষ, ৩ তেজপত্র (শুধু পাতা)।

ছদন—১ তমাল-পত্র, ২ তেজপাতা।

ছদপত্র—ভূর্জপত্র।

ছদ্মিকা—গুলঞ্চ।

ছর্দন—১ তিতলাউ, ২ নিম্ববৃক্ষ; ৩ মদন-বৃক্ষ।

ছর্দাপণিকা—কাঁকুড়।

ছর্দিকা—বিষ্ণুক্রান্তা; একপ্রকার বৃক্ষ, অপরাজিতা গাছ।

ছর্দিকারিপু—ক্ষুদ্রেলা, গুজরাতি এলাচ।

ছর্দিঘ্ন—নিম গাছ।

ছর্দ্যাপনক—কাঁকুড়।

ছাঁচি—ছাঁচিকুমড়া—[সং কুষ্মান্ড] benincasa cerifero savi. পর্যায়—কর্কোটিকা, কুষ্মান্ডী, কুম্ভান্ডী, বৃহৎফলা, সুফলা, কুম্ভফলা, নাগপুষ্পফলা, আদি জন্মস্থান জাপান ও যবদ্বীপ। ভারতে সর্বত্র চাষ হয়। কুমড়া দ্রং।

ছাঁচি বেত—বেত দ্রং।

ছাঁচিপান—একপ্রকার সুগন্ধি পান। পান দ্রং।

ছাইলা—এক প্রকার গাছ। সুন্দরবন ও ২৪-পরগনায় হয়।

ছাগলখুড়ি, ছাগলখুরি—[ওং কনসারি-নটা ; হিং দোপাটি লতা ; তেং চেচুলাপিল্মি তিগি ; তাং আদাপুকদী। ipomoea pescapra কলম্বী-আদিবর্গের আরণ্যলতা। সুন্দরবনে, উড়িষ্যা-প্রদেশে সমুদ্রতীরে জন্মে। ফুল রক্তবর্ণ তাহাতে নীলের আমেজ আছে। পাতা মধ্যে খণ্ডিত।

ছাগললাথু (দেশজ)—বৃন্ধদারক-বৃক্ষ, বিতারিয়া গাছ।

ছাগল-নাদি (দেশজ)—বৃক্ষ-বিশেষ।

ছাগল-পটপটি—euphorbia dracunculoides.

ছাগলপাটী (দেশজ)—cynanchun pancifiorum.

ছাগলান্ত্রিকা—বৃদ্ধদারক-বৃক্ষ, বিতারক গাছ।

ছাগলবাঁটী—রোহিণী। অর্কাদিবর্গের আরণ্যলতাবিং, doemia extensa. প্রকারভেদ—১ [ওং উৎরুলি] একজাতীয় দুর্গন্ধ ও রোঁয়াযুক্ত; ফুল হলদে, doemia extensa ২ অন্যজাতি [হিং কালিয়া লতা] cynanchum callialata. রোঁয়াশূন্য, ফুল বেগুনে রঙের।

ছাগলবাটী—লতানে উদ্ভিদবিং, naravelia zeylanica.

ছাগলনাদী, ছাগলনদি — সোমরাজ্যাদিবর্গের বন্য শাকবিং। ধান ক্ষেতে জন্মে। ডাঁটা শিরাল, ফুল ছোট-ছোট, গোলাকার, sphaeranthus indicus.

ছাতা, ছাতি; ছাতু—উদ্ভিদ। ছাতার মত দেখিতে ফুল হয় না, mush-

room, toad's stool agaricus. ১ পলছাতু—পচাখড়ে যে ছাতা জন্মায়। এই ছাতা মানুষ খায়। ২ কাঠছাতু—পুরানো ভিজা কাঠে যে ছাতা জন্মায়, polyporus.

ছাতিন, ছাতিম গাছ—[সং সপ্তপর্ণ, ছত্রপর্ণ, বৃহৎত্বক, গূঢ়পুষ্প ; হিং ছাতিবনু, ছাতিয়ান ; কোং ছাইতান ; মং সাত্বিন ; কং এলেলেগ, এড়াকুল, এরিটাকু] ছাতিম গাছ। alstonia scholaris, a oleandrifolia, echites scholaris. তগরাদিবর্গের বন্য গাছ। পল্লীগ্রামে বনে জঙ্গলে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। প্রায় ৪০ হাত উচ্চ হয়। গাছের ছাল মোটা, শাদা ও তিক্ত। কাটিলে সাদা আঠা নির্গত হয়। শিমুল পাতার মত পাতা। পাতাগুলি শাখার চতুর্দিকে ছাতার ন্যায় বিন্যস্ত। এইজন্য ইহাকে ছত্রপর্ণ বলে। ফুল হরিতাভ শাদা, ছোট। ফুলের গন্ধ মদের মত (হাতির নাক-চোখ হইতে যে জল বাহির হয় তাহাকে 'মদ' বলে।) ও শরৎকালে ফোটে। ফুল, ছাল ও আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কাণ্ডের কাষ্ঠে বিদ্যালয়ের বোর্ড তৈয়ারী হয়। গাঁইঠে-গাঁইঠে ৬-৯টা পাতা।

ছাদন—নীলাম্লান-বৃক্ষ, কালাকোরঠা ফুল গাছ।

ছাবী—সুরপুন্নাগ-বৃক্ষ, ছবিয়ান ফুল।

ছায়া—aerua lanata.

ছায়াদ্রুম—১ ছায়াতরু, ২ নমেরু বৃক্ষ।

ছিক্কণী—[সং ঘ্রাণদুঃখদ] বৃক্ষভেদ, হাচুটি, ছিক্‌নি, নাকছিকনি ॥ ভাবপ্রং ॥ পর্যায়—ক্ষবকৃৎ, তিক্তা, ছিক্কিকা, উগ্রা, উগ্রগন্ধা।

ছিক্কিকা—বৃক্ষবিং, হাঁচুটি।

ছিচিনী—হাঁচোটি।

ছিছরা—ধান্যবিং ॥ শূন্যপুং ॥

ছিত্তি—ডহরকরমচা গাছ।

ছিদ্রবৈদেহী—[সং গজপিপ্পলী] ছিদ্রপ্রধানা বৈদেহী শাক পার্থিববৎ।

ছিদ্রান্তর—ছিদ্রমন্তমধ্যে নল খাগড়া।

ছিদ্রাফল—মায়ফল।

ছিন্নগ্রন্থিনিকা, ছিন্নগ্রন্থিনী—ত্রিপর্ণকালতা।

ছিন্নপত্রী—অম্বাষ্ঠা (?)।

ছিন্নপুষ্প—তিলকপুষ্পবৃক্ষ।

ছিন্নরুহা—১ গুলঞ্চ। পর্যায়—বৎসাদনী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমরাকুণ্ডলী, অমৃতবল্লী, গুড়ূচী,

চক্রলক্ষণা। ২ স্বর্ণকেতকী; ৩ শাল্লকী।
ছিন্না—গুলঞ্চ, গুড়ুচী।
ছিন্নোদ্ভবা—গুলঞ্চ।
ছুঁচিয়া (দেশজ)—তৃণবি°।
ছুরিকাপত্রী—শ্বেতবৃক্ষ।
ছুরিপত্রক, ছুরিপত্রিকা, ছুরিপত্রী—বৃশ্চিকালীলতা, বিছুটি।
ছুরিকাপত্রী—বিছুটী।
ছেলু—সোমরাজী গাছ।
ছোট আকন্দ—আকন্দ দ্র°।
ছোট উলুচা (দেশজ)—ঘাসবি°।
ছোট ওকড়া—zapania noditlora.
ছোট কট—sagittaria, sagittifolia.
ছোট কর্ষা (দেশজ)—লতানবৃক্ষবি°, carpopogon pruriens.
ছোট কল্প (দেশজ)—borago indica.
ছোট কাণ্ডড়া (দেশজ)—tradescantia umbricata.
ছোট কিরাতা—slevogtia verticillata.
ছোট ক্ষীরুই—euphorbia chamaesyce.
ছোট গোখুরী—cyperus dubius.
ছোট চাঁদ—ophioxylon serpentinum.
ছোট জাম—eugenia caryophyllata.
ছোট ঝঞ্জন—crotalaria prostrata.
ছোট ঝাঁজি—utricularia biflora.
ছোট দুধলতা—asclepias gemirata.
ছোট নৌকা—জলজ বৃক্ষ, pontidera hastata.
ছোট পানচুলি—villarsia cristat v. indica (বড় পানচুলি)।
ছোট পিনেনটি—aira filiformis.
ছোট ফুটিকা—osbeckia aspara. বড় ফুটিকা দ্র°।
ছোট বন্দা—loranthus globosus.
ছোট বয়ব—zizyphus rotandifolins.
ছোট বিষতাড়ক—argyreia argentea.
ছোট ভুঁইকামাদী—columnea tomentosa.
ছোট মটর—[ইং grey pea] pisum sativum quadratum.
ছোট মন্দা—loranthus globosus.
ছোট মসুর—[ইং hardy sare] ervum hirsutum, বড় মসুর, e. leus.
ছোট মেছেতা—justicia polysperma.
ছোট মেথি—trifolium indicum.

ছোট রক্তকম্বল—nymphoea rosea. বড় রক্তকম্বল, n. rubra.

ছোট রিঠা—[সং ফেনিল অরিষ্ঠ ; হিং দোদন, রিঠ ; ওং ইট] বড় গাছ। sapindus mukorossi gaertn. শাদা বা বেগুনে ফুল হয়।

ছোট লুনিয়া—portulaca meridiana.

ছোট শালুক—nymphoea stettata.

ছোট শাঁষ—nymphoea edulis. বড় শাঁষ, n. versicolor.

ছোট হলকষী—leucus esculenta.

ছোয়ারা—[হিং ছুয়ারা] বন্য খেজুর, phoenix dactylifera. খর্মা দ্রং।

ছোলঙ্গ্—[সং—মাতুলুঙ্গ] বাতাবী লেবু, বেগপুরা, citrus medica. লেবু দ্রং।

ছোলা—[সং—হরিমন্থ, চণক ; হিং চনা, বুট ; ওং বুট, সোলা ; মং চনা ; তাং কাদালয়, কদনাই; তেং সনগলু ; কং কড্লে, ইং gram, বা chick pea] cicer arietinum. ছোলা, ছলা। পর্যায়—চণ হরিমন্থ, সুগন্ধি, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভোজ, কাজিভোক্ষ্য, কঞ্চুকি। শিম্বাদিবর্গের শাকবিং।

ছোহারা—ছোয়ারা। খর্জুর দ্রং।

[জ]

জই—[সং যব ; ইং oats] যবাদিবর্গের শস্যবিং, avena sativa। ঘোড়ার খাদ্য। নীলনির্গন্ধ।

জকুট—বার্তাকুপুষ্প।

জগন্মদন—gendaraussa vulgaris (justicea gandarusa (?).

জঘনেফলা—কাকোডুম্বরিকা।

জঙ্গি (দেশজ)—একজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

জঙ্গিজাম—dalrympelia pomifera.

জংগলীনারাঙ্গা—নারাঙ্গাবৃক্ষবিং।

জঙ্গলআদা—আদা দ্রং।

জঙ্গলীকাপাস—hibicus irtifolius.

জঙ্গলীখেজুর—এক প্রকার খেজুর।

জঙ্গলীদাল—potaneochloa retxu.

জটাকাণ্ডড়া—commelana comnunis.

জটামাংসী [ইং spikenard] শাকবি valeriana jatamansi, nardostachys. j. হিমালয় প্রদেশে জন্মে। ইহার কন্দে জটার মত শিকড় আছে। ইহা তেল সুগন্ধি করিতে ব্যবহৃত হয়॥ রাজনিং॥

জটারুদ্রা—রুদ্রজটা লতা।
জটাল—বটবৃক্ষ, ২ আমহলুদ।
জটালা, জটাবতী—জটামাংসী।
জটাবল্লী—রুদ্রজটা লতা।
জটাসালপানী—dicerma pulchellum.
জটি—১ বটবৃক্ষ, ২ জটামাংসী।
জটিন—পাকুড়।
জটিলা—১ জটামাংসী, ২ পিপ্পলী, ৩ দমনকবৃক্ষ।
জটী—১ পর্কটীবৃক্ষ, ২ জটামাংসী।
জঠরণুৎ—আরগ্বধ, সোঁদাল। ইহাতে উদরভঙ্গ হয় বলিয়া এই নাম।
জড়া—১ শূকশিম্বী, আলকুশী, ২ ভুঁই-আমলা।
জড়ামাংসী—জটামাংসী।
জতুকা—[হিং পপ্‌রী] পর্পটি লতা। পর্যায়—জতুকারী, জননী, চক্রবর্তিনী, তির্যকফলা, নিশান্ধা, বহুপত্রী, সুপত্রিকা, রাজবৃক্ষা, জনেষ্টা, কপিকচ্ছু, ফলোপমা, রঞ্জনী, সূক্ষ্মবল্লী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিজ্জুলিকা, কৃষ্ণরুহা, তরুবল্লী, দীর্ঘকলা। গুণ: রুচিকারী, তির্যক শীতল ও অগ্নিকর ॥ রাজনিং ॥
জতুকারী—জতুকালতা।
জতুপালঙ্ক (দেশজ), জদুপালঙ্গী—salicornia indica.
জননী—১ যুঁইফুল, ২ জটামাংসী।
জনপ্রিয়—১ সজনে গাছ, ২ ধনে।
জনপ্রিয়া—হেলাঞ্চা; হিঞ্চা।
জনবল্লভ—শ্বেতরোহিত বৃক্ষ।
জনার—[সং যবনাল, যাবনাল; হিং জুনেরা; উং মক্কা, ইং zea maze, Indian corn] মক্কা; ভুট্টা, zea maze, andropogon bicoloe. ধান্যাদিবর্গের শস্যবিং। বিহার প্রদেশে বহু পরিমাণে ইহার আবাদ হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ইহার আদি জন্মস্থান। পর্যায়—যবনাল, যোনাল, জূর্ণায়হ্ব, দেবধান্য, জোন্তালা, বীজ পুষ্পিকা।
জনি—জতুকা।
জনিনলিকা—মহানীলবৃক্ষ।
জনেষ্ট—মুদ্গর পুষ্পবৃক্ষ।
জনেষ্টা—১ জতুকা, ২ হরিদ্রা, ৩ জাতীপুষ্প।
জন্তুঘ্ন—বীজপুরবৃক্ষ, ট্যাবালেবু, বিড়ঙ্গ, ৩ হিঙ্গু।
জন্তুনাশন—১ হিন্দু, ২ বিড়ঙ্গ।
জন্তুপাদপ—কোষাম্রবৃক্ষ, কেওড়া।
জন্তুফল—যজ্ঞডুমুর এ উড়ুম্বর।
জন্তুহন্ত্রী—বিড়ঙ্গ।

জপা—১ জবাপুষ্পবৃক্ষ। ২ জবাপুষ্প।
জবনাল—জনার, মক্কা।
জবিল—কোকড়বৃক্ষ।
জবসা—[ইং hebrew manna peant] alhagi maurorum.
জবা—[সং ওড্রপুষ্প (পিচ্ছিল পুষ্প) রক্তপুষ্পী, অর্কপ্রিয়া, হরিবল্লভা; সূর্যারাধনসাধনী ; হিং ওডহুল, ওড়ুল, জবা, ওডহর, মং জাসবন্দ, গুজং জাসুম ; কং দাসনল ; তেং মন্দরপু ; উং মন্দার ; ইং shoe-flower] জবা ফুলের গাছ ॥ রাজবং ॥ hibscus rosa sin. ফুলের জন্য বাগানে রোপিত হয়। ফুল রক্তবর্ণ, প্রায় বার মাসই হয়। পর্যায়—ওড্রপুষ্প, জপা, ওড্রা, রক্তপুষ্পী, অতিরক্তা, অর্কপুষ্পী, অর্কপ্রিয়া, রাগপুষ্পী, প্রাতিকা, হরিবল্লভা ॥ শব্দং ॥ প্রকারভেদ ঃ (১) শ্বেতজবা, hibiscus syriacus. ছোট গাছ, ফুল শাদা। (২) রক্তজবা, (৩) পঞ্চমুখী জবা, বহুদল জবা।
জবানী—ঘাসবিং।
জমালগোটা—বৃক্ষবিং। জয়পালে দ্রং।
জম্ব, জম্বু, জাম—[ইং black-berry, the rose-apple tree] ফলতরুবিং। প্রকারভেদ—১ রাজজম্বু—[সং সুরভিপত্রা, মহাকলা, মহাজম্বু, মহাস্কন্ধা, নীলফলা, রাজার্হা, শুকপ্রিয়া, মেঘমোদিনী ; হিং জামুন, বড়ি-জামুন ; কং নিরলু ; মং থোরা-জাম্ভুঠ্ঠ ; গুজং রাজজাম্বু ; তেং পেদ্দানেরডি ; ওং জামু] বড় জাম, কালোজাম, eugenia jamb-olana. ২ কাকজম্বু—[সং নাদেয়ী, ভৃঙ্গেষ্টা, কাকবল্লভা, e. caryophyllifolia. কাকজম্বুর ফল রাজজম্বুর ফলের চেয়ে ছোট। ৩ ভূমিজম্বু—[সং ভৃঙ্গবল্লভা, পিকভক্ষ্য, কাষ্ঠজম্বু ; হিং ফরেন্দ্র, ছোটিজামুন ; মং নদীজাম্বুঠ্ঠ ; গুজং বেলরোপাজাম্বু, ডুঙ্গরিজাম্বু ; কং দোদুনিরলু ; তেং নীরনেঝাড] ছোট জাম, ভুঁইজাম, গুড়াজাম, e. fruticosa. ভূমিজম্বুর ফল কাক-জম্বুর চেয়ে ছোট, মটরকলাইয়ের চেয়ে বড় হয় না। ৪ গোলাপ জাম— [ইং rose-apple] e. jambo. ৫ বনবাদাম—ভুঁইজাম, কাকজম্বু, ardisia humilis. পাতা একোত্তর মসৃণ। ফুল আরক্ত,

পঞ্চদল। চটিগায়ে লম্বানলি জাম, বুটি জাম, ফুলজাম, লাল ফুলজাম নামে কতকগুলি জাম আছে।

জম্বাল—১ শৈবাল, ২ কেওয়াফুলের গাছ।

জম্বালনী—১ শৈবালিনী, ২ পদ্মিনী।

জম্বীর, জামীর—লেবুগাছবি° citrus acida. প্রকারভেদ—১ জম্বীর—গোড়ালেবু; ২ মধুজম্বীর বা কমলালেবু, জামীরলেবু (শ্রীহট্ট দেশীয় বা গ্রাম্য), ৩ নারঙ্গ বা নারেঙ্গলেবু [স° নাগরঙ্গ]; ৪ বীজপুর, মাতুলঙ্গ—ট্যাবালেবু, তাবালেবু, c. medica; ৫ মধু-কর্কটি; মধুবীজপুরক—বাতাবী লেবু, ৬ নিম্বুক—পাতিলেবু, c. bergamia, ৭ বনবীজপুরক—আরণ্যবাতাবীলেবু, ৮ স্বল্পজম্বীর—কাগজীলেবু। ইহা ছাড়া কোচবিহারে সন্ত্রা ও জম্বুরা নামে দুই প্রকারের লেবু আছে। তত্তৎ শব্দ দ্র°। ৯ মরুবকবৃক্ষ, নাগদানা গাছ, ১০ অর্জকবৃক্ষ, ক্ষুদ্রতুলসী গাছ, ১১ সিতার্জকবৃক্ষ, শ্বেত-তুলসী গাছ, ১২ পুদিনা শাক। এই গাছের ফল ও পত্রাদি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়॥ রাজনি°॥

জম্বু—জাম॥ জম্ব দ্র°॥

জম্বুক—১ গোলাপ জাম, ২ সোনালু গাছ; ৩ সুবর্ণ কেতকী, ৪ বরুণ-বৃক্ষ।

জম্বুকতৃণ—গন্ধখড়।

জম্বুবনজ—শ্বেতজবাপুষ্প।

জম্বুল, জম্বূল—১ জামগাছ, ২ কেয়া গাছ।

জম্বূ—১ নাগদানা, ২ জামগাছ।

জম্বুকা—কাকলী দ্রাক্ষা।

জম্বুরাজ—জামরুল।

জম্ভক—জম্বীর।

জম্ভন—আকন্দ।

জম্ভর—গোঁড়ালেবু।

জম্ভীর—জম্বীর।

জয়—অগ্নিমন্থ-বৃক্ষ।

জয়ধান—andropogon saccharatum.

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা।

জয়পাল—[স° দন্তীবীজ; ইং purging croton] বৃক্ষবি°। সাধারণ কথায় জামালগোটা, croton tiglium. স্নুহ্যাদিবর্গের ছোট-তরুবি°। পাতা মসৃণ। তিনটা শিরা আছে। ফল দেখিতে কমলালেবুর মত; আকারে সুপারীর ন্যায়। ফল হইতে জোলাপের মত

কটু কষায় স্বাদযুক্ত এক প্রকার তৈল বাহির হয়। অতি বিরেচক। বাহ্যপ্রয়োগে ব্লিস্টারের কাজ করে। জয়পাল অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয় ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—জৈপাল, সারক, রচক, তিন্তিড়ীফল, দন্তীবীজ, মলদ্রাবি, বীজরেচন, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ, ঘন্টাবীজ, ঘন্টিনীবীজ, নিকুম্ভবীজ, শোধিনীবীজ, চক্রদন্তীবীজ ॥ শব্দ° ॥

জয়ন্তী, জয়া—(ম° অপরাজিতা ; হি° জিহী ; ম° শিভারী ; তা° চম্পাই ; তে° সোমান্তি ; অ° হব্-এল্-ফক্‌দ ; ফা° সিদিবন্) জৈন্তী গাছ, aeschynomene sesban, sesbenia aegypliaca. শিম্বাদিবর্গের জৈন্তীগাছ; মধ্যমাকৃতি গোছের গাছ। তেঁতুল পাতার মত পাতা; ফুল ছোট পাতা, ফুল, মূল; বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

জয়া—১ জয়ন্তীবৃক্ষ, ২ হরিতকী, ৩ শান্তাবৃক্ষ, ৪ নীলদূর্বা, ৫ অগ্নিমন্থবৃক্ষ।

জয়াবহা—ভদ্রদন্তী-বৃক্ষ।

জয়াশ্রয়া—জড়রীতৃণ।

জয়াহ্বা—ভদ্রদন্তী-বৃক্ষ।

জয়ত্রী, জয়িত্রী—জাতীফল বা জাতীকোশ ফল, mace; জাতীফল দ্র°।

জরড়ী—[হি° জরুড়] তৃণবি°। পর্যায়—গার্মোটিকা, সুনালা, জয়াশ্রয়া। গরুকে খাওয়াইলে গরুর দুধ বাড়ে।

জরণ—১ শ্বেতজীরক, ২ হিঙ্গু, ৩ জীরক, ৪ কৃষ্ণজীরক ৫ কাসমর্দ।

জরণদ্রুম—অশ্বকর্ণ-বৃক্ষ।

জরণা—কৃষ্ণজীরক।

জরদকলমী—hewitha bicolor.

জলকণ্টক—পানিফল।

জলকন্দ—কদলী।

জলকরঙ্ক—১ নারিকেল, ২ পদ্ম, ৩ জললতা।

জলকামুক—কুটুম্বিনীবৃক্ষ।

জলকুন্তল—শৈবাল।

জলকুব্জক—জলজাত বৃক্ষভেদ।

জলকেশ—শৈবাল।

জলগড়গড়—coix aquatica (ডাঙাগড়গড়—coix gigantica)।

জলঙ্গ—মাকাল।

জলজা—১ পদ্ম, ২ হিজ্জলবৃক্ষ, ৩ শৈবাল।

জলজন্মন—পদ্ম।

জলজম্বুকা—ক্ষুদে জাম, বনজাম।

জলতণ্ডুলীয়—[সং কণ্টট, জলজ ; হিং জলযোলাই ; মং চবঠঠাই ; তেং কুইকোরা] কাঁচড়াদাম। পুষ্করিণীতে, জলাশয়ে, জন্মে। বর্ষাকালে ফুল হয়, ফুল শাদা ঠিক মুড়ির মত। গ্রন্থি থেকে শিকড় বাহির হয়।

জলতিক্তিকা—শল্লকীবৃক্ষ।

জলদাশন—শালবৃক্ষ (মেঘ বর্ষাকালে শালপত্র ভক্ষণ করে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

জলদ্রাক্ষ—শালিঞ্চী শাক।

জলধর—তিনিশবৃক্ষ।

জলনীলিকা, জলনীলী—শৈবাল।

জলপাই—(ইং wild olive tree) ক্ষুদ্র আমড়ার মত ফলবান বৃক্ষবিং; eloecarpus serratus, e. prinoides. রুদ্রাক্ষ গাছের মত গাছ। হিমালয়ের প্রদেশে ও ত্রিবাংকুরে জন্মে।

জলপিপলী, অগ্নিজ্বালা, অগ্নিমালা, জলপিপ্পলী—[সং জলপিপ্পলী] জলপিপলী, পানিসগা, cormclina salicifolia. আরণ্যলতাবিং। ॥ ভাবপ্রং ॥ জলভূমিতে জন্মায়। পাতা সরু, রসাল, ফুল নীল রংয়ের। গাঁইট-মধ্য (internode) দীর্ঘ।

জলপিপ্পলিকা—জলপিপ্পলী।

জলপৃষ্ঠজা—শৈবাল।

জলফল—পানিফল।

জলবল্কল—পানা।

জলবল্লী—পানিফল।

জলবানীর—জলবেতস।

জলবেতস—বানীরবৃক্ষ। পর্যায়—নিকুঞ্জবক, পরিব্যাধ, নাদেয়ী।

জলব্রাহ্মী—হিলমোচী শাক, হেলাঞ্চা।

জলভূ- কাঁচড়াদাম।

জলমধুক—মধুকবৃক্ষ, জলমৌয়া। পর্যায়—মঙ্গল্য, দীর্ঘপত্রক, মধুপুষ্প, ক্ষৌদ্রপ্রিয়, পতঙ্গ, কীরেষ্ট, গৈরিকাখ্য।

জলশূক—শৈবাল।

জলসূচি—পানিফল।

জলস্থা - গণ্ডদূর্বা।

জলাক্ষী—জলপিপ্পলী।

জলাঞ্জন—শৈবাল।

জলালু—পানীয়ালু।

জলাশয়—লামজ্জকতৃণ।

জলাশয়া—গুণ্ডালাবৃক্ষ।

জলাশ্রয়—বৃত্তগুণ্ডতৃণ।

জলাহ্ব - উৎপল।

জলেচ্ছয়া—হাতিশুঁড় গাছ।

জলেজ, জলেজাত—পদ্ম।

জলোদ্ভবা—গুড়লা ক্ষুপ, লঘুব্রাহ্মী।

জরস—ঘাস।

জাই—[সং জাতি ; ইং jasmine] চামেলী, jasminum grandiflorum. মল্লিকাদিবর্গের পুষ্পতরুবিং। অরণ্যে বহু পরিমাণে জন্মে। জাতি দ্রং।

জাঙ্গহরিতকি—(দেশজ)। হরিতকী ভেদ।

জাঙ্ঘক—শ্রীকারীবৃক্ষ।

জাঝালি—বৃক্ষভেদ।

জাটালি—কিংশুক সদৃশ বৃক্ষভেদ।

জাভ্যারি—জামীর।

জাতরূপ—ধুস্তরবৃক্ষ।

জাতি—[সং জাতি ; ওং জাই ; ইং chambeli, Spanish jasmine] ১ চামেলি, জাই—jasmine মালতীজাতীয় পুষ্পবিং। grandiflorum. গোলাব পাতার মত জোড়া—পজোড়া পাতাযুক্ত প্রসিদ্ধ পুষ্প। ফুল শাদা ও পীতবর্ণ। বসন্তকালে ফুল ফোটে। পীতপুষ্পের নাম 'স্বর্ণজ্যোতি'। ২ আমলকী, মালতী। পর্যায়—সুরভিগন্ধা, সুমনস, সুরপ্রিয়া, চেতকী, সুকুমারী, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবিনী, হৃদ্যগন্ধা।

জাতিকোশ—জয়িত্রী।

জাতিপত্রী, জাতীপত্রী—জয়িত্রী, জাতিফলের ছাল ॥ রাজনিং রাজবং, ভাবপ্রং ॥

জাতিফল, জাতীফল—[সং মদশৌণ্ড (মদকারী), জাতিফল ; তেং জাজিকায় ; তাং জোদিকরায় ; বর্মা—জাদিক্ষু ; ফাং জোমোবুবা ; অং জোঝ্উৎলীব্ ; ইং nutmeg] জায়ফল ॥ রাজবং রাজনিং ভাবপ্রং ॥ myristica fragans, m. moschata. মালক্কা দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। মলয়, পিনাং ও জাঞ্জিবার দ্বীপে ইহার আবাদ হয়। ফুল ছোট নির্গন্ধ, পীতবর্ণ। ফল গোলাকার কুক্কুট-ডিম্ববৎ। ফল মসৃণ ও পীতবর্ণ। জায়ফলের তিনটি স্তর :—(১) ফলাবরণ (pericarp), (২) ফলকোষ, জয়িত্রী, mace [সং জাতিকোষী, জাতীপত্রী ; হিং জাবিত্রী ; মং জায়পত্রী ; উং জাইত্রী ; ওং জাম্বত্রী ; কং জায়পত্রী ; তেং জাজিপত্রী ; ফাং জবিত্রী, বজবরে ; অং বিসবাসা] জৈত্রী। ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন

কাল হইতে জয়িত্রী ও জায়ফল পানের মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জায়ফলের বীজের আবরণকে জয়িত্রী বলে।

জাতিশস্য—জায়ফল।

জাতুপর্ণিকা, জাতুপর্ণী—জাতু শাক-জাতীয় বৃক্ষভেদ ॥ সুশ্রু° ॥

জানেকা (দেশজ)—একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

জাফরান—[হি° জাফরান, কেশর; আ° জাআফরান; ইং saffron] একপ্রকার; শাকবিশেষ। crocus sativus. পারস্যদেশে ও কাশ্মীরে জন্মে।

জাবাবাঁশ—(দেশজ) বাঁশবি°। মোটা ও লম্বা প্রায় ৩০ হাত।

জাম—জম্ব দ্র°।

জামরুল—(ইং jamolana) eugenia alba. জম্বুকাদিবর্গের ফলতরু-বি°। ফল শাদা বর্ষাকালে হয়। মালয়দ্বীপ ইহার আদি জন্মস্থান।

জামাইপুলিশিম (দেশজ)—এক প্রকার শিম।

জামীর—লেবু দ্র°।

জাম্মব—জাম।

জাম্ববক—জাম।

জাম্ববী—নাগদমনীবৃক্ষ।

জাম্বীর—জাম।

জায়ফল—জাতীফল।

জারা—[ইং jarrah] eucalyptus rostrata. অস্ট্রেলিয়া দেশ জাত বৃক্ষবি°।

জারুল—ধাতক্যাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষ-বি°, lagerstroemia reginœ, l. flosreginœ. ফুল বড়-বড় প্রায় তিন আঙ্গুল চওড়া। ব্রহ্মদেশ, আসাম প্রদেশ ও চট্টগ্রামে জন্মে।

জাল—কদম্ব-বৃক্ষ।

জালগাঁঠি, জালগাঁটী—বর্ষায়ু তৃণবি°। panicum helopos, p. javanicum. শ্যামা ঘাসের মত দেখিতে, কিন্তু প্রণত, প্রায় দুই হাত লম্বা হয়। বড় জলগাঁঠী—p. setigerum. লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

জালঘুটি—cypersus pygmoeus.

জালিনী—১ ঝিঙে, ২ ঘোষাতকী, ৩ পটোল লতা।

জালী—ঝিঙা, পটোল।

জিউলী—[সং ইঙ্গল] গুঁড়ি কাট, odina wodier.

জিঙ্গল—[স° জিঙ্গিনী (সুনির্যাসা); জিয়ল, জিবন; হি° জিঙ্গিনী,

কাসমল্লা ; তৈ° গম্পিলা] জিওল, odina wodier. আম্রাদিবর্গের বৃক্ষবি°। গাছ অনেকটা আমড়া গাছের মত। শীতে সব পাতা ঝরিয়া যায় ও বসন্তে পুষ্পোদ্গম হয়। গাছ হইতে বহু পরিমাণে আঠা বাহির হয়। পাতা পক্ষাকার।

জিঙ্গিনী—শাল্মলীজাতীয় বৃক্ষভেদ। চলতি কথায় কাকশিমুল। পর্যায়—ঝিঙ্গিনী; ঝিঙ্গ; সুনির্যাসা, প্রমোদিনী।

জিতী—বৃক্ষভেদ। asclepias tenacissima, ইহার ছালে ধনুকের ছিলা তৈরী হয়।

জিতেন্দ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়াহ্ব—কামবৃদ্ধি-বৃক্ষ। হেমচ°; রাজনি°।

জিদ্পালঙ্গ (দেশজ)—salcornia indica.

জিনিয়া—[ইং zinnia] বিদেশী বর্ষায়ু পুষ্প ক্ষুপবি°। zinnia elegans. ফুল প্রায় গাঁদা ফুলের মত।

জিবল, জীবল (দেশজ)—বাহাদুরী কাঠের গাছ।

জিয়ল (দেশজ)—বাহাদুরি কাঠের গাছ।

জিয়াপুত, জিয়াপুতা; জিয়াপোতা, জীয়াপুত—পুত্রঞ্জীব দ্র°।

জিহ্ম—তগরপুষ্প।

জীব—১ জীবন্তী-বৃক্ষ, ২ মহানিম্ব-বৃক্ষ।

জীবক—১ জীববৃক্ষ, ২ পীতসাল-বৃক্ষ। জীবক ঋষভক হইতে ক্ষুদ্র। ইহার মস্তক হইতে নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় কূর্চাকার শীষ বাহির হয়। জীবক ও ঋষভক এক জাতীয়। উভয়েরই কন্দ রসালবৎ, পত্র অতিসূক্ষ্ম। জীবকের শীষ কূর্চাকার ও ঋষভের শীষ বৃষশৃঙ্গবৎ।

জীবঞ্জীব—বৃক্ষবি°।

জীবদ—জীবক বৃক্ষ।

জীবদা, জীবদাতৃ, জীবদাত্রী—জীবন্তী-বৃক্ষ।

জীবদৃষ্টা—জীবন্তী-বৃক্ষ।

জীবন—ক্ষুদ্রফল-বৃক্ষ।

জীবনক—হরিতকী। রাজনি°।

জীবনা—জীবন্তী-বৃক্ষ।

জীবনিকা—হরিতকী।

জীবন—sponia orientalis.

জীবনী—জীবন্তীবৃক্ষ।

জীবনীয়া—জয়ন্তীবৃক্ষ।

জীবনেত্রী—সৈংহলীবৃক্ষ।

জীবন্ত—জীবনাশক (?)।

জীবন্তিকা—বন্দা, পরগাছা, জীবাখ্য শাক, জীবন্তীহরিতকী, শমী।

জীবন্তী—[সং জীববর্ধক ; হিং জেডী ; ওং রাজরুডী, বাঙ্গটী ; কং হিরিয়া-হলি] ১ লতাবিং। চলিত কথায় জীবই, জীয়াতি। dendrobium macraci. অধুনা লুপ্তপ্রায়। জীবন্তী সম্বন্ধে সকলের বিভিন্ন মত দৃষ্টে বোধ হয় কেহই ইহার স্বরূপ ঠিক করিতে পারেন নাই। পর্যায়—জীরনী, জীবনীয়া, জীরা, জীবনা, মধুস্রবা, স্রবা, পয়স্বিনী, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা, সুপিঙ্গলা, মধুশ্বাসা, জীববৃষা, সুখঙ্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী, জীব-পুষ্পা ॥ শব্দং অমং ॥ ২ সুরাষ্ট্র দেশজ স্বর্ণবর্ণ হরিতকী, ৩ শমী, ৪ গুড়ুচী, ৫ বন্দা, পরগাছা, ৬ শাকবিং, ৭ শর্করায় ন্যায় মধুর পুষ্পলতা।

জীবপুত্র, জীবপুত্রক—ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

জীবপুষ্পা—বৃহজ্জীবন্তী।

জীবপ্রিয়া—হরিতকী।

জীববল্লী—ক্ষীরকাকোলী।

জীবভদ্রা—জীবন্তীলতা।

জীবশুক্লা—ক্ষীরকাকোলী।

জীবসংজ্ঞ—কামবৃদ্ধিবৃক্ষ (?)।

জীবসাধন—ধান।

জীব্যা—হরিতকী, জীবন্তী।

জীবশাক—মালবদেশের শাকবিং ॥ রাজনিং ॥

জীমূতমূল—শঠী।

জীয়াশিম—শিমবিং, lablab rubriflorum.

জীরক—জীরা, জীরে দ্রং। ॥ রাজবং, রাজনিং, ভাবপ্রং ॥

জীরা, জীরে—[সং জীরক, অজাজী ; হিং জীরা ; মং জিরেঁ ; ওং শাকবুজীরং ; কং জীরিনে ; তেং জিলকারা ; ফাং জীরভ ; অং কমুন ; য়ুনানীং রবামুন ; ইং cumin black, caraway] cuminum cyminum. ধান্যাদিবর্গের শাকবিং। (১) কালোজীরে, কেলেজীরে—[সং কৃষ্ণাজাজী, কৃষ্ণজীরক, কারবী ; হিং কালোজীরা ; গুজং কলোজী-জীরু ; মং কলোঁজীজীরেঁ ; কং করীজীরকে ; তেং নল্লজীর ; ফাং জীরেশ্মাহ ; অং কমুন-কিরমানী] nigella sativa.

Ranunculaciae-বর্গের বর্ষায়ু শাকবি°। কৃষ্ণবর্ণ ত্রিকোণ বীজ। (২) শা-জীরা। শাদা জীরা—[স° উপকুঞ্চিকা, গৌরজীরক ; হি° কলোজী, মগরেলা ; ম° শহাজীরে; ও° সাজীরু ; ক° করিদোড্ডজীরিলে তে° নল্লজীরাকার ; ফা° শোনিক, শ্যাদানে ; অ° ইবত্রস: সোদা ;] কালোজীরে মিঠে জীরে ; carum carui, c. bulbocastanum. ধান্যাদিবর্গের শাক ; কালো মৌরীর মত ফল। আফগানিস্তান, কাশ্মীর প্রদেশে আদি জন্মস্থান। (৩) বনজীরে—[স° অরণ্যজীরক, বনজীর ; হি° কালাজীরি ; ম° কড়ুজীরে ; ক° কাজীরলে ; গুজ° কালাজীরি ; কড্বীজীরি ; অ° কমুনবহরী, কমুন্‌রুমী] বাঙলাদেশে ব্যঞ্জনের সংগে ব্যবহৃত হয়। বাঙলায় ইহার আবাদ নাই।

জীরক—জীরা দ্র°।

জীরন—জীরা দ্র°।

জীরিকা—বংশপত্রীতৃণ ॥ রাজনি° ॥

জীর্ণদারু—বৃদ্ধদারক-বৃক্ষ, বিধারা। পর্যায় ঃ জীর্ণকঞ্জী, সুপুষ্পিকা, অজরা, সূক্ষ্মপর্ণী।

জীর্ণপত্র—পট্টিকা লোধ্র, পাঠিয়া লোধ।

জীর্ণপত্রিকা—বংশপত্রী তৃণ।

জীর্ণকঞ্জী—বৃদ্ধদারক-বৃক্ষ।

জীর্ণপর্ণ—কদম্ব।

জীর্ণবুধ্ন—পট্টিকা লোধ্র।

জীর্ণা—স্থূলজীরা।

জীলমরিচ (দেশজ)——sphenoclea zeylanica.

জুঁই যূঁই—[স° যূথী, যূথিকা] jasminum auriculatum. যূঁই ফুল শাদা রংয়ের। চৈত্র-বৈশাখে ফোটে। সুগন্ধী, মল্লিকাবর্গের ছোট গাছ। লতানিয়া। (১) বনযূঁই—clerodendron inarme. (২) স্বর্ণযূঁই—[স° সুবর্ণযূথী; হেমজুই] jasminum reterophylium. ফুলের রং হলদে ও নির্গন্ধ।

জুঁইপানা—[স° যূথিকাপর্ণী ; দক্ষিণ ভারত—নাগমল্লী] জুঁইপানা, justicia nasuta, rhinacanthus communis. বাসকাদিবর্গের ছোট গাছ। ফুল শাদা, ওষ্ঠ-বৎ। পুংকেশর দুইটি।

জুই—pavetta tomentosa, iora tomentosa.

জুপিকঙ্কা—paisicum roxburghli.

জড়ফা (দেশজ)—এক প্রকার গাছ।
জড়ম—goruga pimata.
জড়য়ার—[সং যাবনাল ; ইং indian millet, great millet] দেধান (দেবধান), জোয়ার, sorghum vulgare. ধান্যাদিবর্গের শস্যবিং। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ইহার বহুল আবাদ হয়। বাংলাদেশে হয় না। প্রায় ৫।৬ হাত উচ্চ হয়। শস্য গোলাকার। খড় শক্ত।
জড়ষণ—ধাতকীপুস্প, চলিত কথায় ধাইফুল।
জড়ক্ষ—বৃদ্ধদারক গাছ।
জৃম্ভিনী—এলাপর্ণী দ্রং।
জেরম্বাদ—zingiber zerumbet.
জেলপাপড়া—molugo triphylla.
জৈত্রী—জয়ন্তীবৃক্ষ, ধনেচে।
জৈপাল—জয়পালবৃক্ষ।
জোঙ্গক—অগুরু।
জোমড়ো [সং ক্ষুদ্র শঙ্খ]।
জোয়ান—যোয়ান দ্রং।
জোয়ার—[সং যাবনাল] জড়য়ার দ্রং।
জোলপালঙ্গ (দেশজ)—শাকবিং, rumes acutus।
জোলাপ—[ইং jalapa] ipomoea purga. কঙ্কবী আদিবর্গের শাকবিং। মেক্সিকো দেশ ইহার জন্মস্থান। এদেশে নীলগিরি ও মুসৌরী পাহাড়ে ইহার চাষ হয়। দেশীয় জোলাপের গাছের নাম তিয়ড়ী।
জ্যেষ্ঠবলা—সহদেবী লতা ॥ রাজনিং ॥
জ্যোতিষ্ক—চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ, গণিকারিকাবৃক্ষ।
জ্যোতিষ্কা—জ্যোতিষ্মতী লতা।
জ্যোতিষ্মতী—[সং কটভী, অলবণা, রায়সাদনী, পীততৈলা, অগ্নিফলা, মেধ্যা, দুর্জরা ; হিং মালকাঙলী, মলটাঙুন ; মং মালকাঙ্গোনী ; কং কৌণ্ড-এরড়ু ; তেং বাবজী ; ফাং কাল ; ইং heart pea] লতাবিং। লতাফট্‌করী ॥ রাজনিং ॥ celastrus paniculatus, c. montan, c. rothiana, c. senegalensis, c. nutan, scutia paniculata, cardispermum helicacabum. বাঙলাদেশে জন্মে না, লতাফট্‌কী জ্যোতিষ্মতী নহে। ঢাকায় বন-উচ্ছে বলে। বৃক্ষারোহী লতাবিং। পাকা ফল খেয়ে কাকে বিষ্ঠাত্যাগ করলে তাহা হইতে প্রায় দুই গাছ অঙ্কুরিত হয়। ফল

ছোট মটরের মত। ভ্যারেণ্ডা ফলের মত গা। পাকা ফল পীতবর্ণ। বীজ হইতে তেল হয়, তেল গাঢ় পীতবর্ণ। মূল, পাতা ও তেল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়ঃ পাবারতপদী, নগনা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী, ইঙ্গুলী, পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিন্যা, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতির্লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মেধ্যা, মতিদা, দুর্জরা, সরস্বতী, অমৃতা।

জ্যোৎস্না,—ী—[সং অকলকা], পটোলিকা, ঝিঙে।

জ্বরঘ্ন—গুড়ুচী, বাস্তুক।

জ্বরান্তক—নেপাল নিম্ব. আরগ্বধ, সোঁদাল।

জ্বরাপহা—বিল্বপত্রী, বেলশুঁঠ।

জ্বলন—চিত্রকবৃক্ষ।

জ্বলিনী—মূর্বালতা।

জ্বালাজিহ্ব—চিত্রকবৃক্ষভেদ।

[ঝ]

ঝঞ্ঝন—(সং শণপুষ্পিকা, ঘন্টরবা) crotolaria retusa, c. cisericia. ॥ কোর ॥ শিম্বাদেবর্গের অরণ্যজাত বর্ষায়ু শাকবিং। শণবৃক্ষের মত দেখিতে। শুঁটি পাকিলে বাতাসে ঝন-ঝন শব্দ হয় বলিয়া নাম।

ঝঞ্ঝসী আবরী—শাকবিং, coreveon vetch, vicia sativa.

ঝটি—ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

ঝনুকর্মাণ—বিলাতী স্ট্রবেরি জাতীয় গুল্মবিং, frageria indica ॥ কোর ॥

ঝষা—নাগবলা।

ঝাউ—(সং ঝাবুক, ঝাট) tamarix indica. ॥ বিশ্বকো ॥ অরণ্যজাত ছোট গাছ। একত্রে অনেক জন্মিয়া থাকে জঙ্গলের মত করে। পাতা খুব পাতলা। বাতাসে ঝা-ঝা শব্দ করে বলে নাম। (১) লাল ঝাউ—tamarix dioica. পাতায় খোল আছে। পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছ হয়। (২) বনঝাউ—t. gallica. পাতায় খোল নাই। ফল ছোট, আনেকটা মাজু ফলের ন্যায়, তিনকোণা। একই গাছ পুং ও স্ত্রী পুষ্প ফোটে। (৩) বিলাতি ঝাউ—casuarina equisetifo-

lia. অস্ট্রেলিয়া দেশজাত। পাতা খুব পাতলা। ফল ছোট কাঁটাযুক্ত। সমুদ্রের ধারে অধিক পরিমাণে জন্মে। পাতা আইষের মত ছোট। ডাঁটা সরু, গোল।

ঝাউয়া কলা—এক প্রকার কলা গাছ।

ঝাউরা লেবু—এক প্রকার লেবু গাছ।

ঝাঁই মরিচ (দেশজ)—লাল মরিচ।

ঝাঁই-শর্ষা (দেশজ)—রাইসরিষা।

ঝাঁজি—[সং জর্জর; ইং chara] uticularia fasciculata. পচা পুকুরে এক রকম শাক জন্মে তাহার নাম ঝাঁজ বা ঝাঁজি। ফুল ছোট। হলদে রংয়ের। কলিকাতা অঞ্চল একরকম গাছ (chara) হয় তাহাকেও ঝাঁজি বলে। তাহার ফুল হলুদ। পাতা বহু ছিন্ন। সরু চুলের মত। পুংকেশর দুইটা।

ঝাঁপ—ঝাঁপপেটারিফুল, sida asiatica.

ঝাট—ঝাউ দ্রং।

ঝাটল—ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে ঘণ্টাপারুল বলে।

ঝাটা—ভূম্যামলকী। ২ যূথিকা।

ঝাটামলা, ঝাটিকা—ভূম্যামলকী।

ঝাবুক (দেশজ)—এক প্রকারগাছ।

ঝার (দেশজ)—একপ্রকার কাপাস লতা।

ঝালমরিচ—একপ্রকার কটু মরিচ।

ঝাবু—চলিত কথায় ঝাউ। পর্যায়—ঝাবুক; ঝাবু; ঝাবু, পিচুল ॥ শব্দর° ॥ অফল, বহুগ্রন্থি ॥ শব্দচ° ।

ঝিঁকিরা (দেশজ)—[সং কোশাতকী (ধারা), ঝিন্দ, ঝিঙ্গাক, জ্যোৎস্নী; হিং ঝীঙাতরুই, তরুই; ও° জহনী) allarigium hexapetalum. ঝিঙা, ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গে luffa foetida, l. acutangula. কোশাতকী দ্রং ॥ বেল° ॥ কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের প্রতানীবিং। ফুল হলদে রংয়ের সন্ধ্যাকালে প্রস্ফুটিত হয়। ফল লম্বা দশকোণা, ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। পুং পুষ্পে তিনটি কেশর। পল্লীগ্রামে ঝিঙাফুল ফুটলেই সন্ধ্যার আগমন স্থির হয়। ধুন্দুল এই রকম বটে, কিন্তু প্রভেদ আছে। বৃহৎ প্রতানী, ফল বড়। পুংকেশর ৫টি। ধুন্দল দ্রং।

ঝিঙাক—ঝিঙ্গা।

ঝিঙ্গিনী বৃক্ষ—শাল্মলীজাতীয় গাছ।

ঝিঙ্গী—জিঙ্গীনী বৃক্ষ, চলিত কথায়-ঝিঙ্গা গাছ।

ঝিঞ্জিরা—ক্ষুপবি°।

ঝিঞ্জিরিষ্টা—ক্ষুপবি°। চলিত কথায় রীটা বা ঝিঞ্জিরীটা। পর্যায়—ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্জিরা, রোমাশ্রয় ফুলা, বৃত্তা।

ঝিন্টি, ঝাটি—[সং ঝিন্টি, ঝিন্টিকা; হিং ফটসরৈয়া, পিয়াবাসা; মং করোন্টা; কোং পৈঝুটী (পীতপুষ্প); কং গোরটে; ও° কাঁটা অসেলিয়ো; তে° গোরেণ্ডু] ঝান্টী ফুলের গাছ ॥ রাজনি° ॥ বাসবাদিবর্গের ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। অরণ্যজাত। ফুলের রং ভেদে চারি প্রকারঃ (১) শ্বেত ঝিন্টি—[সং সৈরেয়েক, সৌরেয়] সাদা ঝাঁটি, barleria dichotomr; ফল লম্বা গাছে কাঁটা নাই। ফুল সাদা। (২) নীলঝিন্টি—[সং আর্তগল, দাসী] b. coerulea, b. cristata (উজ্জ্বল নীল)। পর্যায়ঃ বানা, দাসী, আর্তগল, বাণ ॥ অম° ॥ সহচর, নীলকুরন্টক। (৩) পীত ঝিণ্টি—[সং কুরণ্টক, কিঙ্কিরাত] কাঁটা ঝিঁটি, b. prionites. কাঁটা গাছ। ফল হলদে। পর্যায়—কুরণ্টক, সহচরী, সহচর, পীতপুষ্প, দাসী, কুরণ্টক। (৪) রক্তঝিণ্টি—[সং কুরবক, অরুণ-ঝিণ্টি] লাল ঝিঁটী, b. ciliata. পীতঝিণ্টির ক্ষুপ যেখানে যেখানে দেখা যায়। এক হাত উঁচু হয়। ফল যবের মত। ফুল প্রায় সব সময়েই হয়। পীত ঝিণ্টি ও নীল ঝিণ্টি সুলভ কিন্তু রক্ত ও শ্বেত ঝিণ্টি সর্বত্র সুলভ নয়।

ঝিন্টনটিয়া—শাকবি°। amarantus tennifolius ॥ বেল° ॥

ঝুমকালতা—[ইং citron-leaved passion flower] ঝুমকা, passiflora citrifola. প্রতানী লতাবি°। আজকাল বাগানে ইহার বহু প্রকার দেখা যায়। অধিকাংশ আমেরিকা হইতে আনীত। ত্রিকোণবিশিষ্ট পাতা। ফুল, নীল রঙের সুগন্ধিযুক্ত, পঞ্চদল, বর্ষায় ফোটে। স্ত্রীলোকের কর্ণাভরণ ঝুমকোর মত দেখিতে বলিয়া নাম।

ঝাঁজি (দেশজ)—খারাপ ধান্য।

ঝঁড়ি ঘাস (দেশজ)—একপ্রকার ঘাস; andropogon laxum.

ঝুণ্ট—কাণ্ডহীনবৃক্ষ।

ঝুম্পি (দেশজ)—একপ্রকার লতা; impatiens thumpi.

ঝোড় (দেশজ)—সুপারি গাছ।

[ট]

ট—করঙ্ক, নারিকেলের মালা।

টগর—(সং তগর ; তগর) কাঠটগর; tabernoemontana coronaria. তগরাদিবর্গের ছোট ফুলগাছ। গাছ ক্ষীরী। তিন-চার হাত উচ্চ হয়। ফুল শাদা ও সুগন্ধী। (১) ফিরিকিটগর—ফিরিঙ্গীটগর, periwinkle vinca. গাছ প্রায় দুই হাত উচ্চ। দুই রকমের গাছ, একের ফুল শাদা (vinca alba) ও অন্যের লাল (vinca rosa)। প্রায় ১২ মাসেই ফুল হয়। (২) বড় টগর—tabernoemontana plena.

টঙ্কানক—ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, বামনগাছা।

টঙ্কারী—বৃক্ষভেদ। চলিত কথায় টেকারী।

টিঙ্গনী—বৃক্ষবিং। আকনাদি।

টল্‌দা (দেশজ)—লতাবিং; babusa talda.

টাকাপানা (দেশজ)—জলজ লতাবিং, pistia stratiotes.

টাকাহার (দেশজ)—একপ্রকার সুগন্ধী লতা।

টানাজিনিয়া—poa punctata.

টাবানেবু—একপ্রকার লেবু; citrus acid. এই লেবুর অভ্যন্তস্থ শাঁস বা সার স্নিগ্ধকারী, অরুচিনাশক ॥ ভাবপ্রং ॥

টিকিওপড়া—locheunia corchorifolia.

টিকোর—হরিদ্রাবিং; curcuma angustifolia ॥ বেলং ॥

টিটিনিকা—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং।

টিণ্ডিশ—ডেঁড়শী, ঢেঁড়স। বৃক্ষবিং ॥ ভাবপ্রং ॥ পর্যায়—রোমশফল; তিন্দিশ, মুনিনির্মিততিন্ডিশ।

টিলিয়া (দেশজ)—গুল্মবিং।

টিল্‌কা—বৃক্ষবিং।

টিয়ারি—[সং তুবরী ; ও কণ্টী]

টেরি; caesalpinia digyna. কৃষ্ণচূড়াদিবর্গের আরণ্যছোট বৃক্ষবি°। কাঁটাগাছ, নাটাগাছের মত। রাঢ়দেশে ইহাকে 'টাউর কাঁটা' বলে। আসাম, চট্টগ্রাম; ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচুর জন্মে।

টুন্টুক—১ শ্যোণাকবৃক্ষ; সোনালু। ২ কৃষ্ণখদিরবৃক্ষ। ৩ টঙ্কিনীবৃক্ষ।

টুনাকা—তালমূলীবৃক্ষ।

টুপাকুল (দেশজ)—কুলবি°।

টেপারি—[ই° cape gooseberry, strawberry], physalis peruviana. বঙ্গনাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°। ফল ছোট, ফলে অনেক বীচি থাকে। আমেরিকার পেরু-দেশে ইহার আদি জন্মস্থান। ফুলের বহিচ্ছেদে ফল আবৃত থাকে।

টোকাপানা (দেশজ)—জলজ লতাভেদ, pistia stratiodes.

টোঘান আলু (দেশজ)—একজাতীয় আলু।

[ঠ]

ঠাকরিকলাই; ঠিকরাকলাই (দেশজ) —dolichos pilosus. শিম্বাদিবর্গের বন্য কলাই শাকবি°। মাসকলাইএর মত কিন্তু ছোট, কালো। ভাল সিদ্ধ হয় না।

ঠিকরী (দেশজ)—phaseolus radiatus.

[ড]

ডাগরাকলা (দেশজ)—ডোগরেকলা, বৃহদাকার কদলী (অব্যবহার্য)। কলা দ্র°।

ডঙ্কোনি (দেশজ)—ডানকোনিলতা, pladera decussata.

ডঙ্গর (দেশজ)—ficus hirsuta.

ডঙ্গরখীরেনিয়া (দেশজ)—বৃক্ষভেদ।

ডঙ্গরী—ফলবি°। লতাফল। চলিত কথায় কাঁকড়ী ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ডাঙ্গরী, দীর্ঘবারু, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, নামশুণ্ডী; গজদন্তফলা ॥ শব্দচ° ॥

ডরকরঞ্জ; ডহরকরঞ্জা—galedupa arborea. করঞ্জ দ্র°।

ডহু, ডহুয়া, ডেঁউয়া, ডেঁকল, ডেলুয়া —[হিং ডইলার] বৃক্ষবি°, ডেও; মাদার, artocarpus locoscha ॥ রাজব° ॥ পর্যায়। লকুচ; লিকুচ।

ডাঙ্গরী—কাঁকড়ী।

ডাংগাগড়গড় (দেশজ)—বৃক্ষভেদ।

ডানকুনী—[সং ডঙ্কানি; শঙ্খপুষ্পী (শুক্ল); শঙ্খপুষ্পা; দন্তোৎপল; হিং শঙ্খাহুলী, শংখাবণ্ঠী; ও° শংখাবলী; ক° শঙ্খপুষ্পী] ডানকুনি; pladera decussata; causcora decussata. বর্ষায়ু বন্য ছোট গাছ। এক হাতের চেয়ে বড় হয় না। জলাভূমিতে জন্মে। ফুল শাদা, যুক্ত চতুর্দল। বর্ষাকালে ফোটে। ফল শীতকালে পাকে। সমস্ত গাছটিই ঔষধার্থে ব্যবহৃত। পত্র অভিমুখী। কেশর ৪টি; ফল দ্বিকোষ। বীজ ছোট বহুকোণ। শঙ্খপুষ্পী দ্র°।

ডাব—নারিকেল দ্র°। কাঁচ বা নেয়াপাতি নারিকেল।

ডামর—[সং ধুনক; হিং ডামর] পর্বতীয় তরুবি°; vateria indica. গাছের রস (white dammer; indian copal) বার্নিসের জন্য তার্পিন তেলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। হিন্দি ডামর শব্দে গঁদ; আঠা বোঝায়।

ডালকচু (দেশজ)—একজাতীয় বৃক্ষ; sagitharla cordifolia.

ডালচিনি—দারুচিনি দ্র°।

ডালিম—[সং দাড়িম, দালিম্ব, দাড়িম্ব; ও° ডালিম্ব; হিং ডারিম; ইং pomegranate] puica granatum. ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই জন্মায়। বহুবীজ ফল। দাড়িম দ্র°।

ডিণ্ডিম—কৃষ্ণপাকফল; পানী আমলা।

ডিণ্ডির—চলিত কথায় ঢেঁড়শ।

ডিম্বিকা—শ্যোণকবৃক্ষ।

ডুডু (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

ডুমুর, ডুম্বুর—[সং উডুম্বর, জঘনেফলা, ফল্গু, জন্তুফল, ন্যগ্রোধ; ও° ডিমিরি; ইং common cultivated fig tree] ficus indica. (১) ডুমুর—ficus roxburghii. (২) যজ্ঞডুমুর—[সং উড়ুম্বর] ficus glomerata. ইহার গাছ ডুমুর গাছ অপেক্ষা বড় হয়। পাতা ডুমুরপাতার চেয়ে ছোট এবং কর্কশ নহে। ফলও ডুমুরের চেয়ে

বড়; পাকিলে লাল মধুর স্বাদ হয় ও ভিতরে পোকা জন্মায়। কাঁচা ফল কাটিলে আঠা বাহির হয়। পাকাফলের সরবৎ গ্রীষ্মকালে উপাদেয়। (৩) কাবুলীডুমুর—[কাবুলী নাম—আঞ্জীর] ফল বড়-বড়; মিষ্ট ও ভক্ষ্য, (৪)কাকডুমুর—[স° ফলগু; কাকোডুম্বরিকা] ছোট ডুমুর; ficus hispida. ভারতে সর্বত্র হয়।

ডুম্বুরপর্ণী—দন্ডীবৃক্ষ।

ডুলী—বিল্লীশাক।

ডেউয়া—ডেও, মাদার। ডহু দ্র°।

ডেঙগুয়া—একপ্রকার গুল্ম।

ডেঙ্গুয়াখাড়া—ডেংগোখারা। লাল নটিয়া শাক, amaratus lividus, a. gangiticus.

ডেহুয়া—ডেও, মাদার।

ডোড়ী—ক্ষুপবি°। পর্যায়—জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, সুখা-লুকা, বহুবল্লী, দীর্ঘপত্রা, সূক্ষ্ম-পত্রা, জীবনী।

[ত]

তগর—মদনবৃক্ষ; ময়নাকাঁটা গাছ, টগর ফুলের গাছ, tabernaemontana coronaria. কঙ্কনদেশ-প্রসিদ্ধ একপ্রকার নদীজাত বৃক্ষকে তগর, মহোরগ ও তগরমূল বলে ॥ সমর্থ° রাজনি °॥ টগর দ্র°

তগরপাদিক—জলজগন্ধলতা, ক্ষুপবি°।

তগরপাদী—তগরবৃক্ষ।

তজবী—হিঙ্গুবৃক্ষ।

তন্ডুলা—১ বিড়ঙ্গ, ২ মহাসমঙ্গাবৃক্ষ [হি° কগাহিয়া]।

তন্ডুলী—১ যবতিক্তা লতা, ২ শশান্ডলী কর্কটী, ৩ তন্ডুলীয় শাক।

তন্ডুলীক—তন্ডুলীয় শাক।

তন্ডুলীয়—[হি° চবরাই, অল্পমরুষা] চাঁপানটে, গোয়ালনটে বা ক্ষুদে নটে। পর্যায়—অল্পমারিষ, তন্ডুলভন্ডীয়, তন্ডুলী, তন্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফূর্জথু, স্বনিতাহ্বায়, বীর, তন্দুলনামা।

তণ্ডুলীয়ক—১ তন্ডুলীয় শাক, চাঁপানটে শাক, ২ বিড়ঙ্গ।

তন্ডুলীয়িকা—বিড়ঙ্গ।

তন্ডুলু—বিড়ংগ।

তন্ডুলের—তন্ডুলীয় শাক।

তন্ডুলেরক—তন্ডুলীয় শাক।
তন্ডুলৌঘ—তন্ডুলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান বলিয়া বেড় বাঁশ।
তৎপত্রী—হিঙ্গুপত্রী, কলাগাছ।
তনুত্বচ—ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থক; গণুরীগাছ।
তনুপত্র—তাপসতরু; ইঙ্গুদীবৃক্ষ।
তনুবীজ—নারিকেল কুল।
তন্তুনির্যাস—তালবৃক্ষ।
তন্তুবিগ্রহা—কদলী।
তন্তুভ—সর্ষপ।
তন্তুর—মৃণাল।
তন্তুল—মৃণাল।
তন্তুসার—সুপারী গাছ।
তন্ত্রী—গুড়ুচী।
তন্দ্রিকা—গুড়ুচী দ্র°।
তন্দুরা—ত্রিবৎ; তেউড়ী দ্র°।
তন্নি—চাকুলিয়া।
তপন—১ আকন্দ, ২ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ-বৃক্ষ।
তপনচ্ছদ—আদিত্যপত্র বা হুড়হুড়ে গাছ।
তপনতনয়া—শাঁই গাছ; শমীবৃক্ষ।
তপস্য—কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল।
তপস্বিপত্র—দমনকবৃক্ষ।
তপোধন—দমনকবৃক্ষ।
তপোধনা—মুন্ডুরী-বৃক্ষ।
তবকুরী (দেশজ)—unona dumosa.
তমকা—তমাল-বৃক্ষ, phyllanthus emblica.
তমাক—তামাক দ্র°।
তমাল—[সং—কালস্কন্ধ, তিন্দুক, জীবকদ্রুম, তাপিচ্ছ ; হি° তেঁদু, তমালতেন্দু; উ° কেন্দু] তেদগাছ, তমাল, diospyros tomentosa, গাব গাছের মত গাছ। দীর্ঘকাল-স্থায়ী চিরশ্যামল। পাতার দুই পিঠই রোমশ। কাণ্ডের মধ্যের কৃষ্ণসারযুক্ত কাঠকে আবলুস বলে। ফল মানুষে খায়। দাম্পল দ্র°। বল্কল কৃষ্ণবর্ণ। দেখিতে সুন্দর। ২৭-২৮ ফিট উচ্চ হয়। ফুল বড় ও শাদা। বৈশাখ মাসে ফুল ফোটে। কমলা লেবুর মত ফল। পাতা তেজ-পাতার মত। ২ তিলক-বৃক্ষ, ৩ বরুণ-বৃক্ষ, ৪ কৃষ্ণখদির। কালিদাসের 'তমাল কৃষ্ণবর্ণ' বোধহয় দক্ষিণ ভারতের গাব গাছ। পর্যায়—কালস্কন্ধ, তাপিঞ্জ, নীলতাল, তমালক; নীলধ্বজ, কালতাল, মহাবলা। xanthocymus pictorium. এই তমাল গাছের স্কন্ধ কালো বলিয়া ইহার কালস্কন্ধ নাম। তমাল অর্থে

যাহাকে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করা যায়।

তমালক—সুষণিশাক, ২ তেজপাতা।

তমালেকা—ভুঁইআমলা।

তরই—[হিং] এক প্রকার ঝিঙ্গা।

তরণি, তরণী—অর্কবৃক্ষ; ২ ঘৃত-কুমারী, aloe, ৩ পদ্মচারিণী লতা। ৪ শেউতী গোলাপ, rosa moschata.

তরদী—কণ্টক-বৃক্ষ-বিং। পর্যায়—তারদী, তীব্রা, খর্বুরা, রক্ত-বীজকা।

তরবট—cassia auriculata.

তরবুজ, তরমুজ—[সং কলিঙ্গ, শীর্ণবৃন্ত, সুখবাস, মাংসলফল, তরমুজ; হিং তরবুজ; মং কলিঙ্গউ; গুজং তরপুজ; কং কোন্তে; ফাং হিন্দজনা, তরবুজ; অং বত্তিথহিন্দী; পারস্য—দিল সপঙ্গ ওকচরেহন; ইং water melon] তরমুজ, citrullus cucurbita, c. vulgaris. কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের প্রসিদ্ধ জলময় সুস্বাদু ফুলের লতা-বিং। ফল প্রায় গোল, চিক্কণ, পাকিলেও হরিদবর্ণ থাকে। পর্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ, ফল বর্তুল। লিনিয়াসের মতে তরমুজ ইতালি-দেশের দক্ষিণাংশ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সেবিঞ্জ বলেন—ভারতবর্ষ ও আফ্রিকাই প্রথম জন্মস্থান। ভারতীয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৬ শতাব্দীর পূর্বে গ্রেট বৃটেনে তরমুজ পাওয়া যাইত না। ইজিপ্টের প্রাচীন চিত্রে বুঝা যায় যে তখন তরমুজের চাষ হইত। দশম শতাব্দীর পূর্বে চীন দেশে তরমুজ ছিল না। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তরমুজই সুস্বাদু।

তরিতা—গাঁজা ॥ কুলার্ণবতন্ত্র ॥

তরুই—এক প্রকার ঝিঙ্গা, luffa acutangula. বনতরুই—clubbed luff, luffa elevata.

তরুণ—১ কুব্জপুষ্প, সেঁওতি ফুল, ২ স্থূল জীরক, ৩ এরণ্ডবৃক্ষ।

তরুজীবন—বৃক্ষমূল।

তরুণী—[সং সেবতী-পুষ্প; ইং Indian white rose] গোলাপ, ২ ঘৃত-কুমারী, ৩ দন্তী-বৃক্ষ। পর্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী গন্ধ্যত্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা,

রাম-তরণী; সুদলা; বহু-পত্রিকা; ভৃঙ্গবল্লভা।
তরুণী-কটাক্ষমাল—তিলকপুষ্প-বৃক্ষ।
তরুভুজ—বন্দাক, পরগাছা।
তরুমালিনী—ভুঁই-আমলা।
তরুরাজ—১ তালবৃক্ষ, ২ পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ।
তরুরুহা—হরিদ্রাভ-লতা-বি°, পরগাছা।
তরুরোহিণী—পরগাছা।
তরুবল্লী—মালবদেশজাত জতুকালতা।
তরুলতা—[স° কামলতা; ও° কুঞ্জলতা] বর্ষায়ুলতাবি°। iponesea quamoclit, quamoclit pinnata, কলম্বী-আদিবর্গের। ফুল ঘোর লাল রংএর। পাতা বিচ্ছিন্ন। বড় তরুলতা—আরণ্য-লতাবি°। quamoclit phoenicea. পাতা বড়-বড় প্রায় আধহাত। পানের মত ফুল একই প্রকার।
তরুস্থা—পরগাছা।
তরূট—পদ্মের মূল; গেঁড়।
তর্কারী—[বিহা° সস্তরি, সেবরি; ও° বর্জ-জন্তি ; বোম্বাই—জৈত বা জন্-জন্ ; ম° সেবরি ; গুজ° বায়াসিংগণি ; তে°—সইমিন্তা বা সমিন্তা] জয়ন্তীবৃক্ষ, ধনচেগাছ; sesbania aegyptiaca, aeschynomena sesbania. পর্যায়—বৈজয়ন্তী; জয়ন্তী; বিজয়া, জয়া॥ শব্দ° ॥ ২ গণিকারিকা বা গণেরী গাছ।
তপর্ণী—গরুস্কন্দ-বৃক্ষ; পদ্ম-চারিণী লতা।
তর্বট—চাকুন্দে গাছ।
তল—তাল-বৃক্ষ।
তলদাবাঁশ (দেশজ)—ফাঁপা অথচ সরু বাঁশ।
তলাশ—বৃক্ষভেদ।
তস্কর—১ পৃক্ক শাক; পিরিঙ শাক, ২ ময়না গাছ।
তস্করস্নায়ু—কাকনাসা লতা।
তাজম্ভঙ্গ—কোবিদারবৃক্ষ।
তাড়—তাল, corypha taliera.
তাড়কাফল—বৃহদেলা; এলাচ।
তাড়ি—প্রধানত তালের রস। ইক্ষু, খর্জুর, নিম্ব, মৈরেয়, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়—যাহা পান করিলে নেশা হয়; তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বলা হয়।
তাড়ী—পত্রপ্রধান বৃক্ষ।
তাণ্ডব—তৃণবিশেষ।

তাপন—অর্কবৃক্ষ।

তাপস—১ দমনক, ২ ইক্ষুবিশেষ, ৩ তমালপত্র, তেজপাতা।

তাপসজ—তেজপাতা।

তাপসতরু—ইঙ্গুদী-বৃক্ষ।

তাপসদ্রুম—ইঙ্গুদী-বৃক্ষ।

তাপসদ্রুমসন্নিভা—গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদা গাছ।

তাপসপত্রী—দমনকবৃক্ষ।

তাপস-প্রিয়—১ পিয়াল গাছ; ২ ইঙ্গুদী-বৃক্ষ।

তাপস-প্রিয়া—দ্রাক্ষা, কিসমিস।

তাপস-বৃক্ষ—ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

তাপিঞ্ছ—তাপিঞ্জ দ্র°।

তাপিচ্ছ—তমাল-বৃক্ষ।

তাপিঞ্জ—১ তমালবৃক্ষ, ২ নিসিন্দে গাছ।

তামরস—১ পদ্ম ২ ধুস্তুর।

তামলকী—[স° তামলকী, ভুধাত্রী, ত্বামলকী, রহুফলা, বৃষ্যা, বিষঘ্নী ; হি° ভদ্রআঁবলা, ভূঁইআমলা, পতালআঁবরা ; ম° ভূঁই অম্বঠঠী ; ও° ভোঁআম্বলা ; ক° আরুনেল্লি; তে° নেলাউসীরীকে]। ভূঁই আমলা, phyllanthus niruri, p. urinaria. সমগ্রক্ষুপ, মূল ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। আমলকী দ্র°।

তামাক, তমাক; তামাকু—[স° তাম্রকূট, ধূমবর্তিকা, ধূমপত্র ; কলঞ্জ ; হি° তমাখু ; ম° তম্বাখু ; ও° তমাকু ; অ° তম্বাক, ও° ধূয়াপত্র ; পিকা ; ইং tobacco] তামাক; তামাকু; nicotiana tabacum, তামাকের (দোক্তা) পাতায় চুরুট, দোক্তা, নস্য তৈয়ারী হয়। বঙ্গনাদিবর্গের বর্ষায়ুশাক। পাঁচশত বর্ষপূর্বে ইহা আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনীত হয়। তাহার এক শতাব্দী পরে আমাদের দেশে পর্তুগীজেরা আনয়ন করে। পূর্বে এ দেশে অরণ্যজাত বৃক্ষ ছিল, ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। ইহার কয়েকটি জাতি আছে। ১ ভরসুট —হুগলী জেলায় ভুরসুট পরগনায় জন্মে। ২ ভেলসা—নরম তামুক। ৩ মতিহারী বা বিষপাত—উগ্র-তামাক। ৪ হিঙ্গলী—উৎকৃষ্ট তামাক। পূলা তামাক, ভগী —তামাক গাছের ডগার পাতা— মিঠেকড়া। গুড়ুকতামাক—পচা গুড় মাখাইয়া তৈয়ার হয়। অম্বরা তামাক—তামাকুর গাছ সোজা হয়।

পাতা কান্ডাশ্লেষী বৃন্তহীন, কোণাকার। মধ্য বা দক্ষিণ-আমেরিকার কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়।

তাম্বূলবল্লী—[সং মুখরাগকরী, কামজননী, আমোদজননী, শ্রমভঞ্জিনী, তীক্ষ্মঞ্জরী, সপ্তশিরা, ভক্ষ্যপত্রী; মং নাগবেল ; হিং নাগরবেল, পান ; কং—পানবেল ; গুজং নাগরবেল্ল, পান ; কং নাগরবল্লী, পর্ণ । তেং—তামলপাকু ; তাং বেট্টিলী ; অং—পান ; ফাং বর্গন্তবোল ; ইং betel tree, betel nut.] পান, piper betel. নানাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণে তাম্বূল (betel leaf) গুণ, আকার ও বর্ণের বিশিষ্টত্ব লাভ করে। নরহরি মতে তাম্বূল সাত প্রকার—১ শ্রীবাটী।, ২ অম্লবাটী, ৩ সতসা, ৪ গুহাগরে সুগন্ধি, ৫ অম্লসরা—সুগন্ধি। মালবদশে জন্মে, ৬ পটুলিকা। অন্ধ্রদেশে জন্মে। ৭ রেহসনিয়া। সমুদ্রতীরবর্তী দেশে জন্মে। যবদ্বীপ পানের আদিবাস। বাংলায় তিন প্রকার পান সাধারণত হয়। ১ দেশী বা বাঙ্গালা, ২ সাচি বা খাসা, ৩ কর্পূর কাঠি।

তাম্বূলপত্র—১ চুবড়ী আলু, ২ পান।

তাম্বূলবল্লিকা—পান, তাম্বূলবল্লী। পর্যায়—তাম্বূলি, নাগবল্লিকা, বর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগতা, তক্ষপত্রা, তাম্বূলিক, পর্ণবলী, দিবাভীষ্টা নাগিনী, নাগবল্লরী।

তাম্বূলী—পান গাছ, betel plant. পান দ্রং।

তাম্রকণ্টক—নির্যাসপ্রধান কণ্টক বৃক্ষবিং।

তাম্রকূট—তামাক।

তাম্রপল্লব—অশোকবৃক্ষ। পর্যায়—হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট।

তাম্রপাকিন—গর্দভাণ্ডবৃক্ষ, গাঁধিভাঁট গাছ।

তাম্রাদী—গোয়ালে লতা।

তাম্রপুষ্প—রক্তকাঞ্চন পুষ্পবৃক্ষ। পর্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, স্মন্তক, স্বল্পকেশরী। ২ ভুঁইচাঁপা, ভূমিচম্পক। ৩ অশোকবৃক্ষ।

তাম্রপুষ্পিকা—রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী।

তাম্রপুষ্পী—ধাতকীপুষ্প, ধাঁইফুল। পর্যায়—ধাতুপুষ্পী, কুঞ্জরা,

সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা। ২ পাটলাবৃক্ষ, পারুল গাছ।
তাম্রফল—অঙ্কোটবৃক্ষ; আঁকোড় গাছ।
তাম্রবর্ণা—জবাফুল।
তাম্রবল্লী—চিত্রকূটদেশীয় লতা। লতা পর্যায়—তাম্রা, তালী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোধনী, তালিকা।
তাম্রবীজ—কলায়।
তাম্রবৃক্ষ—১ রক্তচন্দনবৃক্ষ, ২ কুলত্থ।
তাম্রমূলা—১ দুরালভা, ২ লজ্জালু, ৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ।
তাম্রসার—রক্তচন্দন।
তাম্রসারক—১ রক্তচন্দন; ২ রক্তখদির।
তাম্রসারিক—রক্তখদির।
তাম্রা—১ তাম্রবল্লী লতা। ২ কুচগুঞ্জা।
তাম্রাভ—রক্তচন্দন।
তাম্রিকা—গুঞ্জা।
তার, তারক—কুর্চবীজ, বৃক্ষবি°, alpinia allughas.
তার তণ্ডুল—শাদা দেধান।
তারদী—তরদীবৃক্ষ।
তারপুষ্প—কুন্দবৃক্ষ।
তারামণি—serissa foetida.
তার্ক্ষী—পাতালগড়ুর লতা, বনলতা বি°।
তার্ক্ষ্য—১ শালবৃক্ষ, ২ অশ্বকর্ণবৃক্ষ।
তার্ক্ষ্যপ্রসব—অশ্বকর্ণ-বৃক্ষ।
তার্ষ্টৌধ—বৃক্ষভেদ।
তাল—[স°—তাল; তৃণরাজ, দীর্ঘস্কন্ধ; চিরায়ু, দীর্ঘপত্র, দৃঢ়চ্ছদ; হি° তাড়; ম° তাড়; ও° তাড; তা° পনম; ফা° তাল; অ° তার; ইং palmyra palm] তালগাছ, তালাদিবর্গের দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষবি°। প্রায় ৬০।৭০ হাত উচ্চ হয়। বসন্তকালে ফুল হয়। মোঁত, মোচ, ফল, মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। তাল ও তালী প্রায় একার্থবোধক। তালরস—তাড়ি। তালগাছের জটা [স°। তালপ্রলম্ব]। তালগাছের গুড়ীর সারকে 'তালকাঁড়ি', গাছের মধ্যস্থ অসার ভাগকে আঁতি বলে। পর্যায়—তালদ্রুম, পত্রী; দীর্ঘস্কন্ধ, ধ্বজদ্রু; ম তৃণরাজ, মধুরস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ু তরুরাজ দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু; লেখ্যপত্র, মহোন্নত।
তালক—হরিতাল।
তালক্রোশা (দেশজ)—বৃক্ষভেদ।
তালনরু—fimbristylis soylenia.
তালপর্ণী—মৌরী দ্র°।
তালপত্রী—মূষিকপর্ণী।
তালপুষ্প—তালের জটা।

তালপ্রলম্ব—তালবৃক্ষের জটা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। রাজব°॥

তালমাখনা—[স° অতিচ্ছত্রা ; হি° তালিমাখানা ; তা° নিম্রলি] কুলিয়াখাড়া, কণ্টকালিকা। ঔষধ-বৃক্ষবি°; menisca dulsis (?)

তালমূট—বৃক্ষভেদ।

তালমূলী—[স° তালমূলী, ভূ-তালী, তালপত্রিকা ; ক° কালমুষলী (মূলের নাম)] curculigo orchiodes. শাকবিশেষ। আলু থেকে জন্মায়। পাতা লম্বা ও সরু, তালপাতার মত। ফুল হলদে রংয়ের, নির্গন্ধ। পর্যায়—তালিকা, তালমূলিকা, অর্শোঘ্নী, মূষলী, তাল, খলিনী, সুবহা, তালপত্রিকা; গোধাপদী; হেমপুষ্পী; ভূতালি, দীর্ঘ কলিকা।

তাললুড়া—curculigo orchioides.

তালিকা—তাম্রবল্লী।

তালিপাত—দাক্ষিণাত্যের তালপত্র।

তালিফুলিয়া (দেশজ)—বড়-লতানিয়া গাছ।

তালী [স° তালীতৃণরাজ ; ইং tallpot palm] তাল গাছের ন্যায় আকৃতি দীর্ঘবৃক্ষ। corypha umbraeifera. অরণ্য-জাত বৃক্ষ। দক্ষিণ ভারতে জন্মায়। তাল-গাছের মত কিন্তু তাহার চেয়ে মোটা; পাতা বড়। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে একবার ফুল দেয়। ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়।

তালিশপত্র—ভূম্যালকী [ইং siver fir] abies webbiane. দেবদারু-আদিবর্গের তরুবিশেষ। হিমালয়ে জন্মে। পর্যায়—শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছেদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয়, তালীশপত্রক।

তিউড়ী—[স° ত্রিপুটা, ত্রিবৃতা, ত্রিবৃৎ]। কলম্বী-আদিবর্গের সুবৃহৎ লতা-বি°, operculina turpethum, পাতা বড়-বড়; ফুল পঞ্চদল ও বড়; শাদা রংয়ের; চারকোণা ফল।

তিক্‌চামা—microrrhynchus aspe-nifolius.

তিক্‌বুমা—aplotaxis circisides.

তিক্ত—১ কুটজবৃক্ষ; ২ বরুণবৃক্ষ।

তিক্তক—১ পটোল; ২ চিরতা; ৩ কৃষ্ণখদির; ৪ ইঙ্গুদিবৃক্ষ, ৫ নিম্ব, ৬ কুটজ।

তিক্তকন্দিকা—গন্ধপত্রা।

তিক্তকা—তিতলাউ।

তিক্তকাণ্ড—চিরতা।
তিক্তগুঞ্জা—করঞ্জা। পর্যায়—ক্ষুদ্ররসা, রসঘা; বিন্ধপর্কটী।
তিক্ততণ্ডুলা—পিপ্পুল। পর্যায়—চপলা; শৌণ্ডী, বিদেহী, মাগধী কণা, কৃষ্ণপোকুল্যা; মগধী; কোলা।
তিক্ততুণ্ডী—কটুতুম্বীলতা।
তিক্ততুম্বী—তিত লাউ।
তিক্তদুগ্ধা—ক্ষীরিণীবৃক্ষ, ২ মেঢ়াশিঙ্গে গাছ।
তিক্তপত্র—কাঁকরোল।
তিক্তপর্ণিকা—গোরক্ষকর্কটী।
তিক্তপর্ণী—গোরক্ষকর্কটী।
তিক্তপর্বা—১ দূর্বা, ২ গুরুচী। ৩ যষ্টিমধু লতা।
তিক্তফল—নির্মল ফল।
তিক্তফলা—১ যবতিক্তা লতা, ২, বার্তাকী, ৩ খরমুজ।
তিক্তবল্লী—মূর্বালতা।
তিক্তবীজা—তিতলাউ।
তিক্তভদ্রক—পটোল।
তিক্তমরিচ—কতকবৃক্ষ; নির্মল ফল।
তিক্তরসা—ব্রাহ্মীশাক।
তিক্তরাজ (দেশজ)—andersonia rohitaka.
তিক্তরাজ—[সং তরক্ষীর, পীতরাজ; রোহিতক, রোড়া, রোহাণ; হিং হরিণ, হর] নিম্বাদিবর্গের তরুবিং। amoora polystachia. পাতা কোমল ও রোয়া যুক্ত, ধার কাটা নহে, পর্ণ ৫-৭ জোড়া ত্রিদল। ফুল ছোট ও শাদা। ফলের বীজ হইতে একপ্রকার তেল হয়। পর্যায়—রোহিতক, কুশাল্মলি, দাড়িমপুষ্প-সংজ্ঞক, সদাপ্রসূন॥ রাজনিং॥
তিক্তশাক—১ খদির-বৃক্ষ, ২ বরুণদ্রুম, বর্ণে গাছ, ৩ গিমে শাক, crataeva Roxburghii.
তিক্তশাক তরু—শ্বেতপ্রসূনক-বৃক্ষ।
তিক্তশাকদ্রু—বরুণ-বৃক্ষ, বর্ণে গাছ।
তিক্তসার—বিটখদির, গুয়ে-বাবলা।
তিক্তা—১ যবতিক্তা লতা, ২ খরমুজ, ৩ ছিক্কনী, হাঁচুটীর গাছ।
তিক্তাখ্যা—তিতলাউ।
তিক্তাঙ্গা—[হিং ছেউড়ী] পাতাল গরুড়ীলতা।
তিক্তামৃতা—menispermum. glabrum.
তিক্তাহ্বয়া—তিতলাউ।
তিক্তিকা—১ তিতলাউ, ২ গুড়-কামাই।
তিঙ্গড়ী—১ বৃক্ষভেদ, scytalia

rimosa, ২ গুল্মবিশেষ, stilago tomentosa.

তিঙ্গুদ—তিঙ্গড়ী দ্র°।

তিণ্টী—ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

তিতকঙ্কা—poya viridiflora.

তিতধুন্ধুল—luffa amara.

তিতপাট্—তিক্তকোষ্টা শাক, corchorus acutangulus.

তিতলাউ—lagenaria vulgaris.

তিত্তটীরা (দেশজ)—লতাবি°, casearia varaea.

তিনাশ—তিনিশবৃক্ষ।

তিনাশক—তিনিশবৃক্ষ।

তিনিশ—[স° অক্ষক; হি° সন্দন; ও° বন্ধন] শিম্বাদিবর্গের আরণ্য বৃক্ষবি°, dalbergia ougeinsis. কাঠ ভয়ানক শক্ত। এই কাঠে রথের চাকা তৈয়ারী হয়। মধ্যভারত, বিহার, ওড়িষাতে জন্মে। একস্থানে প্রচুর জন্মায়। বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া যায়। পর্যায়—স্যন্দন, নেমী, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর, স্যন্দনি, অক্ষক, তিনাশক ॥ শব্দ° রাজনি° ॥

তিন্তরী, তিঁতুড়ী—[স° তিঁতড়ী, অম্লিকা, চিঞ্চা; হি° ইমলী; ম° চিঞ্চ; গুজ° অম্বালী; ক° হুনিসে, হুণিসেহেনু, হুণিসিজয়লে; তে° চিন্তাচেট্টু চিণ্ট; ও° কংআং; তা° পুঠিঠি। বো°—টিনটজ; অ° তমরহি; ইং tamarind] তেঁতুলগাছ, tamarindus indicus. কৃষ্ণচূড়াদিবর্গের তেঁতুলগাছ সর্বজন পরিচিত। কাঠ খুব শক্ত, বসন্তকালে নূতন পাতা গজায়, কিন্তু পুরাতন পাতা একেবারে ঝরিয়া যায় না। পুষ্পদল তিনটি। পুং-কেশর তিনটি। পর্যায়—চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়িক, তিন্তিড়ীকা, অম্লিকা, আম্লিকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চরিত্রা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা, সুতিন্তিড়া ॥ রাজনি° ॥

তিন্তিড়ীক—তেঁতুল।

তিন্তিলিকা—তেঁতুলগাছ।

তিন্তলী—তেঁতুলগাছ।

তিন্দিশ—ঢাঁড়িশবৃক্ষ।

তিন্দু, তিন্দুক—[স° নীলসার, কালস্কন্দ, কাকেন্দু; কো° গেঁদু;

হিং তেন্দু, কেন্দু ; কং কম্বুরু ; মং ; টেম্ভুর্ণি আপন ; গুজং টিম্বরবো ; তেং তমিক্ ; তাং তাম্বক ; ফাং অবনুসুঝাড় ; ওং কেন্দু ; ইং ; ebony] গাব গাছ, কেঁদু, diospyros glutinosa, diospyros embryopteris. তমলাদিবর্গের ছোট গাছ। পাতা শক্ত, লাল। পাকা ফল পীতবর্ণ ও মধুর। কাঁচা ফল অত্যন্ত কষায় ও ইহার আঠাল রসে মাছধরা জাল রং করে। ফুল, ফল ও ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কোথাও কোথাও ইহাকে মাকড়কেন্দু বলে। দক্ষিণ ভারতের গাব গাছ। গাছের কাঠ সাদা। আবলুসের কাঠ কালো। তমাল দ্রং। বনগাব—[হিং বিষতেন্দু, diospyros montana, d. cordifolia ॥ বেলং ॥ গাছ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহার এক জাতের কাঁটা আছে। পর্যায়—স্ফূর্জক, কালস্কন্ধ, শিতি-শারক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকি, নীলার, অতিমুক্তক, স্বর্ষক, রামণ, স্ফূর্জন, কালসার, স্পন্দনাহ্বয়।

তিমির—জলজ চারাবিং।

তিমিষ—১ কাকুড়, ২ কুষ্মাণ্ড, ৩ তরমুজ।

তিমীর—বৃক্ষভেদ।

তিম্নারা—বৃক্ষভেদ।

তিরিজিহ্বক—বৃক্ষভেদ।

তিরিম, তিরিণ—একপ্রকার ধান।

তিরীট—লোধ্রবৃক্ষ।

তিরীটক—লোধ্রবৃক্ষ।

তিল—[সং হোমধান্য, বনোদ্ভব ; হিং তিলী ; মং তিঠ্‌ঠ ; গুজং তল ; কং এল্লু ; তেং তোবুলু ; তাং বাল্লেনেয়্ঃ দ্রাবিং বারিক তিল ; ফং কুজন্দ ; অং সিমসিম] তিল, sesamum indicun, s. orintale, s. trifoliatum, s. luteum. বর্ষায়ু শাকবিশেষ। বৎসরে দুইবার হয়। মাঘ মাসে ও ভাদ্রমাসে হয়। প্রকার ভেদ—১ শ্বেত তিল, ২ কৃষ্ণ তিল, ৩ রক্ত তিল, ৪ বন্য তিল—কাট-তিল (কটা রংয়ের)। পর্যায়—হোমধান্য, পবিত্র, পিতৃতর্পণ, পাপঘ্ন, পূতধান্য, স্নেহফল, ফলপূর। পাশ্চাত্যমতে তিলের আদি জন্মস্থান আফ্রিকা ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে। তিল ভারতে বহুদিন হইতে প্রচলিত। বেদে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।—অথর্ববেদ ২।৮।৩,

৬।১৪০।১, শুক্ল-যজুর্বেদ—১৮।১২ ও শতপথ-ব্রাহ্মণে ৯।১।১।৩। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় এই শস্যের যতগুলি নাম আছে তাহারসকলগুলিতে তিল এই নাম একপ্রকার অবিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। অপর কোন শস্যের নামের এইরূপ সমতা ভারতবর্ষে নাই ॥ বিশ্বকো॰ ॥ প্রকারভেদ—১ কৃষ্ণতিল, ২ শাঁকী (শঙ্খের ন্যায় শ্বেত) তিল, ৩ ভাদ্র (ভাদ্রীয়) তিল, ৪ কাঠ তিল।

তিলক—[স॰ বাসন্তসুন্দর, তিলক ; তা॰ মন্‌জড়ি ; ইং red wood tree] adenathera pavonina. ফুলের গাছ। ইহা আমাদের প্রসিদ্ধ তিল গাছ।

তিলপর্ণ—১ সরল গাছের আঠা ; ২ চন্দন ; রক্তচন্দন।

তিলপর্ণী—রক্তচন্দন।

তিলপিঞ্জ—নিষ্ফল তিলবৃক্ষ।

তিলপুষ্প—১ তিলের ফুল, ২ বাঘনখী।

তিলপুষ্পক—১ বিভীতকবৃক্ষ, ২ তিলের ফুল।

তিলপেজ—নিষ্ফল তিলবৃক্ষ।

তিলভাবিনী—জাতিফুলের গাছ।

তিলাপত্যা—কেলেজীরা।

তিলিয়া—একপ্রকার গাছ।

তিলিয়াকরা—[হি॰ নাগমশদী ; তে॰ টিগেমুশিদি] ভাগ লতা; কেলে লতা, coculus acuminatus. জন্ম পঃ বঙ্গ, ওড়িষা, সিঙ্গাপুর।

তিলিয়ালাউ (দেশজ)—একপ্রকার লাউ, cucurbita punctata. লাউয়ের গায়ে তিলের মত চিহ্ন থাকে।

তিল্ব—লোধ্রবৃক্ষ।

তিল্বক—১ লোধ্র, ২ তিনিশ।

তিষ্যপুষ্পা—আমলকী।

তিষ্যফলা—আমলকী।

তিষ্যা—আমলকী।

তিসি; তিসী—[স॰ অতসী, মসৃণা ; হি॰ তীসী; অলসী; তা॰ অন্‌সী-ডিরাই ; ও॰ ফেসী ; ইং linseed] তিসি, মসিনা, linum usitatissimum. ফুল পঞ্চদল, আকাশ নীল রং। শীতকালের ফসল। পর্যায়—অতসী, পিছিলা, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকর্ষা, নীল-পুষ্পিকা।

তিস্রা—শঙ্খপুষ্পী।

তীক্ষ্ণ—১ চই গাছ ২ শ্বেতকুশ।

তীক্ষ্ণক—শ্বেতসর্ষপ।

তীক্ষ্ণকণ্টক—১ ধুস্তুর, ২ ইঙ্গুদী-বৃক্ষ, ৩ বাবলা গাছ, ৪ বংশ।

S.C.E.R.T., West Bengal Library

তীক্ষ্ণকণ্টকা—কন্থারীবৃক্ষ।

তীক্ষ্ণকল্ক—তুম্বুরুবৃক্ষ।

তীক্ষ্ণগন্ধ—১ সাজিনা গাছ; ২ রক্ত-তুলসী, ৩ শ্বেততুলসী।

তীক্ষ্ণগন্ধা—১ শাদা বচ, ২ কন্থারী; ৩ রাইসরিষা, ৪ ছোট এলাচি।

তীক্ষ্ণতণ্ডুলা—পিপ্পুল।

তীক্ষ্ণপত্র—ধনিয়ার গাছ।

তীক্ষ্ণপুষ্প—লবঙ্গ।

তীক্ষ্ণপুষ্পা—কেতকী।

তীক্ষ্ণপ্রিয়—যব।

তীক্ষ্ণফল—ধনিয়া গাছ।

তীক্ষ্ণফলা—রাইসরিষা।

তীক্ষ্ণমঞ্জরী—পানের গাছ।

তীক্ষ্ণমূল—সজিনা গাছ।

তীক্ষ্ণশূক—যব।

তীক্ষ্ণসারা—শিশু গাছ।

তীক্ষ্ণা—১, বচা, ২ সর্পকঙ্কালিকা বৃক্ষ, ৩ আলকুশী লতা, ৪ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা; ৫ অত্যম্ল-পর্ণী লতা, ৬ লঙ্কা মরিচ।

তীরণ—লতাভেদ।

তীররুহ—বৃক্ষ।

তীরাট—লোধ্র।

তীব্রকন্দ—১ পেঁয়াজ, ২ ওল।

তীব্রগন্ধা—জোয়ান।

তীব্রগন্ধিকা—জোয়ান।

তীব্রজ্বলা—ধাঁইফুল। এই ফুল স্পর্শ করিলে ব্রণ হয় বলিয়া ঐ নাম।

তীব্রা—১ গেঁটে দূর্বা, ২ রাইসর্ষে, ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী, ৪ তরদীবৃক্ষ, ৫ তুলসী।

তুত, তুতক—[সং তুলব, তুদ; গুজং ও মং তুৎ; তেং—কম্বলি; আসাম—নুনি বা বোলি; নেপাল—কিম্বু তুতরি; বোম্বাই—তুত; তুতরি, আম্বর, সেতর বা তুলা আম্বর; ইং mulberry] তুতিয়া, তুঁত, morus indica. ক্ষীরী ছোট গাছ। পাতা পোকায় খায়। শীতকালে ফল পাকে। অশ্বত্থ পাতার মত। আদি জন্মস্থান হিমালয়। ভারতে রেশম পোকার জন্য চাষ হয়। প্রকারভেদ—১ শ্বেততুঁত, morus alba, ২ চীনে তুঁত, morus atro-purpuria, ৩ দেশী তুঁত morus indica.

তুঁদ, তুন—[সং তুন্ন, নন্দিবৃক্ষ, কুবেরক; হিং তুন; ওং মহানিম্ব, মহালিম্বু] cedrela

toona. নিম্বাদিবর্গের উচ্চবৃক্ষ বিশেষ। ফুল ছোট ও শাদা। বীজ চেপ্টা, দুইদিকে ডানা আছে। কাঠ (Indian mahogany) হালকা, ঈষৎ লাল। মেহগণি কাঠের মত কিন্তু আঁশ মোটা।

তুকাক্ষীরী, তুগাক্ষীরী—বংশলোচনা। বাঁশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত পদার্থ-বিশেষ।

তুঙ্গ—১ পুন্নাগবৃক্ষ, ২ নারিকেল।

তুঙ্গক—পুন্নাগবৃক্ষ।

তুঙ্গা—১ বংশলোচনা, ২ শমীবৃক্ষ।

তংগারি—শ্বেত করবীর বৃক্ষ।

তুঙ্গিনী—বড় শতমূল।

তুংগী—১ বাবুই গাছ, ২ হরিদ্রা।

তুচ্ছদ্রু—নীলীগাছ।

তুচ্ছদ্রু—ভেরাণ্ডা গাছ।

তুচ্ছা—১ নীলীবৃক্ষ, ২ গুজরাত দেশীয় এলাচি—স্থূলৈলা।

তুণ—[সং নন্দিবৃক্ষ, তুনকুবেরক ; হিং ও মহানিম্ব ; তেং নন্দিরেট্টু ; তাং তুনু মরম] তুনগাছ, তুনি, toon ciliata. হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে, দক্ষিণ ভারতে, সিকিম, এবং বঙ্গদেশের কয়েক জায়গায় জন্মে।

তুণি—তুঁদ গাছ। পর্যায়—তুণি, তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক।

তুণিক—নন্দিবৃক্ষ।

তুণ্ডকেরিকা—কাপাস গাছ।

তুণ্ডকেরী—১ কাপাস গাছ, ২ তেলাকুচা।

তুণ্ডিকা—তেলাকুচা।

তুণ্ডিকেরী—১ কাপস, ২ তেলাকুচা। পর্যায়—তুণ্ডি, রক্তফলা, বিম্বী, বিম্বিকা।

তুণ্ডিকেশী—তেলাকুচা।

তুৎ (দেশজ)—তুঁত গাছ।

তুতবলাংগা—বৃক্ষবিশেষের বীজবিং। তোকমারির মত। জলে ফেলিলে ফুলিয়া উঠে।

তুত্থা—১ নীলীবৃক্ষ, ২ ক্ষুদ্রৈলা, ৩ মহানীলী।

তুনতুনীনটী—amarantus fasciatus.

তুন্দিলফলা—শশা।

তুন্ন—তুঁত গাছ।

তুবর—ধান্যবিশেষ।

তুবরযাবনাল—এক জাতীয় লোহিতবর্ণ ধান ॥ সমর্থ ॥, ২ লাল জনার।

তুবরী—১ অড়হর, ২ ধান্যভেদ।

তুবারিকা—অড়হর।

তুবরীশম্ব—চাকুন্দে গাছ।

তূবি—অলাবু।

তুবরক—চালমুগ্‌রা দ্র°।

তুম—garuga pinnata.

তুম্ব—[ই° bottle gourd] লাউ, cucurbita lagenaria. লাউ দ্র°।

তুম্বা—অলাবু, লাউ দ্র°।

তুম্বিকা—১ অলাবু, ২ তিতলাউ।

তুম্বী—১ অলাবু, ২ কুলিক-বৃক্ষ।

তুম্বীপুষ্প—অলাবু-পুষ্প।

তুম্বুক—অলাবু ফল।

তুম্বুরক—ধনে দ্র°।

তুম্বুরী-ধনে।

তুম্বুরু—[স° তুম্বুরু, শুলেয়; হি° তেজবল] zanthoxylum alatum. মরীচ সদৃশ একজাতি তীক্ষ্ন ফল। নারঙ্গাদিবর্গের ছোট গাছবি°। কণ্টকপূর্ণ। কাঠ শাদা। ফুল ছোট হলদে রংয়ের। বীজ ঘোর কালো রংয়ের। অনেকে ইহাকে নেপালী ধনিয়া বলে। দার্জিলিং, হিমালয় ও খাসিয়া পাহাড়ে জন্মায়। পাতার বোঁটায় পাখা আছে। পুং ও স্ত্রীপুষ্প ভিন্ন গাছে হয়।

তুরগগন্ধা—অশ্বগন্ধা।

তুরগপ্রিয়—যব।

তুরঙ্গক—[হি° বড়ীতোরই] হস্তিঘোষাবৃক্ষ।

তুরঙ্গগন্ধা—অশ্বগন্ধা।

তুরঙ্গপ্রিয়—যব।

তুরঙ্গিকা—দেবদালী লতা, ঘোষা।

তুরঙ্গী—অশ্বগন্ধা।

তুরুষ্ক—শ্রীবাসবৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল।

তুর্গী—অশ্বগন্ধা।

তুলসারিণী—তৃণবি°।

তুলসী—[স° বিষ্ণুবল্লভা, ত্রিদশমঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, গৌরী, সুরস, সুরসা, ; ও° লণ্ডাবহুলি; হি° কালিতুলসী; তে° গগেরচেট্টু; ইং holy basil] কৃষ্ণতুলসী, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবি°। বিভিন্ন প্রকারভেদ—কালোতুলসী, ocimum sanctum. ফুল রক্তবর্ণ, পাতা সুগন্ধী। ডাঁটা কৃষ্ণরক্ত। তুলসী গাছ সাধারণত ১-৩ ফুট লম্বা হয়। পর্যায়—কৃষ্ণার্জক, কৃষ্ণবর্ণী, কালমান, করালক, কালপর্ণী, সুরভি, মানকা, কালমানক। ২ বাবুইতুলসী [স° অজগন্ধিকা, বর্বরী; ও° দুলভা; হি° সরজা; আ° রেইহান, তে° রুদ্র-জেড়া] কোথাও কোথাও

গ্লালতুলসী, o. basilinum, o. pilosum. ফুল সাদা, ডাটা সবুজ, গাছ সুগন্ধী। পর্যায়—সুরভি, সুরভিদ্বেষা, সুরসা; আপেতরাক্ষসী, কবরী, তুংগী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা; ৩ রামতুলসী—[সং ফণিজ্জক, মরুবক] o. gratissimum. সকল তুলসী গাছের চেয়ে পাতা বড়। ফুল শাদার সঙ্গে হলদে রংয়ের আমেজ আছে। ৪ দুলাল-তুলসী—[সং সুমুখ, বনবর্বরিক] o. caryophyllatum. রাঢ়দেশে জমায়। ৫ শ্বেততুলসী — [সং সিতার্জক, সুমুখ ; হিং সফেদতুলসী ; তেং কুক্কতুলসী] শাদা তুলসী। o. villosum, o. carum. ইহাকে বিশ্বতুলসীও বলে। পর্যায়—অর্জক, শ্বেতপর্ণাসা, গন্ধপত্র, কুঠেরক, অস্রার্জক, তীক্ষ্ন তীক্ষ্নগন্ধ। ৬ বনতুলসী – o. adscendens. ৭ কুটেরক, অর্জক—o. tuberosum. তুলসী হিন্দুদের একটি ধর্মীয় গাছ। সাধারণত গ্রামে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, মন্দির পার্শ্বে রোপিত হয় ও দেবীরূপে পূজিত হয়। এই গাছের ডাঁটা ও পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—সুভগা, তীব্রা, পার্বানি, সুরেজ্যো, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জুরী অপেতারক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জুরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাস; বৃন্দা, কঠিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, সুলতা, বহুমঞ্জুরী, দেবদুন্দুভি, বিষ্ণুবল্লভা, হরিপ্রিয়া ইং॥ শব্দং অমং বিশ্বং রাজনিং ভাবপ্রং॥

তুলসীদ্বেষা—বাবুইতুলসী।

তুলা—১ শিমুল তুলা, ২ কাপাস তুলা, [হিং রুই, কপাস ; তেং প্রত্তি, মং কপাস] gossypium herbeaceum, ৩ আকন্দ তুলা।

তুলাবীজ—কুঁচ।

তুলিনী—শিমুল গাছ।

তুলিফলা—শিমুল গাছ।

তুষ—১ ধানের খোষা, ২ বহেড়া গাছ।

তুষধান্য—সতুষ ধান্য।

তূণির্ন—নন্দি-বৃক্ষ। পর্যায়—তূর্ণী, তুন্নক, আপীন, তূণিক, কচ্ছক, কুঠেরক; কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক।

তুজ—১ তুঁত গাছ, ২ পার্শ্ব পিপ্পল।
তুণী—নীলগাছ।
তুণীক—নন্দিবৃক্ষ।
তুরী—ধুতুরা গাছ।
তুল—তুঁত-বৃক্ষ। তুঁত দ্র°। পর্যায়—তুদ, ব্রহ্মকাণ্ঠ, ব্রাহ্মনেষ্ট, পুষক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মদসার।
তুলাপিচু—তুলার গাছ।
তুলফল—আকন্দ গাছ।
তুলবতী—[হি° তু'লী] বৃক্ষবি°।
তুলবৃক্ষ—তুলার গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ।
তুলশর্করা—কাপাস বীজ।
তুলা—কাপাস গাছ।
তুলিনী—শাল্মলীবৃক্ষ।
তুলিফলা—শাল্মলীবৃক্ষ।
তৃখ—জায়ফল।
তৃণ—চীনা খড়। পর্যায়—অজুন; প্রিণ, থট, খেট্ট, হরিত, তাণ্ডব।
তৃণক—চীনে ধান।
তৃণকুঙ্কুম—গন্ধাধিক নামক একজাতি বৃক্ষবি°।
তৃণকেতু—১ বাঁশ গাছ, ২ তালবৃক্ষ।
তৃণকেতুক—বাঁশ।
তৃণগন্ধা—বিদারী, শালপর্ণী।
তৃণগ্রন্থি—স্বর্ণজীবন্তীবৃক্ষ।
তৃণজাতি—উপলাদি খড়।
তৃণদ্রুম—তালগুবাক, খর্জুরাদি বৃক্ষকে তৃণদ্রুম বলে। ১ নারিকেল; ২ তাল ৩ সুপারী; ৪ তাড়িয়াৎ গাছ। ৫ কেয়া, ৬ খেজুর, ৭ হেঁতাল গাছ।
তৃণধান্য—নীবার।
তৃণধ্বজ—১ তালবৃক্ষ; ২ বাঁশ গাছ।
তৃণধান্যক—কঙ্গুধান্যাদি।
তৃণনিম্ব—চিরেতা।
তৃণপঞ্চ—১ কুশ; ২ কাশ, ৩ শর, ৪ দর্ভ, শালি, ৫ ইক্ষু।
তৃণপতি—রাজ ঘাস; কালা খাস।
তৃণপত্রিকা—ইক্ষুদর্ভ তৃণ।
তৃণপত্রী—ইক্ষুদর্ভ তৃণ।
তৃণপদ—তৃণতুল্য মূলযুক্ত লতা।
তৃণপুষ্পিকা—[হি° সিন্দুরিয়া] সিন্দরপুষ্পীবৃক্ষ, ফুল গাছ।
তৃণবল্বজা—[হি° সাবে বাগে] বল্বজাতৃণ।
তৃণবীজ—নীবার।
তৃণবীজোত্তম—তৃণধান্য।
তৃণবৃক্ষ—১ নারিকেল, ২ তাল, ৩ সুপারী, ৪ তালী, ৫ কেতকী, ৬ খেজুর, ৭ হিন্তাল।

তৃণমল্লিকা—কাঠমল্লিকা ফুল গাছ।
তৃণমেরু—রুদ্রাক্ষবৃক্ষ।
তৃণরাজ—তালবৃক্ষ।
তৃণরাজবর্গ—১ সুপারী, ২ তাল, ৩ হিন্তাল, ৪ তাড়ি, ৫ কেতকী, ৬ খেজুর, ৭ নারিকেল।
তৃণশীত—গন্ধখড়।
তৃণশীতা—জলপিপ্পলী।
তৃণশূন্য—১ কেতকী পুষ্প, ২ মল্লিকা, ৩ নারাঙ্গা নেবু।
তৃণশূলী—লতাভেদ।
তৃণশোণিত—কুঙ্কম ঘাস।
তৃণশৌণ্ডিকা—লঘুকেতকীবৃক্ষ।
তৃণসংজ্ঞক—১ কুশ, ২ কাশ, ৩ নল, ৪ দর্ভ, ৫ কাণ্ড, ৬ ইক্ষু।
তৃণসারা—কদলী গাছ।
তৃণাংহ্রিপ—মন্থানক তৃণ।
তৃণাঢ্য—পর্বতজাত তৃণ।
তৃণাম্ল—লবণ তৃণ।
তৃণাহ্বা—চীনে ঘাস।
তৃণেক্ষু—[হিং সাবে বাগে] বল্বজা।
তৃণেন্দ্র—তালবক্ষ।
তৃণোত্তম—উখর্বল তৃণ।
তৃণোত্থ—কুঙ্কুম খাস।
তৃণোদ্ভব—নীবার।
তৃপলা—১ লতা, ২ ত্রিফলা (হরিতকী, আমলা, বয়ড়া)।
তৃপানা—লতা।
তৃষাহ—মৌরী।
তৃষিতোত্তরা—অশনপর্ণীবৃক্ষ, আরাটী গাছ।
তৃষ্ণারি—ক্ষেতপাপড়া।
তেঁতুল—তিন্তিরী দ্রং।
তেউড়ী—[সং তহুরী; হিং তর্বদ। পাণিলর; মং তেগু; তাং সিবদই], ipomea turpethum.
তেওড়া—নীলফুলযুক্ত ক্ষুপবিং। lathyrus sativas.
তেকাঁটামনসা—[সং ত্রিকণ্ট, ব্রজী, বজ্রদ্রুম] তেশিরামনসা, বাজ-বারণ, euphorbia antiquorum স্নুহিআদিবর্গের ক্ষীরী বৃক্ষবিং। পাতা ছোট-ছোট খুব কম, তাহাও শীঘ্র খসিয়া যায়—এজন্য পাতা শূন্য।
তেকাটাসীজ—[সং—ত্রিকণ্ট] নাড়া-শীজ, euphorbia antiquorum. তেকাঁটামনসা দ্রং।
তেঙ্গ—saccharum procevum.
তেজঃফল—বৃক্ষভেদ। পর্যায়—বহুফল, শাল্মলীফল, স্তবকফল, স্তেয়ফল, গন্ধফল, কণ্টবৃক্ষ।
তেজনী—১ মূর্বা, ২ চই, ৩ জ্যোতিষ্মতী।

তেজপত্র—[সং পত্রক; তেজপত্র; ত্বক্‌-পত্র, ইং cassia cinnamon] তেজপাতা; cinnamomum tamala, laurus cassia. মধ্যমাকৃতি চিরশ্যামল বৃক্ষবিং। পাতা সুগন্ধী। দুই প্রকার—১ তেজপাতা—cinnamomum tamala ২ রামতেজপাতা বা পাতিবেঁদা, c. obtusifolium. ফুল ও ফল লবঙ্গের মত।

তেজফল—বৃক্ষ ও ফল বিং।

তেজস্বিনী—১ জ্যোতিষ্মতী লতা, লওয়াফটকী। ২ মহাজ্যোতিষ্মতী; বড় মালকঙ্গুনী।

তেজিনী—তেজোবল লতা, sansevie-ra zeylanica.

তেজোবতী—১ গজপিপ্পালী, ২ চবিকা, ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী।

তেজোবৃক্ষ—ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থবৃক্ষ।

তেজোমন্থ—গণিকারিকা বৃক্ষ।

তেজোহ্বা—১ তেজোবতী, ২ চবিকা।

তেড়িয়াৎ (দেশজ)—corypha taliera.

তেপারিয়া, তেপাড়িয়া—physalis per-uviana. বনতেপারিয়া—p. minima.

তেপালিতা—বৃক্ষবিং, eryth-rine indica.

তেমা (দেশজ)—বৃক্ষভেদ।

তেরিজ—তালবৃক্ষ। তরুরাজ; তৃণরাজ ॥ রাজনিং ॥

তেলঝরা (দেশজ)—বৃক্ষ, a species of gelonium.

তেলসার (দেশজ)—[ইং ebony] কেন্দ গাছ।

তেলহাই (দেশজ)—বৃক্ষবিং, stercu-lia urens.

তেলকুচা—[সং—বিম্বী, তুণ্ডিকা, কটুতুণ্ডী, বিম্ব, তুণ্ডীকেরী; হিং কন্দুরি-কি-বিল, কণ্ডবীকন্দুরী; মং কড়ুতোণ্ডলী; গুজং কড়বী-ঘোলী; তং তীতকুন্তক; তাং কোরাই; পং কন্দুরি; ফাং কাবারে-হিণ্ড; ওং গোখুরিয়া, কাইঞ্চিকীকুড়ি] তেলাকুচা [সং তিক্তবিম্বী]; ২ কুদ্রুকি [সং মধুরাবিম্বী] coccinia grandis, cephalandra indica. কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের আরণ্য লতাবিং। বড় বড় শিকড়; ঘন সবুজ পাতা; ফুল শাদা। ফল পটলের মত তিক্ত। পাকিলে কাঁচের মত রং হয়। তখন মিষ্ট হয়। পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছে হয়। ভারত ও বঙ্গ দেশের সর্বত্র জন্মে।

জঙ্গলের কিনারা ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

তেলাঙ্গশুরা (দেশজ)—বৃক্ষবি°। limodorum longifolium.

তেলাঙ্গাচীনা—lagerstraemia indica.

তেলিয়াগর্জন (দেশজ)—ধূসর ছালবিশিষ্ট বৃক্ষবি°। dipterocarpus alatus Roxb. চট্টগ্রাম, আন্দামান, দ্বীপপুঞ্জ, মালয় প্রভৃতি স্থানে জন্মায়।

তেশিরাপাতি (দেশজ)—তিনশিরাযুক্ত পাতঘাস, a species of cyperus.

তেশিরামনসা—তেকাঁটামনসা দ্র°।

তৈজসী—গজপিপুল।

তৈরণী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°।

তৈলধান্য—১ তিল, ২ অতসী, ৩ তোরী, এই তিনপ্রকার সর্ষপ। দুই প্রকার রাজী—খস ও কৌসুম্ভ বীজ। ইহাদের নাম তৈলধান্য।

তৈলপর্ণক—গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ, গেঁড়েলা গাছ।

তৈলপর্ণিক—বৃক্ষবি°।

তৈলপিঞ্জ—নিষ্ফল তিল।

তৈলফল—১ ইংগুদী, ২ বিভীতক।

তৈলবল্লী—শতমূলী।

তৈলভাবিনী—জাতিফুল গাছ, চামেলী গাছ।

তৈলস্যন্দা—শ্বেতগোকর্ণী।

তোক্স—পল্লবাদির অঙ্কুর।

তোকমারি—[হি° তোকমারি] তোকমারি, lallemantia roybana; তুলস্যাদিবর্গের ছোট গাছবি°।

তোদন—ফলবৃক্ষবি°।

তোদপত্রী—কুধান্যভেদ।

তোপচিনি—[স°—চোবচিনী, দীপান্তরবচা; হি° চোবচিনি; তা° কোরিঙ্গে; তে° পিরাঙ্গিচক্কা; ফা° কুস্ব-এস-শিনি] তোপচিনি। smilax glabra, s. china. চীনদেশীয় কাষ্ঠবি°। উদ্ভিদের মূলকে তোপচিনি বলে। ভারতবর্ষের শ্রীহট্ট জেলায় ও গারোপর্বতেও জন্মায়—নাম হরিণসুকচীনা। তোপচিনি খুব ভারী ও গোলাপী রংয়ের হয়।

তোয়কাম—জলবেতস গাছ।

তোয়কুম্ভ—শৈবাল॥ পারস্করনি॥

তোয়ধর—সুষুণি শাক।

তোয়ধিপ্রিয়—লবঙ্গ।

তোয়পর্ণী—১ ধান্যবিশেষ, ২ উচ্ছে।

তোয়পিপ্পলী—কাঁচড়াদাম শাক।

তোয়পুষ্পী—পাটলাবৃক্ষ।

তোয়প্রষ্ঠা—তোয়পুষ্পী।

তোয়প্রসাদন—কতকফল, নির্মল ফল। এই ফল ঘসিয়া জলে দিলে পরিষ্কার হয়।
তোয়ফলা—১ তরমুজ, ২ কাঁকুড়।
তোয়বল্লিকা—কারবেল্লক।
তোয়বল্লী—উচ্ছে।
তোয়বৃক্ষ—শৈবাল।
তোয়শূক—শৈবাল ॥ পারস্করান্ ॥
তোয়াধিবাসিনী—পাটলাবৃক্ষ।
তৌদ—ঘৃতকুমারী।
ত্রপুকর্কটী—১ কাঁকুড়, ২ শশা।
ত্রপুটী—ছোট এলাচি।
ত্রপুষ—শশা। পর্যায়—কণ্টকিফল, সুধাবাস, সুশীতল।
ত্রপুষা—শশা, কাঁকুড়।
ত্রপুস—কাঁকুড়।
ত্রপুসা, ত্রপুসী—১ মহেন্দ্রবারুণী, ২ শশা।
ত্রয়ী—সোমরাজীবৃক্ষ।
ত্রাণ—ত্রায়মাণা লতা।
ত্রায়ন্তিকা, ত্রায়ন্তী—[হিং অস্ত্রক, ত্রায়মান ; অং জিরির ; গুজং ত্রায়মাণ ; মহাং ত্রায়মাণ ; বোম্বং ত্রায়মাণ্ গুলজলীল ; ফাং জলীল, অযক্রক্। পং অসবর্গআফিজ গাফিজ]। ত্রায়মানালতা, ক্ষুপবিং —delphinium zalil. ক্ষুদ্র ডুমুরাকৃতি ফললতাবিং। ডুমুর, ficus heterophylla. পর্যায়—বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভদ্রিকা, বলদেবা, সুভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কৃতত্রা, ত্রায়মাণিকা, বলভদ্রা, সুকামা, বার্ষিকা, গিরিজা, অনুজা, মাঙ্গল্যার্হা, ভয়ণাশিনী, অবনী, রক্ষণ, ত্রাণা। সমগ্র ক্ষুপ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।
ত্রায়বৃন্ত—অনুপদেশজাত গম্ভীর নামক শাকবিং, শুণ্ঠিয়া।
ত্রায়মাণিকা—ত্রায়মাণা লতা।
ত্রিংশৎপত্র—কুমুদ, নালফুল।
ত্রিক্—১ ত্রিফলা, ২ ত্রিকটু, ৩ গোক্ষুর।
ত্রিকট—গোক্ষুরবৃক্ষ।
ত্রিকটু—১ শুণ্ঠি, ২ মরীচ, ৩ পিপুল।
ত্রিকটুক—ত্রিকটু।
ত্রিকণ্ট—১ গোক্ষুর, ২ স্নুহীবৃক্ষ।
ত্রিকণ্টক—গোক্ষুরবৃক্ষ।
ত্রিকোণফল—পানিফল।
ত্রিক্ষুর—কোকিলাক্ষবৃক্ষ, কুলেখাড়া।
ত্রিগুণী—বিল্ববৃক্ষ।
ত্রিজটা—বিল্ববৃক্ষ।
ত্রিদবোদ্ভবা—বড় এলাচ।
ত্রিদল—বিল্বৃক্ষ।
ত্রিদলা—গোয়ালে লতা।

ত্রিদশমঞ্জরী—তুলসী।
ত্রিদশসর্ষপ—দেবসর্ষপ।
ত্রিধরাক—গুণ্ডতৃণ।
ত্রিপত্র—বিল্ববৃক্ষ।
ত্রিপত্রক—১ পলাশবৃক্ষ, ২ তুলসী, কুন্দ, বিল্বপত্রত্রয়।
ত্রিপদা—গোয়ালে লতা।
ত্রিপর্ণ—পলাশ।
ত্রিপর্ণিকা—কন্দাবি°। পর্যায়—বৃহৎপত্রা, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, কন্দালু, কন্দবহুলা, আম্লবল্লী, বিনারুহা, ত্রিপর্ণী।
ত্রিপর্ণী—১ শালপর্ণী, ২ বনকাপাস, ৩ চাকুলে গাছ।
ত্রিপাদ্দিকা—হংসপাদী লতা।
ত্রিপুট—১ মটর ডাইল, ২ গোক্ষুরবৃক্ষ, ৩ খেসারী।
ত্রিপুটক—খেসারী।
ত্রিপুটা—১ মল্লিকা, ২ বেলফুল, ৩ ছোট এলাচ, ৪ কর্ণস্ফোট লতা, ৫ বড় এলাচ, ৬ ত্রিবৃৎ, ৭ শাদা তেউড়ি, ৮ রক্ত তেউড়ি।
ত্রিপুটিন—১ ভেরাণ্ডা গাছ, ২ খেসারী।
ত্রিপুটী—১ তেউড়ী, ২ ছোট এলাচ।
ত্রিপুটীফল—ভেরাণ্ডা গাছ।
ত্রিপুরমল্লিকা—ত্রিপুরমালিকা।
ত্রিপুষা—কাসোতেউড়ী।
ত্রিফলা—১ হরীতকী, ২ বিভীতক, ৩ আমলকী।
ত্রিবর্ণক—১ গোক্ষুর (ফুলে তিনটি রং আছে বলিয়া), ২ ত্রিফলা, ৩ ত্রিকটু।
ত্রিবর্ণা—বনকাপাস। ত্রিবিৎ, ত্রিবৃত—[স° ত্রিপুটা ; হি° নিসোত ; গুজ° নিসোত ; ক° তিগড়ে ; তে° আলতে ; তা° শিবদই ; ফা° নিসোথ ; অ°—তুরবুদ, সাঁওতাল পরগনা—বন-এতকা ; প° চিতাবর্ণি ; হি° নিসোথ, নকাপতর ; বো° নিশোতর, ফুটকারী ; দাক্ষিণে—তিকুরি] তেগড়া, তেউড়ী, ipomoea turpethun, convoliculus turpenthum. প্রকারভেদ—১ কৃষ্ণত্রিবিৎ—কালোমেষী, সুষেণী, শ্যামা, কালিন্দী, সুষেণিকা, কালামসুরবিদলা, অর্ধচন্দ্রা, কালমেষিকা, কালমেশিকা, পালিন্দী। ২ রক্তত্রিবিৎ—কালিন্দী, ত্রিপুটা, লাল তেউড়ী। পর্যায়—ব্যাঘ্রাদনী, কটুরুণা, নিঃসৃতা, ত্রিবৃতা, অরুণা। ৩ শ্বেত ত্রিবিৎ—ত্রিভণ্ডী, ত্রিপুটা, সরলা,

শাদা তেউড়ী। ত্রিবিতের সুদীর্ঘ লতা আর্দ্রভূমিতে উত্তমরূপে বর্ধিত হয়। তেউড়ীর ডাঁটা ত্রিশির। বর্ষাকালে ইহার বহু শুভ্রবর্ণ পুষ্প হয়। ফুলের আকৃতি কাণ্ডের মত। পর্যায়—সর্বানুভূতি, সুবহা, ত্রিপুটা, ত্রিপুটী; রোচনী, মালবিকা; অর্ধচন্দ্রা; বিদলা, সুবেণী, ত্রিবৃৎ, বৃকাক্ষী; ত্রিভণ্ডী, ত্রিপুটা।

ত্রিবৃৎপর্ণী—হেলেঞ্চা।

ত্রিবীজ—শামা ঘাস।

ত্রিবেলা—তেউড়ী।

ত্রিভণ্ডী—ত্রিবৃৎ।

ত্রিষষ্টি—ক্ষেতপাপড়া।

ত্রিশাখপত্র—বিল্ববৃক্ষ।

ত্রিশিখিপলা—মালাকন্দ নামক মূল।

ত্রিসন্ধি—পুষ্পভেদ। পর্যায়—সান্ধ্যকুসুমা, সন্ধিবল্লী, সদাফলা; ত্রিসন্ধ্যকুসুমা, কাণ্ডা, সুকুমারা, সন্ধিজা।

ত্রিসন্ধ্যকুসুম—ফাগুনিয়া ফুল।

ত্রিসুগন্ধি—এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা।

ত্রুটি—ছোট এলাচ।

ত্রুটিবীজ—কটু।

ত্রোটি—কট্‌ফল।

ত্বক্‌চ্ছেদ—ক্ষীরীশ বৃক্ষ।

ত্বক্‌পত্র—১ দারুচিনি, ২ তেজপত্র। পর্যায়—সুৎকট, ভৃঙ্গ; ত্বচ, চোচ, বরাঙ্গক।

ত্বক্‌পত্রী—১ হিংগুপত্রী, বাঁধুনী। পর্যায়—কারবী, পৃথবী, বাষ্পীকা; করবী, পৃথু, ২ কলা গাছ, ৩ বাটিয়াপাতা (তেজপাতার মত পাতা)।

ত্বক্‌সার—১ বাঁশ, ২ দারুচিনি, ৩ শোণ, ৪ রন্ধ্র প্রধান বংশ, তলতা বাঁশ।

ত্বক্‌সারভেদিনী—ক্ষুদ্রচঞ্চু-বৃক্ষ।

ত্বক্‌সুগন্ধ—১ নারাঙ্গানেবু। ২ লবঙ্গ।

ত্বক্‌সুগন্ধা—ছোট এলাচ।

ত্বক্‌স্বাদ্বি—দারুচিনি।

ত্বগ্‌গন্ধ—নারাঙ্গানেবু।

ত্বগ্‌দোষাপহা—বাকুচী।

ত্বগ্‌দোষারি—হস্তিকন্দ।

ত্বচ্—দারুচিনি। পর্যায়—ত্বচ, বল্কল; ভৃঙ্গ, বরাঙ্গ; মুখশোধন, শকল; সিংহল, বন্য, সুরস, কামবল্লভ, উৎকট, বহুগন্ধ, বিজ্জল, বর্নপ্রিয়; নটপর্ণ, গন্ধবল্ক, বর, শীত।

ত্বচ—দারুচিনি।

ত্বচাপত্র—দারুচিনি।

ত্বচিসার—বাঁশ।

ত্বচিসুগন্ধা—ছোট এলাচ।

ত্বিষাম্পতি—অর্ক-বৃক্ষ।

ত্বীষামীশ—অর্ক-বৃক্ষ।

[থ]

থইকল, থৈবল (দেশজ)—[হিং আমলতাস ; ইং country sorrel] স্বনামধন্য ক্ষুপবিং। অম্লবেতস-বৃক্ষ, চুকপালং, rumex vesicarius.

থলকুঁড়ি, থলকুঁড়ি—থান কুনি গাছ।

থলপদ্ম—[সং স্থলপদ্ম] ১ ভূমিজাত পদ্ম। hisbiscus mutabalis. ২ ছত্রপত্র, তমালক ॥ মনিং ॥

থানকুনি (দেশজ)—[সং মণ্ডূকপর্ণী ; হিং ব্রহ্মমণ্ডূকী ; তাং বল্লরাই, বালারাই ; তেং মণ্ডূক-ব্রহ্মকরুক, মণ্ডূকব্রহ্মী ; বোং কুরিরণ ; ইং indian pennywort] থুলকুড়ি, hydrocotyle asiatica. ভূলুণ্ঠিত লতা, বর্ষজীবী, পাতা কাণ্ডের দুই দিক দিয়া বাহির হয়। পাতা অনেকটা পটলের পাতার মত। ফুল বসন্তকালে, ফল শীতকালে হয়। ঔষধিবিং। পর্যায়—মাণ্ডূকী, ত্বাষ্ট্রী, দিব্যা, মহৌষধী। বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ ভারতে পুকুরের ধারে ও আর্দ্রস্থানে জন্মায়।

থুলকুড়ি—থানকুনি দ্রং।

[দ]

দইয়াখইয়া—লতা-ভেদ, achyranthes lanata.

দংশমূল—সজিনা গাছ, hyperanthera morunga.

দক্ষিণাবর্তবতী—বিচুটী।

দগ্ধরুহ—তিলকৃষ্ণ।

দগ্ধরুহা—কুরুহ গাছ।

দগ্ধা—কুরুহ নামক বৃক্ষ ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—কুরুহ, দগ্ধরুহা, দগ্ধিকা, স্থলেরুহা, রোমশা, কটশদলা, ভস্মরোহা, সুদগ্ধিকা।

দগ্ধাহ্ব—ক্ষারপ্রধান বৃক্ষবিং। ভুষোড়া ॥ দ্রব্যাভিং ॥

দণ্ডকন্দক—ধরণীবৃক্ষ, ভূমিকন্দ।

দণ্ড-মাতক্ষ—পিণ্ডতগর।

দণ্ডরী—ডঙ্গরীবৃক্ষ। এক প্রকার কাঁকুড়।

দণ্ডবৃক্ষ—মনসা গাছ, সিজ গাছ, euphorbia.

দণ্ডিন—১ মঞ্জু ঘাস, ২ দমনকবৃক্ষ।

দণ্ডোৎপল—শাকজাতীয় একপ্রকার ক্ষুপ, canscorda decussata. ডানকুনি নামে একপ্রকার পদ্মক। এই নাম সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে ॥ বিশ্বকো° ॥ দীর্ঘবৃন্তযুক্ত উৎপল সদৃশ পুষ্পকে দণ্ডোৎপল বলা যায়। প্রাচীরের গায়ে গাঁদা জাতীয়—দীর্ঘবৃন্তযুক্ত উৎপলবৎ পুষ্পযুক্ত—এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখা যায়। উহাও দণ্ডোৎপল—অপভ্রংশ ডালিপোলা।

দাদিমা—দাড়িম দ্র°। [ইং pomegranate.]

দদ্রুঘ্ন—চক্রমর্দক, দাদমর্দন, cassia tora.

দধিত্থ—কতবেল।

দধিপুষ্পিকা—শ্বেতাপরাজিতা (দধির মত সাদা বলিয়া), clitorea ternata.

দধিপুষ্পী—১ কোলশিম্বী, ২ শ্বেত অপরাজিতা।

দধিফল—কতবেল। কতবেলের রস দধির ন্যায় অম্ল বলিয়া।

দধ্যানী—[হি° মদন-মস্ত] সুদর্শন গুলঞ্চ।

দনা—[স° দমনক ; তে° দোনা ; ও° দহনা] সোমরাজ্যাদিবর্গের শাক-বি°। artemisia indica. পাতার নিম্নদিক রোঁয়াযুক্ত, পক্ষ বিচ্ছন্ন ও ঈষৎ সুগন্ধী। নাগদনা—[স° নাগদমনক ; ইং worm wood] ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। artemisia vulgaris. পাতা চেপ্টা বেশী কাটা, নীচে দীর্ঘ রোমশ।

দন্তকর্ষণ—জম্বীর।

দন্তকাষ্ঠক—আহুল্য-বৃক্ষ।

দন্তোচ্ছদোপমা—তেলাকুচা। তেলাকুচার সহিত ওষ্ঠের উপমা দেওয়া হয় বলিয়া।

দন্তধাবন—১ খদিরবৃক্ষ, mimosa catechu, ২ গুচ্ছকরঞ্জ mimusops elengi. ৩ বকুল।

দন্তপত্রক—কুন্দপুষ্প। jasmine pubescens. এই ফুলের পাপড়ী দন্তের ন্যায় বলিয়া।

দন্তপুষ্প—১ কতকফল, ২ কুন্দ; strychnos potatorum.

দন্তফল—১ কতক-ফল, ২ কপিত্থ।

দন্তকলা—পিপ্পলী।

দন্তমূলিকা—দন্তী-বৃক্ষ (দাঁতের মত শাদা ফুল)।

দন্তশঠ— ১ জম্বীর, ২ কপিত্থ, ৩ কর্ম রঙ্গক, ৪ নাগ-রঙ্গক। খাইলে দাঁত টকিয়া যায় বলিয়া।

দন্তশঠা—১ চাঙ্গেরী, ২ ক্ষুদ্রাম্লিকা।
দন্তহর্ষক, দন্তহর্ষণ—জম্বীর।
দন্তিকা—দন্তীবৃক্ষ।
দন্তিনী—দন্তীবৃক্ষ।
দন্তিমূলিকা—দন্তীবৃক্ষ।
দন্তী—[সং নিকুম্ভা, মকূলক, উপচিত্রা, লঘুদন্তী, ক্ষুদ্রদন্তী; হিং দন্ডী; তিরিফল; কোং দন্ডী; কং দন্ডী; মং লঘুদন্ডী; গুজং নেপালনাং মূল, দান্ত এটলে; তেং দন্ডীচেট, কোন্ড-অম্দুম; ফাং দন্দ; অং হবুলং মূলুক্] দন্তী, croton polyandrum. স্নুহি-আদিবর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুপবিং। ফুল অত্যন্ত ছোট, পীতাভ। ফল তিন আঁঠিয়া সূক্ষ্ম রোমাবৃত। বসন্তকালে ফুল ফোটে। উত্তর বাঙলায় ও পূর্ব বাঙলায় জন্মে। পাতা অন্ডাকার, দন্তুর, ঈষৎ লোমশ, ত্রিশির। পাতার গোড়ায় দুটি অর্বুদ আছে। ২ দ্রবন্তী—[সং আখুপর্ণিকা, শতমূলিকা, সহস্রমূলী, দন্তী চিত্রা; হিং মুগলাই অন্ড; মং খোরদন্ডী; গুজং রতনজ্যোৎ; কং এরন্ড নেদন্ডী; কাং শফারহুজুবা; অং অবুখলসা] baliospermum montanum. উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে। বঙ্গদেশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ৩ রেচক—[সং—দন্ডীবীজ, জয়পাল; তাং জয়পাল। হিং জমাল-গোটা; মং জেপাঠঠ্; গুজং নেপালো; কং জেপাল; অং হবুস্ বলাতীন্; ফাং তুখ্মেম্বেদং জীরঘতাই] দন্ডীর বীজকে রেচক বলে। দন্ডীবৃক্ষ দ্বিবিধ—১ লঘুদন্ডী—উড়ুম্বর-সদৃশ পত্র। ২ বৃহৎদন্ডী—এরন্ড সদৃশ পত্র। পর্যায়—শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা, নিকুম্ভী, নাগস্ফোতা, দন্তিনী, উপচিত্তা, ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অনুকূলা, নিঃশল্যা, চক্রদন্ডী, বিশল্যা, মধুপুষ্পা, এরন্ডফলা, তরণী, এরন্ডপত্রিকা, অনুরেবতী, বিশোধনী, কুম্ভী, উড়ুম্বরদলা, নিকুম্ভদলিকা, প্রত্যক-পর্ণী, উদুম্বরপর্ণী।
দন্তীবীজ—জয়পাল দ্রং।
দন্তুরচ্ছদ—টাবানেবু।
দবেদগ্ধক—রোহিষ তৃণ।
দমন—১ দমনকবৃক্ষ, artemisia, ২ কুঁদফুলের গাছ।
দমনক—দোনাগাছ। পর্যায়—দমন,

দান্ত; গন্ধোৎকটা, মর্দনি; জটিলা, দন্তী, পাণ্ডুরাগ, ব্রহ্মজটা; পুণ্ডরীক; তাপসপত্রী, পবিত্রক; দেবশেখর, কুলপত্র, বিনীত, তপস্বিপত্র; মর্দনিপত্র; তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজটী; কুলপত্রকা। পুষ্প জটাকৃতি।

দমনী—অগ্নিদমনীবৃক্ষ।

দরকণ্টিকা—শতমূলী।

দরমা—amphidanox karka.

দরাখৎ—(পারসী) বৃক্ষবিং।

দরালতা—(বৃক্ষভেদ)। hedysarum alhagi.

দর্দুরচ্ছদা—ব্রাহ্মী ॥ পারাস্করনিং ॥

দর্দুরপর্ণী—বৃক্ষভেদ।

দদ্রুঘ্ন—চক্রমর্দক।

দদ্রুনাশিনী—ইতলিনীবৃক্ষ।

দর্ভ—[সংঅবদর্ভ, দীর্ঘপত্র, পুখুল] কুশ; poa cynosuroides, পর্যায়—কুশ, দর্ভ, বর্হিসূচগ্র ও যজ্ঞভূষণ। ২ শর; খাগড়া, saccharum spontaneum. পর্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুদ্রপত্র। ৩ উলু, imperata arundinacea cyrill.

দর্ভপত্র—কাশ।

দর্ভাহ্বয়—মুঞ্জতৃণভেদ।

দর্বিকা—[হিং গোজিহ্বা লতা] গোজিয়ালতা।

দল—ধান্যাদিবর্গের জলজ ঘাসবিং, panicum stagninum. খামা ঘাসের মত। প্রায় দুই হাত উঁচু হয়। ২ তমালপত্র; p. crus-galli.

দলকোষ—কুঁদফুলের গাছ।

দলনির্মোক—ভূর্জপত্রবৃক্ষ।

দলপুষ্পা—কেয়াফুল গাছ।

দলষ্মী—সৌগন্ধিক চারা, pandanus odoratissinus.

দলসারিণী—লেমুক, লেউ গাছ।

দলঢ়ক—১ স্বয়ংজাত তিলবৃক্ষ; ২ নাগকেশর পুষ্পবৃক্ষ, mesua ferrea; ৩ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ, ৪ করিকর্ণবৃক্ষ, হস্তিকর্ণ পলাশ; ৫ শিরীষবৃক্ষ; ৬ জলের পানা, pistia stratiotes.

দলামল—১ মরুবকবৃক্ষ, vangueria spinosa, ২ দমনকবৃক্ষ, ৩ ময়না গাছ।

দলাম্ল—চুকপালং।

দলাহ্বয়—তেজপাতা।

দলেগন্ধি—ছাতিম গাছ। echites scholaris.

দশকুলবৃক্ষ—১ শ্লেষ্মাতক, ২ করঞ্জ,

৩ বিল্ব, ৪ অশ্বত্থ, ৫ কদম্ব, ৬ নিম্ব, ৭ বট, ৮ উদ্দুম্বর, ৯ ধাত্রী, ১০ চিঞ্চা।

দশনবীজ—দাড়িম্ববৃক্ষ।

দশনাঢ্যা—চুক পালং।

দশচুর—সৌগন্ধি তৃণবি°; cyperus rotudus.

দশবাহুচণ্ডী—[ই° leopard flower] দশবাইচণ্ডী; pardanthus chinensis; belamcanda chinensis. পুষ্প-শাক বি°। বাগানে রোপিত হয়। ফলের উপর ফুল হয়। নির্গন্ধ, পুষ্প বর্ষাকালে ফোটে। পাতা তরবারির ন্যায়; দুই সারি। আদি জন্মস্থান চীনদেশে।

দশমূল—নিম্ন লিখিত দশটি গাছের মূল পাচনে ব্যবহৃত হয়। ১ বেল, ২ শোণা, ৩ গামার, ৪ পারুল, ৫ গণিয়ারী, ৬ শাল, ৭ পানিচাকুলা, ৮ বৃহতী, ৯ কন্টকারী, ১০ গোক্ষুরে।

দশশতাঙ্ঘ্রি—২ শতমূলী, ২ শতাবরী।

দশানিক—দন্তী-বৃক্ষ, croton polyandrum.

দহন—১ চিত্রক-বৃক্ষ, plumbago zeylonica. ২ ভল্লাতক।

দহন-বিটপী—ইষ-লাঙ্গলা গাছ।

দাউদ মর্দন—দদ্রুমর্দন গাছ, cassia alata.

দাক্ষায়ণী—দন্তী-বৃক্ষ, croton polyandrum.

দাড়িম, দাড়িম্ব—[স° নীলপত্র, লোহিত-পুষ্প, রক্তবীজ, দন্তবীজ, মধুবীজ, মণিবীজ, সুফল, কুচফল, বৃত্তফল, বল্কফল, শুকবল্লভ ; হি° অনা ; ম° ডাঠিঠুম্ব ; গু° দাড়ম্ণ ; ব° দালিম্ব ; তে° ডলিম্ব টেট্টু, দালিম্বকায়া ; তা° মাদলই চেহেড্ডি ; ও° দালিম্ব ; ফা° অনারতুলস্ ; অনারসীরী ; অ° রুহানহামীঙ্গ, রুমালহুলু ; ইং pomegranate tree] ডালিম, দাদিমা ; pumica granatum. দাড়িম তিন প্রকার—১ কেবলমধুর, ২ অম্লমধুর (পাটনাই দাড়িম), ৩ অম্ল (বাংলাদেশে জন্মে)। অরণ্যজাত দাড়িম্বকে বনবীজ-পূরক বলে। পর্যায়—করক, পিণ্ডপুষ্প, দাড়িম্ব, পর্বরুহ, স্বাদ্বম্ল, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, শুকবল্লভ, রক্তপুষ্প, দাড়িমীসার, কুট্রিম, রক্তবীজ, সুফল, দন্তীবীজ, বল্ক-ফল, বৃত্তফল, সুনীল,

নীলপদ্ম, দর্শনবীজ, বল্লভ শুকাদন, সৎফল (বৃক্ষ ও ফল), নীরস।

দাড়িমপত্রক—রোহিতকবৃক্ষ।

দাড়িম-পুষ্প—রোহিতকবৃক্ষ, রোহড়া গাছ, andersonia rohitaka.

দাড়িমীসার, দাড়িম্ব, দাড়ী—দাড়িম।

দাদমর্দন, দাদমারি—[সং দদ্রুমর্দন ; ওং জাদুঘাই] চাকন্দা দ্রং, cassia alata. ২ কাঞ্চনাদিবর্গের বন্য ক্ষুপবিং, পাতা বড়, পর্ণও বড় ১০।১২ জোড়া। ফুল বড়। শরৎকালে ফোটে। গুঁটির দুইপাশে পাখনা থাকে। ১ বর্ষায়ু শাকবিং—ammania baceifera, a. visicatoria. বর্ষাকালে প্রায় ক্ষেতের পার্শ্বে জন্মায়। ফুলে দল নাই। ফল প্রায় গোল ও এক কোষ। কাঁচা পাতার রস গায়ে মাখাইলে ফোসকা হইয়া যায়।

দাদমারী—দাদমর্দন দ্রং।

দানকোনী—[সং দণ্ডোৎপল, শলপুষ্প] বর্ষায়ু শাকবিং। canscora decussata. জলের ধারে ও ভিজা ক্ষেতে জন্মে। ডাটা চারি কোণা। পাতা অভিমুখী, ত্রিশিরা ফুল, শাদা, চতুর্দল। বর্ষাকালে ফোটে।

দানা—দনা দ্রং। artemisia indica.

দানুরা sepindus danura.

দাপু (দেশজ)—লতাভেদ। polypodium prolifexum.

দাম (দেশজ)—জলজ তৃণবিং।

দাবীদুবী—kyris indica.

দামড়াশ্যামা—oplimenus fruneytacens.

দাম্পল—[সং তমাল ; হিং দম্পল ; ওং সত্যাম্ব] নাগকেশরাদিবর্গের শ্যামল বৃক্ষবিং। garcinia xanthochymus, শ্যামল। ফুল শাদা (?) ও সুগন্ধী, ফাল্গুন-চৈত্রে ফোটে। ফল বড় প্রায় নেবুর মত, অম্ল। খাসিয়া পর্বতে, ব্রহ্মদেশে চাঁটগাঁয়ে ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে। উড়িষ্যাতেও কচিৎ দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে তমাল বলিয়া ভুল করে।

দারু—দেবদারু, pinus devadaru.

দারুক—দেবদারু।

দারুকদলী—১ বনকদলী, ২ কাষ্ঠ-কদলী।

দারুচিনী—[সং ত্বচ্ ; পং কিরকা, দাবাচিনি ; বোং তাজ, দলচীনি ;

তিঘি ; তে° দার লিংগু, লবঙ্গ যাব্ভা, লাভানু গামু ; ছ° cinna man] ডাল ত° কারুয়া, ইলায়ান-গাম চিন, দালচিনী, cinnamo-nun iners, c. natidum, c. zeylaniclius. দারুচিনির প্রকার ভেদ—১ সিংহল দারুচিনি—[স°-বরাঙ্গ, গুড়ত্বক] আদি জন্মস্থান-সিংহল—উত্তম। সিংহলের বনে বহু পরিমাণে জন্মে। ২ ভারতীয় দারুচিনি—[স° লাটপর্ণ; ত্বজ] হিমালয় প্রদেশ দাক্ষিণাত্য জাত—অধম। কৃষ্ণবর্ণ; পাতা পুরু; উপর পিঠ চিকন, ত্রিতরা। দারু-চিনি—গাছের ছাল। ছাল ধূসর-বর্ণ; খসখসে, কাঠ ফিকে লালবর্ণ। বসন্তকালে ফুল ও ফল হয়। সুগন্ধ বৃক্ষবি°। পাতা মোটা; ত্রিশির। পর্যায়—ত্বগ্বল্কল, ত্বকস্বাদু দারুসিতা; সুতকট; ভৃংগ; ত্বকপত্র, বরাংগক, ত্বক, চোলপত্র; হৃদ্য; সুরভিবল্কল, উৎকট চোচ, গুড়ত্বক, মুখশোধন, শকল, রাম-বল্লভ, লাটপর্ণ, বিজ্জুল।

দারুনিশা—দারুহরিদ্রা; curcum zanthorrhizon.

দারুপত্র—হিংগপত্রী।

দারুপীতা—দারুহরিদ্র।

দারুফল—ফল ও বৃক্ষ ভেদ, pistachio.

দারু মেদ—বৃক্ষবি°; tomex sebifera.

দারুহরিদ্রা—[স° দারুহরিদ্রা, দাবী, অটক্কটেরী ; হি° দারুহলদি ; ম° দারু হঠ্ ঠদ ; গুজ° দারুহলদর ; ক° মরদর্শিনা ; তে° মণিবাসুপু ; তা° মরমঞ্জিল ; ফ° দার চোব ; তা" —দারহলদ] গুল্মবি°। curcuma zanthorrhizon, barbaris asiatica, b. aristata. পাহাড়ে জন্মায়। ৪-৫ হাত বেশী বড় হয় না। ফুল বড় ও পীত-বর্ণ। ফল ঘোর পাটকিলা রং। কণ্টকী ক্ষুপবি°। পর্যায়—পীতদ্রু, কালেয়ক, হরিদ্রা, দার্বী, পচম্পচা, পর্জনী, পীতিকা, পীতদারু; স্থিররাগা, কামিনী, কঙ্কটেরী পর্জন্যা, পীতা দারনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী, দারু; নিশাহরিদ্রা।

দার্বিকা—গোজিহ্বাবৃক্ষ, premna esculata.

দার্বিপত্রিকা—গোজিহ্বা গাছ।

দার্বী—১ দারুহরিদ্রা। berberis

aristata। ২ গোজিহ্বা। premna esculata। ৩ দেবদারু। ৪ হরিদ্রা।

দাল—শস্যবি°, paspalum frumen-faceum.

দালচিনি (দেশজ)—দারুচিনি দ্র°।

দালা—মহাকাল লতা॥ ভাবপ্র°॥

দালিকা—মহাকাল লতা।

দালিম—দাড়িম দ্র°।

দাবীদুরী—বৃক্ষবি°, kyris indica.

দাশপুর, দাসপুর—একপ্রকার মুতা ঘাস, cyperus rotundus.

দাসী—১ নীলঝিণ্টী ২ পীতঝিণ্টী।

দাহক—চিত্রকবৃক্ষ, রাঙাচিতা গাছ, plumbago zeylanica.

দাহকাষ্ঠ—অগুরু চন্দন।

দাহাগুরু—(স° বনবল্লভ) অরণ্যজাত সৌগন্ধ বিস্তারক বৃক্ষবি°॥ রাজনি°॥ অগুরু দ্র°।

দিনকর—অর্কবৃক্ষ।

দিনকৃৎ—অর্কবৃক্ষ।

দিনপ—অর্কবৃক্ষ।

দিনপ্রণী—অর্কবৃক্ষ।

দিনবন্ধু—অর্কবৃক্ষ।

দিনাধীশ—অর্কবৃক্ষ।

দিনেশ—অর্কবৃক্ষ।

দিনেশ্বর—অর্কবৃক্ষ।

দিলীর—শিলীন্ধ্রক, ব্যাঙের ছাতা।

দিবসকং, দিবসকৃৎ—অর্কবৃক্ষ।

দিবাকর—অর্কবৃক্ষ, পুষ্পবি°।

দিবামণি—অর্কবৃক্ষ।

দিবি দিবি—[divi divi ; american stumach] caesalpinia coriara. কৃষ্ণচূড়াদিবর্গের ছোট গাছবি°। আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। ফুল ছোট-ছোট পীতবর্ণ। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফোটে। আজকাল বোম্বাই প্রদেশে জন্মায়।

দিব্যগন্ধ—লবঙ্গ।

দিব্যগন্ধা—১ বড় এলাচ, ২ মহা-পঞ্চশাক।

দিব্যতেজস্—ব্রাহ্মীশাক, ইহা খাইলে স্বর্গীয় লোকের ন্যায় তেজ হয়।

দিব্যপুষ্প—করবীর।

দিব্যপুষ্প—মহাদ্রোণা।

দিব্যপুষ্পিকা—লাল বর্ণের অর্কবৃক্ষ।

দিব্যলতা—মূর্বালতা।

দিব্যসার—শালবৃক্ষ।

দিব্যা—১ বন্ধ্যাকর্কোটকী, ২ শতাবরী, ৩ ব্রাহ্মী, ৪ স্থূলজীরক, ৫ শ্বেতদূর্বা, ৬ হরীতকী, ৭ মহামেদা।

দীন—তগর পুষ্প।

দীপন—১ তগরমূল, ২ শালিঞ্চ শাক; achyranthes triandra, ৩ কাসমর্দ; cassia tora. ৪ পলাণ্ডু।
দীপনী—মেথি।
দীপপুষ্প—চম্পক-বৃক্ষ, michelia champaca.
দীপ্ত—নেবু।
দীপ্তাকিরণ—অর্ক-বৃক্ষ।
দীপ্তা—১ লাঙ্গলিকা-বৃক্ষ। ২ জ্যোতিষ্মতীলতা, লওয়া-ফটকী, ৩ সাতলা।
দীপ্যক—১ বনজোয়ান, ২ জোয়ান, ৩ ময়ূর-শিখা, ৪ রুদ্রজটা।
দীপ্যা—পিন্ডি-খেজুর।
দীর্ঘকর্ণ—গৌর-জীরক, সাজিরে।
দীর্ঘকন্টক—বাবলা গাছ।
দীর্ঘকন্দিকা—তালমূলী।
দীর্ঘকাণ্ড—গুণ্ডতৃণ।
দীর্ঘকাণ্ডা—পাতালগরুড়ী লতা।
দীর্ঘকীল—অঙ্কোঠ-বৃক্ষ; ধলা-আকড়া; alangium hexapetalum.
দীর্ঘকীলক—অঙ্কোঠ-বৃক্ষ।
দীর্ঘকল্যা—গজপিপ্পলী।
দীর্ঘকূরক—অন্ধ্রদেশোদ্ভব শালিভেদ।
দীর্ঘগ্রন্থি—গজপিপুল।
দীর্ঘচ্ছদ—ইক্ষু।
দীর্ঘতনু—তালগাছ।
দীর্ঘতরু—তালবৃক্ষ।
দীর্ঘতিমিষা—কাঁকুড়।
দীর্ঘতৃণ—পল্লিবাহ তৃণ।
দীর্ঘদন্ড—এরন্ড-বৃক্ষ।
দীর্ঘদন্ডী—গোরক্ষী।
দীর্ঘদ্রু—তালবৃক্ষ।
দীর্ঘদ্রুক—শিমুল।
দীর্ঘনাল—১ যাবনাল; ২ গুণ্ডতৃণ।
দীর্ঘপটোলিকা—ধুঁদুল ॥ রাজবং ॥
দীর্ঘপত্র—১ রাজপলাণ্ডু; ২ বিষ্ণুকন্দ, ৩ হরিদর্ভ, ৪ কুঁচলে গাছ, ৫ ইক্ষুভেদ।
দীর্ঘপত্রক—১ রক্ত-লশুন, ২ এরণ্ড, ৩ হিজুল-বৃক্ষ, ৪ বেতস-বৃক্ষ, ৫ করীর-বৃক্ষ, ৬ জলমৌল গাছ, ৭ লশুন।
দীর্ঘপত্রা—১ চিত্রপর্ণিক, ক্ষুদে চাকুলিয়া, ২ ছোট জাম, ৩ পৃশ্নিপর্ণী লতা, ৪ গন্ধপত্রা, ৫ কেতকী; ৬ ডোরী ক্ষুপ; ৭ শালপর্ণী। ৮ পলাশী লতা ৯ মহাচঞ্চুশাক।
দীর্ঘপত্রিকা—১ শাদা বচ, ২ ঘৃতকুমারী, ৩ শালপর্ণী, ৪ শ্বেতপুনর্নবা।
দীঘপর্ণী—চাকুলে।
দীর্ঘপল্লব—শণবৃক্ষ; crotolaria

juneca.
দীর্ঘপাদক—১ তালবৃক্ষ, ২ পূগ, ৩ সুপারিগাছ, ৪ নারিকেলবৃক্ষ।
দীর্ঘফল—সোন্দাল, cassia fistula.
দীর্ঘফলক—অগস্ত্যবৃক্ষ, বকফুল গাছ।
দীর্ঘফলা—১ মালবদেশের জতুকা লতা, ২ আঙ্গুর।
দীর্ঘফলিকা—১ কপিলদ্রাক্ষা, ২ জতুকা।
দীর্ঘমূল—১ মোরট লতা, ক্ষীর মোরটা, ২ বিল্বান্তর বৃক্ষ, ৩ লামজ্জকতৃণ (কণাগাছের মত পীতাভ তৃণ)।
দীর্ঘমূলা—১ শ্যামালতা, echites frutescens. ২ শালপর্ণী, hedysarum gangeticum.
দীর্ঘমূলিকা—দুরালভা।
দীর্ঘমূলী—দুরালভা, hedysarum alhagi.
দীর্ঘরঙ্গা—হরিদ্রা।
দীর্ঘরাঙ্গ—হরিদ্রা।
দীর্ঘরোহিষক—সুগন্ধি তৃণবিং, বড়-রোহিষ। পর্যায়—দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়চ্ছদ, যজ্ঞেষ্ট, দীর্ঘনাল, তিক্তসার।
দীর্ঘলতাদ্রুম—অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতা-শাল।
দীর্ঘলোহিতযষ্টিকা—লাল আক।
দীর্ঘবংশ—নলতৃণ।
দীর্ঘবল্লী—১ মহেন্দ্রবারুণী, ২ পাতালগরুড়ীলতা, ছেউড়ী, ৩ পলাশীলতা, ৪ আয়তা এইরূপ লতা।
দীর্ঘবর্ষাভূ—শ্বেতপুনর্নবা।
দীর্ঘবৃক্ষ—১ শালবৃক্ষ, ২ তালবৃক্ষ।
দীর্ঘবৃন্ত, দীর্ঘবৃন্তক—১ সোনা-গাছ, ২ লম্বা সোনা, ৩ লতাশাল।
দীর্ঘবৃন্তা—ইন্দ্রচির্ভিটী লতা।
দীর্ঘবৃন্তিকা—এলাপর্ণী গাছ, কাটা আমরুলী গাছ।
দীর্ঘশর—যাবনাল ধান্য।
দীর্ঘশস্য—গাব ফল।
দীর্ঘশাখ—১ শণবৃক্ষ, ২ শালবৃক্ষ, shorea robusta.
দীর্ঘশাখিকা—[হিং নল্লবনগুড়], নীলাম্লী ক্ষুপ।
দীর্ঘশিম্বিক—রাজিকাভেদ।
দীর্ঘশূক—শালিধান্য। ধান্য দ্রং।
দীর্ঘশূকক—রাজান্ন, অন্ধ্রপ্রদেশে আমন ধানকে রাজান্ন বলে।
দীর্ঘস্কন্ধ—তালবৃক্ষ।
দীর্ঘা—পৃশ্নিপর্ণী। পর্যায়—পৃথক্‌-পর্ণী, লাঙ্গুলী, ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা, ধামনি, কলসী, তন্বী, গুহা, ক্রোষ্টুকমেখলা, শৃগালবিন্না, শ্রীপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা,

অতিলদুহা, ঘৃতিলা, চিত্রপর্ণিকা।

দীর্ঘায়ুষ্য—শ্বেতমন্দারক।

দীর্ঘালর্ক—শ্বেতমন্দারক বৃক্ষ।

দীর্ঘোর্বারু—ভঙ্গরীলতা।

দুঃস্পর্শ—১ লতাকরঞ্জ, ২ কপিকচ্ছু, ৩ আকাশগঙ্গা, ৪ কণ্টকারী।

দুগ্ধপাষাণ—শিরগোলা নামক বৃক্ষ। পর্যায়—দুগ্ধপাষাণক, দুগ্ধাশ্মন, ক্ষীরীগোমেদসন্নিভ, বজ্রাভ, দীপ্তক, দুগ্ধীক্ষীরকরব।

দুগ্ধপুচ্ছী—দুগ্ধপোয়া। পর্যায়—সেবকালু, নিশাভঙ্গা, নসঙ্করী।

দুগ্ধফেণী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষাবি°। পর্যায়—পয়ঃফেণী, ফেনদুগ্ধা, পয়স্বিনী, লুতাবি, ব্রণকেতুঘ্নী, গোজাপর্ণী।

দুগ্ধবীজা—যবনালাদ্যতণ্ডুল, চিপিট (?)।

দুগ্ধাশ্মন—দুগ্ধপাষাণ।

দুগ্ধিকা—দুধি নামক বৃক্ষাবি°। পর্যায়—স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরাবী, ক্ষীরিণী, ক্ষীরাত্মিকা। ২ গন্ধিকা-বৃক্ষ। পর্যায়—উত্তমা, যুগ্মফলা, উত্তমফলিণী।

দুগ্ধিন্—ক্ষীরবৃক্ষ।

দুগ্ধিনিকা—লাল আপাঙ্গ।

দুগ্ধী—ক্ষীরাবী। পর্যায়—উত্তমা, দুগ্ধিকা, দুগ্ধী, ফলোত্তমা, ফলিনী, দুগ্ধপাষাণ।

দুদ্রুম—সবুজবর্ণ পেঁয়াজ।

দুধকলমা (দেশজ)—[সং চন্দ্রকান্তি ; হিং দুধিয়াকল্মী ; তে° নাগর-মুকুর্তকাই, তা° নাগনামুকাই ; বো° গুলচাঁদনি] হৈমন্তিক ধান্যবি°। লতাবি°, colonyction bouanox boj, c. aculeatum house. জল-কলমী। পাতা কলমী শাকের মত, ফুল শাদা। ফুল রাত্রে ফোটে; আর সূর্য ওঠার একঘন্টা পরেই শুকাইয়া যায়। এই জন্য। ইহাকে moonflower বলে। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

দুধকোরেয়া (দেশজ)—বৃক্ষবি°। trichosanthes anguina.

দুধচাঁপা (দেশজ)—চম্পকভেদ।

দুধপিটলী (দেশজ)—dolichos ligonosus.

দুধলতা—[সং দুগ্ধিকা, তিক্তদুগ্ধ ; হিং দুধিয়ালতা ; দুধলতা, কিরণী ; বো° দুধিকা ; পং ঘারোটক ; তে° দুধিপালা] ক্ষীরী-বৃক্ষ, oxyotelma esculentum.

অর্কাদিবর্গের দীর্ঘায়ু লতাবি°। গাছের বর্ণ দুধের মত শাদা। পাতা সরু সরু। ফুল ছোট ছোট শাদা রংয়ের, ফুলের ভিতর দিক্‌টা গোলাপী আভাযুক্ত। ফলের বীজের মধ্যে তুলা থাকে।

দুধিয়াকরুই—wrightia tomantosa. দেখিতে অনেকটা কুড়চির মত। পাতা সোজা, ফুল দুর্গন্ধ, আপীত।

দুপাটি (দেশজ)—পুষ্পবৃক্ষবি°, Impatiens balsamina. দোপাটী দ্র°।

দুপাটীলতা—ipomoea pescapore.

দুপুরেমণি (দেশজ)—[স° বন্ধুজীব, বন্ধুক; হি° দোপরিয়া; ম° বন্ধুজা, গোড়—বাঁধুলিফুল] ছোট উদ্ভিদ, পুষ্পবৃক্ষ, মধ্যাহ্নে প্রস্ফুটিত হয়। ফুলের রং লাল।

দুপুহরিয়া—পুষ্পশাকবি°, pentapetes phoenicea. দোপাটি, কাঠলতা, রান্ধুনী। ১/১½ হাত উঁচু হয়। ফুল ঘোর লাল। বাঁধুলি দ্র°।

দুরন্ত—আমেরিকান কণ্টকপূর্ণ ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। duranta plumieri. আজকাল বাগানে বেড়া দিবার জন্য রোপিত হইয়া থাকে। প্রায় চারি হাত উচ্চ হয়। ফুল নীল রংয়ের। ফল ছোট-ছোট মটরের ন্যায়।

দুরাধর্ষ—শ্বেতসর্ষপ।

দুরাধর্ষা—কুটুম্বিনীবৃক্ষ।

দুরারুহ—১ বিল্ববৃক্ষ, ২ নারিকেল-বৃক্ষ।

দুরারুহা—খর্জুরবৃক্ষ।

দুরারোহ—১ শ্রীবল্লী, ২ শাল্মলীবৃক্ষ।

দুরালভা—[স° দুরালভা, দুরালম্ভা, গিরিকর্ণিকা, ধন্বয়বাস, যবাস; বো° ধমাসা; ম° বোনকামুলী; ক° বল্লিদুরুবে; তে° গিলারেগতি; তা° তুলগনরি; হি° হিংগুয়া, যবসা, দুরালা] কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। alhagi camelorum, a. mourorum. গ্রীষ্মকালে যখন অপরাপর গাছ মরিয়া যায় তখন ইহার পাতা ও ফুল হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ১ দুরালভা বা ধন্বয়াস (মরুদেশজাত) পারস্য, সিরিয়া, মিশরদেশে জন্মে, [হি° ধমাসা]। আফগানিস্তানে জন্মে [হি° জবাসা, ২ ক্ষুদ্রদুরালভা, ৩

যবাস, যাস; alhagi mourorum. গান্ধারদেশে জন্মে। গান্ধারী পুষ্প। পর্যায়—দুস্পর্শ। বসন্তের বারিপাতের পর যবাসক্ষুপ হইতে যে নির্যাস ক্ষরিত হইয়া সঞ্চিত হয় তাহার নাম ম্যানা। বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে তরঞ্জাবীন্ বলে। পর্যায়—দুরালম্ভা, ধন্বয়াস, তাম্রমূলী, কচ্ছুরা, দুস্পর্শা, ধন্বী; ধন্বয়-বাসক, প্রবোধনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরভিগ্রহা; দুর্লভা; দুষ্প্রধর্ষা, যাস; যবাস, দুস্পর্শ, কুনাশক, রোদনী, অনন্তা; সমুদ্রান্তা, গান্ধারী; কাষায়া; ধনুর্যাস; যুবস, কচ্ছুরা; বিকণ্ট, পদ্মমুখী।

দুরালম্ভা—দুরালভা দ্র°।

দুরিতদমনী—শমীবৃক্ষ।

দুর্গপুষ্পী—বৃক্ষবি°। পর্যায়—কেশপুষ্টা, মানসী, বালাক্ষী, কেশধারিণী। ইহা কেশপুষ্প নামে খ্যাত।

দুর্গ্রহ—অপামার্গ (;)।

দুর্জরা—জ্যোতিষ্মতী লতা।

দুর্দ্রিতা—লতানে গাছ।

দুর্দ্রুম—দুষ্টোদ্রুম, পেঁয়াজ।

দুর্ধর্ষা—১ নাগদমনী, ২ কন্থারীবৃক্ষ।

দুর্মরা—দুর্মর টাপ, দূর্বা।

দুর্লভ—১ দুরালভা, ২ শ্বেত কন্টকারী।

দুলালচাঁপা—চম্পকভেদ, hedychium coronarium.

দুলালতগর—তগরপুষ্পবি°॥ শূন্যপু°॥

দুলীচাঁপা—sphenocarpus grandiflorus.

দুষ্পর্শ—দুরালভা।

দূতঘ্নী—কদম্বপুষ্পী।

দূরমূল—মুঞ্জতৃণ।

দূর্বা—[স° গ্রন্থী ; হি° দূর্বা ; তে গরিকে ; তা° অম্বুগ্; প° তম্রা ; ইং grass, hurialee grass, bent grass, panic grass] ধান্যাদিবর্গের তৃণবি°। দীর্ঘায়ু লতা ঘাস। cynodon dactylon, panicum d. ইহা পাপ বিনষ্ট করে বলিয়া এই নাম। পর্যায়—শতপর্বিকা, সহস্রবীর্টা, ভার্গবী, রুহা; অনন্তা, তিক্তপর্বা, দুর্মরা, বহুবীর্যা, হরিতা, হরিতালী, কচ্ছরুহা। প্রকারভেদ—১ নীল দূর্বা—[হি° সফেদ্ দূব; হারিয়ালি; দূব্ ; ম° হরণ্ঠী, ; গুজ° ধ্রো; ধোলিধ্রো ; ক° হসুগরুকে ; তে°

দূর্বাল্ন্; দূবত্ত; তা° অরুগম্ পল্লু, দোবিঘাস] সচরাচর যে হরিদ্বর্ণ দূর্বা দেখা যায় তাহাই নীলদূর্বা। ২ শ্বেতদূর্বা—[হি° সফেদ্ দূব্; গুজ° ধোলীধ্রো; তে° গড়িকেগড্ডি; ম° গোলেমি] শাদাদূর্বা। নীলদূর্বার মত কেবল রংয়ের তফাৎ। পর্যায়—সহস্রবীর্যা, গণ্ডালী, শকুন্তলাক্ষক. গোলোমী, সিতদূর্বা, সিতা, সিতাখ্য, চণ্ডা, ভদ্রা, নন্দা, মহাবরা, সুরবল্লভা, শুভা, সুপঠা। ৩ গন্ডদূর্বা—[হি° গাণ্ডবদূব; ম° গণ্ডুরদূর্বা; গু° গণ্ডুরধ্রো; ক° হোনকুণ্ডে ঃ তে° পোন্ন গন্ডী] গেঁটে দূর্বা। গেঁটে দূর্বার ক্ষুপ হয়, ইহা কাশ ঘাসের মত। ইহার দ্বারা ঘর ছাওয়া হয়। পর্যায়—গণ্ডালী, গণ্ডদূর্বা, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, বারুণী, মীননেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, চিত্রা, কলায়া, শকুলাক্ষী। ৪ মালাদূর্বা—নীলদূর্বার মত। কেবল ইহা ব্রতীতমালার মত। পর্যায়—বল্লিদূর্বা, অলিদূর্বা, মালাগ্রন্থি, গ্রন্থিদূর্বা, মূলগ্রন্থি, বল্লবী। সমগ্রভারতে জন্মে, রাস্তার ধারে, মাঠে বাড়ির কিনারায় হয়। পানীদূর্বা—sporbalus tenacissimus.

দৃঢ়কন্টক—ধলা-আঁকড়া।

দৃঢ়কাণ্ড—১ বংশবৃক্ষ, ২ দীর্ঘ রোহিষক, ৩ পাতালগরুড়ী লতা।

দৃঢ়তরু—ধববৃক্ষ।

দৃঢ়তৃণ—মুঞ্জতৃণ।

দৃঢ়তৃণা—বল্বজা তৃণ।

দৃঢ়ত্বচ্—যাবনাল দ্র°।

দৃঢ়পত্র—বংশ।

দৃঢ়পত্রী—বল্বজা তৃণ।

দৃঢ়পাদা—যব তিক্তা।

দৃঢ়পাদী—ভূম্যামলকী।

দৃঢ়প্ররোহ—বটবৃক্ষ।

দৃঢ়ফল—নারিকেল।

দৃঢ়বন্ধিনী—শ্যামালতা।

দঢ়বল্কল—পুগবৃক্ষ, ২ লকুট।

দৃঢ়বল্বকা—অম্বষ্ঠা (?)।

দৃঢ়বীজ—১ চক্রমর্দ, ২ বদর, ৩ বর্বুর।

দৃঢ়মূল—তৃণবি। প্রকারভেদ—১ ১ মুঞ্জতৃণ, ২ মন্থানক তৃণ, ৩ নারিকেল।

দৃঢ়লতা—পাতালগরুড়ী লতা।

দৃঢ়সূত্রিকা—মূর্বলতা।

দৃঢ়স্কন্ধ—ক্ষীরিকাবৃক্ষ।

দৃঢ়াঙ্গ—জীরক।
দৃতা—জীরক।
দৃতিধারক—আকনপাতা।
দৃশাকাঙ্খ্যা—পদ্ম।
দৃশোপম—শ্বেত পদ্ম, nelumbium speciosum.
দৃষ্টিকৃত, দৃষ্টিকৃৎ,—স্থলপদ্ম, hibiscus mutabilis.
দেতাড়া, দেতারা—[সং দেবতাড, দেবদালী,] দেতারা, দেওচাড়া। ধান্যাদিবর্গের প্রায় সোজা ঘাস বিশেষ।
দেধান, দেবধান—[সং দেবধান্য ; ইং broomcorn] দেধান, দেবধান, andropogon saccharatus, sorghum. s. ধান্যাদিবর্গের শস্য। সরু আখ গাছের বা মক্কা-গাছের মত। উত্তর ভারতে আবাদ হয়। বাংলায় ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। গোরুর খাদ্য।
দেফল (দেশজ)—বৃক্ষবিং।
দেব—১ দেবদারু, ২ স্থলপদ্ম।
দেবকাঞ্চন—bauhinia purpurea ॥ বেলং ॥
দেবকাষ্ঠ—দেবদারু প্রভেদ (?)। পর্যায়—পূতিকাষ্ঠ, ভদ্রকাষ্ঠ, সুকাষ্ঠক, স্নিগ্ধদারুক, কাষ্ঠদারু।
দেবকুরুম্বা—মহাদ্রোণী।
দেবকুসুম—লবঙ্গ।
দেবতরু—মন্দারাদি বৃক্ষ। ১ মন্দার, ২ পারিজাত, ৩ সন্তান, ৪ কল্পবৃক্ষ, ৫ হরিচন্দন।
দেবতাড়, দেবতাড়ক—দেতাড়া গাছ। পর্যায়—বেণী, ঘরা, গর, জীমূত, অগরী, ঘরাগরী, তাড়ী, আখুবিষহা, আখু, বিষজিহ্ব, মহাচ্ছদ, কদম্ব, খুজ্জাক, দেবতাড়ক।
দেবদারু—[সং দেবদারু, দেবকাষ্ঠ, দেবদ্রুম, সরলবৃক্ষ, সরল ; হিং দেবদারী, দেওদার ; মং তেল্যা দেবদারু ; গুজং দেবদার ; কং চোপড়া দেবদার ; তেং দেবদারু চেক্কা ; ফাং দেবদার ; অং শজর কুলজীন; ইং pine, Himalayan cedar] আতপ্যাদিবর্গের পর্বতীয় দীর্ঘ তরুবিং। cedrus deodara, pinus d., abies d., polyalthia longifolia. guatheria l. প্রায় ১৭০।১৮০ হাত উচ্চহয়। দেবদারু দুই প্রকার। পাতা মৎসাকার, ধার তরঙ্গ। ফুল ত্রিদল। এক ফুল হতে অনেক ফল হয়। গুঁড়ির পরিধি প্রায় ৩৬ ফুট। পাতা সবুজবর্ণ, পুরু

ও কিনারা ঢেউ খেলান। স্নিগ্ধ দেবদারু—পর্বতপ্রদেশে জন্মে। সুগন্ধী, তৈলাক্ত; ভারী। কাণ্ড প্রায় ১২।১৪ হাত উচ্চ ও ব্যাস প্রায় ৩ হাত। কাষ্ঠদারু বা কাঠদেবদারু—নির্গন্ধ; হালকা, রুক্ষ। যেখানে সেখানে জন্মায়। ইহার কাঠ ও তেল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। গাছের নির্যাসকে শ্রীবেষ্ঠ সরল দ্রব বলে। পর্যায়—শত্রুপাদপ, পারিভদ্রক; ভদ্রদারু, দ্রুকিলিম, পীড়দারু, দারু, পূতিকাষ্ঠ, সুরদারু, দারুক; স্নিগ্ধদারু, অমরদারু, শাম্ভব; ভূতহারি, ভবদারু, ভদ্রবৎ, ইন্দ্রদারু মস্তদারু, সুরভূরুহ; সুরাহ্ব, দেবকাষ্ঠ।

দেবদালিকা—মহাকালবৃক্ষ।

দেবদালী—[হিং ঘঘরবেল, সোনেয়া] লতাবিং। পর্যায়—জীমূতক, কন্টফলা, গরা, গরী, বেণী, মহাকোষফলা, কটফলা, ঘোরা, কদম্বী, বিষহরা, কর্কটী, সারমূষিকা, বৃত্তকোষা, দালী, আখুবিষহা, রোমশপত্রিকা; কুরঙ্গিকা, মৃতকারী, দেবতাড়।

দেবদূতী—বনবীজপূরক বৃক্ষ।

দেবধান্য—দেধান। পর্যায়—যবনাল, যোনল, জূর্ণাহ্বয়, পোণ্ডালা, বীজপুষ্পিকা।

দেবনল—মধুর রসবিশিষ্ট তৃণ। arundo bengalensis. পর্যায়—দেবনাল, মহানল, বন্য, নলোত্তম, স্থূলনাল, স্থূলদণ্ড, সুরনাল, সুরদ্রুম।

দেবপর্ণ—সুরপর্ণ (?)।

দেবপ্রিয়—বকবৃক্ষ।

দেববলা—১ সহদেবীলতা, বলাভেদ, ২ ত্রায়মাণা লতা, বলাডুমুর।

দেববৃক্ষ—১ মন্দারবৃক্ষ, ২ সপ্তপর্ণ বৃক্ষ।

দেবভবন—অশ্বত্থবৃক্ষ।

দেবলতা—নবমল্লিকা।

দেবসর্ষপ—রক্তমূলক নামক বৃক্ষ। পর্যায়—অশ্বাক্ষ, বদর, রক্তমূলক, সুরসর্ষপাক; সূক্ষ্মদল; নির্জরসর্ষপ, কুরবাণ্ডঘ্ন।

দেবা—১ পদ্মচারিণী লতা, ২ অশনপর্ণী, ৩ মূর্বা।

দেবাত্মন—অশ্বত্থবৃক্ষ।

দেবাভিষ্ট—তাম্বূলী।

দেবার্হ—সুরপর্ণ ॥ রাজনিং ॥

দেবার্হা—সহদেবী লতা।

দেবাবাস—অশ্বত্থবৃক্ষ।

দেবী—১ বন্ধ্যাকর্কোটকী, ২ শালপর্ণী, ৩ মহাদ্রোণী, ৪ নাগরমুস্তা, ৫ ৬ হরীতকী, ৭ অতসী, ৮ মূর্বা, ৯ সৃক্কা, ১০ আদিত্যভক্তা; ১১ লিঙ্গিনী।

দেবদারব—দেবদারুবৃক্ষ।

দোড়ী—ফলপ্রধান বৃক্ষ; দোলী।

দোনা—এক প্রকার লতাবি°, ২ দমনকবৃক্ষ; দনাগাছ; artemisia indica.

দোপাটী—[সং দ্বিপুট; হিং গুলমেন্দি; ওং হরগৌরা] দোপুটী, দোমুটী, দোপাটী, দুপাটি। বর্ষায় দুই রঙা পুষ্পবি°, impatiens balsamina ছোটগাছ। ফুলদল অসমান বিচিত্রবর্ণ। ছদ দলের মত রঙ্গিন বলিয়া দ্বিপুট। বর্ষজীবী উদ্ভিদ ১—৩ ফুট উঁচু হয়। কাণ্ড কোমল লোমযুক্ত, শাখা-প্রশাখা অল্প। ফুল ও ফল বর্ষাকালে হয়।

দোপাটী লতা (দেশজ)—দোমাটি, দুমুটি; দুইবাটি; দোবাটি। লতাবি°।

দোমুটী—hydrocera triflora. দোপাটী দেখ দ্র°।

দোষাক্লেশী—বনবর্বরিকা।

দোসরা শাক—glinus lictamnoides.

দোহলী—অশোকবৃক্ষ।

দ্রবন্তী—[সং মূষিকপর্ণী, সহস্রমূলী; হিং মূষাকানী, ছোটা, ডোয়নী] বৃক্ষবি°। পর্যায়—শম্বরী, চিত্রা, পত্রশ্রেণী, আখুকর্ণিকা, মূষিকপর্ণী, প্রতিপর্ণশিকা, সহস্রমূলী, বিক্রান্তা।

দ্রাক্ষা—[সং দ্রাক্ষা, গুচ্ছফলা, তাপসপ্রিয়া, রসালা, কাশ্মীরিকা, চারুফলা, পলাসী; হিং আঙ্গুর; মং কাণ্ঠেদ্রাক্ষ; গুজং ধরাখ; কং বেডগণদ্রাক্ষে; ওং দ্রাক্ষা; তাং কোডিমণ্ডি; কাং আঙ্গুর; অং কার্ম; ইং vine, grapes] আঙ্গুর, vitis vinifera. ১ দ্রাক্ষা—(আঙ্গুর), ২ কপিলদ্রাক্ষা (হিং লালদাখ) ৩ ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা—(কীসমীস, অং কীসমীস)। ৪ গোস্তনীদ্রাক্ষা—[ফাং মুনক্কা], মনেক্কা, মনক্কা। কাশ্মীরে বহুল পরিমাণে জন্মায়। কাবুল হইতে এদেশে বহু পরিমাণ আনীত হয়। আম ও শুষ্ক ফল ঔষধার্থে

ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—সৃদ্বীকা, গোস্তনী, স্বাদ্বী, মধুরসা, চারুফলা, কষতা, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা, অমৃতফলা।

দ্রাবিড়ী—এলা, গুজরাতী এলাচী। পর্যায়—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুচ্ছা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী, গুটী।

দ্রাবিণনাশক—শোভাঞ্জন। ইহা ভক্ষণ করিলে ধন নাশ হয়।

দ্রুকিলিম—দেবদারুবৃক্ষ। পর্যায়—দেবদারু, সুরাহ্ন, ভদ্রদারু, দেবকাষ্ঠ, পীতদারু, দারু।

দ্রুঘল—ভূমিচম্পক।

দ্রুণ—পিপুল।

দ্রুম—পারিজাত।

দ্রুমশ্রেষ্ঠ—তালবৃক্ষ।

দ্রুমেশ্বর—১ তালবৃক্ষ, ২ পারিজাত।

দ্রুমোৎপল—কর্ণিকার।

দ্রুমল্লক—পিয়াল-বৃক্ষ। chironjia sapida.

দ্রোণ—[স° দ্রোণপুষ্পী] অরণীকাষ্ঠ।

দ্রোণ-গন্ধিকা—রাস্না।

দ্রোণপর্ণী—ভূমিকদলী।

দ্রোণপুষ্পী—[স°-কুতুম্বা, কুম্ভযোনি, দ্রোণ; প° গুলডেরা; গুজ° কুলন্নফুল; তে° কুর্মাক; কো° কানশিশা; হি° গুমা, হলকুষা; ম° কুম্ভা; ক° তুম্ব। তে°-লতুগ তুম্মি, পুয়াষ পাতোসী; সিংভূম—গেটতুম্ব: ঘলঘসি, দণ্ডকলস, ঘলঘসা, হলকসা, leucas linifolia spreng, l. aspera. শাদাফুল। বর্ষজীবী ঘন পত্রবিশিষ্ট ছোট ক্ষুপবি°। পাতা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে—সরু, লম্বা, ছোট। ফুল শাদা চোঙের মত শীতকালে ফোটে; বড় বৃক্ষ। মহাদ্রোণী—leucas caphalotes-দেবদ্রোণী [হি° বড়ী দ্রোণপুষ্পী] পাতা ও ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ঘলঘসা দ্র°।। পর্যায়—খর্বপত্রা, কুণ্ডফেণি, কুরুম্বিলা, চিত্রাক্ষুপ, কুরুম্বা, সুপুষ্পা, চিত্রপত্রিকা, দ্রোণা, ফলেপুষ্প।

দ্রোণিকা—নীলগাছ।

দ্রোণী—১ নীলীবৃক্ষ ২ ইন্দ্রচির্ভিটী।

দ্রোণীদল—কেয়াফুল।

দ্বয়াগ্নি—রাংচিতা। পর্যায়—পাঠী, হুস্বাগ্নি।

দ্বিকোণপুষ্প—bignonia radicans ॥ বেল° ॥

দ্বিজকুৎসিত—শ্লেষ্মান্তকবৃক্ষ ॥রাজনি°॥

দ্বিজা—পালম শাক। একবার কাটিয়া লইলে আর একবার হয় বলিয়া।
দ্বিতীয়ত্রিফলা—গাম্ভারী।
দ্বিতীয়াভা—দারুহরিদ্রা।
দ্বিধালেখ্য—হিন্তালবৃক্ষ।
দ্বিপত্রক—১ চণ্ডালকন্দ, ২ দ্বিদলকমল।
দ্বিপর্ণ—বনকোলী।
দ্বিপুট—সুগন্ধি শ্বেতপুষ্পক বৃক্ষভেদ ॥ পারস্করনি° ॥
দ্বিশৃঙ্গিকা—মেঢ্রবল্লী ॥ পারস্করনি° ॥
দ্বীপখর্জুর—মহাপারেবত ॥ রাজনি° ॥
দ্বীপিশত্রু—শতমূলী।

[ধ]

ধ—[সং ধব ; ও° ধ] হরীতক্যাদিবর্গের অরণ্যজাত বৃক্ষবি°, anogeissus latifolia. কাঠ শাদা, শক্ত। গাছ হইতে ধ আঠা বাহির হয়।
ধটক—নন্দিবৃক্ষ। পর্যায়—ধব, ধট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর, ধরন্ধর।
ধতৃ—emblica officinates.
ধত্তূর—ধুস্তূর।
ধনঞ্জয়—১ চিত্রকবৃক্ষ, ২ অর্জুনবৃক্ষ।
ধনদ—১ হিজ্জলবৃক্ষ, ২ চিত্রকবৃক্ষ।
ধনদাক্ষী—কুবেরাক্ষী লতা; লতাকরঞ্জ।
ধনপ্রিয়া—কাকজম্বুবৃক্ষ, একপ্রকার জাম।
ধনিকা—প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।
ধানচা—[সং জয়ন্তী ; ইং indian flax] শিম্বাদিবর্গের বর্ষায়ু ছোট গাছবি°, sesbania aculeata, s. cannabina.
ধনীয়ক—ধন্যাক, ধনে।
ধনুঃপট—পিয়ালবৃক্ষ ॥ ভাবপ্র° ॥
ধনুঃশাখা—মূর্বা, ২ পিয়ালবৃক্ষ।
ধনুঃশ্রেণী—১ মূর্বা, ২ মহেন্দ্রবারুণী ॥ বৈদ্যকর° ॥
ধনুকেতকী—পুষ্পবি°।
ধনুর্গুপ্ত—পুষ্পবি°।
ধনুর্গুণা—মূর্বা।
ধনুর্মালা—মূর্বালতা।
ধনুর্যাস—১ দুরালভা ॥ বৈদ্যকর° ॥ ২ সোমবল্লী ॥ রাজনি° ॥
ধনুর্বৃক্ষ—১ ধন্বনবৃক্ষ, ২ বংশ; ৩ ভল্লাতক, ৪ অশ্বত্থ। পর্যায়—পিচ্ছিলত্বক, ধর্মণ ॥ বৈদ্যকর° ॥
ধনুস্—পিয়ালবৃক্ষ।

ধনে, ধনিয়া, ধন্যা—ধন্যাক দ্র°।

ধনেয়ক—ধনিয়া।

ধন্য—অশ্বকর্ণবৃক্ষ।

ধন্যা—১ আমলকী, ২ ধন্যাক।

ধন্যাক—ধনিয়া গাছ, coriandrum sativum. পর্যায়—ছত্রা, বিতুন্নক, কুস্তুম্বুরু, ধান্যক, ধন্য, ধনিক, ধানক, ধান্য, ধানেয়, ধনিকা, ছত্রা-ধান্য সুগন্ধি, শাকযোগ্য, সূক্ষ্মপত্র, জনপ্রিয়, ধান্যবীজ, বীজধান্য, বেধক।

ধন্বঙ্গ, ধন্বণ্ধ, ধন্যগু—[হিং ধামুনি] ধন্বনবৃক্ষ, grewia asiatica. পিচ্ছিল-রসাত্মক রক্তপুষ্প, তেজো-বান ফলবৃক্ষ। পর্যায়—রক্তকুসুম, ধনুর্বৃক্ষ, মহাবল রুজাসহ, পিচ্ছিলক, রুক্ষ, স্বাদুফল।

ধন্বন—গোত্রবৃক্ষ॥ ভাবপ্র°॥

ধন্বযবাস—দুরালভা।

ধন্বিন—১ দুরালভা, ২ অর্জুনবৃক্ষ, ৩ বকুল।

ধব—[হিং ধঁড়িয়া ধাড়], পশ্চিম দেশীয় বৃক্ষবি°। কেহ কেহ ধলা-আঁকড়া বলিয়া থাকেন। পর্যায়—শাকটাখ্য, দৃঢ়তরু, ধুরন্ধর গৌর, কষায়, মধুরত্বক, শুক্লবৃক্ষ, পাণ্ডুতরু, ধবল, পাশুরে।

ধবল—১ যববৃক্ষ, ২ শ্বেতমরিচ, ৩ অর্জুন গাছ।

ধবলপাটিনী—[হিং শ্বেতপাপড়ি] শ্বেতপাটনিকা, শাদা পারুল।

ধবলযাবনাল—[সং মৌক্তিকতণ্ডুল] মুক্তা সদৃশ সুচিক্কণ ধান্য। পর্যায়—পাণ্ডুর, তারতণ্ডুল, নক্ষত্রকান্তিবিস্তার, বৃত্ত, মৌক্তিক-তণ্ডুল।

ধবলা—অনন্তমূল।

ধবলোৎপল—কুমুদ, শুঁদীনাল।

ধস্তুর, ধস্তূর—ধুতরা দ্র°।

ধমন—নল নামক তৃণ।

ধমনি, ধামিনী—[সং ধন্বঙ্গ, ধন্বন] ধামন দ্র°।

ধমনী—১ হরিদ্রা, ২ পৃশ্নিপর্ণী, ৩ নলিক।?

ধর—কার্পাস তুলা।

ধরণ—১ ধান্য, ২ অর্কবৃক্ষ।

ধরণি—১ শাল্মলীবৃক্ষ, ২ স্কন্দভেদ।

ধরণী—১ শাল্মলীবৃক্ষ, ২ কন্দবিশেষ। পর্যায়—ধারণীয়া, ধীরপত্রী, সুকন্দক, কন্দালু, বনকন্দ, কন্দাঢ্য, দণ্ডকন্দক।

ধরণীকন্দ—ধরণী নামক মূলবিশেষ।

ধরাকদম্ব—ধারাকদম্ববৃক্ষ।

ধতূর—ধুস্তুর।

ধর্মন—বৃক্ষভেদ, ধামিনিয়া।

ধর্মপত্তন—গোলমরিচ।

ধর্মপত্র—যজ্ঞডুমুর গাছ।

ধর্মমতি—বোধিবৃক্ষভেদ।

ধলআঁকড়া—ধলণ্ড দ্র°।

ধলণ্ড—দৃঢ়কণ্টকবৃক্ষ, চলিত—ধল-আঁকড়া; allangium hexapetalum.

ধলিবাঁশ—এক প্রকার বাঁশ।

ধাইফুল—ধাতকী দ্র°।

ধাতকী—[সং পার্বতী, তাম্রপুষ্পী, বহুপুষ্পিকা, ধব; হিং ধায়কে ফুল, ধবইকে ফুল; ম° ধায়টী; গুজ° ধাবনী, ক° ধায়কে ফুল; ধায়িফুল, তে° ধাতকীফুল, —জাতিকো; সাঁওতাল—ইচাক; ও° ধাতিকো, হারয়ারী; নে° দাহিরী; ধাগেরাকা] ধাই, ধাঁই, ধাওয়াই, ধাত, ধাদকী, ধাইতি, ধাউরা, ধাইফুল, ধাইফুলের গাছ ছোট। পর্বতে জন্মায়। পাতার বৃন্ত নাই। শাখায় লাগিয়া থাকে। ফুল তামাটে রং; মাঘ-ফাল্গুনে হয়। ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ষটদল, কেশর ১২টি. পাশুতর ও ধবল। জন্ম—বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, হুগলি। পর্যায়—বহ্নিপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, ধানী, অগ্নিজ্বালা, সুভিক্ষা, পার্বতী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী, কুঞ্জরা, মদ্যবাসিনী, গুচ্ছপুষ্পী, সংবপুষ্পী, লোধ্রপুষ্পিণী, তীব্র জ্বালা, বহ্নিশিক্ষা, মদ্যপুষ্পা, ধাতৃপুষ্পী, ধাতুপুষ্পী, ধাতৃপুষ্পিকা, ধাত্রী, ধাতুপুষ্পিকা। ॥ রাজনি° ॥

ধাতুর্পুষ্পিকা, ধাতুর্পুষ্পী—ধাতকীদ্র°।

ধাতৃপুষ্পিকা—ধাতকী দ্র°।

ধাত্রীপত্র—১ তালীশপত্র, ২ আমলকী পত্র।

ধান—ধান্য দ্র°।

ধানক—ধনিয়া।

ধানিকা, ধানী—পীলুবৃক্ষ।

ধানিলঙ্কা—[হিং গাছমরিচ; তে° মীরাপাকাই, তা° মুল্লাথাই] লঙ্কাবি°, capsicum fruitescens, lin. বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকিলে লাল, কিংবা নেবুর রঙের মত। ফলে অনেক বীজ থাকে, বেগুন বীজের মত চেপ্টা ও ছোট-ছোট। লঙ্কা দ্র°।

ধানুষ্কা—অপামার্গবৃক্ষ।
ধানুষ্কারি—লতাভেদ।
ধানুষ্য—বাঁশ।
ধানের, ধানেয়ক—ধন্যাক।
ধান্য, ধান—[সং রোপ্যাতিরোপ্য, ব্রীহি, ইং paddy, rice] শস্যবিং, সতুষতণ্ডুল, ধান, oryza sativa. ধানের প্রকারভেদ—১ শমীধান্য, ২ তৃণধান্য—[সং রাগী], ৩ শূক-ধান্য [শিম্বীধান]—শূয়াযুক্ত ধান ও যবাদি, ৪ দেধান-[সং পবনাল], ৫ আশুধান—[সং পটিল] আউস, বর্ষাকালীন ধান, ব্রীহি ধান, ৬ শালিধান্য—আমনধান, হেমন্তকালে হয়। ৭ কঙ্গুধান্য—কাঙ্গনীধান—চার প্রকার—শ্যামা, চীনা, কট, কোদো। চীনাধান শ্যামাধানের মত ক্ষুদ্র। চীনা দ্রং, ৮ কেলেশধান, ৯ লঘুধান, ১০ হৈমন্তিকধান [সং রক্তশালি] ১১ উড়ীধাম [সিং নীবার] ১২ ষষ্ঠিকধান্য — গ্রীষ্মকালে জন্মে যে ধান, ষেটে ধান। বোরোধান [সং বোরব], বাঙলাদেশ ধান ও চাউলের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাচীন কালের বাংলা গ্রন্থে বহুপ্রকার ধানের নাম উল্লেখ আছে।—আজান, আন্ধারকুলি, আমপাবন, আমসলো, আলাচিত, আসতির, আসতঙ্গ, উড়াশালী, কর্কটি, কনকচুর, কাঁঙদ, কামদ, কালা-কাত্তিক কালাযুগর, কুসুমমালী, কোটা, খরিকম্বা, খেজুর ছড়ি, খেমরাজ, গঙ্গাবলী, গন্ধতুলসী, গন্ধমালতী, গুজুরা, গোতমপলাল, গোপালভোগ, চন্দনসাল, ছিছরা, জলারাঙ্গি, জেধ, জোলি, ঝিঙাসাল, টাঙ্গন, তসরা, তিলসাগরি, তুলানধান, তুলসালি, তোজনা, দলাগুড়ি, দাড়, দুধরাজ, নাগরজুগান, পলাল, পর্বতজিরা, পাঙ্গুসিয়া, পাতল, পাথর, ভেফোরি, বককাড়, বন্ধি, বানি, বিন্ধসালী, বুখি, বুড়ামাত্তা, ভজনা, ভাদোলী, ভান্দমুখি, মইপাল (মহীপাল), মাধবলতা, মুক্তাহার, মুলামুক্তাহার, মোকলস, রক্তসাল, রাসগড়, রাজদল, লতামৌ, লাউসলী, লালকাজিনী, বাঁকই, বাঁকচুর, বাঁকসাল, বাগনবিচি, বাঁসকটা, বাঁজগটা, বাঁসমতী, বোআলি, সনাখড়কি, সালছাটী, সীতাসালী, সোলপনা, হরি, হরিকালি, হাতিপাঞ্জার, হুকুলি

॥ নামগুলি বৌদ্ধযুগের—শূন্য-পুরাণ ॥ পরবর্তী কালের বাংলা কাব্যে ধানের উল্লেখ—হরিশঙ্কর, হাতিপঞ্জর, হুড়া, হরকুলি, হাতিপাদ, হিঙ্গি, হলুগুড়ো, কেলেকানু, কেলোজিরা, কানিয়া, কার্তিক, কয়াকচ্চা, কাশীফুল, কপোতকণ্ঠিকা, কালিন্দী, কুসুমশালী, কনকচুর, দুধরাজ, দুর্গাভোগ, পর্দেশী, ধুস্তুর, কৃষ্ণশালী, কোঙরভোগ, কোঙরপূর্ণিমা, কলমলতা, কনকলতা, কামোদ, খেজুরথুপী, খয়েরশালী, ক্ষেম, গঙ্গাজল, গয়াবলি, গোপালভোগ, গৌরীকাজল, গন্ধমালতী, গুয়াথুপী, গুণাকর, চামরতালি, হরিশঙ্কর, বন্দনশালি, ছত্রশালী, জটাশালি, জগন্নাথভোগ, জামাইলাড়ু, জলারাঙ্গী, ঝিঙ্গাশালী, বলাহিভোগ, ধুল্যা, নিমুই, নন্দনশালী, রূপনারায়ণ, পাতসাভোগ, পায়রারস, পিপীড়াবাঁক, তিলসাগরী, বাঁকশালি, বাকোই, বুয়ানি, দাড়বন্দী, বাকচুর, বুড়ামাত্রা, রামশালি, রান্দী, রাঙ্গামেট্যা, রামগড়, রঙ্গয়কাঁর, পুণ্যবতী, নহীপ্রিয়, কাউশালি, লক্ষ্মীকাজল, ভোজনা, ভবানীভোগ, হরকুলি, সীতাশালি, শঙ্করশালি, শঙ্করজটা ॥ শিবায়ণ ॥ মুঘল আমলে তৎকালে প্রচলিত চাল—সুখদোষ চাউল, দেওয়ানপ্রসাদ চাউল, সংজেরা চাউল, মিছরি চাউল, দস্তজেরা চাউল, খঞ্জন চাউল, দেকের চাউল, ষাঠীচাউল ॥ অইন-ই-অক্‌বরী ॥ সরকারী সমীক্ষায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই নামগুলি পাওয়া যায়—অচিন, অচামিতা, অচামিত্রা, অগ্নিসাইল, অমর্তসাল, অমর্তমন্ড, অমৃতভোগ, অমৃতসাগর, আবরুসাইল, আবিলকলমা, আবছাইয়া, আচারভোগ, আচর, আদাশালি, আগুনবাণ, আগুনিয়া, আকাশমণি, আলমভোগ, আলাপশি, আল্লাদকুড়ি, আমনখাসা, আমনলতা, আমিরপসন্দ, আমঝুঁকি, আনারকলি, আন্দারকুলী, আউশবাঁশী, আর্যরাজ, আশোর গাজিয়া, আশিনা, আশিনবারা, আসামাগাহি, আশকারাম, আশামিটা, আউশগুড়গুড়ি, আউশকাজল, ইন্দ্রসাইল, ঈশ্বরভোগ, উখনীভোগ, উখনীমধু, উকাইবা রাবণ, উরিধান, কবিরমালিক, কাচারিসালি,

কদলিয়া চম্পা, কালাচিনি, কালাডোম, কালাকচু, কালামাণিক, কালিবাজাল, কালিগোরী, কালিজিরা, কমলভোগ, কামরাং, কামিনীসরু, কানাইবাঁশী, কানাইলাল, কনকচুর, কাচননী, কাশীফুল, কাশ্মিরী বাঁশমতি, কস্তুরী, কাঁটালভোগ, কাটারীভোগ, কায়াবাদলী, কাজলমেথি, কেশমুক্তী, কেশরী, কাবুলীভোগ, কোচমঙ্গল, কাচিকুমারী, কৈসেড়, কলাথোড়, কলা আমন, কলাসাগর, কলুভোগ, কমাল, কমলভোগ, কুমড়া, কুমারী। কুমড়ীভাজা, কুসুমফুল, কৈমাশুর, কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণজিরা, কৃষ্ণকালা, কৃষ্ণমণি, কৃষ্ণপ্রসাদ, কুমারভোগ, কুমরীবাজাল, কুসুমশালী, খাচামহি, খয়েরগুঁড়ি, খৈচুড়, খৈরাজ, খৈরামুড়কী, খেজুরহাঁড়ি, খালিশোওয়ার, খলসীপুঁটি, খামনিবোকা, খরাইপিপড়া, খড়্গনাকি, খড়িকাজবা, খাসা, খাসাগন্ধি, খাসাদুধসাইল, খাসিয়াপরাণ, খাটখোমিয়া, খেজুরছাড়, খেজুরকাঁদী, খেসারী, খিরসা, খোরকামাটি, খোস্‌কীনোনা, খুদীধান, খুদীঘাস, খৈয়ামুরগী, খুরমা, গোবরাশনি, গজমুক্তা, গজপতি, গন্ধমালতী, গন্ধকস্তুরী, গঙ্গাবালি, গঙ্গাজল, গঙ্গাজলঘাসা, গঙ্গাসাগর, গাজীভোগ (ফরিদপুরের আমন চাল), গোবিন্দভোগ, গোকুলসর, গোপালভোগ, গৌরাঙ্গসাল, গৃহস্থপাগল, গুড়গুঁড়ি, ঘাড়ভাগা, ঘিকে, ঘৃতকাঞ্চন, চামারমণি, চম্পা, চম্পাকুলী, চন্দনচুর, চন্দ্রভোগ, চেতীচিকণ, চন্দ্রহার, চন্দ্রমণি, চাঁপাকলি, চপলা, চাপলাস, চৌদ্দখোপা, চিকনদাইল, চিনিসাগর, চিনিসরকার, চিনশঙ্কর, চিন্তামণি, ছাগলবকরী, ছাইতন ডোমরা, ছোট চম্পা, জগন্নাথভোগ, জামাইভোগ, জিরা, টিয়াকাটী, ঠাকুরভোগ, ঠাকুরপ্রসাদ, ঢাকি, ঢাকেশ্বরী, ঢালামানিক, ঢোলী, দুববাজ, তাকুরভাগা, তালমুশুর, তাংগ্রাই, তারাবালি, তারামশুল, তারাক, তিলাই, তিলবাদল, তিলবাজালি, তিলকাঁকুড়, তিলকাকুর, তিলকস্তুরী, তিলকাঞ্চন, তিপুরামসাল, তুলাসাল, তুলসীমুকুল, তুলসীভোগ, তোতারাম, তুলপঞ্জী, তুলসীজবা, থামেট-মি (বর্মা), থুবড়ী, দাদথানি,

দেওয়ানভোগ. দোদানা; দুধ-বিলাস, দুধরাজ, দুধসর, দুধ সাইল; দুর্গাপ্রসাদ, দুধকলমা, দুধকুমার; দুধলুচি, দুধমণি, দুধের সর, দুধিসরু; নয় নাকাজল; নাকা; ননীভোগ, নারাঙ্গী; নারি-পারিজাত, নারিকেল ঝুঁকি; নারিকেলঝোঁপা, নারিকেলীজিরা, নারিকেলফুল, নীলকানাই, নীল-কুমার, নৃপতিভোগ, পদ্মদাম; পদ্মলাল, পাদশাভোগ, পাখিরাজ (মৈমনসিংহ, পাবনা, ঢাকা; বাখর-গঞ্জে প্রসিদ্ধ); পলাসফুল, পানি পাট, পংখীরাজ, পানমৌরি, পরমান্নসাইল; পর্বতীজিরা, পারি-জাত, পরমান্নভোগ, পরমান্নমুক্তা, পাটেশ্বরী, পতিরাজ, পিয়ারমণি, পেশওয়ারী (২৪-পরগনায় উচ্চ-মানের বলে বিবেচিত); পেট-পাকা, পিলরাজ, পিঁপড়াবালাম, পিত্তরাজ, পিঁপড়ালেজ; পদ্ম-ঘোসা, পলাশ, প্রসাদভোগ, পুরবীখাসা, পুরবী; ফুলঝরি, ফুলকুমারী; বাবুরাম, বাচ্চা, বদরংঙ্গি, বাদশাভোগ. বাদসাপসন্দ, বাগাঝুল (কোচবিহারের আমন চাল), বাঘরাজা, বাঘা (ফরিদপুর), বাঘনখী, বহুরানী, বাঁকতুলসী (সুগন্ধী চাল), বয়রাচাপরাস, বলরামভোগ, বল্লম; বালুপ্রমাণ, বামনভোগ, বান্দরপাত, বঙ্গলবকরী, বনগাউজল, বানিয়াভাতার, বাঁশ-গোপাল, বাঁশফুল, বংশীকলস, বংশীরাজ, বাঁশমতি, বাঁশপাতা, বরসোহাগমণি, বাঁশীরাজ, বাসু-দেবভোগ, বাতাসা; বাতাসফেনী, বাতাসাভোগ, বেনাফুল, বেঙ্গী-লালপাটনি, বেণীভোগ, বেতাক; বিভীষণ-শাল, বীরমালি, বোয়াল-ঝুপি, বহুমালী, বোকা (গোয়াল-পাড়া); বোরবালাম, বোরো; বউপাগলা, বসন্তমালতী, বড়াবিন্নি, ভোগলঙ্কর, ভূতশালি, মতিচুর, মতিহারি, মধুসাইল, মধুভোগ, মোহনভোগ, মোহনমালা, মহিষ-বাহন; ময়ূরগীভোমরা, রাধাকৃষ্ণ-ভোগ, রাধারানীভোগ, রাধাতিলক; রাধুনীপাগল, রাধাবৈষ্ণব (নদীয়া; বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ); রঘুনাথ-ভোগ, রাইভোগ, রাইমণি, রাইমানিক, রাইমুখি; রাজভোগ, রাজমোহন, রামচন্দ্রভোগ, রামফুল, রামপ্রসাদ; রানীকাজল, রানীপাগল, রসকদম্ব, রসালভোগ, রসুলভোগ,

রাতাংলী, রতনচুরী, রতনগোপ, রুক্মিণীভোগ, রূপনারায়ণ, রুক্মিণীকান্ত; রংমোহন, রূপরাজ, রূপেসাপেরী, রূপেশ্বর, লক্ষ্মী বিলাস, লক্ষ্মীনারায়ণপ্রিয়া (বালাশোর); লক্ষ্মীপারিজাত, লালবাতি, লালমতি, লাউবুক, লাউদুম, লেমা (ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ), লেপাধোলা, লছমিদিঘা, লছমনবোস, শ্যামসুন্দর, শ্রীকান্ত, শঙ্করভোগ, শঙ্করচিনি, শৃঙ্গারবিলাস, শঙ্খবড়, শঙ্খরেখা, শীতলচিনি, শাকজিরা, শালগোজা, শালাঝীটি, শালিকুটি, শালেভার্দহ, শ্যামসর, শামালতি, শানমুক্তা, শ্যামচুর, শীলকুমার, শসাফুল, শসারধান, শ্রীহট্টী, শুদ্রশালী, শ্যামরাজ, সফেদবাঁশমতি, সফেদা, সাগরচিনি, সাইলখাজুরী, সাজানখালি, সাকরখোরা, সাকরচিনি, সালভোটকা, সালকুমার, সালিবরণআমন, সমুদ্রফেনা, সমুদ্রবালি, সন্ধ্যামণি, সান্তনিভোগ, সাউরাজ, সফরি, সরিষাবাটী আউস, সাইলচিকণ, সাইলচিকলাল, সাকোরখারো, সরবতি, সরকলা, স্বর্ণলতা, সিগুরকটুয়া, সীতাভোগ, সীতা পাটনাই, সোনামুখী, সোনামুক্তা, সোনারগাহু, সুবর্ণজিরা, সূর্যমণি, সুবুটী, সুজনী, সুক্তিআউস, সুকুমার, সুলতানভোগ, সরুকনবুলি, সীমাঘট, সিঁদুরকান্ত, সিঙ্গা, সিঙ্গাও, সীতলক্ষ্মীয়া, সীতানবমী, সীতামালতী, সীতাচিনি, সোহাগমতি, সোনখরিকা, সোনাথিল, সোনামুগুর, সোনারগাই, সোনা চম্পা, সোহাগমণিশালী, সুন্দর মাইল, সৌদামিনী, সোলকুমার, সুয়াপংখী, সুবর্ণ খড়্গ, সুখদর্শন, সুখমায়া, সুখবিলাস, সুখদাস, সুলতানবাস, সুলতানভোগ, হলদীগুড়ি, হংসরাজ, হাসখাল, হনুমানবাতা, হরিদাসী, হরিমুদী, হরিনাবয়ণ, হরিশঙ্কর, হরিদ্রারং, হরিণকাজনিয়া, হরমুক্তা, হাতিকানি, হীরাকমলা, হলদিকোটা, হরিণকাজলা, হুগলী, পুরাপাটনি, ক্ষীরচাঁচ, ক্ষেপাঝিঙ্গা, ক্ষিরাইজালী, ক্ষিরসাভোগ, ক্ষিরসাপাট, কুংকুমাকৃতি ॥ Galon's Sansk. Dict. ॥ মহাশালী ॥ সুশ্রুত॰। ভেড়াপাওয়া, সাহেবসাইল (শিলার) ॥ Agricultural Ledger, 1910, no. 1 and 2, সরকার

কর্তৃক প্রকাশিত Oryza Sativa গ্রন্থ হইতে)॥ জ্ঞা° চারু° বিশ্ব°॥

ধান্যক—[স° তুম্বুরুক ; সূক্ষ্মপত্র ; শাকযোগ্য, ধন্যা ; হি° ধনিয়া ; ম° ধনে ; কোথিম্বীর ; গুজ°-ধানা, কোথমীর ; তে° কোথ-মিলু ; তা° কোতমল্লি ; ফা° তুঘ্মে কস্বীরু ; অ° কজবুরা] ধনে; coriamdrum sativam. বর্ষজীবী বহু শাখাবিশিষ্ট শাকবি°। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে জন্মে।

ধান্য-পঞ্চক—১ শালিধান্য, ২ ব্রীহি, ধান্য, ৩ শূকধান্য, ৪ শিম্বীধান্য, ৫ ক্ষুদ্র ধান্য।

ধান্যপতি—১ বীহি, ২ যব।

ধান্যসার—তন্ডুল।

ধান্যা, ধান্যাক—ধনিয়া।

ধান্যোত্তম—শালিধান্য।

ধান্বন—ধন্বন-বৃক্ষফল।

ধাবনি, ধাবনী—১ পৃশ্নিপর্ণী, ২ কন্টকারী, ধাবণী, ধাতকী।

ধাবনিকা—কন্টকারিকা।

ধামন, ধামনা—[স° ধন্বন্ ; হি°-ডেনগান ; ও° ঢামন] ধামা, ধামনি, cordia macleodii. বহুবারসদৃশ বৃক্ষবি°। ছোট-নাগপুর, মধ্যভারত ও উড়িষ্যায় জঙ্গলে জন্মায়। কাঠে আঁশ লম্বা লম্বা। এজন্য ইহাতে ধনুক তৈয়ারি হয়। বাংলা দেশে দেখা যায় না।

ধামার্গব—[হি° লেথুয়া] ১ রক্ত অপামার্গ, ২ ঘোষলতা, ৩ গীত-ঘোষা, ৪ রাজকোষাতকী, ধুঁদুল, ৫ মহাকোষাতকী।

ধারণীয়—ধরণীকন্দ।

ধারাকদম্ব—কদম্ব দ্র°।

ধারাস্নুহী—তেকাটাসিজ।

ধারিণী—শাল্মলি-বৃক্ষ।

ধারিন্—পীলু-বৃক্ষ।

ধার্তরাষ্ট্রপদী—হংসপদী লতা।

ধীর—কুঙ্কুম।

ধীরপত্রী—ধরণী-কন্দ।

ধীরাবী—শিংশপা-বৃক্ষ।

ধীহরা—এক জাতীয় মিষ্ট কাঁঠাল।

ধুঁদুল—[স° রাজকোষাতকী, হস্তি-কোশাতকী, দীর্ঘ পটোলিকা ; হি° ঘি-আতরুই; পুরুনা ; তে° লুলীবার্ড ; আ° ভীতকাকরেল, ভাটকেরেলা ; ম° পারিসদোড়কা ; নে° পলো ; পা° ঘীগন্দ্রোলী, বো°-ঘোষনা ; গুজু°—তুরিয়া। হি° করাবতরুই] এক প্রকার লতা

ও ফল, luffa aegyptiaca. ভারতের সব জায়গায় চাষ হয়। ইহা হইতে একপ্রকার তেল হয়।

ধুতুরা—[সং ধুস্তুর, কণ্টফল ; হিং ধতুবা ; ওং ধন্তরী ; মং ধোত্রা, ধোতরা ; কদুকনিকে ; তেং নাল্লাউম্মীতে, উন্মেত্তচেট্টু ; তাং ওমত তাই, কারু উমতে ; অং জোজধস্তুশীস ; ইং thorn apple] ধুতরো। বংগনাদিবর্গের বন্য শাকবিং। বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ২—৬ ফুট উঁচু হয়। বীজ লঙ্কাবীজের মত; কিছু বড়। প্রকারভেদ—শ্বেতধুতুরা, [হিং সফেদ ধুতুরা] শাদা ধুতুরা, datura alba. ফুলের উপরি ভাগে ও ভিতরে বেগুনে রঙের দাগ, শাদা ধুতুরার ফুল খুব শাদা হয় না। একটু ঘোলাটে হয়। ফুলের ভেতরের দিকে কাঁচা সোনার মত রেখা ও বাহিরের দিকে বেগুনে রঙের চিহ্ন থাকে। ২ কৃষ্ণধুতুরা; কনক-ধুতুরা। datura fastuosa. কালো ধুতুরার ফুলের গায়ে বেগুনে রঙ্ ও পাতা। ডাল, ফল সব বেগুনে। ফুটন্ত ফুল দেখলে মনে হয় যেন একটা ফুলের মধ্যে আর একটা ফুল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফল গোল ও কাঁটাযুক্ত। বিহার অঞ্চলে ধুতুরার পাতা বাসক ফুলের পাতার মত। বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পর্যায়—ধুস্তুর, ধূর্ত, ধুস্তুরা, কিতব, কনকাহ্ব, উন্মত্ত, শঠ, মাতুলক, শিবপ্রিয়, শিব-শেখর, দেবিকা, তুর, মহামোহী, শ্যাম, মদন, খর্জুঘ্ন. কণ্টফল, কাহলাপুষ্প, রাজধূর্ত; রাজধস্তু-রক, মহামাঠ, ভ্রান্ত, রাজস্বর্ণ ॥ রাজনিং শব্দং সুশ্রুং ॥ আরও তিন প্রকারের ধুতুরা আছে—নীলপুষ্প, পীতপুষ্প ও লোহিত পুষ্প ধুতুরা।

ধুনা—[সং রাল; শালনির্যাস মর্জবস ; হিং রাল ; মং রাল্ট ; ওং রাল, সর্জরস ; তেং সর্জর-নমু ; ফাং রালমগুবেরী ; অং কিক্হর ; ইং yellow risiaa] শালবৃক্ষের নির্যাস, shorea robusta. শাল দ্রং।

ধুন্দুল—[সং দীর্ঘ পটোলিকা] ধুধুঁল, luffa pentandra.

ধুলিয়াগর্জন—[গুজং গর্জন। ব্রহ্ম—পাকান্যইন] গর্জন,

dipterocarpus gaertn. উচ্চ চিরশ্যামল পত্রযুক্ত বৃক্ষ। কাঠ নরম, গাছের আঠা শাদা, ভেতরের কাঠ লাল ও ধূসরবর্ণ।

ধুস্তুর—ধুতুরা দ্র°। কেহ কেহ তরই বলে।

ধূপবৃক্ষ—সরল গাছ।

বোচিয়া কোরী, শলা সুরেন্ধুল।

ধূমগন্ধি, ধূমগন্ধিকা—রোহিষ-তৃণ, গন্ধখড়।

ধূমপত্রা—ক্ষুপবি°। পর্যায়—ধূম্রাহ্বা, সুলভা, স্বয়ম্ভুবা, গৃধ্রপত্রা, গৃধ্রাণী, কৃমিঘ্নী, শ্রীমনাপহা।

ধূম্রমূলিকা—শূলীতৃণ।

ধূম্রহ্বা—ধূম্রপত্রা, স্বয়ম্ভুবা।

ধূরাকি—নেপালজাত বৃক্ষবি°। শাখায় মশাল জ্বালান হয়। পূজায় ও ঔষধে ইহার নির্যাস ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠে বরগা হয়।

ধূর্ত—ধুতুরা গাছ।

ধূর্তমানুষা—রাস্না।

ধূলসমুদ্র (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

ধূলিকদম্ব—১ নীপকদম্ব-বৃক্ষ, ২ বরুণ-বৃক্ষ, ৩ তিনিস-বৃক্ষ।

ধূলিকদম্বক—নীপকদম্ব-বৃক্ষ।

ধূলিপুষ্পিকা—কেতকীপুষ্প। অনেক পরাগ আছে বলিয়া।

ধূলিবাঁশ—dendracalamus balcosa.

ধূসরচ্ছদা—শ্বেতবুহ্না।

ধূসরপত্রিকা—হাতিশুঁড়া গাছ।

ধূসরা—পাণ্ডুরফলা ক্ষুপ।

ধেনুদুগ্ধ—চির্ভিট (দুধের মত শাদা ফল)।

ধেনুদুগ্ধকর—গাজর (গরুকে খাওয়াইলে দুধ বাড়ে)।

ধোর—ধববৃক্ষ।

ধ্মাঙ্ক্ষজম্বু—কাকজম্বু।

ধ্মাঙ্ক্ষতুণ্ডী, ধ্মাঙ্ক্ষদণ্ডী, ধ্মাঙ্ক্ষনখী—কাকনাসালতা।

ধ্যাম—১ দমনকবৃক্ষ, ২ গন্ধতৃণ।

ধ্যামক—রোহিষতৃণ।

ধ্রুবা—১ মূর্বা, ২ আঢ়ী, ৩ শালপর্ণী।

ধ্বংসিন—পর্বতসম্ভব পীলুবৃক্ষ।

ধ্বজদ্রুম—১ তালবৃক্ষ, ২ মাড়বৃক্ষ।

ধ্বনিবোধক—রোহিষতৃণ।

ধ্বাঙ্ক্ষজম্বু—কাকজম্বু।

ধ্বাঙ্ক্ষতুণ্ডী,—দণ্ডী,—নখী—কাকনাসা লতা

ধ্বাঙ্ক্ষনাম্নী—কাকোদুম্বরিকা।

ধ্বাঙ্ক্ষবল্লী—কাকনাসালতা।

ধ্বাঙ্ক্ষমাচী—কাকমাচী।

[ন]

নকল্-উস্-শয়তান—[আর্বী] জাঞ্জিবার দেশজাত খর্বাকার খর্জুর বৃক্ষ।

নকাট—এক প্রকার অম্লমধুর ফল।

নকুচ—১ মান্দার, ২ ডহুবৃক্ষ।

নকুলাঢ্যা—গন্ধনাকুলি নামক কন্দবিং।

নকুলেষ্টা—রাস্না।

নক্তজাত—ওষধিভেদ (অথর্ববেং ২. ২৩. ৪১)।

নক্তমাল—করমচা, (রাত্রে মুকুলিত হয় বলিয়া), ডহরকরঞ্জা, pongamia glabra vent. করঞ্জ দ্রং।

নক্তা—১ ঈশনাঙ্গালা, ২ হরিদ্রা।

নক্তামল—pongania globra, dalbergia arborea.

নক্ষত্রকান্তিবিস্তার—ধবল যাবনাল।

নখগুচ্ছফলা—নিষ্পাবীভেদ।

নখনিষ্পাব—নিষ্পাবীভেদ, চলিত কথায় বামনখী শিম। পর্যায়—অঞ্জলিফলা, বৃত্তনিষ্পাবিকা, গ্রাম্যা, নখগুচ্ছফলা, গ্রামজনিষ্পাবী, নখফলিনী।

নখপর্ণী—বৃশ্চিকা ক্ষুপ।

নখপুঙ্খী—পুঙ্কা, পিঁড়ংশাক।

নখপুঞ্জফলা—সাদা শিম।

নখপুষ্পী—পুঙ্কা।

নখপুর্বিকা—সবুজ শিম।

নখফলিনী—নখনিষ্পাব।

নখরজনী—দ্বিবৃন্তবৃক্ষ, মেদিপাতা।

নখরাহ্ব—করবী-বৃক্ষ।

নখবৃক্ষ—নীলগাছ।

নখালু—নীলবৃক্ষ।

নগ—rottlera tinctoria.

নগজা—ক্ষুদ্র পাষাণভেদা লতা।

নগণা—লতাবিং। লওয়াকটকী। পর্যায়—পারাবৃতপদী, পিণ্যা, স্ফুটবন্ধনী, জ্যোতিষ্মতী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী।

নগভূ—ক্ষুদ্রপাষাণভেদা লতা।

নগরোত্থ—নাগরমুথা।

নগরৌষধি—কদলী।

নগাশ্রয়—হস্তকন্দ।

নট—১ শ্যোণাকবৃক্ষ, ২ অশোকবৃক্ষ।

নটপর্ণ—গুড়ত্বক্।

নটেশাক—[সং তণ্ডলীয়, তণ্ডুলীয়, লুন্টক ; ওং নেউটিয়া ; হিং চোলাই] নটিয়া, নট্যে, amarantus tistris. মারিষাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবিং॥ মাটিতে গড়াইয়া

বা খাড়া হইয়া জন্মে। পাতা ছোট, লম্বাকৃতি, গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। প্রকারভেদ ঃ—(১) চাঁপানটে—[সং চণ্ডালক] amarantus polygamous ॥ বেলং ॥ পুংকেশর ৩টি। (২) বননটে—a. fasciatus, a. viridis. (৩) কাঁটানটে—[সং তণ্ডুলীয়, মারিষ] a. spinosus ॥ থোরিং ॥ আরণ্যকাঁটা শাক। পুংকেশর ৩ টি (৪) লালনটে—ডেঙ্গোশাক, a. gangeticus. ডাঙ্গা জমিতে আবাদ হয়। পুংকেশর ৩টি। (৫) গোবরনটে—a. lividus. (৬) শাদানটে—a. oleraceus ॥ বেলং ॥ বিস্বাদ। (৭) বাঁশনটে —a. lanceolatus ॥ বেলং ॥ (৮) লালবাঁশ নটে—a. atropurpuscus. (৯) গুড়নটে। (১০) কনকানটে। (১১) টুনটুনি নটে—a. fasciatus ॥ roxb ॥ (১২) চিরুনটে—a. polygamus lin. (১৩) ঘেণ্টিনটে, ঝিন্টিনটে—a. tenuifolius willd. (১৪) মেঘনাদ নটে—a. campestris ॥ বেলং ॥

নড়—নলতৃণ।

নড়দল—নলতৃণ, panicum interruptum.

নড়ী—clcea disticha.

নতদ্রুম—লতাশাল।

নতীশাক (দেশজ)—পলতা, trichosantus dioeca.

নদীকদম্ব—মহাশ্রাবণিকা; থলকুড়ী।

নদীকান্ত—১ হিজলগাছ; ২ সিন্ধুবারক বৃক্ষ; নিশিন্দে, ৩ জম্বুকবৃক্ষ, ৪ কাকজঙ্ঘালতা, ৫ লতাবিং।

নদীকুলপ্রিয়—জলবেতস।

নদীজ—১ অর্জুনবৃক্ষ, ২ যাবনালশর [হিং জহুরুলাশর], ৩ হিজলবৃক্ষ, ৪ নদীনিষ্পাব, ৫ বিটমাক্ষিক।

নদীজধান্য—[সং নদীনিষ্পাব] ধান্যভেদ।

নদীজা—অগ্নিমন্থ। বড়গুণ্দুরী গাছ।

নদীন—বরুণ-বৃক্ষ।

নদীনিষ্পাব—ধান্যভেদ। পর্যায়—কটুনিষ্পাব, কর্বুর, নদীজ ॥ রাজনিং ॥

নদীমাষক—মানকচু।

নদীবট—বটবৃক্ষ।

নদীসর্জ—অর্জুনবৃক্ষ।

নদেয়া—ভূমিজম্বু।

নদ্যাম্র—[হিং কোকুয়া] সমষ্ঠিলাবৃক্ষ।

নন্দকি—পিপ্পলী।

নন্দগোপিত—রাস্না।

নন্দিক—নন্দিবৃক্ষ।

নন্দিকাবর্ত—ক্ষুপবি°। nerium coronasium.

নন্দিতরু—ধববৃক্ষ।

নন্দিন—১ গর্দভাণ্ড বৃক্ষ; ২ ধববৃক্ষ।

নন্দীবৃক্ষ, নন্দীবৃক্ষ—কঙ্কণ দেশজাত সুগন্ধি প্রসিদ্ধ বৃক্ষবি°, cedrela toona. কাহারও মতে ক্ষীরযুক্ত অশ্বত্থতুল্য বৃক্ষ, তুঁদবৃক্ষ। পর্যায়—তুনীক, তুনী, পীতক, কচ্ছপ; নন্দী, কুঠেরক, কান্ত, তুম্ন, কুবেরক, কুনি, কচ্ছ, কাণ্ডলক, তুন্দ, নন্দিক। কেহ কেহ বলেন তুঁদ ও তুণ নামে দুই জাতি বৃক্ষ আছে॥ বিশ্বকো°॥

নন্দ্যাবর্ত—তগরবৃক্ষ।

নফট্‌কী—[ইং heart pea] ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

নব—রক্তপুনর্নবা।

নবপত্রিকা—১ কদলী, ২ দাড়িম, ৩ ধান্য; ৪ হরিদ্রা, ৫ মানকচু, ৬ ৭ বিল্ব, ৮ অশোক, ৯ জয়ন্তী।

নবমল্লিকা, নবমালিকা—[সং নবমল্লিকা, সপ্তলা] নেয়ালীফুল, সাত পাপড়িযুক্ত মালতী ফুল; কেহ কেহ বাসন্তীফুল বলেন, jasminum arborescens. মল্লিকাদিবর্গের ছোট পুষ্পতরুবি°। পাতা গোলাকার, চক্‌চকে, ৪-৫ আঙ্গুল লম্বা ও ৩-৪ আঙ্গুল চওড়া। ফুল বড় বড় শাদা ও সুগন্ধী। ছোটনাগপুর, বিহার অঞ্চল ও বোম্বাই প্রদেশে জন্মায়। বাঙলায় ক্বচিৎ দেখা যায়। ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল ফোটে। ফুলে ৭টি পাপড়ী। পর্যায়—অতিমোদা, গ্রৈষ্মী, গ্রীষ্মোদ্ভবা, সপ্তলা সুকুমারী, সুরভি; শুচিমল্লিকা, সুগন্ধা, নবালী, শিখরিণী, ভদ্রবর্ণা, দেবলতা, গন্ধনিলয়া; মালিকা; নবমল্লিকা।

নবরঙ্গা—অম্লোনিকাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°। biophytum sensitivum. পাতা গুচ্ছাকার। প্রায় দল জোড়া, হাত দিলেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ফুল হলদে রঙের ভাদ্র মাসে ফোটে। ফল পঞ্চকোষ, বহু বীজ পথিপার্শ্বে প্রায় জন্মিয়া থাকে। কেশর ১০টি। ৫টি ছোট ও ৫টি বড়।

নবাঙ্গ—১ শুঁঠ; ২ পিপুল; ৩ মরিচ; ৪ হরিতকী, ৫ বয়ড়া; ৬ আমলা, ৭ চিতেমূল, ৮ বিড়ঙ্গ, ৯ (?)।

নবাড়ী—নড়ী, cicea disticha.

নমি—বড় গোল আলুর মত এক প্রকার মূল।

নমেরু—সুরপুন্নাগ, ছবিয়ানা ফুল, কেউ কেউ রুদ্রাক্ষবৃক্ষ বলে। হিমালয় প্রদেশের গাছ।

নর—ধান্যকর্পূর তৃণ।

নরঙ্গা—নারাঙ্গা নেবু।

নরাচী—ফণীমনসা ॥ অথর্ব° ৫ ৩১.৪ ॥

নরাধিপ—শ্যোণাকবৃক্ষ।

নরেন্দ্র—শ্যোণাকবৃক্ষ, সোনালু গাছ।

নর্তক—গোটগল, নলতৃণ।

নল, নলখাগড়া—[সং নল, নল্ব ; হিং নরমল ; মং নঠ্ঠ ; গুজং নালী ; কং দেবনাল ; তেং ভুঙ্গুগুরু] নল, amphidonax karka, arundo karka ॥ বেলা ॥ phragmites karka. ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু তৃণবিং। দীর্ঘ হয়। ইহা ছেঁচে, পিটে বুনে দরমা তৈরি হয়। মোটা নলকে দেবনাল বলে। নল খাকড়া (দেশজ) সরের কলমী। ইহাতে কলম তৈরি হয়। ২ পদ্ম, ৩ তৃণবিং। পর্যায়—ধমন, পোটগল, নাল, নড়, কুক্ষিরন্ধ্র, কীচক, দীর্ঘবংশ, শূন্যমধ্য, বিভীষণ, ছিদ্রান্ত, মৃদুপত্র, বংশপত্র, মৃদচ্ছদ, লালবংশ। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥

নলদ—১ জটামাংসী, ২ লামজ্জক তৃণ।

নলদম্বু—নিম্ববৃক্ষ।

নলিকা—পটারী। পটারী দ্রং।

নলিত—নালিতে শাক, তিক্তশাক। আমাদের দেশে ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়।

নলিন—পদ্ম।

নলিনী—পদ্মলতা।

নয়াফটকী—লতাফটকী দ্রং।

নাউ (দেশজ)—লাউ দ্রং।

নাকছিকনী—[সং ছিক্কনী ; হিং নকছিনী, মেচোরা-ছেঁচেতা। সোমরাজ্যাদিবর্গের বর্ষায়ু আরণ্যশাকবিং, centipeda orbicularis. ক্ষুদ্র ও রোঁয়াযুক্ত। শীতকালে জন্মে। পাতার ধারে ধারে দাঁত আছে। ফুল হলদে হয়।

নাকুলী—[সং কুক্কুটীকন্দ, রাস্না, রক্তপত্রিকা, অহিভুক] রাস্না দ্রং। বৃক্ষের পাতার বর্ণ লাল, আর বহুবিধ বিষদোষ নাশ করে বলিয়া অহিভুক ॥ রাজনিং ॥ প্রকারভেদ—১ কুক্কুটীকন্দ, ২ রান্না, ৩

চই, ৪ যবাতিক্তলতা, ৫ শ্বেতকাঁটকারী, ৬ কন্দাবিশেষ চলিত কথায়—নাই। পর্যায়—সর্পগন্ধা, সুগন্দা; রক্তপত্রিকা, ঈশ্বরী; নাগগন্ধা, অহিভুক, সরমা সর্পাদনী, ব্যালগন্ধা ॥ শব্দ ॥°

নাগ—১ নাগকেশ; ২ পুন্নাগ।

নাগকন্দ—হস্তিকন্দ।

নাগকর্ণ—১ লাল ভেরাণ্ডা। ২ হস্তি-কর্ণ পলাশবৃক্ষ।

নাগকিঞ্জল্ক—নাগকেশর পুষ্প।

নাগকুমারিকা—১ গুলঞ্চ, ২ মঞ্জিষ্ঠা।

নাগকেশর—[সং ইভাখ্য, নাগেশ্বর; হিং নাগকেসর, না-ঘাস; তেং নাগ-কেশরালু; বোং নাগচম্প, মোরলা-চম্পা; অং নারমুষ্ক; ওং নাগচাঁপা; নাগেশ্বর, নাগকেশর; পং না-ঘাস, আসাম-নাহোর; তেং গজপুষ্পমু; ব্রহ্ম-কেঞ্জু; সিংহল—না-দেয়নো; না-গাহা; তাং নাংগাল, নাঙ্গাল-মাল্য; শিরনাগপ্পু, নাগশাপ্পু] নাগেশ্বর ফুলের গাছ, mesua ferrea, m. Roxb., m. coromandalina. চির-হরিৎবৃক্ষ। গাছ বৃহৎ হয়। রাঢ় দেশে ও কোচবিহারে প্রচুর জন্মে। ফাল্গুন-চৈত্রে পুষ্পিত হয়। ফুলের কেশর অনেক ও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। ফুলের দল শাদা, দেখিতে অনেকটা বড় টগর ফুলের মত। ফল বড় হয়। ফল থেকে একরকম নির্যাস বাহির হয়। ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কাঠ অতি কঠিন ও রক্তাভ। ভারতে ইহাই 'লোহাকাঠ' বলে বর্ণিত। (iron wood)। প্রকারভেদ—১ সাধারণ নাগকেশর—নাকসী গাছ; mesua ferrea. ২ নেপালী ও সিংহলী—m. spiciosa. ৩ পাতা ও ফুল ছোট, দাক্ষিণাত্যে হয়; m. coromondeliana. ৪ প্রকৃত লোহাকাঠ—m. Roxbu, rghii, m. salicina, m. walkeriana; m. pulchella, m. sclerophylla, m. nagana.

নাগগন্ধা—নাকুলীকন্দ।

নাগছত্রা—নাগদন্তী।

নাগজম্বু—ভুঁইজাম।

নাগদন্তিকা—বিছুটি, tragia involucrata.

নাগদন্তী—শ্রীহস্তিনী; হাতিশুঁড়া। পর্যায়—বিশল্যা; পঠপুষ্পী, বিষোধিধি, শুক্লপুষ্পা, ইভদন্তাহ্বা, কাণ্ডেরী, কামদূতিকা, শ্বেতপুষ্পা,

মধুপুষ্পা, বিশোধনী; নাগস্ফোতা, বিশালক্ষী, নাগচ্ছত্রা; বিচক্ষণা, সর্গপুষ্পী; শুক্লপুষ্পী; স্বাদুকা, শতদান্তিকা; সিতপুষ্পী, সর্পদন্তী; নাগিনী।

নাগদমনী—[পশ্চিমে—নাগদোনী; ইং worm wood] বলা, নাগদনা, ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। দনা দ্র°। artemesia vulgaris. পর্যায়—জম্বু, জাম্ববতী, বলা; নাগাহ্বা, দমনী, নাগগন্ধা, বৃন্ধা; রক্তপুষ্পা, জাম্ববী, মোটা, বিষপহা, নাগপুষ্পী; নাগপত্রা; মহাযোগেশ্বরী, মলঘ্নী, দুঃসহা, দুর্ধর্ষা ॥ শব্দ° ॥

নাগদলা—পোশুর, পুশুর। বাঙলায়, সিংহলে ও মালাবারে দেশীয় গাছ। সুন্দরবনে বিস্তর জন্মায়।

নাগদলোপম—পরুষফল, ফলসা। পর্যায়—অল্পাস্থি, পরুষক; মৃদুফল, পরাপর, পরুষ; নীলচর্ম, পারাবত, নীলমণ্ডল।

নাগদনা—[সং মরুব] সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুপবি°, রক্তপুষ্পা, artemesia vulgaris, centipedo orbicularis. দনা দ্র°।

নাগদোনা—এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ। artemisia vulgaris, crinium artaticum ॥ বেল° ॥ বাইবেলে নাগদোনা দুর্দশার চিহ্ন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

নাগদ্রুম—সিজগাছ।

নাগপত্রা—নাগদমনী।

নাগপত্রী—লক্ষণাকন্দ।

নাগপুত—নাগবেল, bauhinia anguina.

নাগপুষ্প—১ পুন্নাগবৃক্ষ; ২ নাগকেশর; ৩ চম্পক। ॥ ভারত° ১।২০৮ ৪০ ॥

নাগপুষ্পফলা—কুষ্মাণ্ডী।

নাগপুষ্পিকা—১ স্বর্ণফুলী, হলদে যুঁই; ২ নাগদান।

নাগপুষ্পী—নাগদমনী।

নাগফণা—[ও° নাগফণা, ইং hedge prickly pear] ফণীমনসা, ফণামনসা, নাগফেনা, opuntia dillenii, cactus indicus ॥ বেল° ॥ ক্ষুদ্র কণ্টকী বৃক্ষবি°। পাতা নাই। ডাঁটা সবুজ রঙের গ্রন্থিযুক্ত। ফুল বড় বড় হলদে রঙের। শুকনা ডাঙ্গায় বেড়ায় জন্মায়। নাগফণাদিবর্গের সমস্ত বৃক্ষ নিষ্পত্র ও কণ্টকবহুল হইয়া থাকে।

নাগফল—১ পটোল, ২ ধুঁধুল।

নাগফুলী—heliotropium coro-

mandelianum.

নাগফেণা—নাগফণা দ্র°।

নাগবন্ধু—অশ্বত্থবৃক্ষ।

নাগবলা—বলা, sida alba. পর্যায়—অতিবলা, মহাবলা, গাঙ্গেরুহী, ঋসা, হ্রস্বগবেধুকা, গোরক্ষতণ্ডুলা, ভদ্রোদনী, খরগন্ধা, চতুঃপলা, মহোদয়া, মহাপত্রা, মহাশাখা, মহাফলা, বিশ্বদেবা, অরিষ্টা, দেবদণ্ডা, মহাদণ্ডা, ঘণ্টা, গবেধকা, ॥ রাজনি° অম°॥

নাগবল্লরী, নাগবল্লিকা, নাগবল্লী—তাম্বুল।

নাগবল্লী—তম্বুলী বা শ্রীবাচী নামে এক জাতি বৃক্ষ।

নাগবৃক্ষ—নাগকেশরবৃক্ষ।

নাগবেল—নাগপুত, bauhinia anguina.

নাগমতী—কালোতুলসী, ocimum sanctum.

নাগর—১ নারাঙ্গানেবু, ২ শুঁঠি, ৩ নাগরমুথা, ৪ নাগকেশর।

নাগরঙ্গ—কমলালেবু, নারাঙ্গলেবু, citrus urantium. কমলা লেবু দ্র°।

নাগরমুতা, নাগরমুখা, নাগরমুখী—[স° নাগরমুস্তা, ভদ্রমুস্তা] cyperus pertenuis. মুতা দ্র°।

নাগরমুস্তা—নাগরমুখা, cyperus pertenuis. পর্যায়—নাগরোথা, নাগরাদিঘনসংজ্ঞকা, চক্রাঙ্কা, নাদেয়ী, চূড়ালা, পিণ্ডমুস্তা, শিশিরা, বৃক্ষধূম্রাক্ষী, কচ্ছরুহা, চারুকেসরা, উপটা, কপালিনী, পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা।

নাগরাহ্ব—শুণ্ঠী।

নাগরী—স্নুহীবৃক্ষ।

নাগরোথা—নাগরমুখা।

নাগলতা—তাম্বুলী।

নাগশুণ্ডী—১ ডঙ্গরী ফল, ২ হাতিশুঁড়া।

নাগসুগন্ধা—রাস্নাভেদ।

নাগস্ফোতা—১ হাতিশুঁড়া, ২ দণ্ডী বৃক্ষ।

নাগাখ্য—নাগকেশর।

নাগাঞ্চলা, নাগাঞ্জনা—নাগযষ্ঠি, রইকাঠ।

নাগালাবু—গোল লাউ।

নাগাহ্ব—নাগকেশর।

নাগাহ্বা—লক্ষ্মণাকন্দ।

নাগেশ্বর—নাগকেশর, mesua ferrea. নাগকেশর দ্র°। পর্যায়—কিঞ্জল্ক, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জক, নাগীয়, হেমকিঞ্জক ॥ রাজনি°॥

নাচনি—মরুয়া, eleiuse coracana

নাজক, নাজুক—[প° নাজুক ; ইং sensitive plant] লতাবি°, mimosa pudica. পানী নাজক—desmanthees natans.

নাজনা—[স° শোভাঞ্জন] বারমেসে সজিনা গাছ। সজিনা দ্র°।

নাটাকরঞ্জ—নাটা গাছ ; কাঁটাবহুল বড় লতাবি°। পর্যায়—ঘৃতপূর্ণ, প্রকৃর্য, পূতিকরঞ্জ, পূতিকা, পূতিক, সকণ্টক, ককুভ, অগ্নিশিখ, শরঠ, কালিকাল, সোমবল্ক। করঞ্জ দ্র°।

নাটাম্র—তরমুজ। পর্যায়—চেলাল, চিত্রফল, সুখাশা, রাজতেমিষ, লতাপনস, সেদু।

নাটিম (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

নাড়াশিজ (দেশজ)—euphorbia antiquorum.

নাড়িপত্র—নাড়ীচ শাকভেদ।

নাড়ী—গণ্ডদূর্বা।

নাড়ীক—নালতে শাক। পর্যায়—পট্টশাক, নাড়ীশাক।

নাড়ীকলাপক—[হি° গণ্ডিনী গাছ] সর্পাক্ষী লতা।

নাড়ীচ—নালতে শাক। পর্যায়—কেচুক, পেচুলী, পেচু, বিশ্বরোচন।

নাড়ীতিক্ত—নেপাল নিম্ব (নেপাল দেশীয় নিমগাছ)।

নাড়ীশাক—পাটশাক।

নাদেয়—১ কাশতৃণ, ২ বাণীরবৃক্ষ।

নাদেয়ী—১ অম্বুবেতস, ২ ভূমিজম্বুক, ৩ নাগরঙ্গ, ৪ জবা, ৫ অগ্নিমন্থ, ৬ বিজয়ন্তিকা। পর্যায়—জয়, শ্রীপূর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা।

নানা—বৃক্ষবি°। সোজা ও লম্বা হয়। দামী তক্তা হয়।

নানাকন্দ—চুবড়ী আলু।

নান্দীমুখী—কুধান্যবি°।

নাভক—বনতিক্ত বৃক্ষ।

নাভিকা—কটভীবৃক্ষ।

নামতি—grangea maderspatana.

নারঙ্গ, নারাঙ্গা, নারাঙ্গী—[স° নাগরঙ্গ, নারঙ্গ ; ইং sweet orange] নারাঙ্গী লেবু, কমলালেবু, citrus aurantium.

নারঙ্গ—১ গাজর, ২ বিট ৩ ফলবৃক্ষবি°। বননারাঙ্গা—[স° ঝিল্লিছেপ ; হি° লজ্জালু, লকসনা ; ম° এবং গুজ° ঝরেরা] gelonium multiflorum, g. fasciculatum, biophyium sensitivum. এরণ্ডাদিবর্গের

চিরশ্যামল বৃক্ষবি°। ফুল ছোট ছোট। হলদে রংয়ের। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফোটে। ফল অনেকটা নারাঙ্গা লেবুর মত। পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছে হয়।

নারায়ণপ্রিয়—পীতচন্দন।

নারায়ণী—শতাবরী।

নারিকের—নারিকেল।

নারিকেল—[সং নারিকেল, রসফল; হিং নারিযল, খোপরা; ম° শ্রীফল, নাবঠ্ঠ; গুজ° নালীয়ের; ক° তেঁগনকায়ী; ও° নড়িয়া, তে° টেঁকায়া; নারিকদম; তা° টেন্না; তেঙ্গায়ি; ফা° জোজ হিন্দী নারীগল্; অ° নার্জিল; পশ্চিম—নারেল, নারিয়েল; ইং coconut tree] নারকেল, cocos nucifera, palma indica, major. সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশে নারিকেলবৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। রাঢ়ের কোন কোনও স্থানে একেবারে জন্মায় না। ৭।৮ বছর পরে ফল হয়। ভাদ্র মাসের বৃষ্টির জল পাইলে ঝুনো হয়। নারিকেল খোলে 'হুকা'; ছোবড়ায় 'দাড়ি' এবং কাটিতে 'ঝাঁটা' তৈরী হয়। ফল, ফুল ও তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ঝুনো হইবার পূর্বাবস্থাকে 'ডাব' বলে। পর্যায়—লাঙ্গলী; নারিকের, নাড়িকেল, নারীকেল; নারীকেলী; নারীকেরী, নারিকেলি; সদাপুষ্প, শিরঃফল, নারিকেল, রসফল, সুতুঙ্গ, কুর্চশেখর; দৃঢ়নীল, নীলতরু; মঙ্গল্য; উচ্চতরু, তৃণরাজ, স্কন্দতরু, দাক্ষিণাত্য-দুরারুহ, ত্র্যম্বকফল; দৃঢ়ফল; কূর্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, সদাফল, করকাম্ভস্, পয়োধন, মৎকুণ, কৌশিকফল, ফলমুণ্ড, চটাফল, মুণ্ডফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, নারকেল, সুভঙ্গ, ফলকেপর। প্রকারভেদ—মধুনালিকেরক—[সং মাক্ষিকফল, মধুফল, মাধ্বীকফল] কোকণদেশে জন্মে।

নারীচ—নালিতা শাক॥ রাজব°॥

নারীষ্ট—মল্লিকা।

নার্ঘঙ্গ—নারঙ্গ।

নাল—শালুক দ্র°।

নালকাষিণা (দেশজ)—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, smithia senisitiva.

নালকী (দেশজ)—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, hibiscus cannabinun.

নালবংশ—তৃণভেদ।

নালিক—১ পদ্ম, ২ নালিতা শাক।
নালিকা—পাটশাক।
নালিতা—[সং নলিত, নারীচ; শুষ্ক-পত্র] নলিতা শাক; corchorus capsularis. আতপাদিশোধিত পট্টশাক। পাট দ্রং।
নালী—পদ্ম।
নালীকিনী—পদ্মসমূহ।
নালীপ—কদম্বক।
নাসপাতি—[সং অমৃতফল; ফাং নাষপাতী; ইং pear] pyrus communis. হিমালয় ও নীল-গিরিতে জন্মে। কাবুল দেশীয় ফল; শরৎকালে পাকে।
নাসালু—কট্ফল বৃক্ষ।
নাসাভাগা—peristrophe bicalycula.
নাসাসংবেদন—করলা।
নাস্তিতদ—আম্রবৃক্ষ।
নাস্তিদ—আম্রবৃক্ষ।
নাহাসত (দেশজ)—বৃক্ষবিং, erithyrina alba.
নিঃশল্যা—দন্ডীবৃক্ষ। ইহা সেবন করিলে শীঘ্র শল্য নির্গত হয়।
নিঃশ্রেণি—খর্জুরীবৃক্ষ।
নিঃশ্রেণিকা—তৃণবিং। পর্যায়—শ্রেণীবলা, নিরসা, বনবল্লরী।
নিঃসার—শেওড়া।
নিঃসারা—কদলীবৃক্ষ।
নিঃস্নেহফলা—শ্বেতকণ্টকারী।
নিঃস্নেহা—অতসী।
নিকুঞ্জিকাম্ল—কঞ্চিকাবৃক্ষ। পর্যায়—কুঞ্জিকা, কুম্ভবল্লরী।
নিকুম্ভ—দন্ডীবৃক্ষ।
নিকুম্ভাখ্যবীজ—জয়পাল।
নিকুম্ভী—দন্ডীবৃক্ষ; croton polyandrum.
নিকেতন—পলান্ডু।
নিকোচক—অঙ্কোটবৃক্ষ, alangium hexapetalum.
নিঘণ্টিকা—গুলঞ্চকন্দ।
নিচু—[চীনা নাম—টনলি, লিচি] nephelium litchi. আদি জন্মস্থান চীন। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষে আনীত হয়। প্রথমে কলকাতায় আসে। গাছ ৫।৬ হাত হয়ে ১৫।১৬ হাত লম্বা, ফল গোল। কাঁটালের মত কাঁটা গায়ে আছে। লিচু দ্রং।
নিচুল, নিচুলা—১ [ইং hijal], হিজল। barringtonia acutangula. ২ বেতসবৃক্ষ।
নিদাঘকর—অর্কবৃক্ষ।
নিদিগ্ধা—এলাচী।

নির্দিগ্ধিকা—১ এলা; ২ কণ্টকারিকা, solanum jacquini. পর্যায়—অনাক্রান্তা; স্পৃহী, ব্যাঘ্রী, সিংহী, ধার্মিনিকা, ক্ষুদ্রা; বৃহতী, কণ্টকারিকা ॥ বৈদ্যকা°।

নিদ্রালু—১ বার্তাকী; ২ বনবর্বরিকা।

নিপ—কদম্ববৃক্ষ। নীপ দ্র°।

নিফলা—জ্যোতিষ্মতী লতা।

নিবন্ধ—নিম্ববৃক্ষ।

নিম—[স° নিম্ব, অরিষ্ট ; হি° নীম ; ম° কড়ুনিম্ব ; গুজ° নিম্বডো ; ক° বেডবেবু ; তে° বেবুমমরম ; তা° বেম্বু; ফা° নেনবুনীম দরখ্ত হক ; ও° নিম্ব; লিম্ব ; ইং nim or mangosa tree] azadirachta indica, melia a. প্রসিদ্ধ বৃহৎ গ্রাম্যতরুবি° [চিরশ্যামল বৃক্ষ। ৪০।৫০ ফুট উঁচু। পাতা ও ছাল তিক্ত। ফুল শাদা। প্রকারভেদ—মহানিম্ব—[স° মহারিষ্ট ; হি° বকায়ন্ ; ম° বকানিনিম্ব ; কড়নিম্ব ; গুজ° বকান্য ; ক° মহাবেড ; তে° পেদবেয়া ; তা° মালাইবেতু বাবেপ্যাম ; ফা° আসাদ দরখ্ত ; অ° বান্; বীজকে হবুল ; আসাম—ঘোড়ানিম্] ঘোড়ানিম; melia a., m. bukayun, m. sempervires. পাতা দ্বিধা, ত্রিধা পক্ষাকার, বর্ষমধ্যে একবার ঝরিয়া পড়ে। ২ কৈডর্য—[হি° মিঠানিম, কৃষ্ণনিম্ব, বরসঙ্গ] একে ঘোড়ানিমও বলা হয়। ছাল, পাতা; বীজ, ফুল ও তেল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। নেপালজাত নিমকে 'নেপালনিম্ব' বলে। পর্যায়—অরিষ্ট, সর্বতোভদ্র; হিঙ্গুনির্যাস, মালক, পিচুমর্দ, পক্ককৃৎ, পূয়ারি, ছর্দন; অর্কপাদ, শুকমালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্য, বরত্বচ, ছর্দিঘ্ন, প্রভদ্র; পারিভদ্রক, কাকফল, কীরেষ্ট; নেতা; সুমনা, বিশীর্ণপর্ণ; যবনেষ্ট, পীতসারক; শীত, রাজভদ্রক; কীকট, তিক্তক; প্রিয়শাল, পার্বত। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

নিম্বতরু—মন্দারবৃক্ষ ॥ অম°॥

নিম্বরজস—মহানিম্ব।

নিম্ববীজ—রাজাদনীবৃক্ষ, ক্ষীরিণী।

নিম্বাক—কোষফলা, কাগজীনেবু।

নিমুকা—আকনাদি দ্র°। clypea heruandifolia.

নিম্বু—১ জম্বীর, কাগজীনেবু। পর্যায়—নিম্বুক; অম্লজম্বীর, দন্তাঘাতশোধন, অম্লসার, বহ্নিবীজ, দীপ্ত; বহ্নি; দন্তশঠ; জম্বীরজ;

অম্ল, রোচন, জম্ভীর, শোধন, দীপ্তক। ২ ট্যাবানেবু। পর্যায়—বীজপূর; ফলপূরক; রুচক, লঙ্গু, শম্বুরক, মাতুলঙ্গক, পূর, স্বকল; মাতুলুঙ্গ, সুগন্ধ্যাঢ্য; গিরিজা, পূতিপুষ্পিকা, বীজপূর্ণ, অম্বুকেশর, ছোলঙ্গ, দেবদূত; অত্যম্ল, মধুকর্কটী। ৩ পাতিনেবু। পর্যায়—কোষফলা, নিম্বপাক; নিম্বা।

নিম্বুক—[সং স্বল্পজম্বীর;] কাগজী নেবু, পাতিনেবু; জম্বীর দ্রং।

নির্গন্ধীপুষ্পী—শাল্মলিবৃক্ষ।

নির্গুণ্ঠী—নিসিন্দা গাছ।

নির্গুণ্ডী; নির্গুন্দী—নিসিন্দা দ্রং। ১ নীলশেফালিকা। পর্যায়—শেফালী, নীলিকা, কলিকা; সুবহা, রজনীহাসা; নিশিপুষ্পিকা। ২ নিসিন্দা। পর্যায়—সিন্দুক; সিন্দুবার, ইন্দ্রসুরথ, নির্গুণ্ঠী; ইন্দ্রাণী, পৌলমী, শক্রাণী, কাসনাসিনী, সিসুন্ধক, সিন্ধক, সুরথ, সিন্ধুবাবিত, সুরমা; সিন্ধবারক, করহাট।

নির্জর সর্ষপা—দেবসর্ষপবৃক্ষ।

নির্জরা—১ গুড়ূচী, ২ তালপর্ণী।

নির্দহনী—মূর্বালতা ॥ রত্নমা° ॥

নির্বিজা—কাকলী দ্রাক্ষা।

নির্বিষা—একজাতি তৃণ। অবিষা চলিত কথায় নির্বিষী। মুস্তক সদৃশ তৃণ; curcuma zedoaria. পর্যায়—অপবিষা, নির্বিষী, বিষহা, বিষপহা, বিষহন্ত্রী, বিষভাবা; অবিষা, বিষবৈরিণী।

নির্বিষী—kyllingea monocephela. ডাঃ হ্যামিল্টনের মতে নেপালের অ্যাকোনাইট ৪ প্রকার—১ সিঙ্গিয়া, ২ বিষ, বা বিখ, ৩ বিখুম, ৪ নির্বিষী। তাঁর মতে নির্বিষীতে বিষজাতীয় কোন দ্রব্য নেই। কোলব্রুক বলেন—নির্বিষী বিষনাশক। নির্বিষী ও জড়বার একই। ডাঃ ডাইমক বলেন—হিন্দুদের নির্বিষী একোনইট নয়। উহা এক প্রকার লতা। উহা বিষনাশক। আসাম অধিবাসীরা costus root হইতে নির্বিষী বাহির করিত। হিমালয়ের মেশপালকেরা একপ্রকার একোনাইট খাইত যাহাতে বিষ ছিল না। Ainslie মতে হ্যামিল্টন বর্ণিত nirbishie শব্দ nirbisi হইতে পৃথক। nirbisi শব্দের লাতিন নাম curcuma jedoaria. কিন্তু

আধুনিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা মানেন না। হিমালয়ের লোকে শোষোক্তকে নির্বিষী বলিয়া থাকে। সিমলা হইতে কুমায়ুন পর্যন্ত ইহা মুনীল নামে খ্যাত। নেপালীয় নির্বিষী, cynatus bobatus. জড়াবার—মীর মহম্মদ হোসেন ৫ প্রকার জড়বারের কথা বলিয়াছেন। উহাদের মধ্যে খাটাইবৃক্ষ সর্বপ্রকার উপকারী। খাইতে প্রথমে মিষ্ট পরে তিক্ত। বাহিরের রং কালো। ভিতরের বেগুনে ও কটা মিশ্রিত ও গ্রন্থিবিশিষ্ট। ২য় ও ৩য় প্রকারের তিব্বত, নেপাল ও রংপুরে দেখা যায়, ৪র্থ প্রকারের গাছ কালো অত্যন্ত তিক্ত। ইহা অলিভ গাছের মত দেখিতে। ৫ম প্রকারের স্পেনজাতীয় ঔষধ। উহার নাম antila. (cintila)। বিশ্বকো°॥

নির্মথ, নির্মথন—অগ্নিমন্থনদারু, অরণি।

নির্মন্থ—অরণি।

নির্মন্থদারু—অগ্নি উৎপাদনের কাঠ।

নির্মলা, নির্মলী, নিমূলী—[সং কতক, অম্বুপ্রসাদ; হিং নির্মলীফল, পায়পসারী; ম° নিবধঠীচ্যা, বিয়া, চিল্লার; গুজ° নির্মলী; ক° চিল্লিকাপি; ইং the clearing nut] strychnos potatorum. কুচিলার মত—মধ্যমাকৃতি আরণ্যতরুবি°। উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতে জন্মে। বাঙলা দেশে ক্বচিৎ দেখা যায়। নির্মলার ফল পাকিলে কালো হয়। বীজ গোলাকার। এই বীজ ঘসিয়া কাপড় কাচা হয়, জল পরিষ্কার করা যায়। ফটকিরির চেয়ে নির্দোষ। কতক বৃক্ষ দক্ষিণ ভারতে ও লঙ্কা দ্বীপে জন্মে। কুচিলার গাছের চেয়েও বড় হয়। ফুল হরিতাভ পীত। বীজ চ্যাপ্টা বোতামের মত। কুচিলের বীজের চেয়ে ছোট ও স্বাদবিহীন।

নিমুট—১ বনস্পতি ২ অপুপবৃক্ষ।

নিশাচ্ছদ—গুল্মভেদ।

নিশান্ধা—জতুকালতা।

নিশাপুষ্প—কুমুদ, উৎপল।

নিশাহস—কুমুদ।

নিশাহাসা—শিউলী ফুলের গাছ।

নিশাহ্বা—১ হরিদ্রা, ২ মালবজাত জতুকা লতা।

নিশি—হরিদ্রা।

নিশিপুষ্পিকা, নিশিপুষ্পী—শিউলী ফুল।

নিশোত্রা—শ্বেত ত্রিবৃৎ।

নিশ্চলা—শালপর্ণী।

নিষ্কুম্ভ—দন্তীবৃক্ষ।

নিষ্পত্রিকা—করীরবৃক্ষ।

নিষ্পাব—১ বরবটী, ২ কড়ঙ্গর, ৩ শাদা শিম।

নিষ্পাবী—বোড়া নামে একপ্রকার শিম্বী বা শিম বা বরবটী। হরিদ্বর্ণ পর্যায়—গ্রামজা; ফণিনী, নখপূর্বিকা; মণ্ডপী, ফণিকা, শিম্বী, গুচ্ছফলা, বিলালফণিকা; নিষ্পাবি, চিপিটা। শুভ্রবর্ণ পর্যায়—অঙ্গুলিকলা, নখ-নিষ্পাবিকা, বৃন্তনিষ্পাবাষিকা; গ্রাম্যা; নখ-গুঞ্জফলা, অশনা।

নিসঙ্গা—পুষ্পতরুবি°।

নিসিন্দা—[স° নিগুণ্ডী, সিন্ধুক, সিন্ধুবার, নীলপুষ্প সিন্ধবার; নিগুন্দী; ইন্দ্রাণিকা; কো° নিসিন্দার; আ° পচাতিয়া; গুজ° নাগোদা; তা° বিলীয়নচি; তে° তেল্লাবাভিলী; অ° অথলক; কা° ফঞ্জংগস্তু; ও° বেগুনিয়া; ই° fine-leaved chest tree] নিসিন্দা, ইণ্ডুর, vitex negundo, v. paniculata. ভাণ্ডীরাদিবর্গের বড় ক্ষুপবি°। ডাঁটা রোমশ, পাতা সুগন্ধ পাতায় ৩-৫টা আঙ্গুল, নীচের পিঠ রোমশ। ফুলের রং দুই প্রকার—১ নীলপুষ্পী—[স° নিগুণ্ডী] বাঙলাদেশে ইহা সর্বত্র দেখা যায়। পাতা কোথাও ত্রিপত্র কোথাও পঞ্চপত্র। পঞ্চপত্রী নিসিন্দা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায়। সমুদ্রতীরস্থ ভূমিতে প্রায় ত্রিপত্রই জন্মে। ২ শ্বেতপুষ্পী—[স° সিন্দুবার; ইং indian wild piper; কা° ঢাঞ্জনগস্ত- আবি: তা° সিরুনোচ্ছ; তে° নিরুবিব; অ° অসলেজআবী] vitex trifoliac বাঙলায় ক্বচিৎ দেখা যায়।

নিসিন্ধু—নিসিন্দা, vitex negundo. পর্যায়—সিন্ধুক, সিন্ধু, তাপিজ্ঞ, শুক্লপৃষ্ঠক, সিন্ধুবার, ইন্দ্র সুরিষ, নিগুণ্ডী, ইন্দ্রানিকা।

নিসৃতা—ত্রবৃতা, তেউড়ি।

নিস্ত্রিংশ পত্রিকা—স্নুহীবৃক্ষ, চলিত সিজগাজ।

নিস্ত্রুটী—বড় এলাচী।

নিস্ত্রৈণপুষ্পিক—রাজধুতুর বৃক্ষ, ধুতুরা গাছ।

নিস্নেহকলা—শ্বেতকণ্টকারী।

নিস্পৃহা—অগ্নিশিখাবৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥

নীক—বৃক্ষবি° ॥ উজ্জ্বল° ॥

নীচভোজ্য—পলাণ্ডু।

নীপ—১ কদম্ববৃক্ষ ও ফল; nauclea kadamba [কদম দ্র°] ॥ ঋতুসংহার, ৩।১৩, চরক° ॥ ২ ধারাকদম্ব, ৩ বন্ধুকবৃক্ষ, ৪ নীলাশাকবৃক্ষ বা ফল।

নীবার, নীবারক—[হি° তিলী] উড়ীধান ॥ ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—তৃণধান্য, বনব্রীহি, অরণ্যধান্য, মণিধান্য, তৃণোদ্ভব, অরণ্যশালি।

নীরজ—১ পদ্ম, ২ উশীরী; ছোট কেশে (চলিত)।

নীরপ্রিয়—জলবেতস।

নীরস—দাড়িম।

নীরিন্দু—আশশেওড়া গাছ।

নীরুজ—১ কুড়, ২ উশীরী (ছোট কোশ)।

নীল—১ বটবৃক্ষ, ২ তালীশ পত্র, ৩ নীলাসনবৃক্ষ।

নীল, নীলিনী, নীলী—[স° গ্রাম্যা, নীলপুষ্পী, গন্ধপুষ্পা; হি° নীল; লীল; ম° ওষ্ঠী; গুজ° গজী; ক° হিরীপনীলী; তৈ° নীলিজেট্টু; ইং indigo tree] নীল গাছ, indigofera tinctoria, i. sumatrana, i. indica. শিম্বাদিবর্গের বৃক্ষবি°। পূর্বে বাংলার প্রত্যেক গ্রামেই নীলের চাষ ছিল। বাংলায় নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জিলায় উৎকৃষ্ট নীল হইত; ক্ষুপ ফলপাকাণ্ড ২।৩ হাত উঁচু হয়। ফুল দলবন্ধ, নীলাভ গোলাপী রঙ্। সমস্ত ক্ষুপটি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ১ মহানীলী—[গুজ° মোটীগলী; ক° হিরীপনীল] বড় নীল, অপরাজিতা। ২ বননীল—tephrosia purpura.

নীলক—১ অসনবৃক্ষ; ২ মটর।

নীল কণা—কালোজীরা।

নীলকণ্ঠ—১ কালোহলুদ, curcuma coesia. হরিদ্রাদিবর্গের বৃহৎ শাকবি°। [হলুদ দ্র°] ২ পীত শালবৃক্ষ।

নীলকণ্ঠাক্ষ—রুদ্রাক্ষ।

নীলকন্দ—১ অরণ্যজাত নীলবর্ণ মূলবি°। ২ মহিষকন্দ ভেদ।

নীলকমল—নীলপদ্ম, nymphaea caerulea. পর্যায়—উৎপল, নীলপঙ্কজ, নীলপদ্ম, নীলাব্জ।

নীলকলমী—কলমী দ্র°।

নীলকাখ্যক—ভাল আম।
নীলকুরুণ্টক; নীলকুসুমা—নীলঝিণ্টী।
নীলকেশী—নীল গাছ।
নীলগিরিকর্ণিকা—নীল অপরাজিতা।
নীলচর্মন—ফলসা।
নীলচ্ছদ—খর্জুরবৃক্ষ।
নীলঝাঁজি—ঝাঁজিবি°, utricularia raticulata.
নীলঝিণ্টী—নীলবর্ণ ঝিণ্টাপুষ্প-বৃক্ষ। পর্যায়—নীলকুরণ্ট, নীলকুসুমা, বালা, বাণা, দাসী; কণ্টার্তগলা।
নীলতরু—নারিকেল।
নীলতাল—তমাল।
নীলদূর্বা—হরিদ্বর্ণ দূর্বা। পর্যায়—শীতকুম্বী, হরিতা, শাম্ভবী, শ্যামা, শীতা, শতপর্বিকা; অমৃতা; পূতা, শতগ্রন্থি, অলক্ষবল্লিকা, শিবা; শিবেষ্টা, মঙ্গলা, জয়া, সুভগা, ভূতহন্ত্রী, শতমূলা, মহৌষধী, বিজয়া; গৌরী, শান্তা; বামনী। পর্যায়—রুহা, অনন্তা; ভার্গবী, শতপর্বিকা, শষ্প, শতবল্লী, সহস্র-বীর্যা ॥ ভাবপ্র° ॥
নীলদ্রুম—নীলবর্ণ অসনবৃক্ষ।
নীলধ্বজ—তমালবৃক্ষ।
নীলনিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দে।
নীলনির্যাসক—নীলাসনবৃক্ষ, পিয়াসাল বৃক্ষ (চলিত)।
নীলনীরজ—নীলপদ্ম।
নীলপত্র—১ নীলপত্র, ২ গুণ্ডতৃণ, ৩ অম্লন্তকবৃক্ষ, ৪ নীলাসনবৃক্ষ, ৫ দাড়িম।
নীলপত্রিকা; নীলপত্রী—১ নীলগাছ, ২ শরপুষ্প, বনলীল (চলিত)।
নীলপদ্ম—নীলোৎপল।
নীলপর্ণ—১ বৃক্ষবি°, ২ পরগাছা।
নীলপুনর্নবা—কৃষ্ণবর্ণ স্বনামপ্রসিদ্ধ শাকবি°। পর্যায়—নীলা; শ্যামা, কৃষ্ণাখ্যা, নীলবর্ষাভূ।
নীলপুষ্প—১ নীলভৃঙ্গরাজ; ২ গ্রন্থি-পর্ণ।
নীলপুষ্পা—নীলাপরাজিতা।
নীলপুষ্পিকা—১ নীলগাছ, ২ অতসী।
নীলপুষ্পী—১ শেফালিকা; ২ অতসী।
নীলপোর—ইক্ষুভেদ।
নীলফলা—শম্বৃবৃক্ষ।
নীলবল্লী—পরগাছা।
নীলবীজ—পিয়াশাল।
নীলবৃহা—নীলবর্ণ বৃক্ষভেদ। পর্যায়—নীলবৃধলা, অজান্ত্রী, নীলপুষ্পী; অতিলোমশা।
নীলবৃক্ষ—পর্যায়—নীল, বাতারি, শোথনাশন, নরনামা, নখবৃক্ষ,

নখাল্দু, নরপ্রিয় ।
নীলবৃন্ত, নীলবৃন্তক—তুল (?) ।
নীলবর্ষাভূ—নীলপুনর্নবা ।
নীলবৃষা—বার্তাকী ।
নীলভণ্টা—পিয়াশাল ।
নীলভৃঙ্গরাজ—[হিং নীল ভেগরিয়া] নীলকেশুরিয়া । পর্যায়—মহাভৃঙ্গ, মহানীল, সুনীলক, নীলপুষ্প, শ্যামল ।
নীলমণ্ডল—ফলসা ।
নীলমল্লিকা—১ বিম্ব, ২ কৎবেল ।
নীলমাষ—রাজমাস, (চলিত) বরবটি ।
নীলযষ্টিকা—কাজলী আক ।
নীলরূপক—পাহাড়ী পিপুল, (চলিত) পরেশ, সূর্যমাষ ।
নীললতা—thumbergia gradi flora.
নীললোহিতা—ভূঁই জাম ।
নীলশিগ্রু—সজনে গাছ ।
নীলসন্ধ্যা—কৃষ্ণ অপরাজিতা ।
নীলসহ্বর—নীলঝিটী ।
নীলসার—তুঁদ গাছ ।
নীলসিন্ধুবার—কালনিসিন্ধে । পর্যায়—শীতসহা, নিগুর্ণ্ডী, নীল-সিন্ধুক, সিন্ধুক, কপিকা, ভূতকেশী, ইন্দ্রানী, নীলিকা, নীলনিগুর্ণ্ড ॥ শব্দব° ॥

নীলস্কন্ধা—গোকর্ণীলতা ।
নীলহো—সিংহেল দ্বীপজাত এক প্রকার বন্যবৃক্ষ ।
নীলা—১ নীলপুনর্নবা, ২ নীলগাছ ।
নীলাক্রান্তা—কৃষ্ণাপরাজিতা ।
নীলাদ্রিকর্ণিকা—কৃষ্ণাপরাজিতা ।
নীলাপরাজিতা—নীলবর্ণ অপরাজিতা । পর্যায়—নীলপুষ্পী, মহানীলী, নীলগিরিকর্ণিকা, গবাদনী, ব্যক্তগন্ধা, নীলসন্ধা, নীলাদ্রিকর্ণী ॥ শব্দক° ॥
নীলাব্জ—নীলপদ্ম ।
নীলাম্বর—তালীশপত্র ।
নীলাম্বুজ, নীলাম্বুজন্মল—নীলপদ্ম ।
নীলাম্লান—পুষ্পভেদ । কালাকোরাঠা নামে এক জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ ॥ রাজনি°; সমর্থ° ॥
নীলাম্লী—[হিং নল্লবুলগুড়] এক জাতীয় ক্ষুপ বা কন্দ । পর্যায়—নীলপিষ্টোড়ী, শ্যামল্লী, দীর্ঘ-শাখিকা ॥ শব্দক° ॥
নীলালু—কন্দভেদ । পর্যায়—অসিতালু, শ্যামলালুক ॥ শব্দক° ॥
নীলানী—১ নীলনিগুর্ণ্ডী, ২ নীল সিন্ধুবার ।
নীলাসন—পিয়াসালবৃক্ষ । পর্যায়—

নীলবীজ; নীলপত্র, সুনীলক, নীলদ্রুম; নীলমার; নীলনির্যাসক।

নীলিকা—১ নীলসিন্ধুবার। পর্যায়—নীলী, নীলিনী; তুলী; কাল দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী; শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীনা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী, নীলপুষ্পা ॥ শব্দক° ॥ ২ শেফালিকা।

নীলিনী—১ নীলীবৃক্ষ, ২ নীলবুহ্ল-বৃক্ষ, (চলিত) নীলবোনাগাছ, ৩ শ্যামত্রিপুটা।

নীলী—নীলের গাছ। পর্যায়—কালা, ক্লীতকিকা, গ্রামীণা; মধুপর্ণিকা; রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুথা, তুনী; দোলা; নীলিনী; নীলা; তুলী, দ্রোণী, ঝেলা, নীলপত্রী, রাজ্ঞী, নীলিকা, নীলপুষ্পী, কালী; শ্যামা, শোধনী; শ্রীফলা, গ্রাম্যা; ভদ্রা, ভারবাহী, মোচা; কৃষ্ণা, বাঞ্জনকেশী; মহাফলা, অসিতা, ক্লীতনী, কেশী, চীরটিকা, গন্ধপুষ্পা, শ্যামালিকা, রঙ্গপত্রী, মহাবলা, স্থিররঙ্গা, রংগপুষ্পী, দুলি, দুলিকা, দ্রোণিকা ॥ শব্দক° ॥

নীলোৎপল—[স° নীলপদ্ম] শাঁপলা। পর্যায়—উৎপলক; কুবলয়; ইন্দীবর, কন্দোথ, সৌগন্ধিক, কুম্পলক, অসিতোৎপল, কন্দোট; ইন্দীবাবর ইন্দীবার, নীলপত্র ॥ শব্দক° ॥

নুনবোড়া—[স° পদ্ম] দীর্ঘায়ু ক্ষুদ্র শাকবিং, ionidium suffruticosum. অনেক শাখাবিশিষ্ট। দীর্ঘায়ু। ঘাসের মধ্যে সকল স্থানেই জন্মায়। ফুল গোপালী রঙের। পঞ্চদল। ফল ত্রিকোষ।

নুনিয়া—[স° স্বর্ণিকা; ও° নুননুদিয়া] নুন্যো, নুনিয়া, portulaca. বর্ষায়ু ছোট শাকবিং। ফুল হলদে রঙের। ১ বড় নুনিয়া—portulaca oleracea. ফুল পঞ্চদল, এক সংগে অনেক জন্মায়। পাতা আধ ইঞ্চির কিঞ্চিৎ অধিক। ২ ছোট নুনিয়া—p. quadrifida. ফুল একটি একটি। চারিদল। পাতা আধ ইঞ্চির চেয়ে ছোট।

নুরিয়া—aerana scandens.

নৃপকন্দ—রাজপলাণ্ডু।

নৃপদ্রুম—আরগ্বধ, সোনালু, রাজাদনী, ক্ষীরিণী।

নৃপপ্রিয়—১ বেড় বাঁশ, ২ রাজপলাণ্ডু (লাল পিঁয়াজ), ৩ রামশরবৃক্ষ, ৪ আমনধান, ৫ আম্রবৃক্ষ।

নৃপপ্রিয়ফলা—বার্তাকী, (চলিত) বেগুন।

নৃপপ্রিয়া—১ কেয়া ফুল, ২ পিণ্ড খেজুর।
নৃপবদর—নারিকেল কুল।
নৃপবল্লভ—রাজাম্রবৃক্ষ।
নৃপবৃক্ষ—রাজবৃক্ষ, সোনালু-গাছ।
নৃপমাঙ্গল্যক—আহুলবৃক্ষ। কাশ্মীর দেশে তরবট গাছ বলে।
নৃপাত্মজা—কটুতুম্বী।
নৃপাহ্বয়—রাজপলাণ্ডু।
নেড়াসিজ (দেশজ)—সিজবৃক্ষ।
নেত্রপুষ্করা—রুদ্রজটা লতা।
নেত্রমীনা—যবতিক্তা লতা।
নেত্রারি—সেহুণ্ডবৃক্ষ, (চলিত) মনসা (সিজ গাছ)।
নেত্রোপমফল—বাতাদ, (চলিত) বাদাম।
নেত্রৌষধী—অজশৃঙ্গী; (চলিত) কোঁকলতা।
নেপালনিম্ব—নৈপালে জাত নিম। পর্যায়—নৈপাল, তৃণনিম্ব, জ্বরান্তক, নারীতিক্ত, নিদ্রারি, সন্নিপাতরিপু।
নেপালমূলক—হস্তিকন্দ সদৃশ মূল-ভেদ।
নেবু—[সং নিম্বু ; হিং নীম্বু ; উং নেম্বু ; মং নিম্বুনী ; ফাং লিম্বু ; ইং lemon] citrus medica;. c. bergamia. পাতা চিরশ্যামল। ফুল শাদা, সুগন্ধ, ফল বহুকোষ, বহুবীজ। ১ কমলানেবু, কমলালেবু দ্রঃ। ২ করুণানেবু—জামিরের জাতবিং, ৩ গোঁড়া নেবু—citrus medica var limonum. নেবু অণ্ডাকার ছাল পুরু। ৪ জামীর—citrus medica. কোমল শাখা বেগুনা। ফুল প্রায়ই বাহির পিঠে পিঠে ঈষৎ লাল। ফল বৎসরে একাধিক বার হয়। ৫ কাগজীনেবু—c. medica var acida. ফলের ছাল পাতলা। ফল গোল। ৬ পাতি নেবু—কাগজীনেবুর জাতবিং। ফল লম্বা। ৭ টাবানেবু—[ইং citron] ট্যাবালেবু; c. medica var typica. ৮ নারাঙ্গিনেবু—c. aurantium ফল প্রায় গোল; প্রায়ই চাপা; ফুল শাদা, কোমল ফুল বৎসরে একবার হয়। ৯ বাতাবিনেবু—বড় (pomelo), মাঝারি (shadock), c. decuma. ফুল সুগন্ধ। এক জাতের কোষ শাদা অন্য কোষ লাল। জম্বীর দ্রঃ। ১০ সিংহলজাত বৃক্ষবি। সিংহলে মধুগাছ বলিয়া খ্যাত।
নেয়ালী—নবমল্লিকা দ্রঃ।

নেমিন্—তিনিশবৃক্ষ।

নেমী—তিনিশবৃক্ষ।

নৈপাল—১ নেপালনিম্ব, ২ ভূনিম্ববি°, ৩ ইক্ষুজাতিভেদ।

নৈপালী—১ নবমল্লিকা (চলিত) নেবারী, ২ শেফালিকা, ৩ নীলী।

নৈয়গ্রোধ—ন্যগ্রোধ ফল (চলিত) বটফল।

নোআফুটকী (দেশজ)—cardios perman halieacabum.

নোআলতা (দেশজ)— নবলতা বৃক্ষবি। dalberzia scandens.

নোড়, নোয়াঁরি—[স° লবণী, কোল; ও° নরকোলি; দক্ষিণ রাঢ়ে—শিলআমড়া, শিলআমলা] নোড়; cicca disticha, otaheite gooseberry. স্নুহিআদিবর্গের ফলবৃক্ষবি°। শীতকালে পাতা ঝরে যায়। বসন্তে পুনরোদ্ভব হয়। ফল শাদা ও অম্ল রসযুক্ত।

নোনাভাঁটী (দেশজ)—solanum pubescens.

নোনা—[ইং bullock's heart] আতাবি°, anona raticulata. ফল গোলাকার; পাঁচ আঁসিয়া, বিস্বাদ। আতা দ্র°)।

নোয়ালতা—brachypterum scandeum.

নৌকা (ফুল)—জলজ শাকবি°। pontedera vagenalis, monochoria hastoefolia. ফুল নীল রংয়ের নৌকার ন্যায়। ছোট ছোট নদী তীরে প্রায় জন্মে। পাতার বোঁটা লম্বা, বাণের আকার।

ন্যক্ষ—মহিষতৃণ।

ন্যগ্রোধ—১ বটবৃক্ষ ২ শমীবৃক্ষ, ৩ মূষিককপর্ণী।

ন্যগ্রোধ—ডুমুর [ইং indian fig tree] ficus indca. ডুমুর দ্র°।

ন্যগ্রোধমূল—বটবৃক্ষের শিকড়।

ন্যগ্রোধা—(চলিত) ইন্দুরকানি, কেহ কেহ থলকুনীকে ন্যগ্রোধা বলিয়া থাকে। পর্যায়—দন্তী, উদুম্বরপর্ণী, নিকুম্ভ, মূকুলক, দ্রবন্তী, চিত্রা, মূষিকাহ্বয়া॥ চরক° কম্প° ১২৩॥

ন্যগ্রোধিকা—আখুকর্ণী লতা।

ন্যুব্জ—কামরাঙা গাছের ফল; carambola averrhoa.

[প]

পঙ্কজ, পঙ্কজন্মন; পঙ্করুহ—পদ্মবি°। nelumbium speciosum.

পঙ্কটী—পাকুড় গাছ।

পঙ্কার—জলজবৃক্ষ। trapa bispinosa, Rox.;

পঙ্কেজ, পঙ্কেরুহ—পদ্ম।

পখোড়া—[স° পক্ত-পোড়া] বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

পঙক্তিবীজ—চারাবি°। বব্বুর।

পঙ্গুল—এরণ্ডবৃক্ষ।

পঙ্গুল্যহারিণী—শিমুড়া ফুল।

পচক—[হি° পচক, মালয়—পচা, সিংহল—গড়মহ] কাশ্মীরজাত একপ্রকার গুল্মের মূল। cossyph aucklandia.

পচৎপুট—বৃক্ষবি°; hibiscus phoeniceus.

পচৎস্তু—সূর্যমণি বৃক্ষ।

পচনী—বনবীজ।

পচম্পচা—দারুহরিদ্রা; curcuma zanthorizon.

পচাপাত—তুলস্যাদিবর্গের শাকবি°। দেখিতে অতি জঘন্য কিন্তু পাতা অতি সুগন্ধী। শুকাইলেও গন্ধ থাকে। কেশ তৈলে দেয়। pagostema. পাতা ও মিশিয়ে কেশমশলা সুগন্ধ করা হয়। কেশ ও বস্ত্রাদি গন্ধযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চকষায়—১ জাম, ২ শিমুল, ৩ বেড়েলা, ৪ বকুল, ৫ কুল।

পঞ্চতিক্ত—১ নিম, ২ গুলঞ্চ, ৩ বাসক, ৪ পটোলপাতা, ৫ কণ্টকারী।

পঞ্চতৃণ—১ শাল, ২ ইক্ষু।

পঞ্চপত্র—ছন্দিলা গাছ ॥ জ্ঞা° ॥

পঞ্চপল্লব—১ আম অথবা বকুল, ২ অশ্বত্থ, ৩ বট, ৪ পাকুর, ৫ ডুমুর।

পঞ্চপুষ্প—১ চম্পক, ২ আম্র, ৩ শমী, ৪ পদ্ম, ৫ করবী।

পঞ্চবটী—১ অশ্বত্থ, ২ বট, ৩ বেল, ৪ অশোক, ৫ আমলা।

পঞ্চবল্কল—১ ন্যগোধ, ২ উড়ুম্বর, ৩ অশ্বত্থ, ৪ পারীষ বা শিরীষ বা বেতস, ৫ তিল।

পঞ্চবাণ—কন্দর্পের পাঁচ ফুলের বাণ —১ পদ্ম, ২ অশোক, ৩ আম, ৪ নবমল্লিকা, ৫ রক্তোৎপল।

পঞ্চবীজ—১ সরিষা, ২ মানী, ৩ জিরা, ৪ তিল, ৫ পুস্ত।

পঞ্চমূল—পাঁচটি বৃক্ষবিশেষের মূল—(ক) ১ শাল্মলী, ২ চাকুলা, ৩ বৃহতী, ৪ কন্টকারী, ৫ গোক্ষুর। (খ) ১ বিল্ব, ২ শোনা, ৩ অগ্নিমন্থ, ৪ গামার, ৫ পারুল। (গ) ১ কুশ, ২ কাশ, ৩ শর, ৪ ইক্ষু, ৫ দর্ভ (উলুখড়)। তৃণপঞ্চমূল—(ক) ১ শতা, ২ ঋষভক, ৩ মেদা, ৪ মহামেদা, ৫ জীবনী। (খ) ১ শতা, ২ বিদারীকন্দ, ৩ জীবন্ত, ৪ বিষাণী, ৫ জীবক। বলাদি পঞ্চমূল—১ বলা, ২ পুনর্নবা, ৩ এরণ্ড, ৪ মুদ্গপর্ণী, ৫ মাষপর্ণী। গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল—১ গোক্ষুর, ২ বদরী, ৩ ইন্দ্রাণী, ৪ কাসমর্দ, ৫ সর্ষপ। গুড়চ্যাদি পঞ্চমূল—১ গুড়চী, ২ মেষশৃঙ্গী, ৩ শারিবক, ৫ বিদারী, ৫ হরিদ্রা।

পট্‌পটিচেঁচ্‌কা—isobpsis articulata.

পট—পিয়ালবৃক্ষ।

পটল—পটোল দ্র°।

পটারি—[সং কলিকা] সৌগন্ধি প্রবলাকৃতি ফল।

পটু, পটুক—পটোল, ২ পলতাশাক, ৩ করলা, ৪ ছত্রাক, কোঁড়ক।

পটুকর্ণিকা, পটুপর্ণী—ক্ষীরিণীবৃক্ষ, bryonia grandis.

পটোট—ছত্রাক।

পটোল—[সং কুলফ, অমৃতফল, রাজফল ; হিং পরাবর, কড়বে পরবল ; মং কড়ুবেঠঠ ; গুজং পোড়ল, পটোল ; কং পডবল ; তেং কম্বু-পোটলা। সেসপদুলা ; ফাং মোরহতী ; ওং পটল ; পং পলওয়ান ; তাং কান্বপুদাই ; কোচ—বনুনতি ; ইং trumpet flower tree, wild snake gourd] স্বনামখ্যাত লতিকা ফলকে পটোল বলে। তিৎপটোল। তিৎপলতা, trichosanthus dioeca. কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের লতাবিং। ফুল শাদা। আরণ্যলতা। বহুকাল সযত্নে লালিত হওয়ায় এই তিৎপটোলই স্বাদু পটোলে পরিণত হইয়াছে। কোথাও কোথাও স্বাদু পটোলকে লোকে পল্‌তা বলে। পর্যায়—কুলক, তিক্তফল, পাণ্ডুফল, কর্কশচ্ছদ। আহার ও ঔষধার্থে সমভাবে উপকারী। রাজনিং। ২ কাসমর্দ বৃক্ষ। ৩ কার্পাস বৃক্ষ। ৪ কোশাতকী, luffa

acutangula.

পটোলিকা—ধুঁধুললতা ও ফল; তরুই; পড়োল, পরল, luffa aegytiaca.

পট্ট—১ পাট, corchorus olitorius, ২ লোধগাছ ; লাল লোধ symplocos racemosa. (ক্রমুখ; রোধ্র, লোধ্র, পট্টিকালোধ্র)

পট্টক—বৃক্ষবি° ।

পট্টরঙ্গ, পট্টরঞ্জন, পট্টরঞ্জক—রঞ্জন (রং করার) বৃক্ষবি° । caesalpina pinia sappan.

পাটিগ—উদ্ভিদবি° । রক্তকরঞ্জ caesalpina bonducella.

পট্টিলোধ্র, পট্টিকালোধ্র—লাল লোধ বৃক্ষবি° । symplocos recemosa, Rox, শ্বেত ও রক্তবর্ণ বৃক্ষ ।

পট্টেরক—উদ্ভিদবি° । cyperus hexastachyus communis.

পড়োল—পটোলিকা দ্র° ।

পণস—[তে° উৎপনস,] কাঁঠাল দ্র° ।

পণ্যান্ধা—তৃণবি° ॥ সমর্থ° ॥

পত্তঙ্গ—১ রক্তচন্দন, caesalpenia sappon পর্যায় ঃ পত্রাঙ্গ, পট্টরঙ্গ; ভার্যাবৃক্ষ, রোগকাষ্ঠ; কুচন্দন । ২ ভীমরাজ, ৩ কেশরাজ, ৪ শালিধান্যভেদ ।

পত্তর—১ শালিঞ্চ-শাক ১ জলপিপ্পলী, ৩ পর্কটীবৃক্ষ, পতঙ্গ ।

পত্তরঙ্গ—রক্তচন্দন ।

পত্র—তেজপত্র; laurus cassia. পর্যায়—তৈজসপত্র, তমালপত্র, ছদন, দল, পালাশ, অংশুক, বাসন, তাপন; সুকুমারক, তমালক; রাম; গোপন; বসন ।

পত্রক—১ তেজপত্র; ২ শালিঞ্চ শাক ।

পত্রগুপ্ত—তেকাটাসীজ, euphorbia antiquorum.

পত্রঝঙ্কার—পুরোটী বৃক্ষ ।

পত্রজাসব—পটোল ও তালপাতার আসব ।

পত্রতণ্ডুল্য—যবতিক্তা লতা ।

পত্রতরু—বিটখদির ।

পত্রপুষ্প—লালবর্ণ তুলসীফুল, ocimum pilosum ॥ উইল° ॥

পত্রমাল—বেতসবি°, calamis rotang.

পত্রাখ্য—তেজপাতা, ২ তালীশপাতা ।

পত্রালু—কাষালু, ইক্ষুদণ্ড ।

পত্রোপস্কর—কাশমর্দ, casia sophera.

পথিদ্রুম—খয়েরজাতীয় বৃক্ষ । mimosa alba. ॥ উইল° ॥

পথ্যা—হরিদ্রা, terminalia; chebula.

পদিনা; পদিনা—সুগন্ধি শাকবি°।

পদ্ম—[স° কমল, কুমুদ, কহ্লার, হল্লক, সন্ধিক ; হি° কন্‌বল, উ° ধাবলকাঁই ; রঙ্গকাঁই; গুজ° নীলোফল; কনুবল ; তা° অল্লতোমরাই; অম্বল ; তে° কোতের; অল্লীতামর; তেল্লকলব, এর্ডাকো লুক ; ইং waterlily] রক্তকম্বল, ছোট শঁদি; ;কমল, কুমুদ। তত্তৎশব্দ দ্র°।

পদ্মক, পদ্মকাষ্ঠম্—[হি° পদ্মক ; ম° পদ্মকাষ্ঠ ; গুজ° পদ্মকতুলাকড়ুং ক° পদ্মক ; তে° পদ্মসচেকম] পদ্মকাঠ, prunus pudum; p, sylvetica, কেদার পর্বত ও হিমালয়ে জন্মে। অতি উচ্চ বৃক্ষ।

পদ্মকন্দ—[স° জলালুক] শালুক [কমল দ্র°]

পদ্মকাটা—[স° পদ্মকন্টক] lichen pafillaris.

পদ্মগুলঞ্চ—গুলঞ্চ। গুড়ুচি দ্র°।

পদ্মচারিন—উত্তরাপথ-প্রসিদ্ধ লতা বি°। ১ স্থলপদ্মিনী; ২ চারিবৃক্ষ, ৩ হরিদ্রা।

পদ্মনাড়িকা—স্থলপদ্মিনী।

পদ্মনাল—মৃণাল।

পদ্মাট—চাকুন্দা, cassia tora

পনস—কাঁঠাল বৃক্ষ দ্র°।

পবনাল—[হি° পুনেরা] ধান্যবি°। দেবান; জনার।

পবিত্র—১ কুশ, ২ তিল; ৩ পুত্রজীব।

পবিত্রক—১ কুশ, ২ অশ্বথ; ৩ উড়ুম্বর।

পয়স্য—গুল্মবি°। স্বর্ণ-ক্ষীরিকা; কুটুম্বিনী ক্ষুপ, অর্কপুষ্পিকা; asclepias rosea.

পয়োধর—সুগন্ধী ঘাস, cyperus rotundus.

পয়োর—খয়ের।

পরাতিপ্রিয়—খাগরা, শর, saccharum spontancum.

পরাকুল—nelsonia tomentosa.

পরিপুষ্করা—গোমুক।

পরিপেল—কেবর্ত-মুস্তক॥ অম°-টী, ভরত°॥

পরিপেলা—সুগন্ধি ঘাসবি°।

পরিব্রামি—শ্রবণী, থুলকুড়ি।

পরিস্রুত—বারুণী।

পরুষ—নীলঝিন্ট, xylocarpus granatum॥ বৈদ্যক°॥

পরুষ, পরুষক—[স° নীলবর্ণ, মৃদুফল, অল্পাস্থিক, পুরুষক ; হি° ফালসা, পরুষ ; ম° ফঠুঠসা ; ক° বেটহা, দাগলি ; তৈ° ঘ্রামণ ;

ফা° পালশা ; ও° ফারসা] ফলসা xylocarpus granatum, grewia asiatica. পর্যায়—পরুষক, নাগদলোপম, পরুষ, অল্পাস্থি, পবাপর, নীলচর্ম, গিরিপীলু, পরাবত, পরু, নীলমণ্ডল। ফলের জন্য গাছ উদ্যানে রক্ষিত হয়। শীতের শেষে পঞ্চদল ফুল হয়। কাঁচা ফল কষায়। গ্রীষ্মকালে পাকে। পাকিলে নীলবর্ণ ও অম্লমধুর হয়। পাতা রোঁয়াযুক্ত। ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়॥ ভাবপ্র°॥

পরোল—[স° দীর্ঘপটোলিকা ; ও° তরড়া] তরুই লতা গাছ, luffa aegytica. তিক্তপরোল—l. amara. আরণ্য গাছ। ফল তেঁতো, পুংপুষ্পে কেশর ৩টি।

পর্কটি, পর্কটী, পর্কটিন—পাকুড় গাছ।

পর্জনী—দারুহরিদ্রা।

পর্জন্যরেতস—নলভেদ।

পর্জন্যা—দারুহরিদ্রা।

পর্ণ—১ পান ২ পলাশবৃক্ষ।

পর্ণঘণ্ড—পুষ্পহীন বনস্পতি, বৃক্ষ বি°

পর্ণব—পলাশীলতা।

পর্ণভেদিনী—প্রিয়ঙ্গু।

পর্ণমাচাল—কর্মরঙ্গবৃক্ষ, কামরাঙ্গা averrhoea carambola.

পর্ণলতা—নাগবল্লী, তাম্বূলীলতা, পানগাছ।

পর্ণাস—তুলসীগাছ।

পর্ণিকা—১ স্থলপদ্ম, ২ চাকুলিয়া, ৩ কালপর্ণী, ৪ অগ্নিমন্থ।

পর্ণিন—১ মাষপর্ণী, ২ শালপর্ণী, ৩ পৃশ্নিপর্ণী।

পর্ণিণীদ্বয়—১ মাষপর্ণী, ২ মুদ্গপর্ণী॥

পর্পট—[স° ক্ষেত্র পর্পটক, হিং পিংপোড়া, দবননাপড়া ; ম° সিবপটী, পিত্তপাপড়া ; গুজ° পীৎপাপড়ো, খডসনিয়ো ; ক° পর্পটক ; তৈ° পাপটিকমু ; কোচবি° পটপট্। শ্বেৎপাপড়ি ; ফা° পর্পটক ; শাৎরা ; অ° বকলতলমলক।] ক্ষেতপাপড়া, ক্ষেত পাবড়া; oldenlandia herla-cea, o, biflora ছোট ক্ষুপবি°। জলাশয়ের ধারে জন্মে। ভাদ্রমাসে অঙ্কুরিত হইয়া চিত্র পর্যন্ত থাকে। স্বাদ অতিরিক্ত। ওষধি বৃক্ষবি°, পর্যায়—ত্রিষষ্টি, তিক্ত, চরক, রেণু, তৃষ্ণারি, বরক, অরক, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কল্পাঙ্গ, কর্মকন্টক, কৃশশাখ, প্রগন্ধ, সুতিক্ত, রক্তপুষ্প, পিত্তারি, কটুপত্র বক্র।

পর্পটদ্রুম—১ কোঙ্কনদেশের কুম্ভীবৃক্ষ, ২ গুগ্গুলু তরু।

পর্পটী—জতুক, একপ্রকার লতা।

পর্বতত্ৃণ—পর্বতজাত তৃণবি° ॥ সমর্থ° ॥ পর্যায়—তৃণাঢ্য, মৃগপ্রিয়, পত্রাঢ্য।

পর্বপুষ্পী—নাগদন্তী, হস্তিশুণ্ডী, হাতিশুঁড়।

পর্ববল্লী—১ মালাদূর্বা, ২ দূর্বালতা।

পর্বতবাসিন—আকাশমাংসী লতা।

পর্বতপোঁচা—গিরিকদলী।

পর্বমূলা—শ্বেতা, শ্বেতদূর্বা।

পর্বযোনি—ইক্ষি প্রভৃতি।

পর্বরুহ—দাড়িম।

পর্যঙ্কপাদিকা—কোলশিম্বী, শ্বেত আলকুশী।

পলকজুঁই—[স° যূথিকাপর্ণী ; হি° পলকজুঁই ; তে° নাগামাল্লি] জুঁইপোনা, rhinacanthus communis nees. শাখাবিশিষ্ট গুল্ম। কাণ্ড হইতে উভয় দিকে যুগ্মপত্র বাহির হয়। বঙ্গদেশে সর্বত্র পাওয়া যায়।

পলক্যা—পালঙ শাক।

পলঙ্কষা, পলঙ্কষী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। ruellia longifolia. প্রকারভেদ —১ গোক্ষুর, ২ রাস্না, ৩ গুগ্গুল, ৪ কিংশুক, ৫ মুণ্ডীরী (?), ৬ ক্ষুদ্র গোক্ষুরক, ৭ মহাশ্রাবণী।

পলতা—পটোল লতার পাতা।

পলাণ্ডু—[স° দুর্গন্ধ, মুখদূষক ; হি° প্যাজ ; গুজ° দুপরি, দুঙ্গনী ; আবী -বজ্‌ল্‌ ; বো° পিঁয়াজ, কন্দ ; ম° কান্দা ; ক° উল্লি ; তা° বেল্ল-বেঙ্গয়ম, ইরুল্লি, ইর-বেঙ্গায়ম্‌ ; তে° বুল্লিগড্ডলু, নিরুল্লি ; ফা° প্যাজ ; ইং onion] পেঁয়াজ allium cepa. প্রকারভেদ—১ শ্বেত কন্দপলাণ্ডু —(ক) ছোট শ্বেতকন্দ পলাণ্ডু। বাংলায় বড় পেঁয়াজ বা 'ঘোড়-পিয়াজ' বলে, (খ) বড় শ্বেত-কন্দ পলাণ্ডু—বাংলায় 'পাটনাই পেঁয়াজ' বলে। ইহা পিচ্ছিল ও মধুর। ২ [স° ক্ষীরপলাণ্ডু] রাজপলাণ্ডু, রক্তকন্দপলাণ্ডু, লাল পেঁয়াজ। পলাণ্ডু বিভিন্ন ধরণের —সাইবেরিযায় একজাতীয় পেঁয়াজ, হিমালয় জাত আর প্রকার, ইজিপ্টেও একপ্রকার। ওয়েলসবাসিগণ সাক্সনদিগের পরাজয় উপলক্ষে খ্রী° ৬ শতক হইতে এক জাতীয় পেঁয়াজের চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিতেছে। উত্তর হিমালয়ের জংলী পিঁয়াজের নাম, a.

rubelium. পর্য্যায়—সুকন্দক, লোহিতকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ; উল্লী, মুখদূষণ; শূদ্রপ্রিয়, কৃমিঘ্ন; দীপন, বহুপত্র, মুখগন্ধক, রোচন ॥ অম° ॥

পলাল—শস্যশূন্য ধান্য-নাল, নিষ্কলঙ্ক নাল ॥ অম° ॥

পলালজ শাক—পোয়াল ছাতু।

পলালদোহদ—আম্রবৃক্ষ।

পলালোদ্ভিদ—খড়ের পোয়াল হইতে যে ছত্রক হয়। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ॥ রাজনি° ॥

পলাশ—[স° কিংশুক ; হি° ধাক্, সাঁওতাল—মুরুপ ; কোল—সুরুৎ। বিহা°—পরস, ফরস ; নেপাল—পলাশী ; ইং bastard teak ॥ খোরে ॥] butea frondosa. পর্য্যায়—কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, যাজ্ঞিক, পূতদ্রু। বেদে উল্লেখ আছে। লিঙ্গরাজকর পারিজাত। ইহা পলাশ বলিয়া পরিচিত। বৌদ্ধেরা পলাশবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহার পাতার তিনটি ফলা। কোন কোন জায়গায় ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর নামে কথিত হয়। ব্রাহ্মণের পৈতার সময় পলাশ-দণ্ডের প্রয়োজন হয়। আমেদাবাদ জেলার পলাশ পাতার থালা ও বাটিতে ভোজের খাওয়া হয়। যত্নে রাখিলে ঐ জিনিস দুই বৎসর থাকে।

পলাশক—পলাশবৃক্ষ; curcuma reclinata। ২ শটী।

পলাশাখ—asafoetida.

পলাশাম্ভ—যোয়ান।

পলাশী—লাক্ষা লতা ॥ রাজনি° ॥ mimusops kauki, Rox.

পল্লবদ্রু—অশোকবৃক্ষ।

পশুপল্লব—সুগন্ধীতৃণ।

পশুমোহনিকা—কটবীল।

পশুহরিতকী—আম্রাতক ফল।

পস্থর—বৃক্ষবি°। কাঠ শক্ত, ইহাতে খুঁটি হয়।

পাংশুল, পাংসুল—কাঁটাকরঞ্জ caesalpinia bonducella.

পাংসুপত্র—বেতোশাক।

পাংস্লিভিক্ষা—ধাইফুলের গাছ।

পাংসুলা—কেতকী গাছ।

পাককৃষ্ণ—১ পানি আমলা, ২ করঞ্জ বৃক্ষ, carissa carandas.

পাকফল—করঞ্জ।

পাকবন্ধন—পানি আমলা।

পাকলি—চারাবি°। bauhinia candida.

পার্কলিত—কর্কটীক, (কাহারও মতে) রোহিণী।

পাকাটি (দেশজ)—শুষ্ক পাট গাছ ;

পাকুড়, পাকুর—[সং প্লক্ষ, শৃঙ্গী; পর্কটী ; হিং পাকরি, পখর ; মং পিম্পরি ; তেং পসারি ; তাং পেপ্‌রি] বৃহৎ ও বহুদূর বিস্তৃত গাছ, ficus infectoria Roxb. পাতা অশ্বত্থ পাতার ন্যায়, চওড়ায় কম। বর্ষার পরে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। বঙ্গদেশে, ছোটনাগপুর, ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানে জন্মায়। পর্যায়—প্লক্ষ, কপীতন, ক্ষীরী, সুপার্শ্ব, শৃঙ্গী, গর্দভাণ্ড, কপীতক, প্লবক।

পাচী—একজাতীয় লতা ॥ সমর্থং ॥

পাট—[সং পট্টশাক] পাটগাছ, নাড়ীক, নালিতা, conchorus capsuloris. পট্ট দ্রং।

পাটল—পারুল। সম্ভবত পাটল পুষ্প থেকে পাটলিপুত্র হইয়াছে। ফুল সুগন্ধী। লাল পাটলও হয়। ২ [পাটল-ব্রীহি] আউসধান, ৩ পুন্নাগবৃক্ষ।

পাটলা—পারুলপুষ্পবৃক্ষ ॥ সমর্থং ॥

পাটী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং। plumbago zeylanica.

পাঠা—[সং পাঠা ; ইং parera root] নিম্নমুখা, stephania harmendifolia. আকনাদি নামক লতানে গাছ, বনৌষধিবিং। পাতা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার, বোঁটা ও লতার রং শাদা, পাতার নীচের পিঠ-শাদা, উপরের পিঠ-সবুজ। ফুল শাদা, সামান্য সবুজ আভাযুক্ত। ফল শেয়াকুলের মত ছোট লাল। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল হয়। বঙ্গদেশে পঞ্জাব, নেপাল, সিন্ধুদেশ, প্রভৃতিতে জন্মে।

পাণ্ডু—পটোলফল।

পাণ্ডুনাগ—পুন্নাগ নামে সুগন্ধিপুষ্প।

পাণ্ডুর—গন্ধতুলসী বা মরুয়া ফুলের গাছ।

পাণ্ডুরঙ্গ—পাটরাঙা শাক ॥ রাজবং ॥

পাণ্ডুরদ্রুম—গুল্মবিং, কুড়চীগাছ, echites antidysenterica.

পাণ্ডরফলী—বৃক্ষবিং ॥ সমর্থং ॥

পাণ্ডুরুহা—কুরুবকবৃক্ষ।

পাণ্ডুলোসা—গুল্মবিং, glycine debilis.

পাতি— বর্ষজীবী উদ্ভিদ। junecllus inundatus. আর্দ্র ভূমিতে, সুন্দরবনে, ধানক্ষেতে জন্মায়।

পাতালগরুড়ী—[সং সোমবল্লী ; হিং ছেউরা] তিক্ত অলাবু। লতাবিং ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—বৎসানদী, সোমবল্লী, তার্ক্ষী, গারুড়ী, মহাবলী।

পাতিলেবু—[সং নিম্বুক, ইং common acid lime] citrus bergannia. জম্বীর দ্রং।

পাতীপাতী—maranta dichotoma.

পাতী—তৃণবিং।

পাতৃ—তৃণভেদ।

পাথরকুচি—[সং পাষাণভেদী ; bryophyllum calycinum. দীর্ঘায়ু শাকবিং। প্রায় ২ হাত লম্বা। পাতা লোমবিহীন, মাংসল। ফুল বড় বড় লাল রঙের। বেগুনরঙের আমেজ। মলক্কাদ্বীপ ইহার আদি জন্মস্থান। প্রায় ২০০ বর্ষের পূর্বে এ দেশে আনীত হয়েছে। কোথাও কোথাও ইহাকে হেমসাগর বলে। কিন্তু হেমসাগর ভিন্ন গাছ। হেমসাগর হলদে রঙের ও বর্ষাকালে ফোটে।

পাথরচূর—[সং পাষাণভেদী ; ওং রুকিমণী হাত-পোহু ; তাং কপূর-বল্লী; তেং পিণ্ডিবেট্রু] তুলস্যাদি-বর্গের শাকবিং। coleus amboinicus, c. aromaticus. পাতা ছোট ছোট, ফুলও ছোট ছোট নীলাভ। গাছ দেখিতে অতি কদাকার। ভারতের অনেক স্থানে চাষ হয়। আদি জন্ম—মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ।

পাথোজ—পদ্ম।

পাদরুহা—পরগাছা।

পাদরোহণ—ডুমুরগাছ।

পাদরোহা—বটবৃক্ষ।

পাদহীন—আলোক লতা।

পান—[সং তাম্বুল, পর্ণ ; ইং betel leaf] piper betel. দীর্ঘায়ু লতাবিং। সমোষ্ণ ও আর্দ্রজমিতে জন্মে, অন্যত্র জন্মায় না। আজকাল আবাদের প্রণালী-ভেদে দুই প্রকার পান দেখা যায়। এক রকম 'বোরোজ' জন্মে। অন্য রকম বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বাড়ে। বাংলাদেশে বোরোজ পান; কোচ-বিহার ও আসামে 'বারুইপান' এবং গাছের আশ্রিত পানকে 'গাছ পান' বলে। গাছ পান একটু কটু। বাঁটলের পানের মত সুগন্ধি পান অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। প্রকারভেদ—১ বাংগলা, ২ মোহুবা, ৩ মহারাজপুর, ৪

বিলৌআ; ৫ কপূরী; ৬ কুলবা, ৭ গোরক পান, convolvulus plunicaulis. ইহাদের মধ্যে মহারাজপুর পান উৎকৃষ্ট। ছাঁচীপান।

পানকর্পূর—[কর্পূরপর্ণ] clansana heptaphylla. নারঙ্গাদিবর্গের ছোট গাছবি°। সপ্তপর্ণ। পূর্ব বাঙলায় জন্মে।

পানশিউলী—[স° কৃষ্ণ-কাম্ভোজী ; হি° পানঝুলি ; ম° রিরুবি ; তা° নিরপুলাজ্জি ; তে° নেল্ল-পুরুষু] পাকানো গুল্মবি°, phyllanthus reticulatus poir. গুল্মটি ৮-১০ ফুট উচ্চ। পাতার গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। ফল দেখিতে আপেলের মত; কিন্তু আকারে ছোট। বিহার, সিকিম, সিন্ধু, আসামে এবং বঙ্গদেশে বেড়া ও জঙ্গলের ধারে জন্মায়।

পানা—[স° কুম্ভিকা; বারিপর্ণী ; হি° জলকুম্ভী, কাই ; ম° জলমণ্ডবী ; গুজ° জলকুম্ভী ; ক° হীম্বলং ; তে° তুটিকুর ; ও° দল] জলের উপর ভাসমান শৈবালবি°; pistia stratiotes, salvinia imbricata. বাংলাদেশে সচরাচর তিন রকম দেখিতে পাওয়া যায়। কচু-আদিবর্গের জলজ শাকবি°। একটি গাছে অসংখ্য জন্মায়। (১) টোকা-পানা, টাকাপানা—পাতা খুব বড়। (২) ইন্দুরকান্দিপানা—পাতা ছোট। [উন্দুরকর্ণী, আখুকর্ণী, মূষিককর্ণী]। (৩) ক্ষুদেপানা।

পানি আমলা (দেশজ)—[স° পানীয়া-মলক ; হি° পানি অম্বরা] পানি আমলা গাছ।

পানীকাঁচড়া (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

পানীফল (দেশজ)—[স° শৃঙ্গাটক ; হি° শিঙ্গাড়া ; ইং waterchest nut]। জলজ লতাবি°।

পানীমরিচ—পানমরিচ দ্র°।

পানীয়ামূলক—সোমরাজী, serratula anthelmintica.

পানীয়ামলক—পানী আমলা, flacourtia cataphracta.

পানীয়ালু—কন্দবি°। রাজনি°।

পানীলতা—লতাবি°।

পানীলাজক, লাজুক—neptunia oleracae. বব্বুলাদিবর্গের লতা-গাছবি°। পাতা ছুঁইলে মুদিয়া যায়। ফুল ছোট লালচে।

পানীতৃণ—grewia salvifolia.

পাপড়া—[হি° পাপড়া] ক্ষুদ্র শাকবি°। podophyllum emodi. হিমালয় প্রদেশে জন্মে।

পাপবেলী—আকৃধিবৃক্ষ, cissampelos hexandra.

পাবক—নীলারুণ পুষ্পবৃক্ষবি°, plumbago zeylanica.

পাবন—হরিদ্রাবর্ণ কেশরিয়া। পর্যায়—স্বর্ণভৃঙ্গার; হরিপ্রিয়, দেবপ্রিয়; নন্দনীয়।

পাবনী—১ হরিতকী, ২ তুলসী।

পারাবতফল—গাবফল।

পারাবতাঙ্ঘ্রি—১ লতাফটকী, ইঙ্গুদী, ২ বনউচ্ছে, ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, ৪ কারুজঙ্ঘা।

পারাবতী—লবনী ফল।

পারিজাত—[ইং coral tree; a shrub] সুরপাদপ; erythrina fulgens, nictanthes tristio. ইহা দেবতরু। পালতে মাদার। সমুদ্র মন্থনের সময় এই গাছ পাওয়া যায়। অনেকে ইহাকে কোবিদার, পারিজাত অথবা মান্দার বলে। পারিভদ্র দ্র°।

পারিভদ্র—[সং পারিজাত, পারিধা, কণ্টকিংশুক, কণ্টকী, রক্তকেসর, বহুপুষ্প, নিম্বতরু, মন্দার; হি° ফরহদ; ম° পানরো; গুজ° পাণ্ডেরবো; ক° হরিবাল; তে° মুল্লমোতিচেট্টু; মোদুগ; দ্রা° পঞ্জীর; তা° মুরাক; ও° পালধুয়া; ই° indian coral tree] পালতে মাদার, চোর পালতে। erythrina indica, e. corallodendron. শিম্বাদিবর্গের মধ্যমাকৃতি বৃক্ষবি°। ১০।১২ হাত পর্যন্ত প্রায় উচ্চ হয়। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকপূর্ণ। ত্রিপত্র। ফুল লোহিতবর্ণ। কাঠ শাদা ও হালকা। পাতা ত্রিপর্ণ। বাঙলাদেশে প্রায় বেড়ার ধারে জন্মায়। মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ২ দেবদারু জাতীয়, ৩ সরলবৃক্ষ।

পারিশ—[হি° পরশীপিপুল, পর্শিপু] অশ্বত্থবৃক্ষবি°। পলাশপিপুল, গজহস্ত। পর্যায়—ফলীশ, কপিচূত, কজণ্ডলু, গর্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন; সুপার্শ্বক।

পারুল—[সং পাটলী] ১ পারুল; লাল পারুল, bignonia suavesolen, ২ ঘণ্টাপারুল, সাদা পারুল। প্রায় উপত্যকায় জন্মে। পারুল উচ্চ বৃক্ষ। বাঙলায় সর্বত্র দেখা যায় না।

পার্বত—ঘোড়ানিম।

পালঙ শাক, পালঙ্গ শাক, পালংশাক —[সং অশ্ববলা, পালক্যম্ ; হিং পলকী ; মং পালক্যাশাক : তাং ভেজালিকিরাই ; তেং দাম্প্না বাচ্চানি] পুত্তিকাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবিং। spinacia oleracea. পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছে হয়। বঙ্গদেশে সর্বত্র হয়। আদিম বাসস্থান আফ্রিকা। প্রকারভেদ—১ বীট পালং—beet, পালঙ্কী beta vulgaris. ডাঁটা মোটা, গোড়ায় শর্করা আছে। ইউরোপে ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ২ চুকাপালং—[সং চুক্র ; মং চুকাবড়িলি ; তাং সুকানকিরাই] rumex vesicarius. অম্লশাক-বিং। পাতা বাণের আকার। ফল ছদে আবৃত থাকে। ইহা কিন্তু পুত্তিকাবর্গের গাছ নয়। পর্যায়—চুক্রবাস্তুক, লিচুক, অম্লবাস্তক, দলাম্ল, অম্লশাকাখ্য, হিলমোচিকা। ৩ বনপালং—[হিং সহদেবীবারি] দুধের ন্যায় আঠাযুক্ত লম্বা গুল্ম। rumex maritimus lin. সমগ্র ভারতে জঙ্গলে বা চাষের জমিতে জন্মায়।

পালক—চিত্রকবৃক্ষ।

পালকজুই—ixora undulata.

পালক, পালঙ্কী—[ইং olibanum] গন্ধবিরজা, কুন্দুরু, পালঙ শাক, boswellia thurifera. পর্যায়—কুন্দ, কুন্দক, কুন্দুরুক, খোটীরস, মুকুন্দ, কান্দুরু, লোবান, তৈলাখ্য, শিলারস ॥ সুশ্রুং উইলং ॥

পালিটা মাদার, পালিতা মাদার, পালিধা মাদার—[ইং indian coral tree] erythrina indica. [পারিভদ্র দ্রং]

পালিন্দী—১ শ্যামলতা, ২ বামনহাটি, ৩ শ্বেতাপরাজিতা, ৪ ত্রায়মাণা লতা, (চলিত) বলা, ৫ মালবিকা ত্রিবৃতা, ৬ করলা।

পালিন্ধী—তেওড়ি গাছ।

পালিবট—বৃক্ষবিং।

পার্সলি—[ইং parsely] ধান্যকাদিবর্গের শাকবিং। petroselinum sativum. ইউরোপ হইতে এদেশে আনীত হয়।

পাষাণকুন্দক—পাথরকুচা।

পাষাণভিদ্—কুলত্থ।

পাষাণভেদী—[সং হিমসাগর ; হিং পাথরচুরে] পাথরকুচি, coleus aromaticus, plectranthus scutellaroides.

পিকবন্ধু, পিকমহোৎসব—আম্রবৃক্ষ।
পিকভক্ষকা—ভূমিজ জম্বুবৃক্ষ, বনজাম।
পিকরাগ, পিকবল্লভ—আম্রবৃক্ষ।
পিকাক্ষ—রোচনীবৃক্ষ।
পিকেক্ষণা—কুলেখাড়া।
পিঁপুল (দেশজ)—পিপুলী।
পিকদেব, পিকপ্রিয়—আম্রবৃক্ষ।
পিকপ্রিয়া—মহাজম্বু।
পিকরাগ—আম্রবৃক্ষ।
পিঙ্ক—[ইং pink] পুষ্পবৃক্ষবি°। dianthus. ইউরোপ ইহার আদি জন্মস্থান। শীতকালে জন্মে।
পিঙ্গনাহি—panicum heloolum.
পিঙ্গী—শমীবৃক্ষ।
পিচ—prunus persica. পীচ দ্র°।
পিচণ্ডক—কুলেখাড়া।
পিচব্য—তুলাগাছ।
পিচুক—ময়না গাছ, vangueria spinosa.
পিচুতুল—কাপাসের তুলা।
পিচুফল—ময়না ফল॥ দ্রব্যগু°॥
পিচুমদ, পিছমন্দ—নিম গাছ।
পিচুমর্দ—নিম গাছ।
পিচ্ছ—শিমুগাছ।
পিচ্ছলদলা—zizyphus jujuba.
পিজ্জল—কুশগাছ।
পিটলী—[সং পিণ্ডাল, পিণ্ডারা, কুরঙ্গ; ও° জন্দাখাই, জঁদা; হিং পিণ্ডারা; তা° অট্টারামু; তে° ইরিপোনাকু] trewia nudiflora. এরণ্ডাদিবর্গের বৃক্ষবি°। বসন্তকালে জন্মায়। ফল শক্ত গোলাকার। পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছে হয়। আসাম, মালাকা, দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গদেশের জঙ্গলে বা নদীর ধারে জন্মায়।
পিড়িঙ্গ—[সং পৃক্কা] পিড়িং শাক, trigonella corniculata। শিম্বাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°। ছোট। ত্রিপর্ণ। ফুল ছোট ছোপ পীতবর্ণ। বনপিড়িঙ্গ—mililotus lencantha.
পিণ্ডখর্জুরী—পিণ্ডখেজুর। খর্জুর দ্র°।
পিণ্ডপুষ্প—১ অশোক পুষ্প, ২ জবা, ৩ পদ্ম, ৪ তগর, ৫ দাড়িম, ৬ চীনা গোলাপ॥ উইল°॥
পিণ্ডপুষ্পক—বাস্তুক, বেতো শাক।
পিণ্ডফলা—তিতলাউ।
পিণ্ডবীজ—কর্ণিকারবৃক্ষ।
পিণ্ডবীজক—কর্ণিকারবৃক্ষ।
পিণ্ডার—পিটলী। এক জাতীয় ফল শাক॥ভাবপ্র°॥ trewia nudiflora.

পিণ্ডালু, পিণ্ডালুক—[ও° হাণ্ডিয়া আলু] চুবড়ী আলু। [আলু দ্র°] পির আলু। শক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, radia uliginosa. পর্যায়—গ্রন্থিল, পিণ্ডকন্দ, গ্রন্থি, রোমশ, রোমকন্দ, রোমালু, তাম্রলপত্র, নানাকন্দ, পিণ্ডক।
পিণ্ডীখেজুর—খর্জুর দ্র°।
পিণ্যা—ইঙ্গুদিবৃক্ষ।
পিপনাশিনী—১ শমীবৃক্ষ; ২ কৃষ্ণতুলসী।
পিপ—(?) পাথরচুর। পাথরচুর দ্র°।
পিপলাশ—রাঢ়দেশে এই নামে এক জাতীয় বৃক্ষ হয়। তাহার পাতা ছাল জলে রগড়াইলে হড়হড়ে লালা বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ধরে।
পিপারমেণ্ট—[ইং peppermint] তুলস্যাদিবর্গের শাকবি°; mentha peperita.
পিপিরিসারা—ponzobzia pentandra.
পিপ্পলী, পিপুল; পিঁপুল—[স° পিপ্পলী; মাগধী, কৃষ্ণা, উপকুল্যা, কণা; বৈদেহী; কটুবীজ; হি° পীপার; ম° পিপ্পঠ্বী; ক° হিপ্পলী; গুজ° লিণ্ডীপীপল; তা° পিপ্পিলী; বো° বঙ্গালি পিপ্পরিং; ফা° পিল্পিলদরাজ; অ° ডারফিল; কোচবি°—পিপ্লী; ইং long pepper.] পিপুল, chadica roxburghii, piper longum, p. officinaum. তাম্বুলাদিবর্গের দীর্ঘায়ু লতাবি°। প্রকারভেদ—১ পিপ্পলী—দক্ষিণ বিহারে জন্মায়। ২ গজপিপ্পলী—(চবিকা বা চক্রের ফল) করি পিপ্পলী। কচ্বাদিবর্গের স্থূল দীর্ঘ লতা, প্রতানী, scindapsus officinalis. পাতা বড় গোড়ায় বাসনা। পুষ্পমঞ্জরী খোলে ঢাকা। ৩ সিংহলী, সৈংহলী—[সং সিংহপিপ্লী] জাহাজী পিপুল। সিঙ্গাপুর ও জাঞ্জিবর দেশ জাত। ৪ বনপিপ্পলী—বঙ্গদেশে জন্মায়। পাতা, মূল ও ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।
পিপ্পল—অশ্বত্থবৃক্ষ।
পিপ্পলীকা—অশ্বত্থীবৃক্ষ।
পিয়াজ, পিঁয়াজ—[স° পলাণ্ডু; ইং onion] পত্রাবৃত তীব্র গন্ধযুক্ত কন্দবি°। পাতা নলাকার। পলাণ্ডু দ্র°। allium cepa.

প্রকারভেদ—গন্ধপিয়াজ—[ইং shallot] a. ascabonicum. বাগানে ইহার চাষ আবাদ হয়। ২ বনপিয়াজ—[স° বনপলাণ্ডু ; হি° জঙ্গলি পেঁয়াজ ; তা° নারী ভেঙ্গায়াম ; তে° নাক্ কাবাল্ল-গাড্ডা; ইং squill] কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ, urginea indica kunth. পাতা বাহির হইয়া ফুল হয়। মঞ্জরী উপচ্ছদে ঢাকা থাকে না। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। ছোটনাগপুর, সিমলা, বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে জন্মায়। ৩ ভুঁইকন্দ পিয়াজ—[ইং bombay squill] scilia indica দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রতীরে জন্মে।

পিয়াল—[স° অথট্র, বহুবল্কল, স্নেহবীজ, ভক্ষবীজ, প্রিয়াল ; হি° চিরৌঁজি, চিরঞ্জি; ম° চারোধঠ়ঠী ; গুজ° চারোলী ; ক° চারবীজ ; তে° সারুপপ্পু ; কাটমরা ; ও° চরু ; ফা° বুকলে খাজা ; অ° হবুস্সমানা] পিয়াল বা পিয়া, buchanania latifolia, chironjia sapida, spondlas elliptica. আম্রাদিবর্গের আরণ্য-বৃক্ষবি°। পিয়ালবৃক্ষ দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতীয় প্রদেশে জন্মে। ইহার গুঁড়ি মোটা, সোজা ও খুব উঁচু হয়। বহু শাখা সমন্বিত। পাতা ১০।১২ আঙুল লম্বা ও ৫।৬ হাত চওড়া। ফুল ছোট, শ্বেতাভ হরিদ্বর্ণ, ফল পাকিলে কাল হয়, মানুষে খায়। ফলে স্বাদু তৈল আছে। ফল ছাল ও বীজের শাঁস ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

পিয়াশাল—[স° পীতশাল, নীলাসন ; ও° অসন ; হি° অসৈন ; ইং indian kino tree] আসন, pterocarpus morsupium. শিম্বাদিবর্গের বন্য বৃক্ষবি°।

পীচ—[ইং peach] পিচ্, prunus persica. মধ্যমাকার ইউরোপীয় ফলবৃক্ষবি°। ফল রোঁয়াযুক্ত বর্ষাকালে পাকে।

পীড়া—সরলবৃক্ষ, pinus longifolia ॥ উইল°॥

পীত—ওষধি চারাবি°। আতাইস।

পীতকন্দ—গাজর।

পীতকরবীক—পীতবর্ণ করবীপুষ্প বৃক্ষবি°। পর্যায়—পীতপ্রসব, সুগন্ধিকুসুম।

পীতকা—১ হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা, ৩

স্বর্ণযূথিকা, ৪ কুষ্মাণ্ড, ৫ ঘোষলতা, ৬ পিড়িংশাক।
পীতকাষ্ঠ—পদ্মকাঠ।
পীতকীলা—আবর্তকী লতা।
পীতকুরুবক—পীতঝাঁটি।
পীতচন্দন—হরিদ্রাবর্ণ চন্দন।
পীতঝিণ্টি—হলদে ঝাঁটি ফুলের গাছ।
পীতদ্রু—১ সরলবৃক্ষ; ২ দারুহরিদ্রা।
পীতনাশ—আনারস।
পীতপাটলা—[সং পাটেলী; হিং পাদার; তেং কালিগোট্রু; বোং পাত্তাল] আট-কপালী, ধারমার, stereospermum tetragonum. বড় গাছ, প্রায় ৩০-৪০ ফুট উঁচু হয়। বসন্তকালে পাতা ঝরে যায়।
পীতফল—বৃক্ষাবিং, tropis aspera.
পীতবর্ণ—১ তালবৃক্ষ, ২ কদম্ববৃক্ষ, ৩ হরিদ্রুবৃক্ষ, ৪ কাঞ্চনবৃক্ষ।
পীতবল্ল—আকাশলতা, (চলিত) আলোকলতা।
পীতবৃক্ষ—১ বড় সোনাগাছ; ২ পীতলোধ্রবৃক্ষ, ৩ সরল; দেবদারু ॥ ভাবপ্রং ॥
পীতমুদ্গ—সোনামুগ।
পীতমূলক—গাজরফল। পর্যায়—বসু, খণ্ডীর; প্রবেশ, জয়, শারদ।
পীতমূলী—রেউচিনে।
পীতযূথী—স্বর্ণজুঁই।
পীতরক্ত—পদ্মকাষ্ঠ।
পীতরম্ভা—চাঁপাকলা।
পীতরস—কেশুর।
পীতশালি—সরুধান।
পীতশাল (সল)—[হিং অসন; তেং মর্দি; বোং অইন] অসনবৃক্ষ ॥ কালিকাপুং ৬৮ অং ॥ বৃক্ষাবিং, pentaptera.
পীতসহাচর—পীতঝিণ্টী।
পীতসার—অঁকোট গাছ।
পীতসারক—১ নিমগাছ, ২ অঙ্কোট বৃক্ষ।
পীতা—১ হরিদ্রা; ২ দারুহরিদ্রা, ৩ বড় লতাফটকী। ৪ প্রিয়ঙ্গু, ৫ বনমাতুলঙ্গ; ৬ কপিলশিংশপা; ৭ অতিবিষা, ৮ চাঁপাকলা, ৯ দেবদারু, ১০ শালপর্ণী, ১১ অশ্বগন্ধা, ১২ আকাশলতা।
পীতাঙ্গ—১ শ্যোনাক ভেদ, ২ পীত লোধ্রবৃক্ষ, ৩ নাগরঙ্গবৃক্ষ। ৪ হরিদ্রা।
পীতাম্লান—পীতঝিণ্টী।
পীতিকা—১ হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা, ৩ স্বর্ণযূথী।
পীতিনী—শালপর্ণী ক্ষুপ।
পীতুদার—১ উদুম্বর, ২ দেবদারু।

পীনসা – কাঁকুড়।

পীন্দর—flacouritic sapi.

পীপরি—ছোটপাকুড়।

পীপ্‌লিজঞ্চল—crotalaria sam.

পীবর—চারাগাছ, asparagus racemosus.

পীল্—[সং গড়ফল; বিরেচনফল ; হিং পীল্ ; মং থোরপিল্. কিস্কলে ; ওং খারীজাল্য ; কং মিরিয়ে উগনি ; তেং গোলুগডচেট্টু ; তাং কোকু ; ফাং দরখ্তে মিস্‌বাক্ ; অং ঈরাক্] salvadoro persica, s. indica, s. wightiana, s. oleoides. পীলু গাছ ঝাঁপড়ি, বহুশাখ। কাণ্ড কর্কশ ও বিদীর্ণ হইয়া থাকে। ফুল ছোট, হরিদ্রাভ পীত ও বহুসংখ্যক। ফল; অতি ক্ষুদ্র, পিপুলের দানার চেয়েও ছোট। লাল, তীব্র সুগন্ধী। পাকা ফল স্বাদু; লোকে খায়। ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকারভেদ—১ পীল গাছ; ২ কঞ্চুক শাখ ৩ শরতৃণ ফুল; ৪ কিঙ্কিরাত বৃক্ষ, ৫ কঙ্কনাদি দেশপ্রসিদ্ধ পীন গাছ, dillenia specissa. ৬ মহাপীলু—বৃহৎ পীলুবৃক্ষ।

পীলুনী—১ মূর্বা, ২ কঞ্চুক শাক।

পীলুপত্র—মোরটালতা, (চলিত) লতাকরাড়; ২ অশ্মন্তকবৃক্ষ (চলিত) চালিতাগাছ।

পীলুপত্রা—ক্ষীরমোরটা।

পুখা—hedyotis pumila.

পুঁইশাক, পুইশাক, পুতিকা—[সং উপোদকী, পোতকী, পুতিকা ; হিং পোইকা শাক্ ; মং মায়াঠ্ঠু লঘুবেথোর ; ওং পোথী] basella alba, b. rubra. পিচ্ছিলরস খাদ্য লতা শাকবিং, basella cordifolia. ইহাদের অনেকগুলি জাতি আছে—কাহারও ডাঁটা লাল; কাহার ডাটা শাদা। প্রকারভেদ—১ উপোদকী—পাকা ফল পেষণে বেগুনে রংয়ের রস বাহির হয়। ২ বনজোপোদকী—অপেক্ষাকৃত সরু, লাল, yerra [সং বন্যোপোদকী] রক্তবর্ণ পুঁই, বনপুঁইশাক, basella rubra. ৩ ক্ষুদ্রোপোদকী—বাংলা নাম নাই। ৪ মূলপোতী—বাংলা নাম নাই।

পুঁড়ী আক—[সং পৌণ্ড্রক ইক্ষু] [আখ বা ইক্ষু দ্রং]

পুগ—সুপারী।

পুঙ্গাতুক—জীবনবৃক্ষ।

পুট—জাতীফল।

পুটকন্দ—কোলকন্দ।
পুটকিনি—১ পদ্মসমূহ, ২ পদ্মলতা।
পুটিকা—এলা।
পুটোদক—নারিকেল।
পুণ্ডরীক—১ শ্বেতপদ্ম, ২ সহকার, ৩ দনমকবৃক্ষ, ৪ ধান্যবি°।
পুণ্ডরীয়ক—স্থলপদ্ম।
পুণ্ড্র—১ ইক্ষুভেদ, (চলিত) পুঁড়ি আক; saccharum officinarum. ২ তিলকবৃক্ষ।
পুণ্ড্রক—১ মাধবীলতা, ২ তিলকবৃক্ষ, ৩ ইক্ষুভেদ।
পুণ্ড্রকা—১ মাধবীলতা, ২ তিলকবৃক্ষ, ৩ শুক্লজাতি পুষ্পবৃক্ষ।
পুণ্ড্রসাহ্ব—পুণ্ডারিয়া গাছ।
পুণ্যগন্ধ—১ চম্পক, ২ স্বর্ণযূথিকা।
পুণ্যতৃণ—শ্বেতকুশ।
পুণ্যা—তুলসী।
পুতিকন্যা—পুতিকা, পুদিনাশাক।
পুত্রক—দমনকবৃক্ষ।
পুত্রকন্দা—লক্ষণাকন্দ।
পুত্রজননী—পুত্রদাত্রীবৃক্ষ (?)।
পুত্রঞ্জীব, পুত্রঞ্জীব—[স° শ্রীপদাপহ, পুত্রজীব; কুমারজীব, পুত্রজীবক; পবিত্র, গর্ভদ, সুতজীবক; হিং পিতৌজিয়া, জিয়া-পুটজ; ম° পুত্রজীবকবৃক্ষ, জীবনপুত্তর; গুজ° পুত্রজীবক; তে° শীশ; কুবরজুবী] জিয়াপুতা; জিয়া পুত, জিয়াপোতা, putranjiva roxburghii, nageia putanjiva. স্নুহি-আদিবর্গের ছায়াতরু। উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ। কোলাপুরে প্রচুর জন্মে। বাঙলায় প্রায় দেখা যায় না। ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল হয়। ফুল ছোট-ছোট পীতাভ হরিদ্বর্ণ। মানুষের অভক্ষ্য। ফল পৌষ মাসে পাকে। লোকে ইহার মালা গাঁথিয়া পরে। কাঠের রং শাদা ও খুব শক্ত। পাতা ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—পবিত্র, গর্ভদ, সুতজীবক কূটজীব, অপত্যজীব, সিদ্ধিজ।
পুত্রদা—১ বন্ধ্যাকর্কোটকী, ২ লক্ষণাকন্দ, ৩ গর্ভদাত্রীক্ষুপ, ৪ শ্বেতকণ্টকারী, ৫ জীবন্তী।
পুত্রদাত্রী—মালব দেশ প্রসিদ্ধ লতাবি°। পর্যায়—বাতারি, ভ্রমরী, শ্বেতপুষ্পিকা, বৃতপত্রা, অতিগন্ধালু, বেশীজাতা, সুবল্লরী।
পুত্রপ্রদা—১ ক্ষীরিকা, ২ বন্ধ্যাকর্কোটকী।
পুত্রভদ্রা—বৃহজ্জীবন্তীলতা।
পুত্রশৃঙ্গী—অজশৃঙ্গী।

পত্রশ্রেণী—মূষিকপর্ণী, salvinia cucullata.

পুদিনা—[সং পুদিন, রোচনী ; হিং পোদিনো, ফুদিনো ; অং তুদানজ; ইং wild minto, mint.] তুলস্যাদিবর্গের শাকবিং, mentha viridis, m. sylvestis. সুগন্ধযুক্ত। ইহার চাটনি হয়। বর্ষজীবী গাছ, গন্ধ অতিশয় উগ্র। ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার গাছ। কাশ্মীর ও বঙ্গদেশে চাষ হয়। পুদিনা তিন প্রকার—১ বন্য, ২ পর্বতীয়, ৩ জলজ। উদ্যান পালিত কয়েকপ্রকার পুদিনা আছে। তাহাদের নাম—১ mentha viridis (spear-mint), ২ m. iucana (pepper-mint), ৩ m. sativa, ৪ m. aquatica, ৫ m. arvensis.

পুনকা শাক—নটিয়া শাকবিং।

পুনর্নবা—[সং বর্ষাভূ ; হিং (শ্বেতপুনর্নবা) বিষখপরা, (রক্তপুনর্নবা) সাঁঠ, গদহপূর্ণা ; মং ঘেণ্টুঠ্ধী পণ্ঢবী ; কং বিলিয়দু বেল্লড় কিলু ; তেং গালজেরু, অতিকমমোদ ; তাং ডুকরত্তোকরে ; বোং পুনর্নবা ; অং হন্দকুকী ; ওং পুরুনি] স্যাপুণ্যা, গাদাপুণ্যে; পুণ্যে, boerhaavia diffusa, b. erecta, b. repens, triathema monogyna. ছোট শাকবিং। বহু শাখা-প্রশাখযুক্ত। ১ শ্বেত-পুনর্নবা—ভূলুণ্ঠিতা, ফল পাকান্ত প্রতানবতী। উচ্চ সরস ভূমিতে জন্মায়। পাতা কোমল, মাংসল ও প্রায় গোল। ফুল শাদা। বীজ নটেশাকের বীজের মত। পর্যায়—বৃশ্চিরা, চিরাচিকা, বিশাখ, কঠিল্ল, শশিবাটিকা, পৃথ্বী সিতবর্ষাভূ, ঘনপত্র, কাঠিল্লক। ২ রক্তপুনর্নবা—ফল পকান্ত নহে। ইহা মূল শুষ্ক হয় না। পুনরায় ইহা হইতে জন্মায়। পাতা (পাত্না), ডাঁটা ও ফুল লাল। শাক কষায়। রাঢ় দেশে ইহার শাক খায়। মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—শোথঘ্নী, বর্ষাভূ. প্রাবৃষায়ণী, কঠিল্লক, রক্তপত্রিকা, সারিণী, বৈশাখী। ৩ নীলপুনর্নবা—কৃষ্ণবর্ণ স্বনামপ্রসিদ্ধ শাক। পর্যায়—নীলা, শ্যামা, কৃষ্ণাখ্যা, নীলবর্ষাভূ, নীলিনী।

পুনর্ভব—রক্তপুনর্নবা।

পুন্নাগ—[সং পুন্নাগ, শুভ্রপুষ্প ; হিং পুন্নাগ, পুলাক, সুলতানচম্পক ; ওং পুন্নাগ, পুনাং ; গুজং পুন্নাগ, সুরপুন্নাগ ; মং গোডী উন্ডীন, কডবী উন্ডীন ; কং সুরহোন্নেয়ভেদ ; তেং সুরপোন্নচেট্টু ; তাং পিন্নগ ; ইং mast wood, alexandrian laurel] পুনাং, দীর্ঘাকার পুষ্পবৃক্ষ; mallotus philippinensis, callophylum inoph. নাগকেশরাদিগের তরুবিং। উড়িষ্যায় প্রচুর জন্মে। বহুশাখ ছায়াতরু। কান্ড প্রায় সরল হয় না। পাতা অণ্ডাকার। শিরাবহুল, মসৃণ, ফুল বড়, সাদা ও সুগন্ধি। পাকিলে হরিদ্রাভ পীত। বীজ থেকে তেল হয়। তেল তিক্ত ও সুগন্ধি (পুনাং তেল—pinnay oil)। পাতা ও ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কুঁড়ি হইতে হরিদ্রা রং তৈরি হয়। পর্যায়—পুরুষ, তুঙ্গ, কেশর, দেববল্লভ, কুষ্ঠীক, রক্তকেশর, পুন্নামন, পাটলদ্রুম, রক্তপুষ্প, রক্তরেণু, অরুণ। ১ সুরপন্নাগ—[সং বৈদ্যক] ochrocarpus longifolius, পাতা পুরু, প্রতি গাঁটে তিনটি থাক। চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রদেশে ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে জন্মায়। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ॥ রাজনিং, রাজবং ॥

পুন্নাট, পুন্নাড়—চক্রমর্দ।

পুন্নামন্—পুন্নাগবৃক্ষ (?)।

পুরশ্ছদ—উলু, imperata cylina, ২ তৃণবিং; saccharum cylindricum.

পুরাসনী—সহদেবী লতা।

পুরীমোহ—ধুস্তুর (?)।

পুরুষ—পুন্নাগবৃক্ষ, ২ তিলবৃক্ষ।

পুলক—তুচ্ছধান্য।

পুলাক—তুচ্ছধান্য, আগড়া।

পুষা—লাঙ্গলীবৃক্ষ।

পুষ্কর—১ অসিফল, খড়্গফল, ২ পদ্ম।

পুষ্করক—পুষ্কর মূল।

পুষ্কর কর্ণিকা—স্থলপদ্মিনী।

পুষ্করনাড়ী—স্থলপদ্মিনী।

পুষ্করপর্ণ—পদ্মপত্র।

পুষ্করপর্ণিকা—পুষ্করপর্ণী, স্থলপদ্মিনী।

পুষ্করমূল—কাশ্মীরজাত মূলবিং। orris root. Iris germanica.

পর্যায়—মূল, পুষ্কর, পদ্মপত্রক, পুষ্করিণী, বীর, পৌষ্কর, পুষ্করাহ্বয়, কাশ্মীর, ব্রহ্মতীর্থ, শ্বাসারি, মূলপুষ্কর, পুষ্করজটা, পুষ্করশিকা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত।

পুষ্করকমূল—১ কুষ্ঠবৃক্ষের মূল, ২ পদ্মমূল।

পুষ্করণীজ—পুষ্করমূল।

পুষ্করশিকা—১ পুষ্কর মূল, ২ পুষ্কর সাগর।

পুষ্করাখ্য—পুষ্করাহ্বয়।

পুষ্করাদি-গণ যথা—পুষ্কর, পদ্ম, উৎপল, তমাল, কুমুদ, নড়, কপিত্থ, বিষ, মৃণাল, কর্দম শালুক বিগর্হ, করীষ, শিরীষ, যবাস, প্রবাহ, হিরণ্য, কৈরব, কল্লাল, তট, তরঙ্গ, পঙ্কজ, সরোজ, রাজীব, নালীক, সরোরুহ, পুটক, অরবিন্দ, অম্ভোজ, অব্জ, কমল, পয়স।

পুষ্করাদ্য—পুষ্কর মূল।

পুষ্করাদ্যা—স্থলপদ্মিনী।

পুষ্করাহ্ব—পুষ্কর মূল।

পুষ্করাহ্বয়—পুষ্কর মূল।

পুষ্করিণী—স্থলপদ্মিনী, পুষ্কর মূল।

পুষ্টি—১ অশ্বগন্ধা, ২ বৃদ্ধি, বৃদ্ধি নামক ওষধি।

পুষ্টিদ—১ অশ্বগন্ধ, ২ বৃদ্ধি নামক ওষধি।

পুষ্প—১ পুষ্কর মূল, ২ লবঙ্গ।

পুষ্পগণ—অর্ক প্রকাশ চিকিৎসায় উল্লিখিত চার প্রকার স্থলপদ্ম—সেষতী, গুলদাবতী, নেপালী, গুলাব, গুলাবাস, দণ্ডিনী, জাতী, ফুটী, বাজবল্লী। ছয় প্রকার ক্ষুদ্র যূথী—চম্পক, নাগচম্পক, বকুল, কদম্ব, কুন্দ, শিবমল্লী। দুই প্রকার কুব্জ। দুই প্রকার কেতকী—কিঞ্জবরাত, কর্ণিকার। দুই প্রকার অশোক—বাণপুষ্প। চার প্রকার কুরুণ্ডক—তিলক, মুচুকুন্দ। চার প্রকার বন্ধুক—চার প্রকার জবা। দুই প্রকার বসুন্ধরী—অগস্তি, দমন, মারু, পপরী, বহুকর্ণিকা, দুই প্রকার পাটলা, দুই প্রকার সূর্যমুখী। এই সকল লইয়া পুষ্পগণ।

পুষ্পগন্ধা—শুক্ল যূথিকা।

পুষ্পগবেধুকা—নাগবলা।

পুষ্পচামর—১ দমনবৃক্ষ, ২ কেতক বৃক্ষ।

পুষ্পজাসব—পদ্ম, উৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুণ্ডরীক,

শতপত্র, মধূক, প্রিয়ঙ্গু ও ধাতকী এই ১০টি পুষ্প দ্বারা এই আসব তৈরি হয়।

পুষ্পপদ—বৃক্ষ।

পুষ্পপিণ্ড—অশোকবৃক্ষ।

পুষ্পফল—সাদা কুমড়া ॥ কুমড়া দ্র° ॥

পুষ্পফল শাক—লাউশাক।

পুষ্পফলা—কুষ্মাণ্ড লতা।

পুষ্পমঞ্জরিকা—নীলপদ্মিনী।

পুষ্পমঞ্জরী—ঘৃতকরঞ্জ, ঘোড়াকরঞ্জ।

পুষ্পমৃত্যু—দেবনলবৃক্ষ।

পুষ্পরক্ত—সূর্যমণিবৃক্ষ।

পুষ্পরোচন—নাগকেশর।

পুষ্পশূন্য—উদুম্বর।

পুষ্পসৌরভ—কলিকারীবৃক্ষ, (চলিত) বিষলাঙ্গলিয়া।

পুষ্পহীন—উদুম্বরবৃক্ষ।

পুষ্পা—বৃহচ্ছতপুষ্পা, (চলিত) শূলুকা।

পুষ্পিনী—১ ধাতকী, ২ তূলক (?), ৩ স্বর্ণকেতকী।

পুস্তশিম্বী—শিম্বীলতাভেদ।

পুঁই—পূতিকা, পুঁইশাক। প্রকারভেদ—সফেদ পুঁই (বেল°), basela alba, রক্তপুঁই (বেল°), basela cordifolia.

পূগ—[স° ক্রমুক, দীর্ঘপাদপ, চিক্কণীপূগ; হি° সুপারি; ম° সুপারি; গুজ° সুপারি; ক° অডকেমর; তে° পাক্কায়া; উ° গুয়া; কো° গুয়া; ফা° পোপিল; অ° কোকিল; ইং peper betel] সুপারি, গুবাক, গুয়া, areca catechu. ১ গুবাক, ২ অক্ষোট, ৩ পনসবৃক্ষ, ৪ তুতবৃক্ষ, ৫ কণ্টকিবৃক্ষ। প্রকারভেদ—১ সৈরী, ২ তৈলবর্ণ, ৩ গুহাগর, ৪ ঘোণ্টা, ৫ চেডল (সুগন্ধি কোঙ্কন দেশে প্রসিদ্ধ); ৬ বেল্লিগুণ, ৭ চন্দ্রাপুরোদ্ভব, ৮ আন্ধ্রদেশোদ্ভব, (লাল) 'বনগুয়া' চট্টগ্রামে ও 'রামগুয়া' শ্রীহট্টে জন্মায়। এভিন্ন 'জাহাজী', 'শ্রীবর্ধনী' 'মালগচন্দী' সুপারি আছে। কোচবিহারে দেশওয়ালী লোকে কাঁচা ব্যবহার করে। রুনীগুয়া আসামে জন্মায়। পর্যায়—চিক্কণী, চিক্কা, চিক্কণ, সোঞ্জক, উদ্বেগ, ক্রমুবফল।

পূগমণ্ড—প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড় গাছ।

পূগরোট—১ হিন্তালবৃক্ষ, হেঁতাল গাছ, ২ এক জাতীয় খেজুর।

পূগিন্—গুবাক গাছ।

পূগীফল—গুবাক।

পূজ্যমান—শ্বেতজীরক।

পূত—১ শ্বেতকুশ, ২ বঁইচি গাছ, ৩ প্লক্ষবৃক্ষ, ৪ তিলকবৃক্ষ ৫ নির্ব্বুষ ধান্য, ৬ দূর্বা।

পূতগন্ধ—বর্বরক, কালবাবুই শাক।

পূততৃণ—শ্বেতকুশ।

পূতদ্রু—পলাশবৃক্ষ।

পূতধান্য—তিল।

পূতনা—হরিতকী, গন্ধমাংসী (?)।

পূতফল—পনস; কাঁঠাল।

পূতা—দূর্বা।

পূতি—রোহিষ তৃণ।

পূতিক—পূতিকরঞ্জবৃক্ষ। পর্যায়—প্রকীর্য, পূতীকরজ, পূতিকুরজ, পূতিক, পূতীক; কলিকারক, কলিমারক, কলহনাশন।

পূতিকণ্টক—ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

পূতিকরজ—করঞ্জভেদ। ইহা এক প্রকার কটু রসাশ্রিত করঞ্জবিং ॥ সমর্থং ॥

পূতিকণ্টক—ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

পূতিকাষ্ঠ—দেবদারু, সরলবৃক্ষ।

পূতিকাষ্ঠক—সরলবৃক্ষ।

পূতিকাহ্ব—পূতিকরঞ্জ।

পূতিগন্ধ—১ সুগন্ধীবৃক্ষ, ২ ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

পূতিগন্ধা—সোমরাজী।

পূতিগন্ধিকা—বাচুকী, পূতিকা।

পূতিপল্লবা—১ রাজসুষবী (?), ২ গয়াকরলা (?)।

পূতিপুষ্প—ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জিয়াপুতা।

পূতিফল—সোমরাজী।

পূতিফলী—সোমরাজী। পর্যায়—অবলুগুজ, বাচুকী, সুপর্ণিকা, কুষ্ঠঘ্নী, পাশিলেখা; কৃষ্ণফলা; সোমা, সোমবল্লী, কালমেষী।

প্রতিবর্বরী—বনতুলসী।

পূতিবাত—বিল্ববৃক্ষ, aegle marmelos.

পূতিবৃক্ষ—শোনাক, bignonia indica.

পূতিমজ্জা—ইংগুদীবৃক্ষ।

পূতিময়ূরিকা—১ অজগন্ধা, ২ বন্য-তুলসী।

পূতিমারুত—বিল্ববৃক্ষ।

পূতিমেদ—অরিমেদ, বিটখদির।

পূতিযুগলা—রোহিষতৃণ।

পূতিরজ্জু—লতাভেদ।

পূতিশাক—বকবৃক্ষ।

পূতিতৈলা—জ্যোতিষ্মতী, নয়াফটকী।

পূতিদলা—তেজপত্র।

পূতিপত্র—১ বড় সোনা গাছ, ২ পীত লোধ্র।

পূতিপর্ণ—১ করঞ্জবৃক্ষ; ডহরকরঞ্জা ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

পূতীক—পূতিকরঞ্জ।

পূতীকদ্বয়, করঞ্জদ্বয়—১ করঞ্জা, ২ নাটাকরঞ্জা।

পূষ—[ইং mulberry] morus indica.

পৃক্কা—পিঁড়িং শাক॥ রাজনি°॥ trigonella corniculata.

পৃশ্নিপর্ণী—[স° লক্ষ্মমান, শৃগালবিন্না, চিত্রপর্ণী, চক্রপর্ণী; হি° পিঠবন, পিঠোনা; ম° পীঠবন, গুজ° পৃষ্টপরণী; ক° নরিয়ল বোনে; তোরে মোত; তে° কেলসাক্পন্ন; উ° ক্রুষ্টপর্ণী; কো° পিঠানী; চাকুলে] চাকুলে, চাকুলিয়া, uraria logopoides, u. picta. ২।৩ হাত উচ্চ ক্ষুপবি°। বর্ষাশেষে অঙ্কুরিত ও বসন্তে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। মূল বা সমগ্র ক্ষুপ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

পৃক্ষিপর্ণী—পৃশ্নিপর্ণী।

পেঁপে—[স° পপীতা, পপোতা; হি° পেপিয়া; গুজ° পপায়ী; অ°, ফা° অম্বালাহিণ্ড; ক্যানারিজ—পপ্যান গয়ে; তা° পপায়ী; মলয়লম—কম্পলম; তে° বপৈয়া পণ্ডু; ও° ভণ্ডা, অমৃতভণ্ডা; প° অরণ্ড, খরগুজা; ইং pop, papaw, papend tree] পেঁপে, পেপিয়া, carica papaya. নিউগিনি ইহার আদি জন্মস্থান। ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা এদেশে আনিয়াছিল। পুং ও স্ত্রীপুষ্প ভিন্ন গাছে হয়। ভারতের সর্বত্র জন্মায়, কাঁচা অবস্থায় রন্ধন করিয়া খাইতে হয়, পাকা অবস্থায় মিষ্ট।

পেটারী—[স° পেটিকা; ও° পেড়িপোড়কা] জবাদিবর্গের আরণ্য ছোট গাছ, abutilon asiaticum, a. indicum. সন্ধ্যাকালে ফুল ফোটে। ফল শীতকালে পাকে।

পেয়াজ, পেঁয়াজ—[স° পলাণ্ডু; ইং onion] allium cepa. পলাণ্ডু দ্র°।

পেয়ারা—[স° পারেবত; হি° সরিফা, অমরূৎ; তা° বিল্লয় গোয়াপঝাম; তে° ইরাজাম পন্ডু; অ° অমরূ; ইং guava] পেয়ারা, পিয়ারা, psidium guava, p. pyriferum. আমেরিকার গাছ। জম্বুকাদিবর্গের ছোট ফলতরু বি°। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল হয়। ফুল সাদা। কাশী, পাটনা ও প্রয়াগ অঞ্চলের পেয়ারা উৎকৃষ্ট।

পেষণ—দ্বিধার স্নুহিবৃক্ষ, তেকাঁটা সিজ।

পেস্তা—[সং পিস্ত, অভিষুক ; ফা° পিস্তে ; ইং pistacia nut] আম্রাদিবর্গের বৃক্ষবি°। pistacia vera. আফগানিস্তানের পশ্চিম বালকদেশ হইতে কাবুলীরা ভারতে আনে।

পৈড় (উড়িয়া)—ডাব।

পোয়াল (দেশজ)—তৃণ।

পেটগল—১ খাগড়া, ২ কাশ, কেশে।

পোতকী—পুঁইশাক।

পোদিকা—কলম্বীশাক।

পোরেশ—thespesia populuesides.

পোরেশ পিপুল—thespesia populuesides.

পোণ্টু—পূতীক, কাঁটাকরঞ্জ।

পোস্ত—[সং অহিফেন, পোস্তবীজম্ ; নেপাল—আফিম ; প° খস্‌খস, পোস্ত, ছোদ, আফীম খিসখিস ; গুজ° আফিনা, পোস্ত, খুশখুশ ; দাক্ষিণাত্য—আকিম, খশ্‌খশকে ; বো° খসখস ; তা° অবিন, গশগশ, পোস্তকতোল, গশগশ তোল, কসকস ; তে° আভিনী, গসগসাল তোলু, গসগসালু, কসকস ; ইং poppy] papaver somniferum. বন্য পোস্তদানার গাছ, papaver setigerum, লাল দানা গাছ—p. rhoeas, p. dubium.

পৌণ্ড্রক—ইক্ষুভেদ। পুঁড়ীআক॥ রাজনি°॥ পর্যায়—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তপেসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর, কোশকৃৎ।

পৌষ্কর—১ পুষ্করমূল, ২ পদ্মমূল, ৩ এরণ্ডমূল, ৪ স্থলপদ্ম।

প্রকর—পুষ্পাদির স্তবক।

প্রকীর্য—১ করঞ্জভেদ, নাটাকরঞ্জ, ২ ঘৃতকরঞ্জ, ৩ রীঠাকরঞ্জ।

প্রগন্ধ—পর্পট (?)।

প্রগ্রহ—কর্ণিকারবৃক্ষ।

প্রচণ্ডমূর্তি—বরুণবৃক্ষ।

প্রচেতসী—কট্‌ফল।

প্রচোদনী, প্রচোদিনা—কণ্টকারিকা।

প্রতিপত্রফলা—ছোট উচ্ছে।

প্রতিপর্ণশিকা—দ্রবন্তীবৃক্ষ।

প্রতুণ্ডক—জীবক শাক।

প্রত্যক্‌পর্ণী—রক্তাপামার্গ, দ্রবন্তী, দন্তীবৃক্ষ।

প্রথমকুসুম—শুক্লমরুবকবৃক্ষ, শ্বেত বকফুল।

প্রথমা—হরীতকী।
প্রপথ্য—হরীতকী।
প্রপুন্নাড়, প্রপুনড়, প্রপুন্নাট, প্রপুন্নাড়, প্রপুন্নাল—চক্রমর্দ; বাকুন্দিয়া বৃক্ষ ॥ সমর্থ° ॥
প্রপৌরিকা—কণ্টকারী।
প্রপৌণ্ডরিক—শালপর্ণীবৃক্ষের ন্যায় পত্র ও পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥
প্রবাল—রক্তোৎপল।
প্রভদ্র—নিম্ব।
প্রভাকর—অর্কবৃক্ষ।
প্রভৃততীক্ষ্ণগন্ধা—সরিষা।
প্রমদ—ধুস্তুর ফল।
প্রমন্দ—সুগন্ধিযুক্ত বৃক্ষভেদ।
প্রমোদক—শালিধান্যবি°।
প্রমোদিন—জিঙ্গিনীবৃক্ষ।
প্ররোহ—নন্দিবৃক্ষ।
প্রলম্ব—লতাঙ্কুর; তালের শোঁটা, শশার বীজ।
প্রলম্বক—গন্ধখড়।
প্রসবক—পিয়ালবৃক্ষ।
প্রসাতিকা—সূক্ষ্ম ধান্য।
প্রসাদক—দেধান; বেতোশাক।
প্রসারণী—[সং সরলী, প্রতানিকা, চারুপুষ্পী; হিং গন্ধপ্রসারণী, পসরং; তেং গোস্তেমগোরু চেট্টু, সবিরেল চেট্টু; কোং বনভেদালে] গাঁদাল; গন্ধভেদালে; poederia foetida. বৃক্ষাশ্রিত আরণ্যলতাবি°। পাতা মর্দনে একরকম দুর্গন্ধ বাহির হয়। পর্যায়—সুপ্রসরা, সারিণী, প্রসরা, চারুপর্ণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ॥ রাজনি° ॥
প্রসারিন্—১ লজ্জালুলতা, ২ দেধান।
প্রসূ—১ কদলী, ২ বীরুৎলতা।
প্রস্তরণী—শ্বেত দূর্বা।
প্রস্তরভেদ—পাথরকুচা।
প্রস্থিকা—১ আম্রাতকবৃক্ষ, ২ পুদিনা।
প্রহর্ষণী—হরিদ্রা।
প্রহসন্তী—১ যূথী, ২ বাসন্তী।
প্রাক্‌ফল—[ফুল না হইয়া ফল হয়] কাঁঠাল।
প্রাচীনা—১ বনতিক্তিকা, আকনাদি, ২ রাস্না।
প্রাচীনামলক—পানি-আমলা ॥ ভাবপ্র° ॥ আমলকী দ্র°।
প্রাতিকা—জবাবৃক্ষ।
প্রাবৃষায়ণী—আলকুশী।
প্রাবৃষেণ্য—১ কদম্ববৃক্ষ ২ কুটজ বৃক্ষ ও ধারা কদম্ব।

প্রাবৃষেণ্য—১ কপিকচ্ছু, ২ রক্ত পুনর্নবা।

প্রাবৃষ্য—১ কুটজ, ২ ধারাকদম্ব, ৩ বিকণ্টক।

প্রামাদা—১ বাসকবৃক্ষ ২ অটরুষবৃক্ষ।

প্রিয়—১ বেতসলতা, ২ ধারাকদম্ব, ৩ পিয়ঙ্গু।

প্রিয়ক—১ পিয়াশালবৃক্ষ ২ ধারাকদম্ব; ৩ মহাকদম্ব, ৪ প্রিয়ঙ্গু; ৫ অসনবৃক্ষ।

প্রিয়কাম্য—উদ্ভিদভেদ, terminalia tamentosa.

প্রিয়ঙ্কর—১ বৃহজ্জীবন্তী, ২ শ্বেত কণ্টকারী; ৩ অশ্বগন্ধ।

প্রিয়ংগু—[স° গন্ধফলী, গন্ধপ্রিয়ংগু; হি° ফুলপ্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু, ফুলফেল; ম° গহুলা; গুজ° খডলা; ক° নেপিলগু; তে° প্রেঙ্কণপুচেট্ট; তা° প্রিয়ঙ্গু; বো° গহলী] প্রিয়ংগু গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, aglaia roxburghiana. নিম্বাদি বর্গের মধ্যমাসৃতি বন্যবৃক্ষবি°। প্রিয়ঙ্গুবণিক দ্রব্য। এক প্রকার কটা রংয়ের ছোট ফলবি°। পূর্বকালে স্ত্রীলোকরা অনুলেপনার্থ ব্যবহার করিতেন। সুগন্ধী। পাঁচ পর্ণে পাতা। পশ্চিম ভারত, বিহারে জন্মে। পর্যায়—শ্যামা, মহিলহ্বয়া, লতাগোবন্দনী, গুন্দ্রা, ফলিনী, ফলী, বিম্বসেনা, গন্ধফলী, কারম্ভা, প্রিয়ক, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া; গৌরী, বৃত্তা কঙ্গু, কঙ্গুনী, ভঙ্গুরা, গৌরবল্লী, সুভগা, পর্ণভেদিনী, শুভা, জীতা; মঙ্গল্যা, শ্রেয়সী। প্রকারভেদ—১ রাজিকা, ২ পিপ্পলী, ৩ কন্দু ৪ কটুকী, ৫ ধাতকী।

প্রিয়তমা—ময়ূরশিখাবৃক্ষ (?)।

প্রিয়দর্শন—ক্ষীরিকাবৃক্ষ।

প্রিয়শালক—শালবৃক্ষবি°।

প্রিয়াম্বু—আম্রবৃক্ষ।

প্রিয়াল—[হি° পিয়ার; পিয়াল, পিয়ালা, চিরোঞ্জী; প° চিরৌলী, চিরোঞ্জী; গড়বাল;—পিআল, পিয়ালা, মুরিয়া, কাটভিলবা; ও° চরু; বো° পিয়াল, চারোলী] পিয়াল, buchanania latifolia. পর্যায়—চার, অখট্ট, খরস্কন্ধ, ললন, চারক, বহুবল্ক, সন্নদ্রু, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট; মক্ষবীর্য, পিয়াল, বহুলবল্কল, রাজাদন; তাপসেষ্ট, সন্নিকদ্রু, ধনুঃপট।

প্রিয়ালা—দ্রাক্ষা।

প্রোৎফল—তালবৃক্ষ। পর্যায়—সিংহলাঙ্গুল, ছড়ী, ছটা, পিঞ্জা।

প্লক্ষ—[সং সুপার্শ্ব, চারুদর্শন, ক্ষীরী ; হিং পাকড়, পাকর ; গুজং পিপর্ষ ; কং বসুরি ; কোং পাকড়ী] পাকুড় গাছ, flicus infectoria. f. religiosa. পাকুড় দ্রং। হ্রস্বপ্লক্ষ পাকুড়—দ্রং।

প্লক্ষাদি—প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, ইঙ্গুদী, শ্রিগ্রু, করু, কক্ষতু, বৃহতী।

প্লব—পর্কটীদ্রুম।

প্লবক—প্লক্ষ।

প্লবগ—শিরীষবৃক্ষ।

প্লবঙ্গ—প্লক্ষবৃক্ষ।

প্লাক্ষ—প্লক্ষবৃক্ষের ফল।

প্লীহঘ্ন—রোহিতক গাছ।

প্লীহশত্রু—বয়ড়া গাছ।

প্লীহারি—অশ্বত্থ গাছ।

[ফ]

ফঞ্জিকা—১ দেবতাড়, ২ দুরালভা ৩ দন্ডিবৃক্ষ, ব্রাহ্মণযষ্টিকা।

ফঞ্জিপত্রিকা—আখুপর্ণী, salvinia cucullata.

ফঞ্জী—১ ভাগীঁ, বামুনহাটী, ২ বৃদ্ধদারকবি, ৩ দন্তিবৃক্ষ, ৪ কৃষ্ণোদুম্বরিকা।

ফণিজা—ফণিমনসাবৃক্ষ।

ফটকী—[সং কটভী ; ওং ফুটফুটিয়া] শিবঝুলি, cardiospermum halica. আরণ্যলতাবিং। পাতা দ্বিধা। ত্রিপর্ণ। ফুল সাদা, প্রায় বার মাস হয়। ফুলদল চারি, কেশর আট। ফল ত্রিকোষ। ২ নয়া ফটকী—[সং লতাকটভী, পারা· বতাঙ্ঘ্রি]

ফণিজা—ফণিমনসার গাছ।

ফণিজিহ্বা—মহশতারবী।

ফণিজিহ্বিকা—শ্বেতশারিবা, মহাশতাবরী।

ফণিজ্ঝক—১ ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, ২ রক্তবর্ণ তুলসী, ৩ জম্বীরভেদ, ৪ রাম তুলসী, ocimum gratissimum. পর্যায়—সমীরণ, মরুবক, প্রস্থপুষ্প, জম্বীর।

ফণিভাবিকা—কৃষ্ণোদুম্বর, কাবডুমুর।

ফণিমনসা—[সং কন্থারী ; হিং নাগফণা] opuntia dillenii.

ফণিলতা, ফণিবল্লী—নাগবল্লীলতা, (চলিত) পানগাছ।

ফণিহৃৎ—ক্ষুদ্র দুরালভা।

ফরদ—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°, erythrina indica.

ফরেন্দ্র—জম্বুবৃক্ষ।

ফলকণ্টক—পনসবৃক্ষ, কাঁঠালগাছ।

ফলগা—চাটগাঁয়ে শটি গাছের নাম ফলগা। শটি দ্র°।

ফলগু—কাকডুমুরকে ফলগু বলে ॥ রাজব° ॥

ফলাঢ্যা—বনকলা।

ফলাত্মিকা—কারবেল্লী, উচ্ছে।

ফলাধ্যক্ষ—রাজাদনবৃক্ষ।

ফলান্তি—বাঁশ।

ফলাম্ল—অম্লবেতস।

ফলাস্থি—নারিকেলবৃক্ষ।

ফলিকা—নিষ্পাবী বর্বটী।

ফলিন—১ পনসবৃক্ষ, ২ শ্যোনাক বৃক্ষ।

ফলিনী—১ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ২ অগ্নিশিখাবৃক্ষ, ৩ তালমূলী (?), ৪ নখকরঞ্জ বৃক্ষ, (চলিত) মেহদী; ৫ বিষলাঙ্গলিয়া; ৬ শ্যোনাকবৃক্ষ।

ফলী—১ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, ২ তালমূলী; ৩ আম্রাতক বৃক্ষ।

ফলেন্দ্র—বৃহদাকার জামফল। পর্যায়—নন্দ, রাজজম্বু, মহাকলা, সুরভিপত্রা, মহাজম্বু ॥ রাজনি° ॥

ফলেপাকী—গন্ধভাদুলিয়া বিশেষ।

ফলেপুষ্পা—ক্ষুদ্র ক্ষুপবি°। পর্যায়—দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী।

ফলেরুহা—পাটলিবৃক্ষ, পারুলগাছ।

ফলেলাঙ্কু—জীবনবৃক্ষ।

ফলোত্তমা—১ কাকলী দ্রাক্ষা, ২ দুগ্ধিকা, ৩ ত্রিফলা।

ফলোৎপত্তি—আম্রবৃক্ষ।

ফল্গু—কাকডুমুর।

ফল্গুনী—কাকোদুম্বরিকা।

ফল্গুবৃন্তাক—১ পীতলোধ্রবৃক্ষ, ২ শ্যোনাকবি°।

ফল্গুন্তাক—শ্যোনাকভেদ।

ফার্ন—অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌বি°। অবীজক; বাংলাদেশের সমতলভূমিতে অনেক প্রকার ফার্ন জন্মায়। স্যাঁতসেতে জায়গা, বর্ষাকালে গাছের ডালে অনেক রকম ফার্ন দেখতে পাওয়া যায়। প্রকারভেদ—angiopteris ivecta acrosticum surivinum. ইত্যাদি।

ফাল্গুন—১ অর্জুনবৃক্ষ, ২ দূর্বাভেদ।

ফুটী—[সং চির্ভিট, স্ফুটি; হি° কচরিয়া, গুরুভীহং; ম° চিবুত; গুজ° চিভাং; তে° বুডরুগ পণ্ডু] ফুটি, পাকা কাঁকুড়। cucumis momordica, c.

melo var momordica. কুষ্মান্ডাদিবর্গের ফললতাবি°। ফল কাঁকুড়ের মত কিন্তু লম্বা, চিক্কণ; পাকিলে ফাটিয়া যায়। হলুদে ও সবুজে মিশ্রিত পাতা।

ফুরুশ—Lagarstroemia indica. ধাতকাদিবর্ণের উদ্যানজাতীয় পুষ্পক্ষুপবি°। ফুল বড়, লাল, অল্প শাদা। ফুল ষট্‌দল কিংবা, কুঞ্চিতধার কেশর অনেক। বর্ষা-রম্ভে ফুটে।

ফুলকপি—[ই° cauliflower] পত্র-বেষ্টিত ফুলের মত বৈদেশিক সবজী, brassica oleracea caulifolia, কপি দ্র°।

ফেনা—সাতলা ক্ষুপ।

ফুলসে—Aeschynomena aspera.

ফেনিলা—[সং অরিষ্ট] বড়রিঠা, sapindus emarginatus vahl. ২ ছোটরিঠা, s mukorossi gaertn.

[ব]

বংশ—[তা° মন্‌গিল ; তে° কটিকই ; যদরু ; ইং bambu] বাঁশ, bambunia dinacea. ২ তলতা বাঁশ। বাংলাদেশে অধিক পরিমাণে জন্মে। ৩ বেণু।

বংশকইক্ষু—ইক্ষুবি°। সামসাড়া নামক ইক্ষু।

বংশপত্রী—নাড়ীহিংগু তৃণবি° ॥ রাজনি° ॥

বংশিক—অগরু দ্র°।

বঁইচ—[সং বিকঙ্কত] বৈকঙ্কত বৃক্ষ। ফলবৃক্ষ। গ্রাম্য ও বন্য কণ্টকাকীর্ণ-শাখ ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও ক্ষুপবি°। ফল ক্ষুদ্র গোল ও বীজগর্ভ। কাঁচায় লালবর্ণ ও পাকিলে কালো।

বক—[সং অগস্তি, অগস্তপুষ্প, বক্র-পুষ্প ; গুজ° অগথিয়ো ; ক° অগস্তো] বকপুষ্পবৃক্ষ; বাসনাফুল ২ পলাসবৃক্ষ। অগস্তি দ্র°। sesbana grandiflora, agati g. সরল; চিক্কণ, লোমশূন্ত; বর্ষজীবী উদ্ভিদ, linderine pyxidaria.

বকমকাষ্ঠ—[সং পত্রাঙ্গ, পত্ররঙ্গ, পত্ত-

রঙ্গ ; হি° বক্কম ; ইং sappon wood] caesalpinia sappon. কাঞ্চনাদিবর্গের মধ্যমাকৃতি বৃক্ষবি°। ডাঁটা হইতে লাল রং প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশে অধিক জন্মে।

বকুল—[স° সীধুগন্ধ, শীর্ষ-কেশরক ; হি° বকুল, মৌলসারি, মৌলসিরি ; ও° বেলেসরী, বউল-কাড়ি, বর শোলী ; গুজ° বোলঝিরি ; ম° ওভানি বকুঠ্‌ধ ; মালয়—এলেনগি ; তে° পাবড়া, পোগড়চেট্রু ; দ্রা° ঘোলসরি ; ইং pointed leaved mimusops] প্রসিদ্ধ ঘনপত্র পুষ্পবৃবি°, mimusops elengi, চিরশ্যালবৃক্ষের অন্যতম। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। ভারতে সর্বত্র, আন্দামান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ৪০-৫০ হাত উচ্চ। ফল ছোট, সাদা ও তীব্রগন্ধ। ফুল হইতে আতর তৈরী হয়, কাঠ শক্ত ভারী, ভেতরের কাঠ লাল, বাইরের কাঠ লাল আভা যুক্ত ধূসর বর্ণ ; গ্রীষ্ম কালে ফুল, বর্ষায় লাল ফল হয়। পর্যায়—বকুল, সীধুগন্ধ, মধুপুষ্প, স্ত্রীমুখদোহন, সুরভি, ভ্রমরানন্দ, মদ্যামোদ, চিরপুষ্প, করক, শারদিক, ধন্বী ॥ রাজনি° ॥ রাজব°, ভাবপ্র° ॥

বকপুষ্প—বকফুলের গাছ।

বক্রাগ্র—বেতুগাছ ॥ উইল° ॥

বঙ্গ, বঙ্গন—[হি° বৈংগন ; ই° egg plant] বেগুন, বার্তাকু, solanum melongena.

বচ, বচা—[স° কুলঞ্জ, স্হলগ্রন্হি ; ইং sweet flag] কন্দবি°, zingiber zerumbet. প্রকার ভেদ—১ অরুণবর্ণ বচ—[স° ক্ষুদ্রপর্ণী, ইক্ষুপর্ণী, উগ্রগন্ধা ; হি° উচ্‌ ; ম° বেল্ব ; গুজ° ঘোড়াবজ্‌ ; তা° বশম্বু] কচু আদিবর্গের শাকবি° ॥ ভাবপ্র°, রাজনি° ॥ হিমালয়ের পর্বতীয় প্রদেশে জন্মে। ২ শ্বেত বচ—গোরা বচ। আকরকোরা, acorus calamus, ৩ মালাবর বচ, ৪ মহাবরী বচ, ৫ সুগন্ধা বচ alpinia-galanga, ॥ বেল° ॥ বচাদিবর্গ—বচা, মুতা, দেবদারু, শুণ্ঠ, আতাইচ ॥ জ্ঞা° ॥

বজরা—[ই° bullrush spiked millet] বাজরা দ্র°।

বজ্রকন্টক—কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, কুলেখাড়া।

বজ্রদন্ত—পর্বতীয় শাকবি°। পাতা লোমশযুক্ত, শাদা। ইহার পাতা সহজে দন্তস্ফুট হয় না বলিয়া এই নাম।

বজ্রা—১ গুলঞ্চ লতা, গুরুচী, ২ মনসাগাছ।

বঞ্জুল—dalbergia ougeinensis. ১ অশোকবৃক্ষ, jonesia asoka, ২ সাধারণ বেত, calamus roteng, ৩ পুষ্পবি°, hibiscus mutabilis.

বঞ্জুলপ্রিয়—[ইং ratan.] বেতবি°

বট—[স° ন্যগ্রোধ, জটাল ; হি° বর্গট, বড়কল ; তা° বোর, বর ; ক° আল ; ও° বোরু ; গুজ° বড় ; ম° বড় ; ফা° দখিৎবেশ ; অ° দাতুদবায়ি ; তে° মরিচেট, পেডি ময়ী ; সিংভূম—নুগ ; ইং banyan tree.] বৃহৎ বৃক্ষবি°, ficus indica বা bengalensis. ভারতের সর্বত্র হয়। প্রায় ১০০ ফুট, উচ্চ, শাখাগুলি বহবিস্তৃত। পর্যায় —বট, জটাল, রোহিণী, ন্যগ্রোধ, অবরোহী, বিটপী, রক্তফল, স্কন্দরুহ, মণ্ডলী, মহাচ্ছায়, শৃঙ্গ, যক্ষাবাস, যক্ষতরু, পাদরোহিণী, নীল, ক্ষীরী, শিখারুহ, বহুপাদ, বনস্পতি, নবভূ ॥ রাজনি° ॥

বটপাত্রী—পাথরকুচি গাছ, পর্বতীয় বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ aleteris hyacinthoides ॥ উইল° ॥

বটর—সুগন্ধী ঘাস, cyperus.

বড় এলাচি –[স° স্থূলৈলা] এলাচি দ্র°।

বড় কানুড়—কানুড় দ্র°।

বড় কোলকেসেন্দা—cassia occidentalis. কালকাসুন্দা দ্র°।

বড় কুকুরচিতা—বন্য তরুবি°। কুকুরচিতা দ্র°।

বড় গোক্ষুর—গোক্ষুর দ্র° [হি° ফরিদবুটি, বড় গোখরু ; তে° পেডাপেলেরু] pedalium murex.

বড় ঘলঘসা—ঘলঘসা দ্র°।

বড় বেত—বেত দ্র°।

বড় মেথি—মেথি দ্র°।

বড় রিঠা—রিঠা দ্র°।

বণিগ্‌বন্ধ—[ইং indigo plant] নীলবৃক্ষ ; indigofara tinctoria.

বৎসাদনী—menispernum glabrum.

বৎসনাভ—কাঠবিষ, aconitum ferox.

বদর—[সং বয়র; সৌবি, কোলফল, শেয়াকুল ॥ রাজনিং ॥] কুল, zizyphus jujuba. প্রকারভেদ —রাজবদর—[সং সৌবীর, পৃথ-ফল, মধুর ফল] z. vulgaris. কুল দ্রং।

বদরঙ্গ—[ইং toothache tree] fagave budrunga.

বদরফলী—ভূমিবদরীলতা।

বদরবল্লী—ভূমিবদরীলতা।

বদরামলক—বৃক্ষবিং; flacourtia cataphracta.

বদরী—আলকুশী দ্রং।

বদরীফলা—নীলশেফালিকা ॥ জ্ঞাং ॥

বধুর—বৃক্ষবিং ॥ রাজনিং ॥ অজভক্ষ দ্রং।

বধূ—১ অনন্তমূল, ২ শটী, ৩ পিঁড়িং শাক ॥ রাজনিং ॥

বনআদা—[সং বন আর্দ্রক] zingiber casunar. আদা দ্রং।

বন আনারস—জঙ্গলী আনারস। আনারস দ্রং। বিলাতি কেয়া; agave americana.

বনওকরা—ওকরা দ্রং।

বনকদলী—কাঠকলা। কলা দ্রং।

বনকন্দ—বুনোওল। ওল দ্রং।

বনকাপাস, বনকার্পাসিকা—[সং অরণ্যকার্পাসী; ভারদ্বাজী; হিং পং কাকতুণ্ডী; মং কুর্কী] কাণ্ডী দ্রং।

বনখেজুর—বন্যখর্জুর; caryota urens.

বনচন্দ্রিকা—চন্দ্রমল্লিকা ফুল; বন-মল্লিকা।

বনচম্পক—বনচাঁপা।

বনচাঁড়াল—চণ্ডালবল্লকী নামে ত্রিবর্ণ ক্ষুপবিং। পল্লীগ্রামে দেখা যায়।

বনচালিদা—সরল গুল্মবিং। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, পাতা পক্ষাকার, ফল চেরী ফলের মত, কালো এবং নরম, leea crispa lin.

বনচিচিন্দা—[হিং জংলী চিচিঙ্গা] trichosanthes cucumerira. বনপটল দ্রং।

বনজাম—ভূঁই জাম, জামের মত বন্য জাম।

বনজীরা—বনজীরে। জীরা দ্রং।

বনজোয়ান—বনজোয়ান দ্রং।

বনজীরা—বনযীরে। জীরা দ্রং।

বনজোয়ান—বনযোয়ান দ্রং।

বনঝাউ—[সং সভক। ঝোবুক; হিং ঝাউ; গুজং ঝরনু-ঝাণ্ডু; তাং সিরাসভুক্ষু; তেং পক্কি] অরণ্য-জাত ঝাউ, tamarix gallica l.

গাছ ছোট, গুল্ম। ফুল ও পরে ফল হয়।

বনতিক্তিকা—তিত লাউ। লতানে গাছ, cissampelos hexandra.

বনতুলসী—তুলসী দ্র°।

বনদীপ—বনচাঁপা, michelia champaca.

বননারাঙ্গা—[স° ঝিল্লিপুষ্প ; হি° লজ্জালু; লক্‌সনা ; গুজ° ঝরেরা] biophytum sensitivum. রাস্তার কিনারায় ও খাস জমিতে জন্মায়।

বননীল—[স° শরপুঙ্খা। রক্তশরপুঙ্খা ; তে° টেলা-উভ্‌পানি] বহুজীবী বহুশাখা বিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। tephrosia purpurea. পর্যায়—কাণ্ডপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খিকা, বাণপুঙ্খা, সায়কপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খা। প্রকারভেদ—শ্বেতবননীল—[শ্বেতশরপুঙ্খা] t. villosa.

বননেবু—আসসেওড়া।

বনপটল—[হি° জংলী চিচিঙ্গা ; তা° পুদেল ; মালয়—কটুপটলক] বনচিচিঙ্গা, trichosanthes cucumerina. সমগ্র ভারতে জন্মে।

বনপল্লব—hyperanthera morunga.

বনপালঙ্গ—[ইং sharp dock] পালং দ্র°।

বনপিপ্পলী—পিপ্পলী দ্র°।

বনপেঁয়াজ—পলাণ্ডু দ্র°।

বনফলসা—[ইং wild violet)

বনবার্বরিকা—দুলালতুলসী।

বনবিড়াল—[স° চণ্ডালিকা ; ইং telegraph plant] শিম্বাদিবর্গের বন্য ক্ষুদ্র ক্ষুপবি°। desmodium gyrams. প্রায় ২ হাত উঁচু হয়।

বনবীজপূরক—অত্যম্লা দ্র°।

বনমল্লিকা—কাঠমল্লিকা, সুগন্ধী লতাপুষ্প। এই লতা অরণ্যে জন্মিয়া বড় গাছকে আশ্রয় করে। ফল ফুটিলে সমস্ত বন আমোদিত হয়। গাছে উঠে বলিয়া কাঠমল্লিকা।

বনমেথি—[স° বনমেথিকা ; প° সিঞ্জি] এক প্রকার আগাছা, melilotus indica, ইহার ফুল সাদা, শীতের সময় ফুল হয়, পরে ফল। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

বনযোয়ান—[স° বনযমানী] বন জোয়ান, seseli indicum. সরল বর্ষজীবী ঔষধি। ৪-১২ ইঞ্চি উচ্চ। অনেক শাখা আছে।

বনরিঠা—[তে° শিকে-কেই, গোণ্ড], acacia concinna.

বনলবঙ্গ—[সং ভুলভঙ্গ, বল্লভীভঙ্গ ; হিং বনলাউংগ ; মং পানলবঙ্গ ; তাং নিরক্করাম্বু] বর্ষজীবী গুল্ম-জাতীয় গাছ, jussiaea suffruticosa. বহুশাখাবিশিষ্ট, ফল দেখিতে লবঙ্গের ন্যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়। বঙ্গদেশে আর্দ্র ভূমিতে জন্মায়। ফুল পীত বর্ণ, লম্বা। কেহ কেহ লাল-লবঙ্গ বলে।

বনশণ—crotalia verrucosa.

বনশুলফা—[হিং পীতপাপড়া ; কং পর্পটিক ; গৌড়—ক্ষেতপাপড়া] বিস্তৃত বর্ষজীবী গুল্মবিং; fumaria parviflora. ফুল দেখিতে গোলাপ ফুলের মত। ফুলের অগ্রভাগ বেগুনে রংয়ের। শীতকালে ধানক্ষেতে দেখা যায়।

বনশূরণ—বনওল ॥ রাজনিং ॥

বনসফেদপই—basella alba.

বনহরিদ্রা—বনহলদী, শুঁটি, curcuma aromtaica ॥ বেলং ॥, c. zedoaria.

বনামল—ফলবিং ; carissa carandus.

বনালিকা—সূর্যমুখী, heliotropium indicum.

বন্দা, বন্দাকা, বন্দার—পরজীবী লতা, epidendrum tessellatum.

বন্ধুজীব—[সং বন্ধুক ; হিং গেজুলিয়া, দোপারিয়া, ; তাং নাগাপ্পু] বাঁধুলি ফুল, দুপুরেমণি, কাঠলতা, দোপাটি, pentapetes phoenicea lin, পর্যায়—ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যান্দিন, রাগপুষ্প, হরিপ্রিয়। ছোট উদ্ভিদ, লোমযুক্ত।

বন্ধুক—বাঁধুনী ফুল, pentaptera tomentosa.

বন্ধুলি—বাঁধুলি ফুলের গাছ ও ফল। রক্তবর্ণপুষ্প বৃক্ষ। বন্ধুজীবক। ইহা বেলা দ্বিপ্রহরে ফোটে ও বৈকালে শুকায় বলিয়া হিং-তে দুপহরিয়া বলে। শাদা, কাল, পীত ও লাল বর্ণ ভেদে চার প্রকার।

বন্যোপোদকী—বনপুঁই ॥ রাজনিং ॥

বপুষ্টমা—পদ্মচারিণী লতা, hibiscus mutabilis.

বয়ড়া—বহেড়া দ্রং।

বরই—[সং বদরী] বদরী দ্রং।

বরক—ধান্যবিং। চীনাধান ॥ রাজনিং ॥

বরচন্দন—দেবদারুবৃক্ষ।

বরমাল্লা—কোজোবৃক্ষ, callicarpa arborea. ছোট নাগপুর, উত্তর প্রদেশ, বিহারে জন্মায়।

বরা—cissampelos hexandra.

বরুণবৃক্ষ—[সং অশ্মরীয়, শ্বেতদ্রুম ; হিং বরণ, বরবন্না, বরুণা ; কো° বন্যার গাছ ; মা° বায়বরণা ; গুজ° বরণো, বায়বরণা ; তা° নরুভল, সাবিলিঙ্গমরম, উশাকমনু ; ও° বরুণ ; গুজ° বরণো, বায়বরণা ; তে° উসিকি] উচ্চবৃক্ষবি°, crataeva religiosa, capparis trifolia, cap. roxb., evasia longifolia. ত্রিপত্র, ফুল শাদা, ফল কয়েত বেলের মত। প্রায় গোল, আকৃতি তার চেয়ে ছোট, ফুল বড় বড়। ঈষৎ হলুদ রঙ, পাতা ও মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। বহু বীজযুক্ত। পর্যায়—শ্বেতপুষ্প, তিক্তশাক, কুমারক, শ্বেতদ্রুম, সাধুবৃক্ষ তমাল, মারুতপহ।

বণপ্রসারণ—অগরু দ্র°।

বর্ধমানবৃক্ষ—এরণ্ডবৃক্ষ, ভ্যারাণ্ডা গাছ।

বর্বটি, বর্বটী—[ইং cow pea ; সং রাজমাষ, বর্বটি] vigna catjang, dolichos sinensis.

বর্বর—কালো বাবুই গাছ ॥ রাজনি° ॥

বর্বুর, ববুল, বাবুল—(সং দীর্ঘ কণ্টক, তীক্ষ্ণকণ্টক, সূক্ষ্মপত্র, পীতপুষ্প) বাবলা গাছ ॥ রাজনি° ॥

বমী—[ইং smoth garlic pear] cratoera tapia.

বর্ষাভূ—পুনর্নবা শাক।

বর্হ—গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ।

বলদ—ক্ষেতপাপড়া, জীবক (?)।

বলপাণ্ডুকর—কুন্দবৃক্ষ।

বলমোটা—(চলিত) জয়ন্তীগাছ।

বলসম্ভব—যষ্টিক ধান্য।

বল্বজা—তৃণবি° ॥ রাজনি° ॥

বলা—[হিং খিরেটী, বরিয়ার ; অ° সরুশোণ, বরিয়াল ; ক° বেণে গরগ ; গুজ° বলদানা, খরেটী] বালা, বেড়েলা, বাড়িয়ালা, paritium tertuocum, sida cordifolia. ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। পাতা ১/২-২ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাতা পানের মত এবং সূক্ষ্ম রোমশ। ফুল পীতবর্ণ ॥ রাজনি°, ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—বাট্যালক, সমঙ্গা, উদাদকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, ক্ষরকাষ্ঠিকা, ভদ্রবলা, মোটা, পাটী, বলাঢ্যা, কল্যাণিনী, বলা ॥ রাজনি° ॥ প্রকারভেদ—(১) অতিবলা—[হিং কংকী, ককহিয়া ; কো° আঠার মামুড়ুকি ; ম° বিকঙ্কতী, আকই ; গুজ° খপাট্য ; ক° মুদুরুবে] পেটারি,

বাতাবীলেবু—[সং মধুজম্বীর ; হিং বাতাভিনেবু, সাদাফল ; পং চকোত্র ; তেং এদাপান্ত ; গুজং কোট্টু] বড় জাতীয় লেবু citrus decumara. গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ফল তালের ন্যায় ; ছাল পুরু, শাঁস লাল ও সাদা, মিষ্ট বা অম্ল। পর্যায়—মধুজম্বীর, মধুজম্ভ, মধুরজম্ভল, শঙ্খপ্রাবী, শর্করক। ইহার আদি বাস মালয় উপদ্বীপ ও পলিনেশিয়া। বঙ্গদেশে সর্বত্র জন্মায়।

বাতারি—লোহিত এরণ্ড।

বাতোলা—গোজিহ্বা লতাবিং।

বাদাম—[সং বাতাদ] প্রকারভেদ—১ চীনে বাদাম—[সং বুকানক ; হিং মুগফলি ; গুজং ভোয়া-চেনা ; মং ভুই-মুগ ; তাং বার্ক-দলাই] arachis hypogaea. ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। আমেরিকার গাছ। বর্ষজীবী লতানে-জড়ানো লতা। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। ২ হিজলী বাদাম—[হিং কাজু ; মং কাজু, কাজুরি ; তাং কোলামারা, মুণ্ডিরি] কাজু বাদাম, anacardium occidentale lin. চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারি গাছ। কঠিন আবরণ ত্রিপল মোটা বাদাম। উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, গোয়া, আন্দামান, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। এই গাছ আমেরিকা হইতে পর্তুগীজরা এখানে প্রথমে আনে। এই গাছের বীজের রস হইতে মদ ও ফল হইতে এক রকম আলকাতরা (tar) তৈয়ারি হয়—যা নৌকায় মাখাইলে পোকা ধরিতে পারে না। পর্যায়—বাতাদ, বাতবৈরী, নেত্রোপমফল। ৩ বনবাদাম—জঙ্গলী বাদাম, পাতবাদাম—এরই নাম বাতাদ। ৪ কাগজীবাদাম—কাবুলীবাদাম।

বানরাঘাত—লোধবৃক্ষ, syplocos racemosa.

বানরী—[ইং cowage] আলকুশী গাছ। আলকুশী দ্রং।

বানল—তুলসীবৃক্ষ।

বানীর—বেতস গাছ॥ রাজনিং॥

বানেয়—সুগন্ধি তৃণবিং।

বাম্তিদ—কতিউকী ওষধিবৃক্ষ, wrightea antidysenterica.

বান্দর লাঠি—সোন্দাল গাছ; cassia fistula.

বান্ধুলি—বন্ধুলি দ্রং।

বাবুচি—[সং বাকুচি ; হিং বাবচি

বাবচি ; বো° বাওয়াচি ; তা° কর্পোকরিশি ; তে' কর্-বাগ] লতাকস্তুরী, বাবচি, psoralea corylifolia. শিম্বীআদিবর্গের গাছ। ভারতের সমস্ত স্থানে জন্মায়। এর বীজ আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে।

বাব্‌লা—[স° বর্বুর ; হি° বাবুর, বাবুল, কিকর ; বাবলা ; তে° নাল্ল-তুম্মা ; তা° কারুভেলম ; ম° বাবুল ; গুজ° বাডল ; সাঁওতাল গরুর ; ইং indian gum arabic tree] বাবুল, acacia arabica. মাঝারি গাছ, ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। শাখা সরল, শাখায় কাঁটা থাকে। কাঠ ধূসরবর্ণ, ভেতরের কাঠ লাল আভাযুক্ত শাদা। শীতকালে ফুল ও ফল হয়। পর্যায়—বর্ধুর, যুগলাক্ষ, তীক্ষ্ণকণ্টক, কন্টালু, গোশৃঙ্গ, পংক্তিবীজ, দৃঢ়বীজ, কফান্তক, অভাভক্ষ্য ॥ রাজনি° ॥

বাবুইতুলসী—তুলসী দ্র°।

বাবুল—বাব্‌লা দ্র°।

বামন—বৃক্ষবি°। alangium hexapetalum.

বামনহাটি, বামুনহাটি—[স° ব্রাহ্মণযষ্টি, ভাগী, বাতারি, কাসজিৎ ; হি° রাবঙ্গী ; গুজ°, ম° ভারঙ্গী ; সিংভূম—সিরিতেক] ব্রহ্মযষ্টি, clerodendron siphonanthus, c. indica. গুল্মবি°। ৪-৮ ফুট লম্বা। বঙ্গদেশে পতিত জমিতে, জঙ্গলের কিনারায় জন্মে। কুমায়ুন ও দক্ষিণ ভারতেও জন্মে। পর্যায়—ভাগী (ভাংগা), গর্দভশাক, ফঞ্জী, অঙ্গারক বল্লরী, বর্ষা, দূর্বা, বর্বর, ভৃঙ্গজা, পদ্মা, যষ্টি, কাসজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্টা, শাকমাতা ॥ রাজনি° ॥

বামাপীড়ণ—বৃক্ষবি°, salvadora persica.

বামাবর্তা—আঁতমোড়া গাছ।

বারণবুষা—কলা।

বারবুষা—কলা।

বারিকণ্টক—জলজচারা, pistia stratiotes, ২ trapa bispinosa.

বারিকুব্জ—জলজচারা।

বারিচত্বর—জলজচারা।

বারিদ্র—ছাতুক, cuculus melanoleucos.

বারিপর্ণী, বারিপ্রশ্ন—জলজচারা।

বারিবদন—ফলবি°।

বারিবদরা—চারাবি°, flacourtia cataphracta.

বার্তাকী; বার্তাকু—[ইং egg plant] বেগুন; solanum melongena.

বাল—১ সুগন্ধি তৃণ, ২ নারিকেল।

বালতনয়—খদির দ্র°।

বালপত্র, বালপত্রক—খয়ের।

বালপুষ্পী—যূথিকাবি°, jasmine auriculatum.

বালা—[সং হ্রীবের, বালক] pavonia odorata willd. ১ যূথী, ২ নারিকেল, ৩ ঘৃতকুমারী ॥ আপ্° ॥

বালুক, বালুকী—শস্য-বি°।

বালুঙ্কী, বালুঙ্গী—শশাবি°।

বালেয়—চারাগাছ, siphonanthus indicus.

বালেয়শাক—চারা-বি°।

বাশা, বাসা—চারাবি°; বাসকগাছ।

বাসক—[সং বৈদ্যমাতা; হিং উদি সম্বলু] বাসক নামক পুষ্প বৃক্ষবি°; justicia gendarussa. ইহার পাতাগুলি চওড়া বল্লমাকৃতি। ডাঁটাগুলি হ্রস্ব। পাত ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১/২ ইঞ্চি চওড়া। গুঁড়ি সরল। প্রকারভেদ—রক্তবাসক—j. rubrum. বাসকের মত সাধারণত দেখা যায় না। কুচবিহার, দার্জিলিংএ প্রচুর পরিমাণে হয়। ফল লাল, পাতা মোটা, লম্বা ও খুব সবুজ। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

বাসন্ত—চারাগাছ, vangueria spinosa, লতানে gaertnera racemosa.

বাসন্তী—মদনবৃক্ষ, মাধবীলতা, নবমল্লিকা, যূথী।

বাস্তুক, বাস্তূক—বেতুয়া নামক শাক, বেথোশাক ॥ রাজনি° ॥, chenopodium album. ৭

বাহস—শাকবি°, marsilia dentata ॥ উইল° ॥

বাহারীকন্দ—[সং শূকরী বা বরাহীকন্দ; হিং গেঠী; তে° পাচিতোকে; বো° ডুকরকল] কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ, tacea integifolia.

বাহ্লিক, বাহ্লীক—১ কুমকুম গাছ, ২ হিন্দু [ইং asafoetida]।

বিকঙ্কট—চারাবি°, ruollia longifolia.

বিকন্টক—গোকন্টক নামক বৃক্ষবি°।

বিকিরণ—asclepias gigantica.

বিছুটি—[সং বৃশ্চিকালী, বিষণী ; হিং বহরটা ; মং বৃশ্চিকালী] গুল্মবিং ; targia involucrata. ঘনশাখাযুক্ত ; ৪-৫ ফুট উচ্চ। বঙ্গদেশের সর্বত্র, পতিত জমি ও বেড়ার ধারে জন্মায়। পর্যায়— বিষাণী, বিষঘ্নী, নেত্ররোগহা ; উষ্ট্রিকা ; খলিপর্ণী, দক্ষিণবর্তকী ; ভাস্বরপুষ্পা, ক্ষীরবিষণিকা ; স্বর্ণপুষ্পা ॥ রাজনিং ॥

বিট্‌খদির—বিষ্ঠার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত খদিরবিং। গুয়েবাব্‌লা।

বিডুর—বেতবিং, calamus rotang.

বিড়ঙ্গ, বিরঙ্গ—[সং বিড়ঙ্গ ; হিং বারেংগ, বাবিরাঙ্, বারবিড়ং ; ওং বাবুরংগে ; বোং কারকানিক ; তাং বায়ুবিলংগন] লতাবিং। embelia ribes. নামান্তর— কৃমিঘ্ন। ৮

বিতণ্ড—nerium odorum.

বিতুন্ন—শাকবিং, marsilia quadrifolia.

বিদার—চারাবিং, hedysarum gangeticum.

বিদারী—ভুঁইকুমড়া, tricosanthes cordata.

বিদ্যা—বৃক্ষবিং, premna spinosa.

বিদ্যাদল—ভোজপত্র গাছ।

বিনদ—বৃক্ষবিং ; echites scholaris.

বিনয়—চারাবিং, sida cordifolia.

বিপর্ণক—পলাশ গাছ ; butea frondosa.

বিমর্দ—চারাবিং ; cassia esculanta.

বিভীতক—বহেড়া, বয়ড়া।

বিম্ব, বিম্বিকা—তেলাকুচা।

বিম্বট—[হিং সুহোতা, তোতিয়া] sinapis dichotoma, rox.

বিম্বু—সুপারি গাছ, areca faufel.

বিরণ—সুগন্ধি তৃণ।

বিললা—চারাবিং।

বিলাতী ঝাউ—[হিং জঙ্গলি সারু ; তেং ইরন্ডা ; তাং সাবুক্কু পাট্টাই] casuariniae equisetifolia.

বিলাতী বেগুন—[হিং বিলায়তি বায়গুন ; ইং tomato] টমেটো, lycopersicum coculentum.

বিলাতী মেন্দী—[তাং কুলিনভল্ ; ওং হবুলাস ; পং হাকালাল] গুল্মজাতীয় গাছ, myrtus communis. ফল মটরের ন্যায়, বেগুনে রং বিশিষ্ট।

বিলিম্ব—[সং বিলিম্ব ; হিং বেলাম্বু, ছোট গাছবিং, averrhoa

bilimbi, বঙ্গদেশে সর্বত্রই দেখা যায়।

বিল্ব—[সং বিল্ব ; হিং শ্রীফল, বেল ; মং বেল্, বিলিন্ফল ; গুজং বিল্ ; তেং মারেডু ; তাং ভিলভ পজম্ ; কং বেল্লবন ; ইং bengal quince] বেল, aegle marmelos corr. বড় বৃক্ষ, হিন্দুদের পবিত্র বৃক্ষ। ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। ত্রিপত্র যুক্ত পাতা গ্রীষ্মকালে ঝরিয়া যায়। ফুল ঈষৎ সবুজ শ্বেতবর্ণ, ফল বড় গোলাকার, পাকা বেল সুস্বাদু। ভারতে প্রায় সকলস্থানে জন্মে—বঙ্গদেশে ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে হয়। পর্যায়—বিল্ব, শল্য, হৃদাগন্ধ ত্রিশাকপত্র, ত্রিশিখ, শলাটু, শাণ্ডিল্য, শ্রীফল, শিবদ্রুম, শৈবপত্র, শিবেষ্ট, শৈলুষ, পত্রশ্রেষ্ঠ, গন্ধপত্র, দুরারুহ, কর্কটাহ্ব, সৎফলদ, সদাফল, সমীরসার, সুভূতিক ॥ রাজনিং ॥

বিশল্যা—১ গুল্মবিং menispermum cordifolium, ২ দন্তী, croton polyandrum., ৩ তেউড়ী, convolvulus turpethen.

বিশাখ—চারাবিং, momordica charentia.

বিশাখজ—কমলালেবু।

বিশালত্বক—বৃক্ষবিং।

বিষঘ্ন—বিশনাশকারক শাকবিং,।

বিষধর্মী—[ইং cowhage] আলকুশী গাছ, carpopogon pruiens.

বিষনাশন—mimosa sirisa.

বিষনুদ—bignonia indica.

বিষপুষ্প—চারাবিং, vangueria spinosa.

বিষমুষ্টি—কড়াসিঙ্গে বা বিষদোড়ি নামক ক্ষুদ্র গাছ।

বিষহন্ত্রী—অপরাজিতা।

বিষানিকা—মেষশৃঙ্গী।

বিষ্ণুক্রান্তা—পুষ্পবৃক্ষবিং। অপরাজিতা, clitoria ternatea.

বিষ্ণুগন্ধী—[হিং শঙ্খপুষ্পী ; তাং বিষ্ণুকরণ্ডী ; তেং বিষ্ণুকরণ্ডা ; সাঁওতাল—তাণ্ডীকো-দেবাহা] বিষ্ণুকান্দী, বিষ্ণুগন্ধি, evolvulus alsinoides. বর্ষজীবী গুল্মবিং। বহুশাখাবিশিষ্ট। পাতা ছোট ও বড় দুই রকমের হয়। ফুল নীল বা শাদা। বর্ষার শেষ হইতে শীত অবধি ফুল ও ফলের সময়। ভারতে সর্বত্রই ঘাসের সঙ্গে জন্মায়।

বিষ্ণুবল্লভা—echites carryphyllata.

বিসপ্রসূন—পদ্ম।

বিহিদানা—[হি° বিহিদানা ; তা° সিমাইয়া-মাদলা ভিরাই ; কাশ্মীর-বামসুতু] বহু বক্রাকৃতি শাখাযুক্ত বৃহৎ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। ভারতে হিমালয় প্রদেশে জন্মায়। cydonia vulgaris. আদি জন্ম—ইউরোপ, আমেরিকা। ভারতে হিমালয় প্রদেশে চাষ হয়। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পুড়িয়া যাইলে বেলেস্তারার প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়॥ ডাইমক॥

বীজক—বিজয়াসার নামক বৃক্ষ।

বীজতাড়কা—[স° বৃদ্ধদারক ; হি° বিধারা, কালা-বিধারা ; ম° দোনি কান্তি ; গুজ° বরধারো ; ক° এরণ্ডমুন্টে ; তা° সমুদ্রপচাই] বহুদূর ব্যাপী বৃক্ষারোহী জড়ানো লতা, argyreia speciosa, lettsomia nervosa, লতার গায়ে সুন্দর পশমের মত নরম ও শাদা লোম আছে। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। ফুল গোলাপী সুগন্ধী। পর্যায়—বৃদ্ধদারক, আবেগী, জুঙ্গক, দীর্ঘবালুক, বৃদ্ধ, কোটরপুষ্পী, অজান্ত্রী, ছাগলান্ত্রিকা॥ রাজনি॥ বঙ্গদেশে বহু স্থানে জন্মায়।

বীজপুর—ট্যাবালেবু।

বীটিকা—সুপারি গাছ।

বীতশোক—অশোকবৃক্ষ।

বীনা—[স° তুরবা ; হি° বীনা ; তে° নাল্লামোড়া ; ম° মডাই-পাট্টাই ; সিন্ধু—তিম্মার] বীণা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, avicennia officinalis. গাছ প্রায় ২৫ ফুট উঁচু। পাতা সাড়ে ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া আধ ইঞ্চি। পাতার নীচে লোম। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। সুন্দরবন, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে জন্মায়।

বীর—১ কলা গাছ, ২ আতিষবৃক্ষ।

বীরণ—সুগন্ধি তৃণবি°।

বীরতরু—১ অর্জুনবৃক্ষ, ২ গুল্মবি°।

বীরবক্ষ—অর্জুনবৃক্ষ।

বীরভদ্রক—সুগন্ধি তৃণবি°।

বুকানক—চিনাবাদাম, arachis hypogea.

বৃক—বকপুষ্প গাছ।

বৃক্ষক—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°; wrightea antidysenterica.

বৃক্ষনাথ—বটবৃক্ষ।

বৃক্ষরুহ—পরজীবী বৃক্ষ, cymbi-

dium tessalloides.

বৃক্ষাদ—১ বটবৃক্ষ, ২ পিপুলগাছ।

বৃক্ষাদনী—১ পরজীবী গাছ; ১ গুল্মবি°।

বৃক্ষোৎপল—১ খয়ের, ২ কর্ণিকার-বৃক্ষ।

বৃত্তগুণ্ড—তৃণবি° ॥ রাজনি° ॥

বৃদ্ধদারক—[স° বৃদ্ধভাড়ক, বৃদ্ধদার ; হি° বিধারা] বিস্তারক, বীজতাড়ক; argyreia speciosa. লতাবি°। কোন গাছকে মাটি থেকে আশ্রয় করে উঠে, কচিপাতা জোড়া ভাবে থাকে, বড় হলে খুলে যায়। পাতাগুলি পানের মত। পেছনে সাদা ছোট ছোট লোম থাকে। শরৎ-কালে ফুল, হেমন্তকালে ফল হয়।

বৃদ্ধবিভীতক—আমড়া, অম্রাতক, spondias magnifera.

বৃন্তাকী—বেগুন দ্র°।

বৃশ্চিক—কণ্টকময় গুল্মবি°, vanguiria spinosa.

বৃশ্চিকা, বৃশ্চিকপ্রিয়া—শাকবি°; basella rudra.

বৃশ্চিকালী—বিছুটি গাছ।

বৃষ—ঋষভ নামক ওষধি লতা।

বৃষকর্ণী—গুল্মবি°। সুদর্শনা নামক লতা।

বৃষগন্ধা—ছাগলবেল গাছ।

বৃষপচী—ইন্দুরকানি পানা।

বৃষপর্বা—তৃণ।

বৃষ্যা—১ শতাবরী ২ আমলকী।

বৃহজ্জীবন্তী—স্বনামধন্য বৃক্ষবি°।

বৃহৎ কাল শাক—গুল্মবি°।

বৃহৎকাশ—কাশতৃণ।

বৃহতিকা—ছোট বেগুন; বার্তাকী।

বৃহতী—[হি° বরহণ্টা, কটাই, বাড়ী খাতাই ; ক° হেগগুল্লু ; ম° থোর ভোবলী ; তে° কুকমাচী ; তা° চেরুবুট] ব্যাকুড়; solanum indicum lin. গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। ১—৬ ফুট উচ্চ। গাছ অনেক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, পাতা পাৎলা। ছোট। সারা বছর ফুল ও ফল হয়। পর্যায়—বৃহতী, মহাতি। ভ্রান্তা, বার্তাকী, ভণ্টাকী, বহুপত্রী, বনবৃন্তাকী। প্রকারভেদ —১ গোধিনী। পর্যায়—সর্পতনু ক্ষবিকা, পীততণ্ডুলা, পুত্রপ্রদা; বহুফলা। ২ শ্বেতবৃহতী—পর্যায়—শ্বেতা; শ্বেতমহোটিকা; শ্বেতসিংহী, শ্বেতফলা; শ্বেত-বার্তাকিনী, শ্বেতবৃহতী।

বেগপুরা—[স° মাতুলঙ্গ ঃ হি° দোঙ্গন নেবু ; ম° মহানুঙ্গ ; গুজ° গীজোরু

-লিম্বু ; তে° মাঠোফল-পুচেট্টু] ট্যাবালেবু। ছোলঙ্গ লেবু, citrus medica lin বহুশাখা-বিশিষ্ট ছোট গাছ। পর্যায়—বীজপুর, রুচুক, ফলপুরক, মাতুলঙ্গ ॥ ভাবপ্র° ॥ আদি জন্ম—পূর্বএসিয়া।

বেগুন—[স° বার্তাকু। বঙ্গন, বাতিঙ্গন ; বৃন্তাক ; হি° বায়গন, ভটা, বহ্গন, ভণ্টা ; ম° বাংগে ; গুজ° বিংগনি ; ক° বদনে ; তা° কুত্থিবেকই ; ও° বাইগুন ; অস° বেঙ্গনা ; ই° brinjal] কাঁটাযুক্ত বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ, solaum melongena lin, গাছ ২—৪ ফুট উচ্চ, পাতার ডালে কাঁটা আছে। কখনও কখনও কাঁটা হয় না। পাতা ৩—৬ ইঞ্চি দীর্ঘ। সারা বৎসরেই বেগুনের ফুল ও ফল হয়। প্রকারভেদ—১ কুলি বেগুন—লম্বা, সরু প্রায় বাঁকা, s. esculanta dunol. গাছ বেগুনের গাছের ন্যায়। ২ গোঠবেগুন—[স° গোষ্ঠ বার্তাকু ; অস° হাকুভী ; তা° সুন্দাই ; তে° কোন্দাভুণ্টি ; মা° কাট্টচুন্টা] ৩ শ্বেতবেগুন—মুর্গীর ডিমের মত মত শাদা বেগুন। গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ৮—১২ ফুট উচ্চ। বঙ্গদেশে রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের ধারে জন্মায়। ৪ রাম বেগুন [স° গর্ভদা : তা° আনাই-চুণ্ডাই ; তে° মুলাকা ; মা° আনাট চুণ্টা] ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ, s. ferox lin. গাছ বেগুন গাছের মত ও কণ্টকিত। ডাটায় কাঁটা আছে, ২—৪ ফুট উচ্চ। পাতা ঘন ও শক্ত লোমযুক্ত। পাতা ত্রিকোণকৃতি ও খণ্ডিত। শীত-কালে ফুল ও ফল হয়। পর্বতীয় প্রদেশে, চট্টগ্রামে, হুগলি, হাওড়ায় দেখা যায়। ৫ বীচে বেগুন—পাকা বীজবহুল বেগুন। ৬ মুক্তকেশী—গোল লালাভ নীলবর্ণ বেগুন। ৭ বিলাতি বেগুন—টমেটো।

বেজানী—ওষধিবৃক্ষ। serratula anthelmintica.

বেড়গাছ—কাঁটা বাঁশ।

বেড়েলা—বলা দ্র°।

বেণা, বেনা—[স° উশীর, ধারণ ; হি° খস্ ; ম° বালা ; ক° বাল-দেবের ; তা° ভোট্টভার ; তে° বাট্টবেল্লু ; মা° ভোট্টভার] খসখস।

andropogon squarrosus lin কাণ্ড ২—৩ ফুট। শিকড় দেখিতে হাঁসের পালকের মত। পাতা ২—৩ ফুট সরু; অগ্রভাগ লম্বা। শিকড় গ্রীষ্মকালে দরজায় ঝুলইয়া তাহাতে জল দিলে ঘর শীতল হয়। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। বঙ্গদেশে বালুকাময় নদীর ধারে ও নীচু স্থানে হয়। পর্যায়—উশীর, মৃণাল, জলবাস, হরিপ্রিয়, বেণী-গমূলক, শিতিমূলক, রণপ্রিয়, বারণ, জলবাস ॥ রাজনি° ॥

বেণার—[স° অরিষ্ট, কোনল, রীঠা-কীঞ্জ; ইং soap-berry] রীঠাগাছ।

বেণু—বাঁশ।

বেণুকক্কর—কণ্টকময় চারা; বাঁশের কোড়া, করীর, করীল।

বেণুপত্রী—বাঁশপত্র চারাবি°।

বেত—[স° অভ্রপুষ্পবেতস; হি° বেংত; ম° বেডিসু, খোরবেত; ক° বেতসু; গুজ° নেতর; তে° পীরারুবা] বেত্র গাছ, বেতাগাছ calamus viminalis willd. বেতগাছ বঙ্গদেশের সর্বত্র গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে হয়। প্রকারভেদ —ছাঁচিবেত—[স° যোগিদণ্ড, সুদণ্ড; ম° বেত] লতানে উদ্ভিদ। কড়ে আঙ্গুলের মত মোটা। গাছে কাঁটা আছে। বেত কখন কখন ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয়। লম্বা বেতক rattan বলে। পর্যায়—বেত্র, যোগিদণ্ড, মধুপচক ॥ রাজনি°॥

বেতস—বেত গাছ।

বেতোশাক—[স° বাস্তুক; হি° বড়ো-বথুয়া; ম° চিবিল; গুজ° চীল, টাংকো, তে° পাপ্পুকুরা; তা° পারু পুকিরাই] গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, chenopodium album lin. ১—৩ ফুট উচ্চ। বঙ্গদেশে; হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে ও আলুর জমিতে জন্মায়। পঞ্জাব ও হিমালয় প্রদেশেও হয়।

বেল—বিল্ব দ্র°।

বেল (ফুল)—[স° বল্লিকা, বার্ষিকা; হি° চাম্বা, মতিয়া, মুগ্রা; তা° মল্লিগাই; তে° বন্দুমল্লি; মা° মুল্লা; বো° বটমোগরা; ক° দুন্দুভিমল্লিগে] বেল, মতিয়া, বনমল্লিকা, jasminum sambac ait. লতানে গাছ, বনে জন্মায়। বাগানেও চাষ হয়, ৩-৪ ফুট উচ্চ।

ফ্ল শাদা; স্গন্ধযুক্ত, ফ্লে অনেক পাপড়ি থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফ্ল ও ফল হয়। পর্যায়—বল্লিকা, মোদিনী, বট-পত্রা, কুমারিকা, স্গন্ধাঢ্যা, বৃত্ত-পুষ্পা, মুক্তাভা, বার্ষিকা, ত্রিপুটা, সুলভা, ত্রস্রা।

বেলা—[স° মল্লিকা, বল্লী] মল্লিকা জাতীয় ফুলবি°। বেলার গন্ধ হইতে তীব্রতর। বোঁটা স্থূলতর ও পুষ্পদল অধিক পুরু।

বেলি—পুষ্পবি°, jasmine.

বেলেড়া—অতিপত্রা দ্র°।

বেল্লজ—গোলমরিচ, piper nigrum.

বৈঁচ—[স° স্বাদুকন্টক ; হি° কট্টার, কাট্র, বঞ্জ ; তে° কনুরেগু, পদ্মক-নরু ; ক° হলমাইকা ; ও° বনচ কুড়ি ; প° কুকোয়া] বঁইচি, বৈচ, flacourtia indica mer. ছোট লম্বা গুল্মবি°। পাতা নরম, গাছে লম্বা ও ছোট কাঁটা আছে। পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া কিছু কম। পাতার কিনারা করাতের দাঁতের মত। ফুল ছোট, ফল গোলাকার। ফল মিষ্ট। বিহার, বঙ্গ, ছোটনাগপুরে, উড়িষ্যার সাধারণ জঙ্গলে জন্মায়। ২ [স° বিকঙ্কত ; হি° কন্দাই ; তে° কজম্ ; কালরেণ্ড ; প° খটাই] ছোট কাঁটাযুক্ত বোঁচবৃক্ষ, f. sepiaria rox. ফল মটরের ন্যায়, একটু লম্বাকৃতি গোল। গ্রীষ্ম-কালে ফল পাকে। অম্লমধুর। সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে। পর্যায়—বিকঙ্কত, ব্যাঘ্রপাদ, গ্রন্থিল, কন্ঠ-পাদ, বহুফল, গোপঘোণ্টা, স্রুবদ্রুম, মৃদুফল, দণ্ডকাষ্ঠ, যজ্ঞায়, ব্রহ্মপাদপ, পিণ্ডরোহিণক, পূত। কিঙ্কিনী ॥ রাজনি° ॥

বৈজয়ন্ত—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°।

বৈজয়ন্তিকা—জয়ন্তবৃক্ষ।

বৈশ্রবণাবাস—ডুমুর গাছ, আঞ্জীর গাছ।

বোর—[স° বোরক] তৃণধান্যবি°, এই তৃণের দ্বারা মাদুর তৈয়ারী হয়।

ব্যাকুড়—বৃহতী দ্র°।

ব্যাঘ্রপাদ—বৈঁচ।

ব্যাঘ্রবৃক্ষ—রক্তএরণ্ড গাছ।

ব্যাটালক—বেড়েলা।

ব্রণহ্ব—এরণ্ডবৃক্ষবি°।

ব্রণহা—লতাবি°; menispermum glabrum.

ব্রততি—লতানে গাছ।

ব্রহ্মকমল—পাহাড়ী ফুল, সাধারণত

পাহাড়ীরা বলে বরফের ফুল, saussurea obvallata, হিমালয়ের সাধারণত ১২-১৩ হাজার ফুট মধ্য ব্রহ্মকমল দেখা যায়। মাটি থেকে ৩-৪ হাত উঁচু। একটা গাছের ডাঁটাতে মাত্র একটি করে ফুল হয়। ফিকে হলুদ রঙের বেশ বড়, মিষ্ট। এর পাতা অনেকটা আনারসের পাতার মত। গাড়োয়াল, কেদার বদরীতে এবং ওখানকার আরও মন্দিরে এই ফুল দিয়ে পুজো হয়ে থাকে। সাধারণত জুলাই-আগস্ট মাসে ফুল হয়।

ব্রহ্মকুশা—অজমোদা। বান্ধুলী।

ব্রহ্মকোশী—অজমোদা।

ব্রহ্মগর্ভ—আদিত্য।

ব্রহ্মচারিণী—১ বারুণীবৃক্ষ, ২ ব্রাহ্মী শাক।

ব্রহ্মজটা—দমনকবৃক্ষ।

ব্রহ্মণ্য—[ইং mulberry tree] তুঁত গাছ, morus indica.

ব্রহ্মণ্যাদি—১ মুঞ্জতৃণ, ২ তুঁতবৃক্ষ, ৩ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ।

ব্রহ্মত্বচ—১ সপ্তবর্ণ ২ বামনহাটি।

ব্রহ্মদণ্ড—ব্রহ্মযষ্টি।

ব্রহ্মদণ্ডী—অজদণ্ডী, বামুনহাটি গাছ।

ব্রহ্মদর্ভা—চারাবি°, ligusticum ajwaen.

ব্রহ্মদারু—তুঁত গাছ। পর্যায়—নন্দন; পুষ, ক্রুম; যুষ, পুগ।

ব্রহ্মপাদপ—পলাশবৃক্ষ, ২ বৈঁচ গাছ।

ব্রহ্মবধূ—অর্কবৃক্ষ।

ব্রহ্মবৃক্ষ—১ ব্রহ্মযবর্চলা; ২ আদিত্য-ভক্তা, ৩ ব্রাহ্মীশাক, ৪ পলাশবৃক্ষ।

ব্রহ্মাদনী—লজ্জালুকা ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

ব্রহ্মাদি—১ সুরমা, ২ সোমবল্লী; ৩ ব্রহ্ম-চারিণী, ৪ বামুনহাটি।

ব্রাহ্মী—[সং ব্রাহ্মী ; হি° শ্বেতচামলী; ব্রাহ্মী ; তা° নীরব্রাহ্মী ; তে° সাম-বাণীচেট্টু ; ম°, গুজ° ব্রাহ্মী ; সিংভূম—লুনুবিল ; বো° বামব্রাহ্মী] লতানে উদ্ভিদ। ভিজা মাটিতে বাড়ে ও গাঁট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড নরম ও রসযুক্ত, গায়ে সূক্ষ লোম। ফুল ফিকে নীলবর্ণ ও শাদা। শিরাগুলি বেগুনে, গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। সমস্ত গাছ তিত। বঙ্গ-দেশের বহু স্থানে, নদী ও পুকুরের ধারে ভিজে মাটিতে জন্মায়। প্রকারভেদ—১ বামন-হাটি, ২ সোমলতা, ৩ মহাজ্যো-তিষ্মতী, ৪ বাড়াহী, ৫ হিঞ্চেগাছ।

[ভ]

ভক্ষপত্রা—নাগবল্লী।

ভক্ষ্যালাবু—রাজালাবু।

ভগবদ্দ্রুম—মহাবোধিবৃক্ষ।

ভঙ্গবাসা—হরিদ্রা।

ভঙ্গা—ভাঙ, cannabis sativa.

ভঙ্গুরা—১ অতিবিষা, ২ প্রিয়ঙ্গু।

ভঞ্জন—অর্কবৃক্ষ।

ভঞ্জরু—দেবকুলোদ্ভূত তরু।

ভটা—রাখালশশা।

ভণ্টক—মারিষক্ষুপ।

ভণ্টা—১ চিঞ্চোটক, ২ বার্তাকু।

ভণ্টাকী—১ বার্তাকী, solanum melongena, ২ বৃহতী, ৩ বৃন্তাক।

ভণ্টুক—শ্যোণাকবৃক্ষ।

ভণ্ডিকা—মঞ্জিষ্ঠা, rubia manjith, rox.

ভণ্ডির—শিরীষবৃক্ষ। mimosa sirisha.

ভণ্ডিল—শিরীষবৃক্ষ।

ভণ্ডী—১ শিরীষবৃক্ষ, ২ শ্বেতত্রিবৃৎ।

ভণ্ডীতকী—মঞ্জিষ্ঠা।

ভণ্ডীর—১ সমষ্ঠিল ক্ষুপ, ২ তণ্ডুলীয় শাক, ৩ শিরীষবৃক্ষ, ৪ বটবৃক্ষ।

ভণ্ডীরলতিকা—মঞ্জিষ্ঠা।

ভণ্ডীরী—মঞ্জিষ্ঠা।

ভণ্ডীল—মঞ্জিষ্ঠা।

ভণ্ডুক—শ্যোণাকবৃক্ষ।

ভদ্র—১ কদম্ব, ২ সল্লকীবৃক্ষ, ৩ রাস্না, ৪ নীলপদ্ম, ৫ চন্দন, ৬ মুস্তক, ৭ ইন্দ্রবর, ৮ দেবদারু।

ভদ্রক—১ ভদ্রমুস্তক, ২ নাগরমুথা, ৩ দেবদারু।

ভদ্রকণ্ট—গোক্ষুর (?)।

ভদ্রকালী—১ প্রসারিণী, গন্দভাদুলিয়া নাগরমুস্তা।

ভদ্রকাশী—ভদ্রমুস্তা।

ভদ্রকাষ্ঠ—দেবদারুবৃক্ষ।

ভদ্রগন্ধিকা—মুস্তক, লতানে গাছ। asclepias pseudosarsa.

ভদ্রঘন—১ ভদ্রমুস্তা, ২ নাগরমুস্তা।

ভদ্রচন্দন সারিবা—কৃষ্ণসারিবা।

ভদ্রচূড়—লঙ্কাস্থায়ীবৃক্ষ, লঙ্কাসিজ, euphorbia tirucalli.

ভদ্রজ—ইন্দ্রযব।

ভদ্রতরুণী—কুব্জকবৃক্ষ।

ভদ্রদন্ত—সরল কাঠ।

ভদ্রদন্তিকা—বৃক্ষাবিং ॥ রাজনিং ॥

পর্যায়—কেশরুহা; ভিষগ্‌ভদ্রা; আর্বতকী, জবরাংগী, জয়াহ্বা। উষ্ণ, কটু ও রেচক ॥ রাজনি° ॥

ভদ্রদারু—দেবদারুবি°, pinus devadaru.

ভদ্রদার্বাদিক—দেবদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশৃংগী, শ্বেতবেড়েলা, নীলঝিন্টী; গণিকারিকা, দুরালভা, সল্লকী, পারুল, অজুর্ন, পীতঝিন্টী, গুলঞ্চ, এরন্ড; পাষাণভেদী, শ্বেতআকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা; সাম্ভরলবণ, গজপিপ্পলী; কাঞ্চনবৃক্ষ, বামনহাটি, কার্পাস, বৃশ্চিকালী, মালিঞ্চশাক, যবকুল, কুলত্থ এই গুলিই ভদ্রদার্বাদিকগণ।

ভদ্রনাসিকা—ত্রায়ন্তীবৃক্ষ; বলালতা, (চলিত) বহলা।

ভদ্রপর্ণা—কটম্ভরা, প্রসারিণী, গন্ধভাদুলিয়া।

ভদ্রপর্ণী—গাম্ভারী, প্রসারিণী।

ভদ্রবৎ—দেবদারু।

ভদ্রবতী—কটফল, ভদ্রপর্ণী, gmelina arborea.

ভদ্রবর্ণ—নবমল্লিকা।

ভদ্রবলা—গন্ধভাদুলিয়া, পর্যায়—সরণা; প্রসারণী; কটম্ভরা; রাজধলা।

ভদ্রবল্লিকা—অনন্তমূল; গোপবল্লী।

ভদ্রবল্লী-[স° অস্ফোতা] ১ মল্লিকা, ২ মাধবীলতা; ৩ মদনমালী বা হাপরমালী।

ভদ্রমল্লিকা—নবমল্লিকা, cucumis madraspatanus.

ভদ্রমুঞ্জ—তৃণবি°। রামশরতৃণ ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—শর; বাণ; তেজন, ইক্ষুবেষ্টন। গুণ—শীতল ও মধুর। দাহ; তৃষ্ণা; মূত্রদোষ ইত্যাদি শান্তিকারক ॥ ভাবপ্র° ॥

ভদ্রমুস্তক—নাগরমুস্তক, নাগরমুতা ॥ রাজনি° ॥

ভদ্রমুস্তা—নাগরমুস্তক ॥ রাজনি°; ভাবপ্র° ॥ cyperus pertenis সুগন্ধি তৃণবি°। পর্যায়—বরাহী, ওন্দ্রা; গ্রন্থি, ভদ্রকালী, কশেরু, ক্রোড়েষ্টা; কুরুবিন্দাখ্যা, সুগন্ধি; গ্রন্থিলা, হিমা, বল্যা; রাজকশেরু; কচ্ছোত্থা, মুস্তা, অনোদ, বারিদ; অম্ভোদ; মেঘ, জীমূত, অব্দ, নীরদ, অভ্র, ঘন, গাঙ্গেয়।

ভদ্রযব—ইন্দ্রযব, wrightea antidysenterica.

ভদ্রশ্রী—চন্দনবৃক্ষ।

ভদ্রা—রাস্না, কটফল। পর্যায়—প্রসারণী, কটফল, অনন্তা; জীবন্তী,

অপরাজিতা, নীলা; বলা, শমী, বচা, দন্তী, হরিদ্রা, শ্বেতপুর্বা, কাশ্মরী (?), সাবিকাবিশেষ, কাকোড়ুম্বরিকা।

ভদ্রালপত্রিকা—গন্ধালী, poederia foetida.

ভদ্রাবতী—কটফলবৃক্ষ।

ভদ্রৈল—বড় এলাচ।

ভদ্রোদনী—বলা; নাগবলা; sida cordifolia.

ভব—চালতা। dillenia speciosa.

ভবদারু—দেবদারুবৃক্ষ।

ভব্য—১ কামরাঙ্গা গাছ, ২ নিম গাছ; ৩ কারবেল্লা; ৪ চালতা ॥ রাজনি° রাজব° ॥

ভব্যা—গজপিপ্পলী।

ভরণী—ঘোষকলতা।

ভল্লক—১ ইংগুদিবৃক্ষ, ভল্লাতকবৃক্ষ।

ভল্লপুচ্ছী—গোরক্ষতণ্ডুকা।

ভল্লাতক—[স° অরুষ্কর ; হি° ভিলাজ, ম° বিববা, বিব্বা, বিবেব ; গজু° ভিলামং ; ক° কেরবীজ ; তে° নাল্লাজীড়ী ; ও° ভল্লিপ ; তা° শোনকোট্টই ; ফা° বিলাদুর ; অ° হবুলকল্ব ; ইং marketing nut, cashew nut] ভেলা; ভালা; ভালেয়া ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ semicarpus anacardium. আম্রাদিবর্গের অতি উচ্চবৃক্ষ। বালেশ্বর ও বীরভূম হাজারিবাগ, অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। কাণ্ড সরল। ফুল ছোট ও হরিদ্রাভপীত। ফল কাল। শীতে পাকে। ভেলাগাছের কাঠে প্রচুর আঠা থাকে। ফুল বর্ষাকালে হয়, ফলের রস গায়ে লাগিলে ফুসকুড়ি হয়। রজকেরা ও তন্তুবায়েরা এই রসের সঙ্গে চুন মিশিয়ে কাপড়ে দাগ দেয়। এর কাল রস বার্নিস করতে প্রয়োজন হয়। পর্যায়—অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ, শোকবৃৎ।

ভল্লাতকী—ভল্লাতক গাছ।

ভল্লিকা—ভল্লাতক গাছ।

ভল্লী—ভল্লাতক গাছ।

ভশিরা—কন্দার্ব°। beta bengalensis.

ভষা—স্বর্ণক্ষীরী (?)।

ভস্মক—১ বিড়ঙ্গ (?), ২ ভার্গী (?)।

ভস্মগর্ভ—তিনিশবৃক্ষ।

ভাঁট, ভাঁইট, ভাট—[স° ঘণ্টাকর্ণ; ঘণ্টক ; ও° গেঙ্গুটি ; হি° ভাঁট] ভাঁট; ঘেটুফুল, ঘেঁটু; clerodendron infortunatum. ভাণ্ডীরা-

দিবর্গের আরণ্য ক্ষুপবি°। ফুল সাদা রঙের ফাল্গুন মাসে ফোটে। ফল ঘোর রক্তবর্ণ। ২ volkameria infortunata.

ভাঁটি (দেশজ)—volkameria odorata.

ভাঁটুই—andropogon aciculatus.

ভাঙ্গড়া—[স° ভৃঙ্গরাজ°] tridax procumbens. সোমরাজ্যাদি বর্গের শাকবি°। কদাকার দীর্ঘজীবী। পাতায় কাঁটা আছে। ফুল দু রকম। হলদে রঙের।

ভাটশোলা—aeschynomene paludosa.

ভাগু—গর্দভাগু গাছ; গাঁধিভাট বা পাকুর গাছ।

ভাণ্ডীর—১ ভাঁট গাছ; clerodendron infortunata. ২ বট গাছ।

ভাদাল—গন্ধভাদাল, গাঁদাল।

ভাদালিয়া মুথা—ভদ্রমুস্তক।

ভাদ্রবিক—চীনা ধান।

ভানু—অর্ক বৃক্ষ, আকন্দগাছ।

ভানুফলা—কদলী, musa sapientaum.

ভারতী—ব্রাহ্মী।

ভার্গবী—দূর্বা, নীল দূর্বা; শ্বেত দূর্বা, panicum dactylon.

ভার্গী—[স° সুরূপা, গর্দভ শাক, ব্রাহ্মণযষ্টিকা; হি° ভারঙ্গী, ব্রহ্মনেটী; কো° ভামটী; ম° ভারঙ্গী; গুজ° ভারঙ্গী; ক° কির্হ দেগু; তে° ভন্টভারঙ্গী; নেপা° চুয়া] বামুনহাটী, বামনহাটী। ॥ রাজনি° ॥ ব্রহ্মযষ্টি; siphonanthus indica, clerodendron serratum, c. siphonanthus. পর্যায়—ভর্দভশাখী, ফঞ্জী, অঙ্গারবল্লবী, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মণযষ্টি, বাস্তারি, ভৃঙ্গজা, পদ্মা, যষ্টি, ভারঙ্গী, বার্তরি, কামজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্টা, শত্রুমাতা ॥রাজনি°॥ বাঙলায় প্রচুর জন্মে। কাণ্ড সরল, অশাখ বা খুব কম শাখান্বিত। পাতা কাণ্ডের চারিদিকে স্তরেস্তরে বিন্যস্ত, ফুল সাদা। মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ভার্দ্বাজী—বনকার্পাসী

ভার্যাবৃক্ষ—পত্তঙ্গগাছ (?)।

ভালাঙ্ক—শাকভেদ;।

ভিক্ষু—শ্রাবণীক্ষুপ।

ভিণ্ডা—ভিণ্ডী নামে এক জাতীয় গাছ ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ভিণ্ডীতক, ভিণ্ডক, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুষ্পাদ, চতুঃপুণ্ড, সুশাক, অস্নুপত্রক, করপর্ণ, বৃত্তবীজ।

ভিন্নভিন্নাত্মন্—[ইং chick pea] চণক ছোলা (?), cicer arictinum.

ভিন্নযোজনী—পাষাণছেদক বৃক্ষ।

ভিমরাজ—কেশরাজনামক বন্যশাকবিং, wedelia calendulacea.

ভিরিণ্টিক—শ্বেত গুঞ্জা।

ভিল্লভূষণ—গুঞ্জাবৃক্ষ।

ভিল্লোট—লোধ্রবৃক্ষ।

ভিষক্প্রিয়া—গুড়ূচী।

ভিষগ্জিতা—কন্দগুড়ূচী।

ভিষগ্ভদ্রা—ভদ্রদণ্ডিকা।

ভিষাগ্যাতৃ—বাসক।

ভীমোত্তর—কুষ্মাণ্ড।

ভীরু—১ কন্টকারী, ২ শতাবরী; ৩ ইক্ষুভেদ।

ভীরুক—ইক্ষুবিং॥ ভাবপ্রং॥

ভীল্লভূষণা—গুঞ্জা।

ভীষণ—হিন্তাল।

ভুজগপুষ্প—পুষ্পবৃক্ষ ভেদ।

ভুজঙ্গঘাতিনী—সর্পকঙ্কালিকা। পর্যায়—সুরি, সর্পাক্ষী, ক্ষুৎকরী, স্পৃহা।

ভুজঙ্গদমনী—নাকুলীকন্দ (?)।

ভুজঙ্গাপর্ণিনী—নাগদমনী।

ভুজঙ্গপুষ্প—ক্ষুপভেদ।

ভুজঙ্গলতা—নাগবল্লী।

ভুজঙ্গাক্ষী—রাস্না। পর্যায়—নাকুলী, সরসা; নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী. নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী; বিষনাশিনী।

ভুজঙ্গাখ্য—নাগকেশর, measua ferrea.

ভুঁইআদা—হরিদ্রাদিবর্গের বহু পত্র সমন্বিত শাকবিং। hedychium coccineum খুব উচ্চ হয়। ফুল পাঁশুটে রংয়ের। পুংকেশর একটা।

ভুঁইআমলা—[সং ভূম্যামলকী] flacourtia cataphracta [আমলকী দ্রং]

ভুঁইওকড়া—verbena nodiflora.

ভুঁইকামড়ি—ভূমিতে বিস্তৃত হওয়া লতাবিং, merremia emarginata, convolirdus remiform. কলম্বী আদিবর্গের লতাবিং। গাঁটে গাঁটে শিকড়। পাতা অর্ধচন্দ্রাকার, বোঁটা লম্বা। ফুল ছোট হলদে রংয়ের।

ভুঁইকুমড়া—কুমড়া দ্রং। যে কুমড়া মাটিতেই থাকে মাচায় উঠে না।

ভুঁইখেজুর—ছোট খেজুর।

ভুঁইচাপা—ভূমিচম্পক, kaempferia rotunda, চম্পক দ্রং।

ভুঁইছাতী—ছত্রাক ভেদ।

ভুঁইজাম—বনজাম দ্রং। premna herbacea.

ভুঁইডালিম—ডালিম দ্র°।
ভুঁইডুমুর—ficus repens.
ভুঁইশণ—গুল্মভেদ, crotoberia prostrata.
ভূকদম্ব—[হিং কোটিমুণ্ডী, ভুঁই-কদম] ১ অলম্বুষবৃক্ষ; কোকাসিম, ligusticum ajwaen. ২ মহা-শ্রাবণিকা।
ভূকদম্বক—যবানী।
ভূকদম্বী—গোরক্ষমুণ্ডী।
ভূকন্দ—১ মহাশ্রাবণিকা, ২ ওল।
ভূকপিত্থ—feronia elephantum.
ভূকর্বুদারক—[হিং ছোটাল সোড়া] বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° সমর্থ° ॥ পর্যায় —ক্ষুদ্রশ্লেষ্মাত্মক, ভূশেলু, লঘু শেলু, লঘুপিচ্ছিল, লঘুশীত, সূক্ষ্মফল, লঘুভূতদ্রুম, ভূকর্বু-দার ॥
ভূকুষ্মাণ্ডী—ভুঁইকুমড়া।
ভূকেশ—১ শৈবাল, ২ বট।
ভূকেশী—অবল্গুজ, সোমরাজ।
ভূখর্জুরী—ক্ষুদ্র খেজুরবি°॥রাজনি°॥ পর্যায়—ভূযুক্তা, বসুধাখর্জুরিকা, ভূমিখর্জুরী।
ভূজম্বু—১ গম। ২ বঁইচগাছ, ৩ বনজাম।
ভূতকেশ—১ শ্বেত দূর্বা। পর্যায়—গোলামী, ভূতকেশী, অল্পকেশী, কেশী। ২ নীলনির্গুণ্ডী (?), ৩ রাখালশসা; ৪ শ্বেততুলসী, ৫ শেফালিকা, ৬ জটামাংসী; ৭ পুত্র-জীবা।
ভূতকেশী—শাকবি°, corydalis govaniana. প্রকারভেদ—১ ভূতকেশ, ২ শেফালিকা, ৩ নীলসিন্ধুবার। পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে জন্মে। মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।
ভূতকেসরা—মেথিকা, মেতি।
ভূতঘ্ন—১ লশুন, ২ ভূর্জবৃক্ষ।
ভূতঘ্নী—১ তুলসী, ২ মুণ্ডিতিকা (?)।
ভূতজটা—জটামাংসী, valeriana jatamansi
ভূতদ্রাবিন্‌—ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ, রক্তকরবীর।
ভূতদ্রুম—শ্লেষ্মাত্মকবৃক্ষ।
ভূতনাশন—১ রুদ্রাক্ষ; ২ ভেলা; ৩ সর্ষপ।
ভূতপাতি—কৃষ্ণতুলসীবৃক্ষ।
ভূতপত্রী—তুলসী।
ভূতপুষ্প—শ্যোণাকবৃক্ষ।
ভূতবাস—কলিদ্রুম (?), terminalia belerica.
ভূতবৃক্ষ—১ শ্যাওড়া গাছ, trophis aspera, ২ শ্যোণাক গাছ, bignonia Indica.

ভূতবৃক্ষক—শ্লেষ্মান্তকবৃক্ষ, চালতা গাছ।

ভূতবেশী—১ শ্বেত শেফালিকা, ২ নিগর্ুণ্ডী (?)।

ভূতভৈরবী—[সং ভূতভৈরবী ; ওং ভূতঐরী] ঘণ্টকর্ণাদিবর্গের আরণ্য ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং, pemna integrifolia. কদাকার। পাতা চওড়া। গন্ধ বড় তীব্র। ফুল ছোট ছোট। বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত হয়।

ভূতলিকা—পিঁড়িং শাক।

ভুতমকুমুম—croton oblongifolium ॥ বেলং ॥

ভূতসার—শ্যোণাকভেদ।

ভূতহনু—ভূর্জবৃক্ষ।

ভূতহন্ত্রী—১ বন্ধ্যাকর্কোটকী, নীলদূর্বা।

ভূতহারিণ—১ দেবদারু, ২ রক্তকরবীর।

ভূতাঙ্কুশ—[হিং গয়োজুবান] হেঁচেতা গাছ, ॥ রাজনিং ॥ anisomelis malaberica. পর্যায়—ক্ষবক, ক্ষুরক, তীক্ষ্ণ, ক্রুর, ক্ষব, রাজোদ্বেদনসংজ্ঞ, ভূতদ্রাবী, গ্রহাঞ্জয়।

ভূতি—১ রোহিষ তৃণ, ২ ভূতৃণ।

ভূতিক—১ ভূনিম্ব, ২ বট ফল, ৩ যমানী।

ভূতীক—১ ভূনিম্ব, ২ যমানী, ৩ ভূতৃণ।

ভূতৃণ—১ গন্ধতৃণ, (চলিত) গন্ধখড় ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—রোহিষ, গোময়প্রিয়, রামকর্পূর, সতৃণ, শর, শ্যামক, ধ্যামক, পৌর, দেবজন্ধক ॥ শব্দং ॥ ২ ভূস্তৃণ পর্যায়—রোহিষ, ভূতি, ভূতিক, কুটুম্বক, মালাতৃণ, সমালম্বী, ছত্র, অতিছত্রক, গুহবীজ, সুগন্ধ, গুচ্ছাল, পুংস্ত্বিবগ্রহ, বধির, অতিগন্ধ, শৃঙ্গীরোহ, করেন্দুক।

ভূতেষ্টা—কৃষ্ণতুলসী।

ভূদরাশ্রয়া—মূষিককর্ণী।

ভূদরীভবা—আখুপর্ণী।

ভূদর্যা—মূষিককর্ণী (?)।

ভূধাত্রী—ভূম্যামলকী।

ভূনিম্ব—[সং কিরাততিক্তক, অনার্যতিক্ত ; হিং চিরায়তা ; মং কিরাইত, কাড়েকিরাইত, ফলীকিরাইত ; গুজং কীরিয়াতু ; কং নেলবংউচু ; তেং নেলানেমু ; ফাং নোনিহাদ ; অং কসবুঝঝারিবঃ] চিরেতা চিরাতা ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥ gentiana chirayta, swertia chirata. পর্যায় - অনার্যতিক্ত,

কৈরাত, রাজসেনক, কিরাততিক্ত, হৈম, কান্তাতিক্ত; কিরাতক, কটুতিক্ত। পর্বতীয় লতাবি°। নেপাল দেশজাত ভূনিম্বকে 'নৈপাল' বলে। সমগ্র ক্ষুপ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ভূনীপ—ভূমিকদম্ব।

ভূপদী—মল্লিকা।

ভূপলাশ—বিশালী।

ভূপাটলী—টোকাপানা। (ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°) ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ভূকুম্ভী, ভূতানী, রক্তপুষ্পিকা।

ভূপেন্ট—রাজাদনীবৃক্ষ।

ভূফল—হরিৎমুদ্গ।

ভূবদরী—[হি° বাড়বের] ক্ষুদ্রকোলী ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ক্ষিতিবদরী; বল্লীবদরী, বদরবল্লী, বহুফলিকা, লঘুবদরী; বদরীফলী, সূক্ষ্মবদরী, মেঠোকুল, ক্ষুদ্রকোল বা বদরফল ॥ রাজনি° ॥

ভূমিকদম্ব—কদম্ববি° ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ভূনীপ, ভূমিজ, ভৃঙ্গবল্লভ, লঘুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প।

ভূমিকদম্বিকা—মুণ্ডীরীবৃক্ষ।

ভূমিকন্দলী—লতাভেদ।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—[স° ইক্ষুগন্ধিকা, বিদারী] ভুঁই কুমড়া।

ভূমিখর্জুরীকা—ছোট খেজুর ॥ ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—স্বাদ্বী, দুরারোহা; মৃদুচ্ছা; স্কন্দফলা; কাককর্কটী, স্বাদুমস্তকা।

ভূমিচম্পক—ভুঁইচাঁপা গাছ; kaempferia rotunda. পর্যায়—তাম্রপুষ্প, সন্ধিবন্ধ, দ্রুঘন।

ভূমিচারী—আখুকর্ণী লতা।

ভূমিজ—ভূমিকদম্ব।

ভূমিজম্বু—বনজাম ॥ রাজনি° ॥ premna herbacea. পর্যায়—নাদেয়িকা, নাদেয়ী, ভূজম্বু, ভূজম্বুকা, কাকজম্বু, শীতপল্লবা, হ্রস্বফলা; ভৃঙ্গবল্লভা; হ্রস্বা, ভ্রমরেষ্টা, পিকভক্ষা; কাষ্ঠজম্বু।

ভূমিডুম্বুর—[স° ত্রায়মানা; চট্টগ্রা° বল্লসডুমুর] ভুঁইডুমুর, বলালতা, গৌরী শিওরা, খটীশুয়ার, ficus heterophylla. এর দুই শ্রেণী হয়; ১ f. scabrella, ২ f. repens. নদীর ধারে হয়।

ভূমিদণ্ডা—মল্লিকাপুষ্প বৃক্ষ।

ভূমিদাড়িম্ব—[নেপালে—ছুবা] careya herbacea. সমতল ভূমিতে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে জন্মে।

ভূমিপাশ—বৃক্ষভেদ।

ভূমিপিশাচ—তালবৃক্ষ, borassus flabelliformis.

ভূমিপত্র—শ্যোণাকবৃক্ষ।

ভূমিবল্লী—মার্কণ্ডিকা লতা, ভুঁই আমলা।

ভূমিমণ্ডা—অষ্টপাদিকালতা। মদনলীলী বা হাপরমালী।

ভূমিমণ্ডপভূষণা—মাধবীলতা।

ভূমিলগ্না—শুক্লাপরাজিতা।

ভূমিলতা—শঙ্খপুষ্পীলতা।

ভূমীসহ—[সং বরদাতু ; হিং ভূংরসহ] ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং ॥ ভাবপ্রং সমর্থং ॥ পর্যায়—দ্বারদাতু, বরদাতু; খরচ্ছদ।

ভূম্যাঙ্গুল্য—[হিং ভুঁইত খড়] ভুঁইখড়।

ভূম্যামলকী—[সং ভূম্যালকী ; ওং বাড়ীআঁলা ; হিং অরুনেলী ; তালিশপত্রী, পানি আমলক, পানি আমলা ॥ ভাবপ্রং ॥ phyllanthus niruri, flacourtia cataphracta. পর্যায়—বহুপুষ্পী, জড়া; অধ্যণ্ডা; তালি আমলকী, অজটা, সূক্ষফলা, ক্ষেত্রামলকী; বিতুন্নক; ঝটা অমলা, অজজটা; তালী; শিবাঝটা, মলা, ঝটামলা; অমলাজঝটা, ভূম্যামলকিকা, শিবামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা; বহুবীর্যা; ভূধাত্রী, (রাজনির্ঘণ্টের মতে)—তালী; তমালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পাদী; বিতুন্না, বিতুন্নিকা, ভূধাত্রী, চারটী, বৃষ্যা; বিষঘ্নী, বহুপত্রিকা, বহুবীর্যা অহিভয়দা; বিশ্বপর্ণী, হিমলয়া; অজঝটা, ধীরা ॥শব্দং অমং॥ বর্ষায়ু শাকবিং। পাতা ফুল ফলে আমলকী তুল্য গাছ। বাংলা, আসাম, ব্রহ্ম, বোম্বাই প্রদেশে জন্মে। অনেক স্থানে এর চাষ হয়। [আমলা দ্রং]

ভূম্যামলী—ভূম্যামলকী।

ভূম্যাহুলী—অপরাজিতা লতা।

ভূম্যাহুল্য—ক্ষুপবিশেষ। পর্যায়—কুষ্ঠকেতু; মার্কণ্ডীয়, মহৌষধ। এর ভূম্যাঙ্গুল্য নামও পাওয়া যায়।

ভূমূদরাশ্রয়া—মূষিককর্ণী লতা।

ভূযুক্তা—ভূমিখর্জুরী।

ভূরিদুগ্ধা—বৃশ্চিকালী।

ভূরিপত্র—ঔষধতৃণ।

ভূরিপলিতা—পাণ্ডুরফলী (?)।

ভূরিপুষ্পা—শতপুষ্পা (?)।

ভূরিফলী—পাণ্ডুরফলী।

ভূরিফেনা—১ সপ্তলা বৃক্ষ; চামার কসা, ২ সান্দুবৃক্ষ।

ভূরিবলা—অতিবল।

ভূরিমঞ্জরী—শ্বেততুলসী বৃক্ষ।
ভূরিমল্লী, ভূরিমূলিকা—অম্বষ্ঠা(!)।
ভূরিরস—ইক্ষুবৃক্ষ।
ভূরিলগ্না—শ্বেতাপরাজিতা।
ভূরিসুগন্ধ—[সং ভূরিসুগন্ধ]নারঙ্গাদিবর্গের ক্ষুদ্রবিং। প্রায় কামিনীফুলের মত দেখতে কিন্তু এর পাতা সুগন্ধ। এজন্য এর পাতা ব্যঞ্জনে দেয়। murraya koerigii
ভূরুণ্ডী—১ হাতিশুঁড়া, ২ মহাকরঞ্জ, ৩ আদিত্যভক্তা, heliotropium indicum.
ভূরুহ—১ অর্জুনবৃক্ষ, ২ শালবৃক্ষ।
ভূরুহা—১ মাংসরোহিণী, ২ দূর্বা।
ভূর্জ—[হিং ভোজপত্র]॥ রাজনিং, ভাবপ্রং, রাজবং॥ পর্যায়—বল্কদ্রুম, ভূর্জ, সুচর্মা, ভূর্জপত্রক, চিত্রত্বক, বিন্দুপাত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতঘ্ন, মৃদুমত্র, শৈলেন্দ্রস্থ, চর্মী, বহুবল্কল, ছত্রপত্র, শিব, স্থিরচ্ছদ, মৃদুত্বক, পাত্রপুষ্পক, ভুজ, বহুপাঠ, বহুত্বক, মৃদুত্বক। হিমালয়ে জন্মে। গাছ বেশি বড় হয় না। এক বর্ষের অধিককাল বাঁচে না।
ভূর্জপত্র—ভূজপাতা।
ভূর্জপত্রক—শেওড়া গাছ।
ভূলগ্না—শঙ্খপুষ্পী।
ভূশর্করা—কন্দভেদ।
ভূশেলু—ভূকর্বুদারক, ভুঁইচালতা।
ভূস্তৃণ—ভূতৃণকে বলে।
ভৃঙ্গজা—ভার্গী।
ভৃঙ্গপর্ণিকা—ছোট এলাচ।
ভৃঙ্গপ্রিয়—ধূলিকদম্ব।
ভৃঙ্গপ্রিয়া—মাধবীলতা।
ভৃঙ্গবন্ধু—১ কুন্দবৃক্ষ, ২ কদম্বভৃঙ্গ।
ভৃঙ্গমারি—কোঙ্কনদেশের কোবিকা পুষ্পবৃক্ষ।
ভৃঙ্গমোহিনু ১ চম্পকবৃক্ষ, ২ স্বর্ণ চম্পক।
ভৃঙ্গরাজ—[সং ভৃঙ্গরাজ, মার্কব, কেশরাজ; হিং ভঙ্গরা, ভাঙ্গরা, ভগরৈয়া, ভেগরিয়া, কুকুরভাঙ্গরা; কোং ছোট ভৃঙ্গরাজ; কালকেশুরি; মং মাকা; গুজং ভাঙ্গরো; কং গরুগমরু; ফাং জমর্দর; তেং গুন্টকনগরটেট্রু। ভৃঙ্গরাজপুটেট্রু; ওং কলাকেশদুরা; অং হমীজু] ভীমরাজ, কেশুতে, কেশুরীয়া। wedelia calendulacea, eclipta alba, e. prostata. সোমরাজ্যাদিবর্গের আরণ্যশাকবিং। কেশুতে, কেশরাজ। পুষ্পভেদে তিনপ্রকার—১ শ্বেতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ—eclipta erecta, ফুল

সাদা। ২ পীতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ—ভীমরেজ wedelia calendulacea. ৩ নীলপুষ্প ভৃঙ্গরাজ—নীলকেশরিয়া। দণ্ডায়মান বা ভূলুণ্ঠিত ক্ষুপবি°। সরস ভূমিতে জন্মে।

ভৃঙ্গবল্লভ—ধারাকদম্ব, ভূমিকদম্ব।

ভৃঙ্গবল্লভা—১ ভূমিজম্বু। ২ তরণীপুষ্পবৃক্ষ।

ভৃঙ্গবৃক্ষ—ভীমরাজ গাছ।

ভৃঙ্গসুহৃদ—কুন্দপুষ্পবৃক্ষ।

ভৃঙ্গসোদর—কেশরাজ, কেশুরে।

ভৃঙ্গানন্দা—যূথিকা।

ভৃঙ্গাভীষ্ট—আম্রবৃক্ষ।

ভৃঙ্গার—লবঙ্গ।

ভৃঙ্গার্ক—ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ।

ভৃঙ্গাহব—ভৃঙ্গরাজ।

ভৃঙ্গিন্—বটবৃক্ষ।

ভৃঙ্গী—১ অতিবিষা, ২ বটীবৃক্ষ, ৩ ভাং।

ভৃঙ্গীফল—আমড়া।

ভৃঙ্গেষ্টা—১ ঘৃতকুমারী, ২ ভার্গী, ৩ কাকজম্বু।

ভৃণ্টিকা—শ্বেতগুঞ্জা।

ভৃশপত্রিকা—মহানীলী।

ভেকপর্ণী—মণ্ডূকপর্ণী।

ভেকী—মণ্ডূকপর্ণীবৃক্ষ।

ভেঁড়ী—ঢেঁড়শ। উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চলে 'মেঢ়াশিঙ্গা' বলে (এর ফল বেঁকে মেঢ়ার শিংয়ের মত হয় বলে)।

ভেদন—১ হিন্দু, ২ অম্লবেতস।

ভেরাণ্ডা—[সং এরণ্ড, গালব; ও° গব] ভেরাণ্ডা; রেড়ী, এড়ণ্ডাদি-বর্গের বৃক্ষবি°। রেড়ীগাছ। রেড়ী দ্র°] ২ লাল ভেরাণ্ডা [রাঢে নাম স্বয়ম্বর] বিলেতী বাইগব। jatropha gossypifolia. আমেরিকা ব্রেজিল এর আদি জন্মস্থান। ৩ বাঘভেরেণ্ডা, গাবভেরেণ্ডা—[সং ব্যাঘ্রপুচ্ছ, পঞ্চাঙ্গুল; ও° বাইগব; নদীয়া—কচ; ইং physic nut] jatropha curcas. পাতার পাঁচ আঙ্গুল আছে। ফুল ঈষৎ হলদে। ফলে তিনটি আঁটি।

ভেরু—[সং বিল্ল; হি° ভেরা; উ ভেরু; তে° বিল্লা; ইং Indian satin wood] chloroxylon swieteria. নিম্বাদিবর্গের মধ্য-মাকৃতি বন্যবৃক্ষবি°। উড়িষ্যা, মধ্যভারত ও দক্ষিণভারতের অরণ্যে জন্মায়। কাঠ সুগন্ধ ও চিক্কণ।

ভেলক—ভেলা। পর্যায়—প্লব, কোল, উড়ুপ, তারণ, তরণ, তারকণ্ব, তরীষ।

ভোগিগন্ধিকা—১ সর্পগন্ধ বৃক্ষ, ২ লঘুমঞ্জুষ্ঠ বৃক্ষ।

ভোরার (দেশজ)—গুল্মভেদ, rhizophora mangle.

ভৌম—রক্তপুনর্বা।

ভ্রমরচ্ছলী—লতাবি°। পর্যায়;—ভৃঙ্গাহ্বা, ভ্রমরা, ভৃঙ্গমূলিকা।

ভ্রমরমারী—মালবদেশের প্রসিদ্ধ পুষ্প-বৃক্ষবি° ॥রাজনি°॥

ভ্রমরা—ভ্রমরচ্ছল্লী।

ভ্রমরাতিথি—চম্পকবৃক্ষ।

ভ্রমরানন্দ—১ বকুল, ২ রক্তম্লান।

ভ্রমরেষ্ট—শ্যোণাকভেদ।

ভ্রমরোৎসবা—মাধবীলতা।

[ম]

মউআ—[স° মধুক; আতারী; ও° মোহা; কোল—কন্ডুকুম; হি° মউআ, মহুআ, মহুলা, মউল; জাংগলী, মোত্তল, জংগলী মহোবা, মোবা; মধ্যপ্র° মহোবা; বোম্বা° বোহা; মোবা, মহুয়া; দাক্ষিণাত্য—জাংগনী, মোহা, মোহ; গুজ° মহুড়; মহুরা: ম° মউদ, রাণাচ, মোহা চা ঝাড়; রাণাচ; পেচা ঝাড়, মোহা, মাহা; সাও° মাটকোম; ভীল—মহুরা; ব্রহ্ম—কানসন] মহুল, মউল, বনমহুয়া; মউয়া; bassia longifola. চৈত্র-বৈশাখে ফুল হয়। আয়ুর্বেদে ব্যবহার: তেলের প্রদীপ দিলে শিরঃপীড়া ভাল হয়। কাঁচ ছাল বেটে প্রলেপ দিলে বাতবেদনার উপশম হয়। ছালের রস ও দুধ গাত্রব্রণনাশক। এর খোল পোড়ালে তার গন্ধ ও ধুমে কীট মক্ষিকাদি ও ইন্দুর পলাইয়া যায়। খোল পুকুরে ফেললে মাছ মরে যায়, কোষপ্রদাহে শুষ্ক ফুলের পুলটিস দিলে অণ্ড-কোষস্থ শিরার স্ফীত ও বেদনার উপশম ঘটে। রঙের কৃষ্ণতা গাঢ় করতে এর ছালের রস দেওয়া হয়। বীজের শাস থেকে যে তেল হয় তাকে গোঁড়রা বলে 'ডোনি' স° মধুকসার। ঘীয়ে ভেজাল দেওয়া হয়। এই তেল থেকে উৎকৃষ্ট সাবান ও বাতি তৈরি হয়। ফুল থেকে একরকম ধুম্র-

বর্ণের মদ তৈরি হয়। পাতা সিদ্ধ করে গায়ে মাখলে খোস-পাঁচড়া সারে। ॥ রাজনি° রাজব° ॥

মউআলু—[সং° মধ্বালু ; হিং° মান আলু ; বোম্ব° কান্ত, কান্টে-কাঙ্গী, কেটৎ ; দাক্ষিণা° ছোট পিণ্ডালু ; তে° কাটকেলেঙ্গ, কুম্মর বড্ড ; সাঁও° বীরসাঙ্গি ; ইং goa potato] মৌআলু, dioscorea aculata. মধ্য, দক্ষিণ বঙ্গ ও পশ্চিম ভারতে এর চাষ হয়।

মউরি—[সং° মিশ্রেয়া, শতপুষ্পী, মধুরিকা ; হিং° সোবা, সোয়া, সুতোপুসা ; কাশ্মি° সৌই ; ইং dill, sowa] সুলফা, সোবা, শুলপ, শলফা pencedowam graveolens. প্রাচীন ভারতে ও গ্রীসে এই মসুরিকা ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে ও পেলোডিয়াম ও দিওসক্রিদাস গ্রন্থে এর প্রমাণ আছে।

মউল—মধুদ্রুম। bassia longifolia. [মধুক দ্র°]।

মকরন্দ—কুন্দপুষ্পবৃক্ষ, jasminum pubescens.

মকরন্দবতী—পাটলপুষ্প, পারুল গাছ, bignonia suaveolens.

মকরাকর; মকরাকার—কন্টককরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ।

মকুর; মকুল—বকুল গাছ, পীতাভ সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষবি°।

মকুলক—দন্ডীবৃক্ষ।

মকুষ্ট, মকুষ্টক—বনমুদ্গ, মুগকলাই। ব্রীহিভেদে মধুর, কষায় ও রুচিকারী ॥ রাজনি°, ভাবপ্র° ॥

মকুলক—দন্ডীবৃক্ষ।

মক্কা—জনারবৃক্ষ [জনার দ্র°]।

মক্ষবীর্য—প্রিয়ালবৃক্ষ।

মখানা (দেশজ)—annesbia spinosa; enyalis ferox.

মঘ—পুষ্পবি°।

মঘী—আউসধান।

মঙ্গলচ্ছায়—বটবৃক্ষ, ficus infectoria.

মঙ্গলা—১ শুক্লদূর্বা, ২ করঞ্জভেদ, ৩ হরিদ্রা, ৪ নীলদূর্বা।

মঙ্গল্য—(ক) ১ অশ্বত্থ, ২ বিল্ব, ৩ মসুরক, ৪ জীবক, ৫ নারিকেল, ৬ কপিত্থ, ৭ রীঠাকরঞ্জ, ৮ জীব শাক ॥ ভাবপ্র° ॥ (খ) ১ ত্রায়মান, ২ বট, ৩ বিল্ব, ৪ গোজিহ্বা, ৫ তৃণবি°।

মঙ্গল্যক—মসুর কলাই ॥ ভাবপ্র°॥

মঙ্গল্যকুসুমা—শঙ্খপুষ্পী।

মঙ্গল্যনামধেয়া—জীবন্তী।

মঙ্গল্যা—১ শমী, ২ অধঃপুষ্পী, ৩ মিসি (?), ৪ শুক্লবচ (?) ৫ রোচনা (?), ৬ প্রিয়ঙ্গু, ৭ শঙ্খপুষ্পী, ৮ মাষপর্ণী, ৯ জীবন্তী, ১০ বচা (?), ১১ হরিদ্রা, ১২ চিড়া, ১৩ দূর্বা।

মচকতাচনী—গুল্মভেদ, ২ পটোলীবৃক্ষ।

মজ্জারস—১ সপ্তলা, ২ মনসাবি°।

মজ্জাসার—জাতীফল।

মঞ্চকপত্রী—সুরপত্রীলতা।

মঞ্জার—তিলকবৃক্ষ, বল্লী।

মঞ্জারী—তিলবৃক্ষ, তুলসী।

মঞ্জারীক—১ গন্ধতুলসী, ২ তিলকবৃক্ষ, ৩ তুলসী, ৪ বেতসলতা ৫ অশোকবৃক্ষ।

মঞ্জিকলা—কদলী, কলা।

মঞ্জিষ্ঠা—[স° লোহিতলতা, রক্তযষ্ঠী; হি° মঞ্জিৎ, মজীঠ; ম° মংজিষ্ঠ; গুজ° মজীঠ; ক° মঞ্জিষ্ঠা; তে° মঞ্জিষ্ঠতিঠি, তাম্রবল্লী; তা° মঞ্জিঠা; ফা° রুনাস; অ° ফুবহতুসিরগ উরুকুস্তবাগীন] রক্তবর্ণ এক প্রকার লতা॥ রাজনি°, রাজব°, ভাবপ্র°॥ মঞ্জিষ্ঠা, ইং indian madder] rubia cordifolia, r. manjistha. পর্যায়—বিকসা, জিঙ্গী, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডারী, যোজনপল্লী, কালমেষী, কালা, জিঙ্গি, ভণ্ডিরী, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, হরিণী, বক্তা, গৌরী, যোজনবল্লিকা, বপ্রা, রোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, জননী, বিজয়া, মঞ্জুষা, রক্তযষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কালভাণ্ডিকা, অরুণা, জবরহন্ত্রী, ছত্রা, নাগকুমারিকা, ভণ্ডীর-লতিকা, রাঙ্গাম্বী; বস্ত্রভূষণা। শিকড় ও ডাঁটার রসে কার্পাস সুতো ও কাপড় রং হয়।

মটর—[স° বর্তুল; হি° মটর; ম° বাটাবা; ও° মটর; ইং yellow vitchling.] মটর কলাই, lathyrus appaco. মটর কলাইশাককে 'সতীন কলাই' বলে। এর চাষ হয়। সুগন্ধিক। প্রকারভেদ—১ দেশী মটর—[ইং field pea] pisum arvense. ফুল বেগুনে রংয়ের। ২ ছোট মটর—[ইং grey pea] sativum quadratum. ৩ কাবুলি মটর—[ইং pea] p. sativum. ফুল সাদা। সুগন্ধ মটর—lathyrus

odoratus.
মণ্ড—১ এরণ্ডবৃক্ষ, ২ শাকভেদ।
মণ্ডক—মাধবীলতা।
মণ্ডপা—নিষ্পাপী, শিম।
মণ্ডপী—ক্ষুদ্রপত্র পুঁই শাক, ক্ষুদ্র পত্রোপাদকী।
মণ্ডলপত্রিকা—রক্তপুনর্নবা।
মণ্ডলিন—বটবৃক্ষ।
মণ্ডলী—দূর্বা।
মণ্ডা—আমলকী।
মণ্ডূক—শ্যোণাক (?)।
মণ্ডূকপর্ণ—শ্যোণাকবৃক্ষ।
মণ্ডূকপর্ণী—[সং মঞ্জিষ্ঠা ; আদিত্য-ভক্তা ; হিং চরেলী, ব্রহ্মমাণ্ডূকী ; গুজং খড়ভরামি ; তেং মণ্ডূকব্রহ্মী ; তাং বল্লরীকেরী ; পং ঢোলামানা-মানি ॥ রাজবং ॥ থুলকুড়ী, hydrocotyle asiatica. পর্যায়—ভেকী, মণ্ডূকী, মুলপর্ণী, মণ্ডূক-পর্ণিকা। থুলকুনি যেখানে সেখানে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতেও জন্মে। ভূলুণ্ঠিত লতাবিং। প্রতি গ্রন্থি থেকে শিকড় বের হয়। সমগ্র ক্ষুপ কষায়। পাতা বড়, গোল অনেকটা ঠোঙার মত। ফুল লাল। আর এক প্রকার মণ্ডূকপর্ণী আছে, তার পাতাছোট, গোল ও সমতল। কোচবিহারে তাকে 'ক্ষুদেমানামানি' বলে ও শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্বাদ কষায় ও মধুর। সমগ্র ক্ষুপই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।
মণ্ডূকমাতৃ—ব্রাহ্মী দ্রং।
মণ্ডূকা—মঞ্জিষ্ঠা।
মণ্ডূকী—১ আদিত্যভক্তা, ২ ব্রাহ্মী, ৩ থুলকুড়ী।
মৎকুণ—নারিকেল।
মৎকুনারি—১ ইন্দ্রাশন, (চলিত) সিদ্ধি, cannabis sativa ২ শণবৃক্ষ।
মৎসাগন্ধা—লাঙ্গলী বৃক্ষ, জল-পিপ্পলী।
মৎস্যাপিত্তা—কতকী চারা।
মৎস্যাক্ষক—সোমলতা।
মৎস্যাক্ষী—১ ব্রাহ্মী, ২ সোমলতা, ৩ গণ্ডদূর্বা।
মৎসাদনী—জলপিপ্পলী।
মতিদা—১ জ্যোতিষ্মতী লতা, শিমুড়ী ক্ষুপ।
মত্ত—ধুস্তূর।
মদকর—ধুস্তূর গাছ, ধাতকীবৃক্ষ।
মদকৃদ্‌দ্রুম—তালবৃক্ষ।
মদগন্ধ—সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিম গাছ।
মদগন্ধা—অতসী।
মদঘ্নী—পূতিকা শাক, basella

lucida.

মদন—[সং শলাক; ধারাফল] ময়না দ্রং। ১ ধুস্তুর, ২ ময়নাগাছ, ৩ খদির গাছ; ৪ অঙ্কোট গাছ, ৫ বকুল গাছ।

মদনক—দমনকবৃক্ষ।

মদনী—ধাতকীবৃক্ষ।

মদনিয়া—মল্লিকা গাছ।

মদনেচ্ছাফল—আম্রবৃক্ষ।

মদভঞ্জিনী—শতমূলী, asparagus racemosus.

মদয়ন্তিকা, মদয়ন্তী—১ মল্লিকা; arabian jasmine ২ কাটমল্লিকা।

মদশাক—উপোদকী, (চলিত) পুঁই।

মদশৌণ্ডক—জায়ফল।

মদসার—তুলবৃক্ষ।

মদহাসিনী—মহাকরঞ্জ।

মদহেতু—ধাতকী।

মদাঢ্য—তালবৃক্ষ।

মদাঢ্যা—লোহিত ঝিণ্টী।

মদির—খয়ের।

মদ্যপুষ্পা—ধাতকী।

মদ্যবাসিনী—ধাতকীবৃক্ষ।

মদ্যামোদ—বকুলবৃক্ষ।

মধু—১ মধুদ্রুম, মহুয়াগাছ; ২ অশোক গাছ।

মধুকবৃক্ষ—[সং মধুক; হিং মোহা, মহুআ; দ-ভারত—মোহা; বোং মউয়া। মোহি; ব্রহ্মং কনজান্দু কানমো] মহুল বা মৌল পুষ্প বৃক্ষ॥ রাজনিং ভাবপ্রং॥ মহুয়া গাছ, bassia longifolia.

মধুকর্কটিকা—মধুর জম্বীরবিং; মউকুট্টি। পর্যায়—কুশা, বীজপুর, মধুর, মধুকর্কটী।

মধুকর্কটী—মধু বীজপুর।

মধুকাষ্ঠ—মধুকবৃক্ষ, মউল গাছ।

মধুকুক্কুটিকা, মধুকুক্কুটী—জম্বীর বিং। (চলিত) মথুর, মহুর। পর্যায়—মাতুলুঙ্গা, সুগন্ধা, সিরিজা, পূতিপুষ্পিকা, অত্যম্লা, দেবদূতী।

মধুক্ষীর—খর্জুরবৃক্ষ।

মধুখর্জুরিকা—মিষ্ট খেজুর॥ রাজনিং॥ পর্যায়—মধুকর্কটিকা, কোলকর্কটিকা, কণ্টকিনী, মধুকলিকা, মাধবী, মধুরা, মধুরখর্জুরী মধুখর্জুরী॥ শব্দকং।

মধুগন্ধ—বকুল গাছ; অর্জুন গাছ।

মধুগন্ধপ্রসূনক—অর্জুনবৃক্ষ।

মধুগুঞ্জন—শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনা গাছ। hyperanthera morunga.

মধুজম্বীর—মিঠা লেবুর গাছ, জামের

লেবু ॥ রাজনি° ॥ citrus limetta.

মধুজীরক—[হি° সোঁফ; ইং common anise] pimpinella anisum.

মধুজীবন—বিভীতক গাছ।

মধুতাল—শ্রীতালবৃক্ষ।

মধুতৃণ—ইক্ষু।

মধুদূত—আম্রবৃক্ষ।

মধুদূতী—পাটলাবৃক্ষ।

মধুদ্রব—লাল সজিনা গাছ।

মধুদ্রুম—মৌলগাছ।

মধুনালিকেরক—বামন নারিকেল। কোকনদেশে জাত। পর্যায়—মাধবীকফল, মধুফল, অসিতজফল, মাক্ষিকফল, মৃদুফল, বহুকূর্চ, হ্রস্বফল।

মধুনিষ্পাপ—মকুটশিম্বী, মুকুটশিম।

মধুনী—ক্ষুপবি°। মাকড়হাতা; মাকড়হাউলি। পর্যায়—ঘৃতমণ্ডা, রায়সোলী; সুমঙ্গলা।

মধুপর্ণিকা—১ গাম্ভারীবৃক্ষ, ২ নীলীবৃক্ষ।

মধুপর্ণী—১ গাম্ভারীবৃক্ষ, ২ নীলীবৃক্ষ, ৩ মধুবীজপূর, ৪ বিকঙ্কত বৃক্ষ।

মধুপালিকা—গম্ভারী; gmelina arbora.

মধুপীলু—আখরোট।

মধুপুষ্প—১ মধুদ্রুম; ২ শিরীষ গাছ, ৩ অশোক গাছ, ৪ বকুল গাছ।

মধুপুষ্পা—১ নাগদন্তীবৃক্ষ, ২ বীতকীবৃক্ষ।

মধুফল—বিকঙ্কতবৃক্ষ।

মধুকলিকা—মধুখর্জুরিকা।

মধুবহুল—১ বাসন্তী লতা, ২ শুক্ল যূথিকা।

মধুবল্লী—কারবেল্লক, করলা।

মধুবিম্বী—কুন্দরুলতা, কুন্দরুকী।

মধুবীজ—দাড়িম।

মধুবীজপূর—[হি° মিঠা বিজোরা] মধুকর্কটিমা; মধুপর্ণী ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—মধুকর্কটী, মধুবল্লী, মধুরকর্কটী, মধুরফলা, মহাফলা, বর্ধমানা।

মধুমজ্জন—আখোট গাছ।

মধুমৎ—কাশ্মীরবৃক্ষ।

মধুমস্ত—মহাকরঞ্জ।

মধুমল্লী—মালতী।

মধুমালতী—১ বাসন্তী লতা, ২ মালতীফুলের গাছ।

মধুমূল—মৌআলু।

মধুযষ্টী—[ইং sugar cane] ইক্ষু দ্র°।

মধুর—১ জীবক, ২ রক্তশিগ্রু, ৩ রাজাম্র, ৪ রক্তেক্ষু, ৫ বীজপূর, ৬ মজ্জরতৃণ, ৭ মাতুলঙ্গবৃক্ষ, ৮ বাতামবৃক্ষ, ৯ বন্যবদর, ১০ মধূকবৃক্ষ, ১১ শ্বেতনিষ্পাব, (চলিত) বরবটি, ১২ মটর।

মধুরক—জীবকবৃক্ষ।

মধুরকর্কটী—মিষ্টলেবু।

মধুরকুষ্মাণ্ড—ছাঁচিকমড়া।

মধুরখর্জুরী—মধুখর্জুরীবৃক্ষ।

মধুরগণ—১ কাকোলী, ২ ক্ষীর-কাকোলী, ৩ জীবক, ৪ ঋষভক, ৫ মুদ্গপর্ণী, ৬ মাষপর্ণী, ৭ মেদ, ৮ মহামেদ, ৯ গুলঞ্চ, ১০ কাঁকড়াশৃঙ্গী।

মধুরজম্বীর—মিঠা জামীর লেবু ॥ রাজনি॰ ॥ পর্যায়—মধুজম্বীর, মধুজম্ভ, মধুজম্ভল, রসদ্রাবী, শর্করক, পিত্তদ্রাবী।

মধুরজম্ভল—মধুর জম্বীরবৃক্ষ।

মধুরজীবকাদি—১ জীবক, ২ ঋষভক, ৩ মেদা, ৪ মহামেদ, ৫ ঋদ্ধি, ৬ বৃদ্ধি, ৭ কাকোলী, ৮ ক্ষীরকাকোলা, ৯ মুদ্গপর্ণীদ্বয়।

মধুরত্বচ্—ধববৃক্ষ, ধাওয়া গাছ।

মধুরফল—১ রাজবদর, নারকুলে কুলের গাছ, ২ তরমুজ।

মধুর ফলা—মিঠা লেবু।

মধুরবিম্বী—কুন্দুরুলতা, কুন্দুরুকী।

মধুরবর্গ—১ শালিধান্য, ২ ষাটধান্য, ৩ যব, ৪ গোধুম, ৫ মাসকলায়, ৬ পাণিফল, ৭ কেসুর, ৮ শশা, ৯ গোমক, ১০ কর্কটী, ১১ অলাবু, ১২ তরমুজ, ১৩ কতক-ফল, ১৪ গিলোড্য (জম্বীরবি॰), ১৫ পিয়াল, ১৬ পদ্মবীজ, ১৭ গাম্ভারী ফল, ১৮ মৌল (?), ১৯ দ্রাক্ষা, ২০ খর্জুর, ২১ ক্ষীরই, ২২ তাল, ২৩ নারিকেল, ২৪ ইক্ষু-বিকার (?), ২৫ পীতবেরেলা, ২৬ আলকুশী, ২৭ ভূমিকুষ্মাণ্ড, ২৮ পয়স্যা, ২৯ গোক্ষুরী, ৩০ মূর্ব-লতা, ৩২ মহুরি, ৩২ কুষ্মাণ্ড।

মধুরবল্লী—মধুবীজপুর।

মধুরবাতাম—মিঠা বাদাম।

মধুরবীজপুর—মিষ্ট লেবু গাছ।

মধুররস—১ ইক্ষু ২ তাল।

মধুরসা—১ মূর্বা, ২ দ্রাক্ষা, ৩ গাম্ভারী, ৪ দুগ্ধিকা, ৫ প্রসারণী (?), ৬ শতপুষ্পী, শুলফা।

মধুরস্রবা—পিণ্ডখর্জুরী।

মধুরা—১ শতপুষ্পা, ২ মধুকর্কটিকা, ৩ মেদা, ৪ কাকোলী, ৫ শতাবরী, ৬ বৃহজ্জীবন্তী (?), ৭ পালক্য

শাক; পালম শাক; ৮ মহাশিম্বী, ৯ কদলীবৃক্ষ, ১০ ঋষভক; ১১ মসূর, ১২ মহামেদা, ১৩ মধু-খর্জুরীবৃক্ষ; ১৪ মাতুলুঙ্গ. ১৫ মধুরিকা, মৌরি; ১৬ কাঞ্জিক।

মধুরাজলুক—মৌ-আলু।

মধুরাত্মক—আম্রাতক।

মধুরাম্লরস—নারঙ্গী লেবু গাছ।

মধুরিক—মৌরী ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—শালের, শীতশির; ছত্রা; মিশী, মিশ্রেয়া, সালেয়, মিসি, মিসী; মিশি; অবাকপুষ্পী, মঙ্গল্যা, মধুরা, মধুরী।

মধুরেণু—১ কটভীবৃক্ষ, ২ শুক্লপুষ্প পাটলা।

মধুলতা—শূলী তৃণ।

মধুলিকা—মধূলী। ১ শমীধান্য, ২ কপিলদ্রাক্ষা, ৩ রাজিকা (?)।

মধুবীজপূর—মধুকর্কটিকা, মধুপর্ণী ॥ রাজনি° ॥

মধুশর্করা—শ্বেতনিষ্পাব।

মধুশাক—মধুকবৃক্ষ; মউল গাছ, bassia latifolia.

মধুশিগ্রু—১ লাল সজিনা গাছ, ২ শ্বেত শিগ্রু।

মধুশিতা—শ্বেতনিষ্পাব।

মধুশ্রেণী—মূর্বা ॥ ভাবপ্র° ॥

মধুস্বসা—জীবন্তীবৃক্ষ।

মধুষ্ঠীল—মউম গাছ।

মধুসরস—মহুয়া।

মধুসম্ভব—কপিলদ্রাক্ষা।

মধুসূদনী—পালম শাক।

মধুস্রব—১ মধুকবৃক্ষ ২ মোরট লতা, ৩ পিণ্ডী খেজুর গাছ।

মধুস্রবস—মধুকবৃক্ষ।

মধুস্রবা—১ জীবন্তী ২ রক্তলজ্জালুকা, ৩ মূর্বা, ৪ ক্ষীরমূর্বা, ৫ গোয়ানিয়া লতা।

মধুস্রাব—১ মোরট লতা; ২ মধুক বৃক্ষ।

মধুক—[স° মধুক, গুড়পুষ্পা ; হি° মহুয়া ; ও° মহুয়া ; ই° mahwa tree] মৌয়া, মউল, মহুয়া bassia longifolia, b. latifolia. পর্যায়—গুড়পুষ্প, মধুদ্রুম, বান,-প্রস্থ, মধুষ্ঠীল, মধুক; মধু, মধু-পুষ্প, মধুস্রব, মধুবৃক্ষ, রোধ-পুষ্প, মাধব ॥ শব্দ° ॥ পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যভারত ও উত্তর ভারতের ডাঙ্গা জমিতে জন্মে। মহুয়া ফল পুড়িয়ে এক প্রকার মদ তৈরি হয়। ফলের বীজে তেল হয়।

মধুকপর্ণসাহস্রী—তুলসী গাছ।

মধুকপর্ণা—অম্বষ্টা, আমড়া।

মধূলিকা—মধূকবৃক্ষ। পর্যায়—দীর্ঘ-
পত্রক, গৌড়শাক, মধূল, স্বল্প-
পত্রক।

মধূলিকা—১ মূর্বা, ২ গোধূম, ৩
মাকড়হাতা।

মধ্যদেশভবা—শালিধান্যবি°।

মধ্যান্দিন—বন্ধূক গাছ।

মধ্যপুষ্প—জলবেতস।

মধ্যমা——ছোট জাম গাছ॥

মধ্যাস্থি—লতাভেদ; grewia asia-
tica.

মধ্বালু, মধ্বালুক—মৌ আলু
॥ রাজব° ॥

মধ্বাবাস—আম্রবৃক্ষ।

মনসা গাছ [স° সিজ ; হি° থূহর ; কো°
পাতাওসিজু ; ম° নিবডুঙ্গ ; গু জ°
থোরদাণ্ডলিয়ো; ক° নির্বাডিঙ্গু ; তে°
চেম্মুডু ; ফা° লাদ্‌লাম্ ; অ°
জকুম্, ও° পাতরিয়া সিজু] ক্ষুদ্র
ক্ষীরি বৃক্ষবি°, মনসাগাছ, euph-
orbia liguberia. বহুকণ্টকযুক্ত
মনসা গাছকে (স°) স্নুহী, স্নুক,
সুধা আর সুতীক্ষ্ন অল্প কণ্টকযুক্ত
মনসা গাছকে (স°) সেহুণ্ড বলে।
প্রকারভেদ—১ ত্রিশিরা মনসা [স°
ত্রিধারা স্নুহী] euphorbia
antiquoram. ২ চৌধারা
মনসা, ৩ খুরসানী মনসা,
৪ বিলাতী মনসা, ৫ ফণিমনসা,
cactus indicus. ফেনীমনসা,
ফণামনসা, নাগফণা (ও° নাগফণা)
opuntia dillenii. কণ্টকপূর্ণ
ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। পাতা নাই; কাটা
সবুজ চেপ্টা ও গ্রন্থীযুক্ত। ফুল
হলদে রংয়ের বড় বড়। শুষ্ক
ভূমিতে বেড়ার ধারে জন্মে।

মনোজবা—অগ্নিজিহ্বাবৃক্ষ।

মনোজ্ঞ—কুন্দপুষ্প

মনোজ্ঞা—১ বন্ধ্যাককর্টিকা। ২ আব-
র্তকী, ভদ্রদন্তিকা বৃক্ষ, ৩ স্থূল-
জীরক, ৪ জাতীপুষ্প।

মনোহর—কুন্দবৃক্ষ।

মনোহরা—১ জাতী, ২ স্বর্ণফুলী।

মন্থানক—[ম° মারবেল্লি, কলিঃ—
মারবল্লী,] তৃণবি°। পর্যায়—হরিত,
দূরমূল, তৃণাঙ্ঘ্রিপ ॥ রাজনি° ॥

মন্দট—বারিভদ্রবৃক্ষ।

মন্দা—[স° বন্দা°] বল্লীকরঞ্জ, লতা-
করঞ্জ। পরবৃক্ষজীবী, আম,
অশ্বত্থ গাছে হয়। পাতা সবুজ ও
পুরু।

মন্দার—[হি° পাঞ্জিকা, পাঁজরা, ফরাদ,
মন্দার ; কাছাড়ী—মাদার ;
ও° পালদুয়া, চালদুয়া ; ম°

পাঙ্গারা; কন্দরা, পঞ্জারু ; গুজ° পনরবো ; তে° মহামেদ ; ইং coral tree] ১ পালিতা মাদার, erythrina indica, e. fulgen. স্বর্গীয় পঞ্চ বৃক্ষান্তর্গত দেববৃক্ষবি° (মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন—এই পঞ্চ দেববৃক্ষের মধ্যে মন্দার প্রধান। এরা অমর। মাঝারি আকারের গাছ, শীঘ্র বড় হয়। হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত জন্মে। ফুল লাল। ২ অর্ক বৃক্ষ, আকন্দ, ৩ ধুতরো গাছ।

মন্দারপুষ্প—মাদার ফুল।

মন্মথানন্দ—আম্রভেদ।

মন্যুমণী—ভেকপর্ণী, থুলকুড়ি।

মন্বাদ্য—ধান্যবি°।

মপষ্ট, মপুষ্ট, মপষ্টক, মপুষ্টক—বনমুদ্গ।

ময়চা—গুল্মলতা ভেদ।

ময়ন—মদনবৃক্ষ।

ময়নাকাঁটা—[স° মদন, শল্য, পিণ্ডীতক, মরুবক ; হি° মৈনফল, করহর ; আ° কোৎকোড়ং ; কো° ময়না ; ও° পাতর ; ম° গেঠ্ঠ ; গুজ° ঢোল ; ক° বোনগরেরণ্ণ ; বোনগরে-এড়ণ্ডু ; তে° বসন্তকাডিমিচেট্টু ; তা° মডুককরয় ; নেপা° মৈদন ; অ° জোজুকৈ ; ইং the eule-tic nut] আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবি°, randia dumetorum. ময়নাকাঁটার গাছ মধ্যমাকৃতি। ফুল সাদা ও ছোট ও পঞ্চদল। গ্রীষ্মকালে ফোটে। ফল গোলাকার, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। কোচবিহারে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাকা ফলের বীজ ওষুধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ময়ুষ্টক—মুগ, phaseolus mungo.

ময়ূরক—১ অপামার্গ, ২ পূতিকাশাক।

ময়ূরজঙ্ঘ—শ্যোণাক গাছ।

ময়ূরবিদলা—অম্বষ্ঠা, আমড়া।

ময়ূরশিখা—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°, celosia cristata. পর্যায়—খরাম্বা, কারবী, দীপ, লোচমস্তক, অপামার্গ, বহিচূড়া, শিখিনী, শিখালু, সুশিখ, শিখা, শিখাবলা, কোকশিখা।

মরকতপত্রী—পাচী নামক পত্রশাক।

মরাকালী—বিছুটি গাছ।

মরালিকা—মনসাবি°।

মরিচ—[স° শ্যাম, মরীচ ; হি° মিরী, কালমরিচ ; তে° মিমিয়লু ; তা° মিলগু ; ইং black pepper] ১ গোলমরিচ ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

piper nigrum. পর্যায়—পবিত, শ্যাম, কোল, বল্লীজ, উষণ, যবনেষ্ট, বৃত্তফল, শাকাঙ্গ, ধর্মপত্তন, কটুক, শিরোবৃত্ত, বীর, কফবিরোধি, মৃষ, সর্বহিত, কৃষ্ণ, বেল্লজ; কোলক, বরিষ্ট। ॥ নিঘণ্টু ॥ তাম্বুলাদিবর্গের লতাবি°। ফল কাল ক্ষুদ্র গোল তীব্র কটুরসযুক্ত। ত্রিবাঙ্কুর, দক্ষিণ ভারত ও মালাবার প্রদেশে জন্মে। বাঙলায় ও অসম প্রদেশে অল্প অল্প জন্মে। স্ত্রী ও পুং পুষ্প প্রায় ভিন্ন গাছে হয়। প্রকারভেদ—ক শ্বেতমরিচ [সফেদ মরিচ ; ইং white pepper], খ ধানলঙ্কা মরিচ—capsicum fastigiatum. ২ কঙ্কোল (?); ৩ কতক ফল, ৪ কুমরিচ, লাল মরিচ, লঙ্কামরিচ, ৫ গন্ধতুলসী, ৬ কাফ্রী মরিচ, c. grossum.

মরিচপত্রক—সরলবৃক্ষ।

মরিচসদৃশ—ককোলবৃক্ষ।

মরীচ—মরিচ দ্র°।

মরু—মরুবকবৃক্ষ।

মরুজা—মৃগের্বারু।

মরুজাতা—আলকুশী।

মরুৎ—১ মরুবকবৃক্ষ, ২ গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ; পিড়িংগাছ।

মরুৎকর—রাজমাষ।

মরুত্তক—মরুবকবৃক্ষ।

মরুদ্ভবা—তাম্রমূলাক্ষুপ, খিরাই।

মরুদ্রুম—বিটখদির।

মরুন্মালা—পৃক্কা; পিড়িংগাছ; trigonella corniculasa.

মরুব—মরুয়া, নাগদানা ॥ রাজনি°, ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—খরপত্র, গন্ধপত্র, ফণিজ্ঝক, বহুবীর্য, শীতলক; সুবাহ্ব, সমীকরণ, জম্বীর, প্রস্থকুসুম, মরুরক, আজন্ম সুরভিপত্র; মরিচ।

মরুবক, মরূবক—১ কণ্টকবৃক্ষবি°, vangueria spinosa. পর্যায়—পিণ্ডীতক, শ্বসন; করহাটক, শল্য; মদন। ২ স্বল্পপত্র তুলসী। পর্যায়—সমীরণ প্রস্থপুচ্ছ, ফণিজ্ঝক, জম্বীর। ৩ জম্বীর ভেদ। ৪ মরুয়া ফুল। পর্যায়—শুক্লপুষ্প, তিলক; কুলক। ৫ নাগদানা। পর্যায়—খরপত্র, গন্ধপত্র।

মরুস্থা—ক্ষুদ্র দুরালভা।

মরূক—শঠী।

মরূদ্ভবা—১ কার্পাসী (?), ২ যবাস (?), ৩ হ্রস্বখদির, ৪ দুরালভা।

মরুয়া—[সং মরুবক ; হিং মরুবা] তুল্যাদিবর্গের সুগন্ধ শাকবিং। গন্ধতুলসী, বাবুইতুলসী, ocimum basilicum.

মর্কটপিপ্পলী—অপামার্গ, achyranthcs aspera.

মর্কটপ্রিয়—ক্ষীরবৃক্ষ, mimosa karki.

মর্কটী—১ অপামার্গ, ২ অজমোদা, ৩ মাক্ড়া করঞ্জে।

মর্কটেন্দু—কুচিলা।

মর্তমান কদলী—মর্তবান দ্বীপজাত বলিয়া এই নাম। এই জাতীয় কদলী আকৃতি ও মিষ্টতায় অন্য কদলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন নাম—অমৃত মর্তমান, ঢাকাই মর্তমান, মালভোগ। কদলী দ্রং।

মর্মরী—দেবদারু বিং।

মলঘ্ন—শাল্মলী কন্দ (?)।

মলপু—কাকোডুম্বরিকা, ficus oppositifolia, Rox.

মলয়দ্রুম—১ মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ, ২ চন্দনবৃক্ষ।

মলয়া—তেউড়ি গাছ।

মলহন্তৃ—শাল্মলীকন্দ, salmalica malabarica.

মলহর—জৈপাল গাছ।

মলা—১ ভূম্যালকী, ২ আম্রহরিদ্রা।

মলাকা জামরুল—জামরুল বৃক্ষভেদ।

মলাকা কাঁজি—মল্লিকা সাঁঝি, aldrovanda verticillata.

মল্লতরু—পিয়াল গাছ।

মল্লি—মল্লিকা।

মল্লিকা—[সং মল্লিকা ; হিং মোতিয়া ; মং রানমোগর ; গুজং ডোলর ; কর্নং বল্লিমল্লিকে (গে) ; তেং মল্লিপুষ্পালু, মল্লিচেট্টু ; ওং মল্লি ; মং বেনিমোগরা] বেলী, বেলা, মল্লিকা॥ রাজনিং॥ jasminum sambac. শ্বেতবর্ণ সুগন্ধি পুষ্পবিং। বেলি ও বেলার দল মল্লিকা অপেক্ষায় সংখ্যায় অধিক ও পুরু। মল্লিকার পাপড়ি ও বোঁটা সরু ও দীর্ঘ। পর্যায়—তৃণশূন্য, ভূপদী, শতভীরু, তৃণশূন্যা, শীতভীরু, ভদ্রপল্লী, গৌরী, বনভদ্রিকা, প্রিয়া, সৌম্যা, নারীষ্টা, গিরিজা, সিতা, মল্লী, মদয়ন্তী, চন্দ্রিকা, মোদিনী। প্রকারভেদ—(১) বৃত্তমল্লিকা—[সং বটপত্রা, সুগন্ধাঢ্যা, বৃত্তপুষ্প, মুক্তাভা] tuscan jasmine. (২) নবমল্লিকা—[ইং arabian jas-

mine] jasminum sambac. (৩) বনমল্লিকা—[ইং narrow leaved jasmine] কাঠমল্লিকা, সুগন্ধ, jasminum sambac, j. augustifolium. (৪) শিব-মল্লিকা—[সং বসুক, অর্কবৃক্ষ]।

মল্লিকাখ্যা—ত্রিপুরপলী পুষ্প, এক-প্রকার যূথিকা। পর্যায়—মোহিনী, বটপত্রা, মোহনা।

মল্লিকাপুষ্প—১ কুটজবৃক্ষ, কুড়চি, ২ করুণবৃক্ষ, ৩ মল্লিকাপুষ্প।

মল্লিনী—অতিমুক্তক পুষ্পবৃক্ষ।

মল্লপত্র—ছত্রক।

মল্লী—মল্লিকা।

মশকিন্—উদুম্বরবৃক্ষ।

মশচ্ছদ—গুল্মভেদ, দেওতাড়তৃণ, andropogon serratus.

মশাপর্ণ—কুঞ্জকবৃক্ষ, glycine debilis.

মষীলেখ্যদল—শ্রীতালবৃক্ষ।

মসিকা—শেফালিকা।

মসিনা, মসীনা—[সং মসৃণা] তিসী। অতসী দ্রং।

মসুরিকা—মৌরী দ্রং।

মসুর—[সং মসুর] কলাইবিং॥ রাজনিং ভাবপ্রং॥ lens esculenta, ervum hirsutum, cicer lens. পর্যায়—মঙ্গল্যক, মসুর, ব্রীহিকাঞ্চন, মসুরামসুরা, রাগদালি, মঙ্গল্য, পৃথুবীজক, শূর, কল্যাণবীজ, গুড়বীজ, মসুরক, মঙ্গল্যা, মসুরকা। ভারতের সর্বত্রই এর চাষ হয়। পাতায় ৮ পর্ণ থাকে, শুঁটিতে দুটি বীজ। প্রকারভেদ—খাঁড়ী মসুর—[সং খণ্ডিক] বড় মসুর।

মসুরবিদলা—১ কৃষ্ণত্রিবৃৎ, কালতেউড়ী, ২ শ্যামলতা, ৩ আম্রাতক, ৪ মেষশৃঙ্গী (?)।

মসুরা—১ মসুর কলায় ২ মেষশৃঙ্গী (?), ৩ ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

মসুরী—১ ত্রিবৃৎ, ২ রক্তত্রিবৃৎ।

মস্তকী—[ফাং মস্তিকা-ই-রুমা ; আং মস্তগী] ক্ষুদ্রবৃক্ষবিং। ভূমধ্যসাগরের কাছে ইহার আদি জন্মস্থান। সে দেশ থেকে ভারতে আসে। রোমদেশীয় নাম—রুমী মস্তকী। গাছের নির্যাস (mastic) ধুনার মত রজনবিং। বার্নিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। (১) কাবুলী মস্তকী—pistacia mutica. বেলুচিস্থানে জন্মায়।

মহতী—১ বৃহতী, ২ বার্তাকী, বেগুন।

মহা—গোপবল্লী, গোরক্ষচাকুলিকা।

মহাকটভী—শ্বেতকটভীগাছ।
মহাকন্টকিনী—ফণিমনসা, cactus indicus.
মহাকন্টা—শ্বেবন্তীবৃক্ষ।
মহকদম্ব—কেলিকদম্ব।
মহাকন্দ—রাজপলাণ্ডু, hingtsha repens ॥ উইল° ॥
মহাকপিথ—বিল্ববৃক্ষ।
মহাকরঞ্জ—বড় করঞ্জ, বৃহদাকার করঞ্জ ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ষড়্গ্রন্থা, হস্তিচারিণী, উদ্‌কীর্ণ বিষঘ্নী, কাকঘ্নী, মদহস্তিনী, শারঙ্গেষ্টা, মধুমতী, রসায়নী, হস্তিরোহণক, হস্তিকরঞ্জক, সুমনস, কাকভাণ্ডী, মধুমণ্ডা।
মহকর্কার—গুল্মভেদ।
মহাকর্ণিকার—আরগ্ববধবৃক্ষ।
মহাকাল—১ মাকাল। পর্যায়—উরুকাল, কিম্পাপ, কাকমর্দক, কাকমর্দ, দেবর্দালিকা, দালা, দলিক, জলঙ্গ, ঘোষকাকৃতি ২ গুল্মভেদ, ৩ আম্রবৃক্ষভেদ।
মহাকুমুদা—কাশ্মরী, গম্ভারী (?)।
মহাকুম্ভী—কট্‌ফল।
মহাকৃষ্ণ—কৃষ্ণাপরাজিতা।
মহাকোশফলা—দেবদালীলতা, দেয়া-তাড়া।
মহাকোশতকী—[হি° নেনুয়া; তে° এনুগবীর; ও° তরতি] হস্তি-ঘোষা, হস্তিকোশতকী, ধুন্দুল, luffa aegyptiaca.
মহাকীতন, মহাকীর্তনিকা—শালপর্ণী।
মহাক্ষীর—ইক্ষুগাছ।
মহাগদমহীরুহ—চালমুগরার গাছ।
মহাগন্ধ—১ কুটজ গাছ, ২ জলবেতস, calamus faciculatus, ৩ নাগ-বলা, কৌবকাপুষ্প।
মহাগন্ধা—সোমবল্লী।
মহাগুহা—পৃশ্নিপর্ণী।
মহাগোধূম—বৃহৎ গোধূম বা গম ॥ ভাবপ্র° ॥ পশ্চিম দেশে জন্মে।
মহাগোপা—শারিবা, অনন্তমূলা।
মহাচঞ্চু—পর্যায়—বৃহচ্চঞ্চু, বিষারি, সুচঞ্চুকা, স্থূলচঞ্চু, দীর্ঘপত্রী, দিব্যগন্ধ্যা।
মহাচিত্রপাটল—গুল্মভেদ।
মহাচুঞ্চু—বৃহচ্চুঞ্চু ক্ষুপ, বড়, চেঁচকো।
মহাচূত—মহারাজাম্রবৃক্ষ।
মহাচ্ছদ—দেবতাড়বৃক্ষ।
মহাচ্ছায়—বটবৃক্ষ, বিপুলছায়াযুক্ত বৃক্ষ।
মহাজম্বীর—[হি° বড় নিমু] করুণা-লেবু।

মহাজম্বু, মহাজম্ব—বড় জামগাছ ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—রাজজম্বু, স্বর্ণলতা, মহাফলা; পিকপ্রিয়া, কোকিলেষ্ট, মহানীলা, বৃহৎফলা।

মহাজাতি—বাসন্তীপুষ্পলতা।

মহাজালী—১ পীতবর্ণ ঘোষা (?); ২ আবর্তকী লতা, ৩ রাজকোষতকী।

মহাজ্যোতিষ্মতী—[হিং বড়ী মালকাংনী] বড় লতাফট্‌কী। পর্যায়—তেজোবতী, বহুরসা; কনকপ্রভা, তীক্ষ্ণা, সুবর্ণনকুলী; লবণা, অগ্নিদীপ্তা, তেজস্বিনী, সুরলতা; অগ্নিফলা, অগ্নিগর্ভা, কঙ্গুনী; শৈলসুতা; সুতৈলা, সুবেশা; বায়সী; তীব্রা; কাকাণ্ডী; বায়সদনী; গীলতা, ব্রীলতা, সৌম্যা, ব্রাহ্মী, লবণাকিংশুকা, পারাবতপদী, পীতা, পীততৈলা, যশস্বিনী, মেধ্যা, মেধাবতী, ধীরা।

মহাঢ্য—কদম্ববৃক্ষ।

মহাতরু—স্নুহীবৃক্ষ।

মহাতালী—আবর্তকীলতা।

মহাতিক্ত—১ মহানিম্ব, ঘোড়ানিম, ২ কিরাততিক্তক, চিরেতা।

মহাতিক্তা—১ যবতিক্তা (?)। ২ পাঠা (?)।

মহাতীক্ষ্ণ, মহাতীক্ষ্ণা—ভল্লাতক বৃক্ষ।

মহাতুম্বী—মহালাবু।

মহাদন্তা—নাগবলা।

মহাদারু—দেবদারু।

মহাদিকটভী—শ্বেতকিণিহী লতা।

মহাদূষক—শালিধান্যবি°।

মহাদ্রুম—১ অশ্বত্থগাছ, ২ তালগাছ, ৩ মধুকগাছ।

মহাদ্রোণা—[হিং বড়ীদ্রোণ পুষ্পী] দ্রোণ-পুষ্পী ॥ রাজনি° ॥

মহানাগ—সুরপুন্নাগবৃক্ষ।

মহানিম্ব—[হিং মহারুখ, বকাইন; ও° মহানিম] মহানিম, ailanthus excelsa, ঘোড়ানিম ॥ রাজব° ॥ বননিম, melia azadirachta. পর্যায়—কৈটর্য, পবনেষ্ট, পর্বত। সুউচ্চবৃক্ষবি°। প্রায় ৪০।৫০ হাত উঁচু। দেখতে প্রায় নিম গাছের মত। পাতা বহুপর্ণ, প্রায় দেড় হাত দু হাত পর্যন্ত বড় হয়। ফল লম্বাকার। উড়িষ্যা প্রদেশে ও ছোটনাগপুরে জন্মায়। নিম দ্র°।

মহানীলা—মহাজম্বু।

মহানীলী—নীল অপরাজিতা ॥ রাজনি° ॥

মহাপঞ্চমূল—১ বিল্ব, ২ অগ্নিমন্থ,

৩ শ্যোণাক, ৪ কাশ্মরী, ৫ পাটলা।

মহাপঞ্চবিষ—১ শৃঙ্গী, ২ কালকূট (?); ৩ মুস্তক, ৪ বৎসনাভব, ৫ শঙ্খকর্ণী।

মহাপঞ্চাঙ্গুল—রক্তৈরণ্ডবৃক্ষ।

মহাপত্র—বড়পাতা গুল্ম।

মহাপত্রা—মহাজম্বু।

মহাপদ্ম—শুক্লপদ্ম, শ্বেত উৎপল।

মহাপাটল—বৃক্ষভেদ।

মহাপারুষক—বৃক্ষভেদ।

মহাপারেবত—এক জাতীয় ফলবৃক্ষবিং ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—স্বর্ণপারেবত, সাম্রানিজ, খাবিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎপাবেবৎ, দ্বীপজ, দ্বীক-খর্জুর।

মহাপিণ্ডীতক—মহামদন নামে এক কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ ॥ রাজনিং ॥

মহাপিণ্ডীতরু—[হিং পেড়িয়া] শ্বেতপিণ্ডীতরু, বড় ময়না গাছ, কাল ময়না ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—শ্বেতপিণ্ডীতরু, করহাট, ক্ষুর, শস্ত্রকোষতরু, শর, পিণ্ডীতরু।

মহাপীলু—পীলুফলের গাছ ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—বৃহৎ পীলু, মহাফল, রাজপীলু, মহাবৃক্ষ, মধুপীলু।

মহাপুরুষদন্তা—শতমূলী, asperagus racemosus.

মহাপুরুষদন্তিকা—মহাশতাবরী।

মহাপুষ্প—১ কুন্দবৃক্ষ, ২ কালমুগ, ৩ রক্তকাঞ্চন, ৪ লবণবৃক্ষ, ৫ অপরাজিতা, ৬ ধুঁদুল।

মহাপোটগল—শরতৃণবিং।

মহাফল—১ বিল্ববৃক্ষ, ২ নারিকেলবৃক্ষ, ৩ তালবৃক্ষ, ৪ পীলুবৃক্ষ।

মহাফলা—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ রাজজম্বু, ৩ কটুতুম্বী, ৪ মহাকোশাতকী, ৫ কমলালেবু, ৬ বনবীজপূরক, ৭ নীলী, ৮ নাগবলা।

মহাবলা—১ অতিবলা, পীতপুষ্পী, ২ পিপ্পলী, ৩ নীলাবৃক্ষ, ৪ ধামনবৃক্ষ, ধাওয়া গাছ।

মহাবল্লী—লতানে গাছ, gaertnera racemosa.

মহাবীর্যা—১ বনকার্পাসী, ২ মহাশতাবরী।

মহাবৃক্ষ—১ সিজগাছ, ২ সেহুণ্ডবৃক্ষ, ৩ করঞ্জবৃক্ষ, ৪ তালবৃক্ষ, ৫ মহানীলুবৃক্ষ।

মহাবৃহতী—গুল্মভেদ, solanum molongena. ২ বার্তাকী, বেগুন।

মহাবেগবতী—বৃক্ষবিং।

মহাব্রীহি—মেটেধান।
মহাভদ্র—কাশ্মরী (?)। ২ বার্তাকী, বেগুন।
মহাভরী—[সং শটীগন্ধমূলী] মহাভরীবচ, শটী, curcuma zedoaria. হরিদ্রাদিবর্গের বন্য বৃক্ষবিং। চট্টগ্রাম ও পূর্ব হিমালয়ে জন্মে।
মহাভীত—লজ্জালুক্ষুপ।
মহামন্দার—বৃক্ষভেদ।
মহামুচিলিন্দ—বৃক্ষভেদ।
মহামূল—রাজপলাণ্ডু।
মহাম্ল—তিন্তিড়ি, তেতুঁল।
মহারজত—ধুতুরা।
মহারজন—কুসুম্ভপুষ্প।
মহারস—১ খর্জুর, ২ কশেরু, ৩ ইক্ষু, ৪ জম্বুবৃক্ষ।
মহারাজচূত—উত্তম আমকে বলে ॥ রাজনিং ॥
মহারাষ্ট্রী—১ জলপিপ্পলী, ২ শাকভেদ, মারাটী।
মহারিষ্ট—মহানিম্ব দ্রং।
মহারোচ—বৃক্ষভেদ।
মহার্ঘ—মহাসোমলতা।
মহার্দ্রক—১ বুনো আদা, ২ শুণ্ঠী।
মহার্ধা—বৃক্ষবিং।
মহালিকটভী—শ্বেতকিণিহীবৃক্ষ।
মহালোধ্র—লোধ্রবিং; পাটিয়া লোধ।
মহাবরা—দূর্বা।
মহাবরোহ—পাকুড় গাছ।
মহাবল্লী—মাধবীলতা।
মহাবার্তাকিনী—বনবেগুন।
মহাবার্ষিকা—বৃক্ষভেদ।
মহাবীরা—ক্ষীরকাকোলী।
মহারোচ—বৃক্ষভেদ।
মহাশণ—শণবীজ।
মহাশণপুষ্পিকা—আতুষীফুলের গাছ, মহাশ্বেতা ফুলের গাছ ॥ রাজনিং ॥
মহাশণা—আরণ্যশণ।
মহাশতা—মহাশতাবরী।
মহাশতাবরী—[হিং কঙ্গহীমূল] মহাপুরুষদন্তিকা বৃক্ষবিং ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—শতবীর্যা, সহস্রবীর্যা, সুরসা, মহাপুরুষদন্তিকা, বীরা, তুঙ্গিনী, বহুপুত্রিকা, ঊর্ধ্বকণ্ঠী, মহাবীর্যা, ফণিজিহ্বা, মহাশতা, সুবীর্যা ॥ শব্দ ॥
মহাশমী—বড় শমী গাছ, acacia suma.
মহাশাখা—নাগবলা।
মহাশালি—মোটাধান। পর্যায়—সুগন্ধিক।

মহাশীতা—শতমূলা।
মহাশুণ্ডী—হাতিশুঁড়।
মহাশৌন্ডী—কটভীগাছ।
মহাশ্যামা—১ শ্যামলতা, echites frutescens ॥ উইল° ॥ ২ কাল শিশু গাছ।
মহাশ্রবণী—মহাশ্রাবণিকা।
মহাশ্রাবণিকা—থুলকুড়ী ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—মহামুণ্ডী, লোচনী, কদম্বপুষ্পী, বিকচা, ক্রোড়া, চোড়া, পলঙ্কষা, নদীকদম্ব, মুণ্ডাখ্যা, মহামুণ্ডণিকা, পাতাস্থবিরা, লোতনী, ভূকদম্ব, অলম্বুষা।
মহাশ্বেত—মহাশণপুষ্পিকা।
মহাশ্বেতা—কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড। পর্যায়—ক্ষীরবিদারিকা, ক্ষীরবিদারী, ঋক্ষগন্ধিকা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরকন্দা, ক্ষীরিকা। ২ শ্বেত অপরাজিতা, সিতা, ৪ শ্বেত কিনিহীবৃক্ষ।
মহাসমঙ্গা—[হি° কগহিয়া, খিড়িহিটিরা; বো° থেরচিকনা, ভেদু] বৃক্ষবিশেষ ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ওদনিকা, ওদনাহ্বয়া, বুকা, রুহা, বৃদ্ধবলা, তণ্ডুলা, ভুজঙ্গজিহ্বা, শীতপাকিনী, শীতবলা, শীতাবলা, বলোত্তরা, বরাথিরহিট্টী, ব্যালজিহ্বা ॥ রাজব°॥
মহাসর্জ—১ অসন বৃক্ষভেদ, terminalia tomentosa, ২ পনসবৃক্ষ, artocarpus integrifolia.
মহাসহ—কুঞ্জকবৃক্ষ। glycine debilis, ২ wrightea antidysenterica.
মহাসহা—১ মাষপর্ণী, ২ অম্লানবৃক্ষ, কুবুক।
মহাসার—বিটখদির।
মহাস্কন্ধা—জম্বুবৃক্ষ।
মহাস্থাল—বৃক্ষভেদ।
মহিলা—প্রিয়ঙ্গুলতা।
মহিলাহ্বয়া—প্রিয়ঙ্গুলতা।
মহিষকন্দ—মহাকন্দবি°। পর্যায়—শুভ্রালু, লুপাপকন্দ, শুক্লকন্দ, মহিষীকন্দ।
মহিষমস্তক—শালিধান।
মহিষবল্লী—[হি° স্থিরহিট্টি; ম° মহিষবেলী; কলিঙ্গ—গ্রাম্যবল্লী] লতাবি°। পর্যায়—সৌম্যা, প্রতিসোমা, অন্ত্রবল্লিকা, খণ্ডশাখা।
মহিষীকন্দ—মহাকন্দবি°।
মহিষীপ্রিয়া—শূলীতৃণ।
মহীজ—আদা।
মহুয়া—মধুরাস্বাদ ফলবি°, মৌল। মউআ দ্র°। প্রকারভেদ—জলমধুক—[জলমহুয়া; ক° জলমহ্বে;

তোয়েইংপে] bassia longifolia. কর্দমাক্ত জলাভূমিতে জন্মে। কাণ্ড বড়। পাতা মৌয়া গাছের পাতার চেয়ে লম্বা, ফুল শাদা ও একটি লাল, একটি জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। ফল আকারে বোম্বাই কুলের মত; ভাদ্র-আশ্বিনে পাকে।

মহেন্দ্রবারুণী—[ম° বড়িল, ইন্দ্র-বারুণী ; কলিঙ্গ—হিরিয় হামেক] ১ বড় মাকাল, ২ রাখালশশা। পর্যায়—চিত্রবল্লী, মহাফলা, মহেন্দ্রী, ধনুঃশ্রেণী, চিত্রফলা; ত্রপুসী, ত্রপুসা, আত্মরক্ষা, স্থানুকর্ণী, বিশালা, দীর্ঘবল্লী, মহৎফলা, মরুসম্ভবা, মহাদ্বারুণী, বৃহৎফলা, বৃহদ্বারুণী, সৌম্যা; গর্জাচির্ভটা, চিত্রদেবী।

মহেন্দ্রী—মহেন্দ্রবারুণীলতা।

মহেরণা—শলই, শল্লকীবৃক্ষ, লুবান, boswellia thurifera.

মহেলিকা—বড় এলাচ।

মহেশবন্ধু—বেলগাছ।

মহেশ্বরী—১ অপরাজিতা, ২ যবতিক্ত লতা।

মহৈরণ্ড—স্থূল এরণ্ড।

মহৈলা—বড় এলাচ।

মহোটিকা—১ বৃহতী, ২ কুড় গাছ (?)।

মহোৎপল—পদ্ম; nymphaea nelumbo.

মহোদয়া—নাগবলা।

মহৌষধ—১ শুণ্ঠী, ২ লশুন, ৩ বারাহী কন্দ, ৪ পিপ্পলী, ৫ অতিবিষা।

মহৌষধি—১ দূর্বা, ২ লজ্জালু ক্ষুপ।

মহৌষধী—রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ-লতাদিকে মহৌষধী বলে। শ্বেত কন্টকারী, ২ ব্রাহ্মী, ৩ কটুকা ? ৪ অতিবিষা, ৫ হিলমোচিকা (?)। ॥ বৈদ্যকং ॥

মাংসদলন—প্লীহঘ্নবৃক্ষ, andersonia rohitaka.

মাংসদ্রাবিন্—অম্লবেতস।

মাংসফল—তরমুজ।

মাংসফলা—১ বার্তাকী, ২ তরমুজ।

মাংসাদনীবৃক্ষ—অগ্নিরুহা।

মাংসারি—অম্লবেতস।

মাংসী—১ জটামাংসী, ২ কক্কোলী, ৩ বেড়েলা।

মাইফল—মায়াফল দ্র°।

মাকড়াগিলা—গুল্মভেদ।

মাকড়জাল—গুল্মভেদ, gordonia integrifolia.

মাকড়জালি—ধান্যাদিবর্গের উচ্চ সরু তৃণবি°; digitaria sanguinalis.

মাকন্দ—আম্রবৃক্ষ। রসাল।
মাকন্দী—১ আমলকী, ২ মাদ্রানী (?) [হিং মাঙ্গনী] পর্যায়—বহুমূলী, মাদনী, গন্ধমূলিকা।
মাকাটী (দেশজ)—তুলার বীজ।
মাকাল—[সং ইন্দ্রবারুণী, মহাকাল ॥ শব্দকং ॥ ; হিং ইন্দায়ণ ; মং লঘু ইন্দ্রস, কাঁবউঠ্ঠ ; গুজং ইন্দ্রবানীয়ং ; কং হাম্মেক্কেক ; তেং এতিপুচ্ছা ; ফাং খুর্জজাতল্খ ; অং হঞ্জল ; ওং মহাকাল] রা খালশর্শা, bryonia scabrella, citrulus colocynthis. কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের লম্বা লতাবিং। ফুল পীতবর্ণ, পাকলে কাল হয়। ফল দেখতে সুন্দর কিন্তু বিষাক্ত, পাকলে সিন্দুর রং হয়। পাতা পাঁচ আঙ্গুলিয়া ; নিচের পিঠ মসৃণ। ইহা বেড়া বা গাছের আশ্রয়ে উর্ধ্বে ওঠে ও বিস্তৃত হয়। এক-একটি লতা ২৫-৩০ বৎসর বাঁচে। তাই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ইহার নাম 'চিরযুবতী' লতা। প্রকারভেদ—ছোট মাকালের ফলের মধ্যে সুগন্ধ থাকে ও বড মাকাল—বেলের মত, tricosanthes bracteata, citrulus colocynthis.
মাক্ষিক ফল—মধু নারকেল গাছ।
মাখনা—[সং মখান্ন ; হিং মাখানা ; ওং কাঁটাপথ] মাখনা, euryale ferox. জলজ গাছবিং। অনেকটা কুমুদের মত, কিন্তু গায়ে কাঁটা আছে। পাতা প্রায় গোলাকার। ফুল খানিকটা জলে ডুবে থাকে। বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) অধিক পরিমাণে দেখা যায়।
মাখমশিম—শিম্বীজাতীয়। canavalia gladiata. বড় মাখমশিম—canavalia leucasperma.
মাগধ—১ শুক্লজীরক, ২ পিপ্পলীমূল, ৩ স্থূলজীরক, ৪ জীরক।
মাগধিকা—পিপ্পলী।
মাগধী—যূথিকা, ২ পিপ্পলী, ৩ ত্রুটি (গুজরাতী এলাচ)।
মাঘ্য—কুন্দপুষ্প।
মাঙ্গল্যকায়া—১ দূর্বা, ২ হরিদ্রা, ৩ মাষপর্ণী, ৪ হরিতকী ৫ গোরোচনা (?), ঋদ্ধি (?)।
মাঙ্গল্যকুসুমা—শঙ্খপুষ্পী।
মাঙ্গল্যপ্রবরা—বচা, বচ।
মাঙ্গল্যা—১ গোরাচনা, ২ শমীবৃক্ষ, ৩ জীবন্তী।
মাচীক—দেবদারু।
মাচীপত্র—সুরপর্ণ নামে পত্রশাক।

মাজু—[সং মায়াফল, মজ্জফল, ছিদ্রাফল, ফাং মাজু ; ইং dyers oak] মাজুফল, quercus infectoria. পারস্য ও আফগানিস্তানে ও এসিয়া মাইনরে জন্মায়।

মাটাম্রক—বৃক্ষভেদ।

মাড়—[বোং ভেলীমাড় ; মং মাড়ু ; কলিং বেনো ;] কোঙ্কনদেশ প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। পর্যায়—দীর্ঘ, মাড়াদ্রুক, ধ্বজবৃক্ষ, বিতানক, মদ্যদ্রুম।

মাড়ুয়া—শস্যভেদ, মরুয়া, মুহা, eleusine coracana.

মাণক—মান দ্রং।

মাণকচু—মানকচু দ্রং।

মাতঙ্গ—অশ্বত্থ গাছ, ficus religiosa.

মাতুল—১ ব্রীহিভেদ, মদনদ্রুম, ৩ ধুতুরা।

মাতুলক্রম—১ ধুতুরা গাছ, ২ শাল্মলী গাছ।

মাতুলপুত্রক—ধুতুরা ফল।

মাতুলপুষ্প—ধুতুরা ফল।

মাতুলা, ম্যতুলানী—১ কলায়, ২ ভঙ্গা, ৩ শণ, ৪ প্রিয়ঙ্গু গাছ।

মাতুলুঙ্গ—[হিং বীজোরা ; মং মাহলিঙ্গ ; কং মালধা] ছোলঙ্গ গাছ, ট্যাবালেবুর গাছ, citrus medica. পর্যায়—ফলপূর, বীজপূর, রুচক, মাতুলুঙ্গ, পূফল, ফলপূরক, লুঙ্গয, পূরক, পূর, বীজপূর্ণ, অম্বুকেশর। ২ দাড়িম্ব, দাড়িম।

মাতুলুঙ্গশিকা—ছোলঙ্গ লেবুর মূল।

মাতুলুঙ্গিকা—বনবীজপূর।

মাতৃ—১ আখুকর্ণী, ২ ইন্দ্রবারুণী. ৩ মহাশ্রবণী, ৪ জটামাংসী।

মাতৃনন্দন—১মহাকরঞ্জ গাছ, ২ গুচ্ছকরঞ্জ গাছ।

মাতৃসিংহী—বাসক গাছ, justicia adhatoda.

মাথী—মৈথী।

মাদন—১ লবঙ্গ, ২ মদন গাছ, ৩ ধুতুরা গাছ।

মাদার—মান্দারক গাছ, erythrina fulgens.

মাদার, মন্দার—[সং ডহু, লকুচা ; তেং কম্মারেণ্ড, লকুচম ; মং লোই ; ওং জেউট। (স্থানবিং) চে* ফল ; ইং monkey jack] দেফল, artocarpus lacoocha. কাঁঠাল গাছের মত উদ্যানতরুবিং। বর্ষাকালে জন্মে। ফল পাকলে হলদে হয়।

মাদুয়ের (দেশজ)—গুল্মবিং। volkameria madocera.

মাদুরকাটি—মুস্তকাদিবর্গের তৃণাবি°। cyperus tegetum, প্রায় দুহাত লম্বা হয়।

মাদুরপাতী—scirpus tegetus.

মাধব—১ মধুকবৃক্ষ, ২ কৃষ্ণমুদ্গ, ৩ জীরকবৃক্ষ।

মাধববল্লী—লতাবি°, gaertnera racemosa.

মাধবলতা—ধান্যবি°।

মাধবিকা—মাধবীলতা।

মাধবী—[সং° মাধবীলতা, বাসন্তী; হি° মাধবী; গুজ° মাধবীলতা, রক্তপিণ্ডী; ম° পীতবেল; ক° ইন্দ্রগোচ্চে, বিববুন্তগে; তে° মাধববতোগে; পুপ্পুলগুরুবিন্দ, মাধবীলতা, gaertnera racemosa, Rox, hiptage madhablata. পর্যায়—অতিমুক্ত, পুণ্ড্রক, বাসন্তীলতা, অতিমুক্তক, মাধবিকা, মাধবীলতা, চন্দ্রবল্লী, সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসবা, ভৃঙ্গীপ্রিয়া, ভদ্রলতা, ভূমিমণ্ডপভূষণা, বাসন্তীদূতী, লতামাধবী। মাধবীলতা লম্বা ও মোটা। চাঁপা ফুলের মত পাতা, ফুল সুগন্ধী, বসন্তকালে ফুল হয় সাদা রং—হলদে রংয়ের আমেজযুক্ত। ফলে তিনটে পাখা থাকে। ২ তুলসী।

মাধবেষ্টা—বারাহীকন্দ।

মাধবোদ্ভব—রাজাদনী, (চলিত) খীর্ণী গাছ।

মাধবীক—১ মহুয়াফুলের মদ। ২ নিষ্পাব, শিম।

মাধবীকফল—মধুনারকেলবৃক্ষ।

মাধবীকমধুরা—মধুরখর্জুরিকা।

মাধবীকা—সাদা শিম।

মাধবীমধুরা—মধুরখর্জুরিকা।

মান, মানকচু—মানক, মানগাছ ও তাহার কন্দ। পর্যায়—স্থলপদ্ম, মাণ, বৃহচ্ছদ, ছত্রপত্র।

মানক—[সং° মাণক, মহাপত্র, স্থলপদ্ম; হি° মানকন্দ; ম° কস্আলু; কো° ভোগমানা] মান, calocasia indica, c. montana. কচ্বাদিবর্গের শাকবি°। কচুগাছের চেয়ে মানগাছ বড়, পাতাও বড়। এর মূল মানুষের ভক্ষ্য। রোদে শুষ্ক পুষ্ট মানকন্দ ওষুধার্থে ব্যবহৃত হয়। ॥ রাজনি° ॥

মানতরু—ক্ষেতপাপড়া।

মানদ্রুম—শাল্মলীবৃক্ষ।

মামাির (দেশজ)—লতাবি°।

মায়াফল—মাইফল। পর্যায়—মায়িফল, মায়িক, ছিদ্রাফল, মায়ি।

মায়িক—মাইফল।
মায়ুরা—কাকোদুম্বরিকা।
মায়ূরী—বনযমানী।
মার—ধুস্তুর।
মারকগণ—আকন্দ, ইন্দুরকাণিপানা, কটকী, নটেশাক, পুনর্নবা, পান, পিণ্ডতগর, বৃহতী, মন্ডুকপর্ণী, মদনফল, শতমূলী, হিঞ্চেশাক।
মারকবর্গ—মুথা, বচ, চিতা, গোক্ষুর, তিতলাউ, দন্তী, জাতিপুষ্প, রাস্না, শরপুঙ্খ, ঘৃতকুমারী, চণ্ডালিনী, ওল, কুঁচিলা, হারমুচ, লজ্জালু, ঘোষা, লাক্ষা, দন্তোৎপল, বালা, পিপুল, নিসিন্দা, বনএলাচি, বিষলাঙ্গলিয়া, শাল, আকন্দ, সোমরাজ, রবিভক্তা, কাকমাচী, শ্বেতআকন্দ, অপরাজিতা, বায়সতুণ্ডী, সিজ, বেড়েলা, শুণ্ঠী, বরাহক্রান্তা, হাতিশুঁড়া, কদলী, রাস্না, কাঁচাতেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, শ্বেতপুনর্নবা, ধুস্তুর, কাকজঙ্ঘা, শতমূলী, ক্ষীরীশ পরগাছা, তিল, ভেকপর্ণী, দূর্বা, মূর্বা, হরিতকী, তুলসী, ইন্দুরকাণি, কাঁকুড়, বনবর্গলতা, তালমূলী, হিং, শুরুচী, সজিনা, জলপিপ্পলী, ভৃঙ্গরাজ, প্রসারিণী, সোমলতা, শ্বেতসর্ষপ, অসন, হংসপদী, ব্যাঘ্রপদী, পলাশ, ভেলা, ইন্দ্রবারুণী।
মারিষ—[সং দীর্ঘনাল, তণ্ডুলীয় শাক ॥ রাজনি ॥ রক্তপর্ণ, বিন্দুপর্ণ ; হিং মরসা, নবড়া ; মং ভাজী ; কোং কাঁটাখুড়িয়া ; তৈং ডুগলকুয়া ; গুজং ডাম্ভো ; উং নেউটাশাক] কাঁটানটে শাক, amaranthus spinosus. কাঁটানটের ক্ষুপ কণ্টকপূর্ণ। পাতা ছোট। মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—কন্ধর, মার্ষিক। প্রকারভেদ—১ শ্বেত, ২ রক্ত।
মারীচ—গোলমরিচ।
মারীচপত্রক—সরলগাছ।
মারীচপত্রিকা—সরল দেবদারু, সর্জ তরু।
মারীচবল্লী—মরিচগাছ।
মারীষ—মারিষ শাক।
মারুয়া—[সং রাজিকা, রাগী ; ওং মাণ্ডিয়া ; তেং রাগ] eleusine caracena. ধান্যাদিবর্গের শস্য তৃণবিং। চাষ হয়। সোজা তৃণের মত গাছ হয়। কাঁকরপূর্ণ নিকৃষ্ট জমিতেও জন্মে। মহীষুর প্রদেশে ইহা দরিদ্রজনের

প্রধান খাদ্য।
মারুতাপহ—বরুণ গাছ, capparis trifoliata.
মার্কটপিপ্পলী—আপাং।
মার্কণ্ডিকা—লতাবি°॥ ভাবপ্র°॥
মার্জার—১ রাঙচিতে; ২ পূতিসারিবা (?)।
মার্জারগন্ধা, মার্জারগন্ধিকা—মুগানি, মুগজাতীয়, phaseolus tribolus.
মার্জারী—কস্তুরী॥ রাজনি°॥
মার্তণ্ডবল্লভা—আদিত্যভক্তা।
মার্ষ; মার্ষিক—মারিষশাক।
মালক—১ স্থলপদ্ম, ২ নিমগাছ।
মালতী—[স° মালতীলতা, অতিমুক্তক ; ও° গন্ধমালতী, হি°, ম°, গুজ° মালতী] মালতী, echites caryophyllata, jasminum grandiflorum. পর্যায়—হৃদ্যগন্ধা, জনেষ্টা, সন্ধ্যাপুষ্প; তৈলভাবিনী, সুমনা; জাতি, জাতী, সমনস ॥রাজব°॥ তগরাদিবর্গের লতাবি°। ফুল শাদা, বর্ষাকালে অধিক সংখ্যক সন্ধ্যাকালে ফোটে। আকারে ছোট ও সুগন্ধি। প্রকারভেদ—পীতমালতী, jasminum humile. পর্যায়—স্বর্ণযূথিকা, হেমপুষ্পিকা। চামেলি—aganosma calisna.
মালতীপত্রিকা—জয়িত্রী।
মালতীফল—জাতীফল; জায়ফল।
মালবিকা—তেউড়ী।
মালবিটপিন—কুম্ভী গাছ।
মালা—১ বল্লীদূর্বা, ২ ভূম্যামলকী।
মালা আঁকড়া—তৃণবি°, eleusine indica.
মালাকণ্ট—অপমার্গ।
মালাকণ্ঠ—গুল্মভেদ, achyranthus aspera.
মালাকন্দ—মূলবি°॥ রাজনি°॥ পর্যায়—আবিলকন্দ, ত্রিশিখদলা; গ্রন্থিদল, পাদিকন্দ, কন্দলতা।
মালাতৃণ; মালাতৃণক—[স° ভূস্তৃণ, গন্ধখড়] সুগন্ধি তৃণবি°। পর্যায়—রোহিষ; ভূতি, ভূমিক, কুটুম্বক, ভূস্তৃণ, পালঘ্ন, ছত্রাতিচ্ছত্র।
মালাদূর্বা—গাঁটিয়া দূর্বা। পর্যায়—বল্লীদূর্বা, অলিদূর্বা, মালাগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিদূর্বা; শূলগ্রন্থি, বেল্লনী; গ্রন্থিমূলা, রোহৎপর্বা, পর্ববল্লী, শিবাখ্যা।
মালাফল, মালামণি—রুদ্রাক্ষ।
মালারিষ্টা—পাটী নামে সুগন্ধ পত্র।
মালাশ্রেষ্ঠতমা—তুলসীগাছ।

মালিক—১ মল্লিকাবিশেষ, চন্দ্রমল্লিকা, ২ অতসী, মসিনা, ৩ সপ্তলা (?)।

মালিকা—১ সপ্তলা, ২ পত্রী (?)।

মালিনী—১ অগ্নিশিখাবৃক্ষ, ২ দুরালভা।

মালুক, মালূক—কৃষ্ণপত্র তুলসী।

মালুধানী—লতাবি°।

মালুর—বিল্ববৃক্ষ।

মাল্যক—মদনবৃক্ষ।

মাল্যপুষ্প—শণবৃক্ষ।

মাল্যপুষ্পিকা—শণপুষ্পী।

মাল্যা—তৃণভেদ।

মাষ—[সং মাষক, মাষ-কলায়, ঋদ্ধি; হিং উর্দ; মং উভীদ, ওং বিরহি] মাষকলাই, চিরিকলাই ॥ ভাবপ্র° রাজব° ॥ পর্যায়—কুরুবিন্দ, ধান্যবীর, বৃষাকর, মাংসল, বলাঢ্য, পিত্র্য, পিতৃভোজন।

মাষপত্রিকা, মাষপর্ণী—মাষাণী বা বন্যমাষকলাই ॥ রাজনি° ॥ ভাবপ্র°॥ glycine debilis. পর্যায়—হয়পুষ্পী, কাম্বোজী, মহাসহা, সিংহপুষ্পী, ঋষিপ্রোক্তা, কৃষ্ণবৃন্তা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণিনী, আর্দ্রমাষা, মাংসমাষা, মঙ্গল্যা, হয়পুষ্পিকা, হংসমাষা, অশ্বপুষ্পা, পাণ্ডুরা, মাষপর্ণিকা, কল্যাণী, বজ্রমূলী, শালপর্ণী, বিসারিণী, আত্মোদ্ভবা, বহুফলা, স্বয়ম্ভূ, সুলভা, ঘনা, সিংহবিন্না, বিশাচিকা।

মাষাণি, মাষাণী—[সং মাষপর্ণী; হিং মষবন্, বনউর্দী; মং রানউডীদ; গুজ° অডবাড, অডদবেল; ক° বানোডিণ্ডুকা উট্টু; তে° কারমীনুরু] মাষাণি, terumnus labilais, teramnus debilis. পর্যায়—সুলভা; আত্মোদ্ভবা, পাণ্ডুলোমশা, মাষপত্রিকা, বহুফলা, কৃষ্ণবৃন্তা, অশ্বপুচ্ছিকা, বজ্রমূলী, হয়পুষ্পী, শিম্বাদিবর্গের সুদীর্ঘ বন্যলতা। বন্য মাষকলাই। পাতা ত্রিপর্ণ। ফুল লাল, নীলের ঈষৎ আমেজযুক্ত, পাতার নিচের পিঠ লোমময়।

মাসদ্বয়োদ্ভব—ষষ্টিক শালিধান্য।

মাসন—ঔষধীবৃক্ষবি°, serratula anthelmintica.

মাসন্দার—পুষ্পবৃক্ষবি°, callicarpa incana.

মাহিষবল্লরী—কৃষ্ণবৃদ্ধদারক।

মাহিষবল্লী—মধুসোমলতা।

মাহেন্দ্রী—ইন্দ্রবারুণীলতা।

মিন্দী (দেশজ)—মেন্দীগাছ; lawsonia inermis.

মিরা—মূর্বা।

মিশী—১ মধুরিকা; মৌরী, ২ শত পুষ্পী, শুলুকা মিশী, ৩ জটা-মাংসী, ৪ থোসিকা; ৫ মহাদর্ভ (এক প্রকার কেশে), ৬ বান্দনী, ৭ অজমোদা।

মিশ্রপুষ্প—মেথিকা।

মিশ্রবর্ণফলা—বার্তাকী।

মিশ্রেয়া—১ মৌরী । ভাবপ্র° ॥; ২ শাকবি°, ৩ শতপুষ্পা।

মিষি—মিশী দ্র°।

মিষিকা—১ জটামাংসী, ২ মধুবিকা।

মিষ্টনিম্ব—নিম্ববৃক্ষ ভেদ।

মিষ্টনিম্বু—মধুর জম্বীর, মিষ্ট নেবু।

মিষ্টপাট—বৃক্ষভেদ (ইং Jew's mallow) corchorus olitorius.

মিসি—মিশী দ্র°।

মিহির—অর্কবৃক্ষ।

মীননেত্রা—গণ্ডদূর্বা।

মীনপিত্ত—কটুকী।

মীনাক্ষী—১ গণ্ডদূর্বা ২ ব্রাহ্মীশাক।

মীনাম্রীণ—দদূর্বাম্র (?)।

মীশ্বাণ—মহারণ্যধবৃক্ষ।

মুকুন্দ—১, শ্বেতকরবী ২ গাম্ভার গাছ।

মুকুন্দক—পলাণ্ডু।

মুকুর—১ বকুল গাছ, ২ মল্লিকাপুষ্প গাছ, ৩ কুল গাছ।

মুকুষ্ঠ, মুকুষ্ঠক—মুগানী। পর্যায়—ময়ষ্টক, মুকুষ্ট, মপষ্টক; মুঘাণ্টক, মকুষ্টক, ময়ুষ্টক।

মুকুলক—দণ্ডীবৃক্ষ।

মুক্তজড়ি—Phyllanthus emblica.

মুক্তঝরী, মুক্তঝুরি, মুক্তবর্ষা—[সং অরিক্তমঞ্জরী; হি° কুপ্পী,খোকালিয়া ও° ইন্দ্রমারিশ; তে° হরিত্ত মঞ্জিরী; গুজ° দাদরো; ব°ম্বিছকণ্ট; তা° কুপ্পাইমেনি; তে° কুপ্পাই চেট্টু; ইং Indian acalypha] acalypha indica, a. paniculata. স্নুহিআদিবর্গের বহু শাখা বিশিষ্ট ছোট গাছ। ফুল ছোট হলদে রংয়ের; ফলও ছোট, তিন ভাগে বিভক্ত। সমস্ত গাছটি বিশেষত পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

মুক্তপালেবত—দ্বৈপখর্জুরীবৃক্ষ।

মুক্তবন্ধনা—মল্লিকাবৃক্ষ।

মুক্তসার—কদলীগাছ।

মুক্তাপুষ্প—কুন্দফুলের গাছ।

মুক্তাফল—লবলী ফল (?)।

মুখ—১ জীরক, ২ ডহু, ডেলো (?)।

মুখগন্ধক—পিঁয়াজ।

মুখচীরী—পিঁয়াজ।

মুখদূষণ—পিঁয়াজ।

মুখধৌতা—বামুনহাটি।

মুখপ্রিয়—নারঙ্গ।

মুখবল্লভ—দাড়িমবৃক্ষ।

মুখবাচিকা—অম্বষ্ঠা।

মুখবাসা—১ গন্ধতৃণ, ২ তরম্বুজ লতা।

মুখসূচী—আমড়া গাছ।

মুখার্জক—তুলসী গাছ।

মুগ, মুগানি—[সং মুদ্গ ; হিং মুঙ্গ ; মুগবন ; ওং মুগ ; মং রানমুগ ; কং কোহসরু ; গুজং অববাড মগবেল্য ; তেং কারু পেসারা ; ইং a sort of kidney beam] মুগ, মুগানি, phaceolus radiatus, p. mung. শিম্বাদিবর্গের কৃষিজাত কলাইবিং। পর্যায়—মুদ্গপর্ণী, শিম্বী, মার্জারগন্ধিকা, বনজা, বনমুদ্গা, শূর্পপর্ণী, মকুষ্টক। প্রকারভেদ—১ বন্য-মুগ—[সং বনমুদ্গ, মুদ্গপর্ণী] অরণ্যজাত মুগকলাই, মুগানি, p. aconitifolius. ২ কালিমুগ—কৃষ্ণমুগ, ৩ ঘোড়ামুগ—[সং মহামুদ্গ] বড় লতানিয়া গাছ। ৪ সোনামুগ—[সং পীতমুদ্গ] পীতবর্ণের, ৫ হালিমুগ—[সং হরিৎমুদ্গ] হলদে বর্ণের।

মুচকুন্দ, মুচুকুন্দ—[সং মুচুকুন্দ ; হিং মুচকুন্দ, মেচকুন্দ ; মং, গুজং কং মুচকুন্দ ; তেং লোলমুগু ; তাং টাড্ডো ; ওং বইলো, মুচকুন্দ] মুচুকুন্দ চাঁপা, pterospernum suberifolium rox. রাঢ় দেশে চলিত নাম—কনকচাঁপা, p. acerifolum. ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥ পর্যায়—বহুপত্র, পত্রবৃক্ষ, সুদল, সুপুষ্প, দীর্ঘপুষ্পী, রক্তপ্রসব, ছত্রবৃক্ষ, চিত্রক, প্রতিবিষ্ণুক, হরিবল্লভ, অর্ঘ্যার্হ, লক্ষণক। ফুলের গাছ। ফুল সুগন্ধি, বসন্তকালে ফোটে।

মুচিলিঙ্গ—১ মুচকুন্দ গাছ, ২ তিলক গাছ, ৩ রাজাদনবৃক্ষ।

মুঞ্চক—মুষ্কর গাছ।

মুঞ্জ—[সং মৌঞ্জক, মুঞ্জ, মৌঞ্জীতৃণ ; হিং মুঞ্জ ; ওং মঞ্জা] মুঁজ, মাঁজা ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥ তৃণবিং, শরণ তৃণ, sachharum arundinaceum, s. munja. মুঞ্জ তৃণবিং। রাঢ়দেশে জন্মে না।

বিহার থেকে আরম্ভ করে উত্তর দক্ষিণাঞ্চলে প্রচুর জন্মে। উপনয়নের সময় মৌঞ্জী মেখলা ধারণ করতে হয়। গাছের ছালে দাঁড় তৈরি হয়। পর্যায়—মৌঞ্জী, তৃণাখ্য, ব্রাহ্মণ্য, তেজনাহ্বয়, বাণীরক, মুঞ্জণক, শীরী, দর্ভাহ্বয়, দৃঢ়মূল, দৃঢ়তৃণ, দৃঢ়মূল; বহুপ্রজ; রঞ্জন, শত্রুভঞ্জ।

মুঞ্জবৎ—সোমলতা ভেদ।

মুঞ্জাত—তৃণবি°।

মুঞ্জাতক—পুষ্পবৃক্ষবি° ॥ রাজব° ॥

মুণ্ড—স্থাণুবৃক্ষ, মুড়াগাছ।

মুণ্ডচণক—কলায়, বড়ছোলা।

মুণ্ডধান্য—ধান্যবি°।

মুণ্ডণক—১ শালিধান্য; ২ শ্বেতবটবৃক্ষ।

মুণ্ডণিকা—বোরো ধান।

মুণ্ডফল—নারকেল গাছ।

মুণ্ডশালি—শালিধানবি° ॥ রাজনি° ॥ শালি দ্র°। পর্যায়—মুণ্ডনক; নিঃশূক, অশূকক।

মুণ্ডা—বড় থুলকুড়ী।

মুণ্ডাখ্যা—মহাশ্রাবণিকা।

মুণ্ডিতিকা—[স° মুণ্ডিতিকা, অলম্বুষা, ভূকদম্ব, মহাশ্রাবণিকা; কদম্বপুষ্পিকা; হি° গোরখমুণ্ডী; ম° বোড়থরা; গুজ° গোরখমুণ্ডি; ক° হিরীপবোডতর; তে° বোরসরপু চেট্টু; তা° কোট্টক; অ° কমাদরীষুস্] মুড়মুড়িয়া, বড়থলকুড়ী; মুণ্ডিরি; sphoeranthus indicus. সোমরাজ্যাদিবর্গের ছোট গুল্মবি°। ফুল বেগুনে রংয়ের, ছোট, কদমফুলের মত দেখতে; পাতা ছোট ও লম্বা, ধানক্ষেতে জন্মে। গাছ গন্ধহীন। এর এক সুগন্ধ জাতি শুষ্ক স্থানে জন্মায়। পর্যায়—অলম্বুষা, শ্রাবণী, পলঙ্কষা, শ্রবণা, কদম্বপুষ্পা, ভূতঘ্নী, কুন্তলা; অরুণা ॥ শব্দ° ॥

মুণ্ডীরিকা—মুণ্ডিতিকা।

মুণ্ডীবৃক্ষাণুকারক—মুচুকুন্দবৃক্ষ।

মুত—১ তৃণবি°, cyperus notundus. ২ কলায়শুঁটির প্রকারভেদ, phaseolus aconitifolius.

মুতবেল—গুল্মভেদ; tasminum zambac.

মুতা, মুথা—[স° মুস্তক, মুস্ত; হি° মোথা; কো° কেল্লা; ম° মোথে; গুজ° মোথ্য; ক° মুষ্টা; তে°

তুঙ্গমুস্তা ; তা° কোরয় ; দ্রা° গরমোটা ; ফা° শাদকফী ; অ° মুস্কজমীন্] তৃণবি° । cyperus rotundus. ডাঁটা ত্রিকোণ, পাতা তিন সারি। প্রকারভেদ— ১ সুগন্ধি মুতা—[স° ভদ্রমুস্তক —গ্রন্থিলা, কান্তক্রামুক, cyperus tuberosus, ২ নাগরমুতা—[স° নাগরমুস্তর ; হি° নাগরমোথা ; ম° নাগরমোথে ; গুজ° নাগরমোথ্য ; ক° নাগরমুস্তা ; তে° সকহতুঙ্গ] c. scariasus, c. pertenus. নীচু জলা ভূমিতে জন্মে। ৩ কেউদমোতা, কেসুরিমোতা—[স° কৈবর্তমুস্তক ; হি° কেরাটিমোতা ; ম° কেবড়ীমোথা ; গুজ° কৈবর্তমোথা] c. tenniflorus. জলে জন্মায়।

মুদ্গ—মুগ, ॥ রাজনি° ॥ মুগানি দ্র°।

মুদ্গদলা—মুগানী।

মুদ্গপর্ণী—মুগানী, phaseolus trilodus, p. aconitifolius. ॥ ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—কাকমুদ্গা, সহা, ক্ষুদ্রসহা, শিম্বী, মার্জারিগন্ধিকা, বনজা, রিঙ্গিণী, হস্রা, সুপর্ণী, কুরঙ্গিকা, কোশিলা, রণোদ্ভবা, মুনমুদ্গা, আরণ্যমুদ্গী, বন্যা।

মুদগর—১ মল্লিকাভেদ, ২ কর্মারবৃক্ষ, গন্ধরাজ ॥ রাজনি° ॥

মুদ্গরক—কামরাঙ্গা গাছ।

মুদ্গল—রোহিষতৃণ।

মুদগষ্ট—মুগানী।

মুদ্গষ্টক—বনমুদ্গ।

মুনি—১ বঙ্গসেনবৃক্ষ, ২ প্রিয়ালবৃক্ষ, ৩ পলাশ, ৪ দমনক।

মুণিকা—ব্রাহ্মীপুষ্প।

মুনিখর্জুরিকা—খর্জুরীবি°।

মুণিচ্ছদ—১ ছাতিমগাছ, ২ মেথিকা।

মুনিতরু—লাল বকফুলের গাছ।

মুনিদ্রুম—১ শ্যোণাকবৃক্ষ, ২ বকবৃক্ষ।

মুনিনির্মিত—ঢেঁড়শগাছ।

মুনিপত্র—দমনকবৃক্ষ, দনা।

মুনিপাদক—বকবৃক্ষ।

মুনিপ্রিয়—১ পক্ষিরাজধান্য, ২ পিণ্ডীখর্জুরবৃক্ষ, ৩ প্রিয়ালবৃক্ষ।

মুনিপ্রিয়া—তিলবাসিনী শালি (?)।

মুনিপুত্র—দমনকবৃক্ষ।

মুনিপুষ্প—বকফুল, বকগাছ।

মুনিপুগ—গুবাকবিশেষ। পর্যায়—রামপুগ, কামীন, সুরেষ্ট।

মুনিবর—পুণ্ডরীকবৃক্ষ।

মুনিবল্লভ—প্রিয়ালবৃক্ষ।

মুনিবৃক্ষ—বকবৃক্ষ।

মুনিভক্ত—উড়িধান।

মুনিশস্ত্র—শ্বেতদর্ভ।

মুনিমুত—দমনক গাছ।

মুনিহ্বয়—সমষ্ঠিলক্ষুপ।

মুন্দী—গুল্মভেদ, sphaeranthus mollis.

মুরঙ্গিকা—মুর্বা।

মুরঙ্গী—১ কৃষ্ণশিগ্রুবৃক্ষ, ২ রক্ত-পুষ্পযুক্ত শোভাঞ্জনবৃক্ষ।

মুরজফল—পনসগাছ।

মুর্গা—মোরগফুল, celosia cristata.

মুলা—মুলক।

মুশটি—শ্বেতকঙ্গুধান।

মুশলিকা, মুষলিকা—তালমুলী নামে কন্দশাক, curculigo orchiodes.

মুষলী—[স° হেমপুষ্পী ; হি° মুসলী, কো° গুয়াগাচি, বো° তালমুলী ; ম° মুসঠ্‌ধী ; গুজ° মুসলী ; ক° নেলতাডো ; তে° নিলয়তাল গড্ডলু] তাকমুলী, curculigo orchiodes. পর্যায়—পল্লী, সুবহা, তালপাত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘকন্দিকা, মুষলী, তালিকা, তালমুলিকা, অর্শোঘ্নী। প্রকারভেদ—১ শ্বেতামুষলী—asparagus adocendens. ২ কৃষ্ণামুষলী।

মুষ্ক—মোক্ষকবৃক্ষ, ঘন্টাপারুল গাছ।

মুষ্কক—[হি° মোষ] ঘন্টাপারুল গাছ, schrebera swietenioides. পর্যায়—গোলীঢ়, মাটল, ঘন্টাপারুলি, মোক্ষ, মোক্ষক, মুষ্ক, মোচক, মুণ্ডক, গোলিক, মেহন, ক্ষারবৃক্ষ, পাটলী, বিষাপহ, জটাল, বনবাসী, সুতীক্ষ্ণক, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, ঘন্ট, ঘণ্টাক, ঝাট ॥ রাজব° ভাবপ্র° ॥

মুষ্টি—ঘণ্টাপারুল গাছ।

মুষ্ঠক—রাজসর্ষপ।

মুসটী—ধান্যবি°।

মুসাম্বর—aloe socotrina. ॥ ওয়াট ॥

মুস্ত—মুস্তক, মুতা, cyperus rotundus. পর্যায়—কুরুবিন্দ, মেঘ, মুস্তা, মুস্ত, রাজকসেরু, মেঘাখ্য, গাঙ্গেয়, ভদ্রমুস্তক, অভ্রনামক, অব্দ, শ্রীভদ্রা, ভদ্রক, ভদ্রা।

মুস্তক—মুতা।

মুস্তা—মুস্তক।

মূত্রফলা—১ কর্কটী, ২ ত্রপুষী।

মূত্রবীজক—অসনবৃক্ষ।

মূত্রলা—কর্কটী।

মূত্রশোধনিকা—বনকর্কটীবি°।

মূত্রিকা—সল্লকীবৃক্ষ।

মূর্ধপুষ্প—শিরীষপুষ্প।

মূর্ব, মূর্বা—[স° মূর্বা; মধুরসা, অতিরসা; হি° চূর্ণহার, মইরা; ম° মোরবেন; ক° মুহুর্রাস; তে° যাগচেট্টু; তা° মরুল; কা° মোরহরী] সূচীমুখী, ঘোড়াচক্র, মূরলা, sauseviera zeylanica, s. roxburgharus. সূচীমুখীর কাণ্ড নেই। ফুল শাদা, ফল পীতবর্ণ। আরণ্য লতাবি°। ছায়াবৃত স্থানেই সচরাচর জন্মায়। পূর্বকালে এর আঁশ (fibre) থেকে ক্ষত্রিয়দের কটিসূত্র ও ধনুকের গুণ তৈরি হয়।

মূর্বিকা—মূর্বা।

মূল—১ পিপ্পল মূল, ২ পুষ্কর মূল, ৩ কুড়বি°।

মূলক—[স° মূলক, দীর্ঘমূলক, দীর্ঘপত্রক; হি° মূরই; ম° মঠ্ঠা; গুজ° মূলা; ক° মূলঙ্গী; তে° শূতিদম্পা; ফা° তুখ; অ° ফজলবড়্রুল; ও° মূলা; ইং garden radish] মূলা, raphanus sativa. পর্যায়—রাজালুক, মহাকন্দ, হস্তিদন্তক, নীলকণ্ঠ, মূলাহ্ব, দীর্ঘমূলক, মৃৎক্ষার, কন্দমূল, সিত, শঙ্খমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দক, কুঞ্জরক্ষার মূল। প্রকারভেদ, (১) চাণাখ্যমূলক—[স° স্থূলমূল, মহাকন্দ, মরুসম্ভব]; (২) পিণ্ডমূলক। (৩) গৃঞ্জনক—[স° যবনেষ্ট, বর্তুল; হি° জংগলীগাজর; ম° রাণগাজর। গুজ° পতালুগাজর; অ° জজার-বীরং; ফা° গজরেদাস্তি] গৃঞ্জন একপ্রকার মূলা; গৃজর (গাজর) নহে।

মূলকচ্ছদ—কাল সজিনা।

মূলকপর্ণী—সজিনা গাছ।

মূলকমূল—ক্ষীরকঞ্চুকীবৃক্ষ।

মূলকবিষ—কন্দবিষ ভেদ।

মূলকশাক—মূলোশাক।

মূলকেশর—লেবু।

মূলগ্রন্থি—বল্লিদূর্বা।

মূলজ—১ আর্দ্রক, ২ উৎপলাদি।

মূলপর্ণী—মণ্ডূকপর্ণী।

মূলপুষ্কর—কুড়ভেদ।

মূলপোতী—পূতিকাশাকভেদ, পুঁই-শাকবি° ॥ রাজনি ॥ পর্যায়—ক্ষুদ্রবল্লী পোতিকা।

মূলফলদ—কাঁটালগাছ।
মূলমুড়িয়া—গুল্মভেদ, beobotrys nemoralis.
মূলরস—মোরটলতা।
মূলবিষ—করবীরাদি।
মূলা—শতাবরী, raphanus sativas ॥ বেল° ॥
মূলাভ—মূলক।
মূলিকামূল—ক্ষীরিকামূল।
মূলিনীবর্গ—১ নাগদন্তী, ২ শ্বেতবচা, ৩ শ্যামা, ৪ ত্রিবৃৎ, ৫ বৃদ্ধদারকা, সপ্তলা, ৭ শ্বেত অপরাজিতা; ৮ মুন্ডকপর্ণী, ৯ গোড়ুম্বা, ১০ জ্যোতিষ্মতী, ১১ বিম্বী, ১২ শণপুষ্পী, ১৩ বিষাণিকা, ১৪ অশ্বগন্ধা, ১৫ দ্রবন্তী, ১৬ ক্ষীরিণী।
মূলৌষধি—গুল্মভেদ।
মুশলী—তালমূলী।
মুষ্কমারী—শ্রুতশ্রেণীলতা।
মুষ্ককর্ণী—১ মূষাকাণী, ২ দ্রবন্তী।
মূষকাহ্বয়া—১ আখুকর্ণী, ২ দন্তীবৃক্ষ।
মূষা—১ দেবতাড়ক, ২ গোক্ষুরবৃক্ষ।
মূষাকর্ণী—আখুকর্ণী।
মুষ্কপর্ণী—জলজতৃণবি°। পর্যায়—চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, দ্রবন্তী, শম্বরী, বৃষা, প্রত্যকশ্রেণী, সুতশ্রেণী, পুত্রশ্রেণী, আম্রুপর্ণিকা বৃষপর্ণী, আখুপর্ণী, মূষিকা, সণ্ডিত্রা, ফঞ্জিপত্রিকা, মূষিকপর্ণিকা মূষীকর্ণী, সুকর্ণিকা।
মূষিকা—মূষিকপর্ণী।
মূষিকাহ্বয়—মূষিকাকর্ণী।
মূষিপর্ণিকা—মূষিকপর্ণী।
মৃক্ষ—দর্বীবি°।
মৃগপ্রিয়—জলকদলী।
মৃগভক্ষা—১ জটামাংসী, ২ রাখালশশা।
মৃগভোজনী—রাখালশশা।
মৃগরসা—মহাবলা।
মৃগরাটিকা—জীবন্তী।
মৃগলান্ডিকা—ফলবি°।
মৃগা—মহদেবীলতা।
মৃগাঙ্গজা, মৃগাজীব—বারুণীলতা।
মৃগাদনী—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ সহদেবী, ৩ মৃগেৰ্বারু।
মৃগেক্ষণা—মগের্বরু।
মৃগেন্দ্রাশী—বাসক।
মৃগের্বারু—[হিং সেঁধিনী] শ্বেতেন্দ্র বারুণী, শাদা রাখালশসা। সেঁধিনী পুষ্পবৃক্ষ। পর্যায়—মৃগাক্ষী, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাদনী, চিত্রবল্লী, বহুফলী, কপিলাক্ষী, মৃগেক্ষণা, চিত্রা, চিত্রফলা, পথ্যা

বিচিত্রা, মৃগচির্ভিটা; মরুজা, কুম্ভিনীদেবী, কটফলা, লঘু-চির্ভিটা।
মৃগেন্ট—গন্ধরাজ ফুলের গাছ।
মৃণাল—১ উশীর, গন্ধবেণা; ২ বেণার মূল, ৩ শালুকবিং; পদ্মের নাল ॥ রাজনিং ॥
মৃণালিন, মৃণালী—পদ্ম।
মৃতজীব—তিলকবৃক্ষ।
মৃতজীবনী—দুগ্ধিকা।
মৃতজীবিন—দুগ্ধিকা।
মৃতালক—সাঢ়কী, অড়হর কলার।
মৃৎখলিনী—চর্মকষাবৃক্ষ।
মৃত্যুপুষ্প—১ ইক্ষু, ২ কদলীগাছ।
মৃত্যুফল—১ মাকাল ফল, ২ মহাকাল লতা।
মৃত্যুফলা—কদলীবৃক্ষ।
মৃত্যুবঞ্চন—বিল্ববৃক্ষ, aegle marmelos.
মৃদঙ্গফল—কাঁঠাল, artocarpus integrifolia.
মৃদঙ্গী—শ্বেতঘোষা।
মৃদু—১ ঘৃতকুমারী, ২ শ্বেত জাতী ফুলের গাছ।
মৃদুকন্টক—শ্বেত ঝাঁটী।
মৃদুকন্টকফলা—কাঁকুড় গাছ।
মৃদুগন্ধিক—গুল্মভেদ।
মৃদুগ্রন্থি—মজ্জরতৃণ।
মৃদুচর্মিণ—ভূর্জবৃক্ষ।
মৃদুচ্ছদ—১ ভূর্জবৃক্ষ; ২ গিরিজ পীলুবৃক্ষ, ৩ কুকুরদ্রুম; ৪ শ্রীতাল, ৫ কোঙ্কণদেশ প্রসিদ্ধ পোণ্ডালু; ৬ নল, ৭ শিল্পিনী-তৃণ, ৮ পিণ্ডীখর্জুরীবৃক্ষ। ৯ রক্তলজ্জালুক।
মৃদুতাল—শ্রীতাল।
মৃদুত্বচ—ভূর্জবৃক্ষ।
মৃদুদর্ভ—শুক্লকুশ।
মৃদুপত্র—১ নল, ২ ভূর্জবৃক্ষ; ৩ শাকবিং, রক্তচিল্লী।
মৃদুপত্রী—রক্তচিল্লীশাক।
মৃদুপুষ্প—শিরীষবৃক্ষ।
মৃদুফল—১ বঁইচগাছ, ২ মধুনারিকেল, ৩ বিকঙ্কতবৃক্ষ।
মৃদুবীজ—বিকঙ্কতবৃক্ষ।
মৃদুল—অঞ্জীর ফল।
মৃদুলা—সুলেমানী খর্জুরীবৃক্ষ।
মৃদুলতা—শূলীতৃণ।
মৃদুৎপল—নীলপদ্ম।
মৃদ্বী—দ্রাক্ষালতা।
মৃদ্বীকা—১ কপিল দ্রাক্ষা, ২ দ্রাক্ষা।
মেআরমী (দেশজ)—গুল্মভেদ, limodorum candidum.
মেউদী—[সং মেন্দী ; হিং উর্দুং

মেহদী ; তে° গোরন্ট ; ফা° হিন-হেনা ; অ° হিন্না অকান কাফল ; ইং henna] মেউদী, মেঁদি, মেন্দী, lawsonia alba. ধাতক্যাদিবর্গের ছোট বৃক্ষবি°। শাখা কাঁটাপূর্ণ। ফুল চতুর্দল, পাতা বেটে স্ত্রীলোকেরা পা রঞ্জিত করে। ছাল ও পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

মেখলা—চাকুলিয়া।

মেঘনাদ—১ পলাশ গাছ, ২ তণ্ডুলীয় শাক, amarantus campestris.

মেঘনামন—মুস্তক।

মেঘনীলক—তালীশগাছ।

মেঘপুষ্প—মুস্তক।

মেঘপুষ্পী—বেতস।

মেঘফল—বিকঙ্কতফলবৃক্ষ।

মেঘবর্ণ—নীলীবৃক্ষ।

মেঘস্তনিতোদ্ভব—বিকঙ্কতবৃক্ষ।

মেঘাখ্য—মুস্তক।

মেঘাগম—কেলিকদম্ব।

মেঙ্গস্টিন—[ইং mangosteen] garcinia mangostana নাগকেশরাদিবর্গের বৃক্ষবি°। মালয়দ্বীপ এর আদি জন্মস্থান। অধুনা উড়িষ্যা প্রদেশে জন্মে। বঙ্গদেশেও অল্প পরিমাণ দেখা যায়। গাছ-পাকা ফল সুস্বাদু।

মেচক—১ শোভাঞ্জনবৃক্ষ, ২ মুষ্কক-বৃক্ষ, ৩ পীতশাক।

মেচকা—বনকাপাস।

মেচকাভিধা—বৎসাধনীলতা, পাতাল গরুড়ীলতা।

মেটুলা—বৃক্ষবি°, spondias magnifera.

মেড়াশৃঙ্গী—অজশৃঙ্গী, asclepias gigantea.

মেঢ্রশৃঙ্গী—মেষশৃঙ্গীবৃক্ষ।

মেথা—মেথি।

মেথিকা, মেথী—[স° মেথিকা, মেথী ; হি° মেথী ; তা° বেন্ডাম ; তে° মেতুলু ; ফা° সেম্বালিতা ; অ° হাল্বাঃ পিমলেৎ ; ইং fenugreeti] মেথী, trigonella fœrumgraecum. পর্যায়—মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুমূত্রিকা, বোধিনী, গন্ধবীজা, জ্যোতি, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা। শিম্বাদিবর্গের কৃষিজাত শাকবি°। অনেকটা পিড়িং গাছের মত। পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশের অরণ্যেও জন্মে। এর বীজ ওষুধার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকারভেদ—১ বড় মেথী, ২ বন

মেথী—[ইং mililot] mililotus parviflora.

মেথিনী—মেথী।

মেদিনী—কাশ্মরী (?)।

মেধাবৎ—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

মেধ্য—যব।

মেধ্যা—১ রক্তবচ; ২ রোচনা, ৩ কেতকী, ৪ জ্যোতিষ্মতীলতা, ৫ শঙ্খপুষ্পী, ৬ ব্রাহ্মী; ৭ শ্বেতবচা; ৮ শমী, ৯ ইক্ষু, ১০ অপরাজিতা।

মেন্দি—মেদী।

মেবা—আতা, annona squamosa.

মেরাডু—polygola arvensis.

মেলা—মহানীলী।

মেষ—জীবশাক।

মেষকুসুম—চাকুন্দে গাছ।

মেষলোচন—চাকুন্দে।

মেষবল্লী—অজশৃঙ্গী।

মেষবিষাণিকা—মেষশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গী—[স° অজশৃঙ্গী; হি° মেঢ়াশৃঙ্গী; ম° মেন্ডকঠ্ঠী; গুজ°—মড়াশিঙ্গ; ক° উরিয়মর; ফা° কিস্তু; অ° বর্কিম্ত] মেড়াশিঙ্গে, গুরমার, gymnema sylvestre. পর্যায়—নন্দীবৃক্ষ, মেষবিষাণিকা, চক্ষু, চক্ষুবর্দ্ধন, মেঢ্রশৃঙ্গী, গৃহদ্রুমা ॥ শব্দ° ভাবপ্র°॥ মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতে জন্মায়। মেষশৃঙ্গী নিকটস্থ বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া বাড়ে। ছালে আঘাত করিলে দুধের মত আঠা বাহির হয়। পাতা লম্বা; ফুল ছোট পীতরংয়ের। প্রকারভেদ—বৃশ্চিকালী—asclepias montana. ফুল শাদা, মেষশৃঙ্গী আশ্রয়বৃক্ষকে বামদিক হইতে বেষ্টন করে; কিন্তু বৃশ্চিকালী ডানদিক হইতে বেষ্টন করিয়া বাড়ে।

মেষা—গুজরাতী এলাচ।

মেষাক্ষিকুসুম—চাকুলে।

মেষান্ত্রী—বস্তান্ত্রীবৃক্ষ, অজান্ত্রীলতা, ছাগলবাটি।

মেষালু—বর্বরা গাছ।

মেষাহ্বয়—চাকুলে।

মেষী—১ তিনিশবৃক্ষ, ২ জটামাংসী।

মেস্তা—[ইং red sorrel] hibiscus cannabinus, h. sabdariffa ॥ বেল° ॥ জবাদিবর্গের ছোট গাছবি°। মেস্তাপাট, crotalaria juncea.

মেস্তাপাট—[ইং deccan hemp] hibiscus cannabinus, crotalasia juncea ॥ বেল° ॥ কন্টকপূর্ণ গাছ। বিদেশ থেকে এ

দেশে জন্মে। দক্ষিণ-ভারতে এর চাষ হয়। বাঙলায় খুব কম হয়।

মেহগনি—[ইং mahogany] নিম্বাদিবর্গের উচ্চ বৃক্ষবিং। আমেরিকা এর আদি জন্মস্থান। পাতা ছোট; ফুল হয় কিন্তু ফল প্রায় হয় না। প্রকারভেদ—s. macrophylla. গাছ ছোট, তার পাতা বড়। ফল ও ফুল দুই হয়।

মৈলা—নীলীবৃক্ষ।

মোক্কা—গুল্মভেদ।

মোক্ষ—পাটলিগাছ।

মোক্ষাণী—sapium. অরণ্যবৃক্ষবিং। উত্তর ভারতে জন্মে। চীনদেশ আদি জন্মস্থান।

মোঘা—১ পাটলা, ২ বিড়ঙ্গ, ৩ বদরী।

মোচ—১ কদলীফল, ২ শোভাঞ্জনবৃক্ষ।

মোচক—১ কদলী, ২ শিগ্রু, ৩ মুষ্কক-বৃক্ষ।

মোচাণকা, মোচনী—কণ্টকারী।

মোচা—১ শাল্মলি তরু, ২ কদলীবৃক্ষ, ৩ নীলীবৃক্ষ, ৪ শল্লকীগাছ।

মোচাট—১ কৃষ্ণজীরক, ২ থোড়, ৩ কদলীগাছ, ৪ চন্দনগাছ।

মোচিক—মোচাফল, কলা।

মোচিনী—কন্টকারী।

মোচী—হিলমোচিকা।

মোটা—১ বেড়েলা, ২ জয়ন্তী, ৩ চুকা-পালং।

মোটিমন্দ—গুল্মভেদ, tacca laevis.

মোথ—মুথা।

মোদকী—১ মূর্বা; ২ জিঙ্গিনী (?)।

মোদদায়িনী—জাতীপুষ্পবৃক্ষ।

মোদয়ন্তী—কাঠমল্লিকা।

মোদা—১ অজমোদা, ২ শিমুলগাছ।

মোদাখ্য—আমগাছ।

মোদাঢ্যা—অজমোদা।

মোদিনী—১ অজমোদা, ২ মল্লিকা ॥ রাজনিং ॥ ৩ যূথিকা।

মোরগফুল—ময়ূরশিখা নামক পুষ্প।

মোরট—১ ইক্ষুমূল; ২ অঙ্কোটফুল, ৩ ক্ষীরমোরটা।

মোরটক—১ ইক্ষুমূল, ২ লতাকরাড়-বৃক্ষ।

মোরটা—মূর্বা।

মোহনবল্লিকা—বন্দাক।

মোহিনু—১ ত্রিপুরমালীপুষ্প, ২ বটপত্রী।

মোহিনী—১ পুঁইশাক; বটপত্রী (?)।

মৌইচা—লতাভেদ।

মৌউআলু—[সং মধ্বালু] আলুভেদ, dioscorea spinosa. আলু দ্রঃ।

মৌকুড়া—ক্ষুদ্রবৃক্ষবিং, moacura gelonoides.

মৌঞ্জীতৃণাখ্য—মুঞ্জতৃণবিং।

মৌরী—[সং মধুরিকা ; ওং পান মহুরি ; ইং aniseed] ধান্যাদিবর্গের বর্ষায়ু শস্যবিং। ফল পানের মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। মৌরীর আরক ওষুধার্থে ব্যবহৃত হয়।

মৌর্বী—মূর্বা বা মুরগাতৃণ সম্বন্ধীয়।

[য]

যক্ষঘ্নী—দ্রাক্ষা।

যক্ষতরু—বটবৃক্ষ।

যক্ষোড়ুম্বরক—অশ্বত্থ ফল।

যজ্ঞডুমুর—যগ্‌গীডুমুর ॥ ভাবপ্রং ॥

যজ্ঞবল্লী—সোমলতা।

যজ্ঞবৃক্ষ—১ বটবৃক্ষ, ২ বিকঙ্কতবৃক্ষ।

যজ্ঞযোগ্য—উড়ুম্বর গাছ।

যজ্ঞাঙ্গা—সোমলতা।

যজ্ঞিক—পলাশবৃক্ষ।

যজ্ঞীয়—উড়ুম্বরগাছ।

যজ্ঞীয় ব্রহ্মপাদক—বিকঙ্কতবৃক্ষ।

যজ্ঞোড়ুম্বর—যজ্ঞডুমুর। পর্যায়—হেমদুগ্ধী, যজ্ঞফল, যজ্ঞাঙ্গ, হেমদুগ্ধক, উড়ুম্বর, জন্তুফল।

যতুক, যতুকা—বৃক্ষবিং।

যন্ত্রগোল—মটরকলায়।

যব—[ইং barley] ধান্যাদিবর্গের শস্যবিং, উত্তর ভারতে এর চাষ অধিক পরিমাণে হয়। শীষে ছয় সারি যব হয়। পর্যায়—সিতশূক, সিতশূত, মেধ্য, দিব্য, অক্ষত, কঞ্চকী, ধান্যরাজ, তীক্ষ্ণশূক, তুরগপ্রিয়, শক্তু, পবিত্রধান্য ॥ রাজনিং ॥

যবক—যব।

যবকণ্টক—ক্ষেতপাপড়া।

যবকলশ—ইন্দ্রযব।

যবগ—লতাবিং।

যবনক—গোধুম।

যবতিক্তা—লতাবিং ॥ রাজনিং ॥

যবনপ্রিয়—মরিচ।

যবনাল—দেধান।

যবনেষ্ট—১ মরিচ, ২ গৃঞ্জন (?), ৩ লশুন, ৪ নিম্ব, ৫ পলাণ্ডু, ৬ রাজপলাণ্ডু।

যবফল—১ বংশ, ২ জটামাংসী, ৩

কুটজ, ৪ পলাণ্ডু, ৫ ইন্দ্রযব; ৬ প্লক্ষবৃক্ষ।

যবশাক—চিল্লীশাক; গৌরবাস্তুশাক।

যবশাহ্ব, যবসাহ্বয়া—যমাণী।

যবাগ্র—যাউ ॥ রাজব° ॥

যবাগ্রজ—যমানী।

যবান—যমানী।

যবানিকা, যবানী—জোয়ান; যোযানি ॥ রাজনি°, ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—দীপ্যক, দীপ্য, যবসাহ্ব, যবাগ্রজ, দীপনী, উগ্রগন্ধা, বাতারি, যবজ, দীপনীয়; শূলহন্ত্রী, যবাণিকা, উগ্রা, তীব্রগন্ধা ॥

যবাস—১ দুরালভা, গান্ধারী গাছ ॥ রাজনি° ॥ alhagi maurorum. ২ কন্টকীক্ষুপ।

যবাসক—দুরালভা।

যবাসা—গুণ্ডাসিনী তৃণ।

যবাহ্ব—দুরালভা।

যমদূতিকা—তেতুঁলগাছ।

যমদ্রুম—শিমুলগাছ।

যমপ্রিয়—বটবৃক্ষ।

যমলপত্রক—১ অশ্বন্তকবৃক্ষ ২ কোবিদারবৃক্ষ।

যমানিকা—জোয়ান। পর্যায়—অজমোদা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা।

যমানী—[স° শূকধান্য] ॥ রাজনি° ॥ যমাণিকা।

যশস্কর—বৃহজ্জীবন্তী লতা।

যশস্বিনী—১ বনকাপাস; ২ যবতিক্তা, ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী।

যষ্টি—১ ভার্গী, ২ যষ্টিমধু।

যষ্টিক—ভার্গী, বামুনহাটী।

যষ্টিকা—যষ্টিমধু।

যষ্টিমধু—[স° মধুযষ্টি, মধুক ; হি° মুলহাটি, মিঠিলকড়ী ; কো° যেষ্টিমধু ; মু° জ্যেষ্টমধু ; ক° যষ্টিমধু, বল্লিষাক মধু ; গু° জেঠোমধনোমূল; জেঠিমধনোশীরী ; তৈ° যষ্টি মধুকম্ ; কা° বেখমেহেকুমৰু ; অ° অসূনুউশ্‌সশ্‌, কোবেসশ্] ॥ রাজনি° ॥ নিম্বাদিবর্গের সুস্বাদু মূলবি°। স্বাদে মধুর ও অল্প তিক্ত। প্রকারভেদ—(১) ক্লীতনক, ক্লীতক—এই যষ্টিমধু আবার দু রকম (ক) আনূপ—আদ্রর্ভূমিতে জন্মায় (খ) স্থলজ। (২) জন্মস্থানভেদে তিন রকমের যষ্টিমধু উল্লেখ আছে; মিশরীয়; আরবীয়, তুরস্কীয়। পারস্য, সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবের যষ্টিমধু অধুনা প্রচলিত।

যষ্টিমধুকা—যষ্টিমধু ॥ ভাবপ্র° ॥

যষ্টিমধুলতা—অম্ভোজা ॥ উইল° ॥

যষ্টিলতা—ভ্রমরারিপুষ্পবৃক্ষ।
যষ্টিপুষ্প—পুত্রঞ্জীববৃক্ষ।
যাজ্ঞিক—১ দর্ভভেদ, ২ অশ্বত্থ।
যামীরলেবু—জম্বীর, জামীর।
যাবক -১ শালিধান্যবি°, ২ কুলত্থ।
যাবনাল—শিম্বীধান্য, কালজনার, জোয়ার ধান্য ॥ রাজনি° ॥ পর্যায় —যবনাল, শিখরী, বৃত্ততণ্ডুল, দীর্ঘনাল, দীর্ঘশর, ক্ষেত্রেক্ষু, ইক্ষুপত্রক।
যাবনালশর—শর তৃণবি° ॥ রাজনি° ॥
যাবনালনিভ—যাবনাল।
যাবনী—রসাল ইক্ষু।
যাবি; যাবী—যবতিক্তা লতা।
যাবিক—যবনাল।
যুঁই—যূথিকা পুষ্প।
যুক্তরসা—১ গন্ধরাস্না; ২ সামান্য রাস্না, কাঁটা আমরুল।
যুক্তশ্রেয়সী—গন্ধরাস্না।
যুক্তা—১ এলাজী, ২ রাস্না।
যুগপত্র—কোবিদার গাছ।
যুগপত্রিকা—শিংশপা গাছ।
যুগলাখ্য—বাবলা গাছ।
যুগাক্ষিগন্ধা—বীজতাড়ক।
যুগ্মপত্র—১ রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ, ২ ভূর্জ-বৃক্ষ, ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ।
যুগ্মপত্রিকা—শিংশপা গাছ।
যুগ্মপর্ণ—১ কোবিদারবৃক্ষ, ২ সপ্ত-পর্ণবৃক্ষ।
যুগ্মফলা—১ ইন্দীবরা লতা; ২ বিছুটী।
যুগ্মফলিনী—দুগ্ধিকা।
যুগ্মফলোত্তম—asclepias rosea.
যুবতী—প্রিয়ঙ্গু, ২ স্বর্ণযূথিকা, ৩ হরিদ্রা।
যুবতীষ্টা—স্বর্ণযূথিকা।
যুইপানী—গুল্মভেদ, justicia nasuta.
যূকা—১ কৃষ্ণোদুম্বর, ২ যমানী।
যূকাবাস—শ্যাওড়াগাছ।
যূকারী—বিষলাঙ্গুলিয়া।
যূথিকা—১ পাঠা (?); অম্লানক; ৩ জুঁইফুল ॥ রাজনি°; ভাবপ্র° ॥ ৪ পীতবর্ণ হলে হেমপুষ্পিকা। পর্যায়—গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী।
যূপক—প্লক্ষবৃক্ষ।
যূপদ্রু, যূপদ্রুম—খদিরগাছ।
যোগেশ্বরী—বন্ধ্যাকর্কোটকী।
যোয়ান, যোয়ানি—[স° যবানি; শূল-হন্ত্রী, দীপ্যক; তীব্রগন্ধা; হি° অজ্‌বাইন, আজমান; কো° বাইন্‌; ম° ওঁবা; গুজ° অজমা; ক° ওড়; তে° বামু; তা° অমন্‌; ফা° নানুথা; অ°

কর্মুনমুণ্ডী] বড় যোয়ান, জোয়ান, ptychotis ajowan; carum copticune. প্রকারভেদ —১ বনযোয়ান—[সং বন্যযবানী, অজমোদা, উগ্রগন্ধা, গন্ধদলা ; হিং অজমোদ ; কোং ঘোড়জঙ্গ, মং অজমোদা ; গুজং বোডি অজ-মোদ ; কং অজমোদা ; তেং আজ-মোদা ; কাং কর্পস ; অং হবুল-কত্তু কেরফস] seseli indicum, cnidium diffusa. ২ খোরাসনী [সং খুরাসানী যবানী, যাবনী যবানী ; হিং খুরাসানী অজবায়ন; খুবাসানী ওঁবা ; গুজং খুরাশানী অজমা ; তেং খুরসান বামু ; তাং খুরশানী ওনাম ; ফাং বঞ্জ ; অং বজরুল বঞ্জ] পারসীক যবানী, তুরুষ্কা; মদকারিণী, conium maculatum.

[র]

রক্তকণ্টা—বইচি গাছ।

রক্তকদম্ব—কদম্ব ভেদ।

রক্তকদলী—চাঁপাকলা।

রক্তকন্দ—১ পলাণ্ডু, ২ রক্তালু।

রক্তকমল—কুমুদের মত ফুল বিশেষ, কিন্তু ঘোর রক্তবর্ণ, পদ্মবিং ॥ রাজনিং ॥ nymphoea rubra. পর্যায়—কোকনদ; রক্তাম্ভোজ, অরুণকমল, শোণপদ্ম, অরবিন্দ, রবিপ্রিয়, রক্ত-বারিজ ॥ অমং ॥

রক্তকম্বল—রক্তোৎপল, রক্তনাল [ওং ধবলকৈ, রঙ্গকৈ, দাক্ষিং অল্লিকুল, গুজং কম্বল, নীলোৎপল] শালুক, নাল, লালবর্ণ কুমুদফুল, ছোট মুঁদী, nymphoea lotus, পর্যায়—কমল, কুমুদ, কহ্লার, হল্লক (হেলা) সন্ধ্যক। ৩০ ফুট উঁচু হয়। ফুল লাল, শুঁটির মত ফল, তার মধ্যে লাল গোল বীজ, বীজের উভয় দিক কুব্জপৃষ্ঠ।

রক্তকরবীর, রক্তকরবীরক—[হিং লাল কনের] লাল করবী ফুলের গাছ ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥ পর্যায়—রক্ত

প্রসব, গণেশকুসুম, চণ্ডীকুসুম, ক্রূর ভূতদ্রাবী, রবিপ্রিয়।

রক্তকা—পানীয়ামলক (?)।

রক্তকাঞ্চন—[হিং কাচনার, কোনিয়ার, কুরাল, পদারিরা, খৈরাল, গুরিয়াল, গারিয়ার, বরিয়াল, সোনা, কলিয়র কান্দন, খৈরবাল ; বোং কোবিদার; ওং বোরধ ; ব্রহ্মং বেচন ; মহলয় কাণি, মহহেল গণি] কোবিদার পুষ্প, bauhimia variegata, b. purpura. পর্যায়—বিদল, মোরিক, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প কুদার।

রক্তকান্তা—রক্তপুনর্নবা।

রক্তকুমুদ—রক্তকৈরব, nymphoea rubra, Rox.

রক্তকুরুণ্টক—লাল ঝাঁটি. barleria prionitis.

রক্তকুসুম—ধন্বনবৃক্ষ, ধামনা গাছ।

রক্তকেশর—পারিভদ্র।

রক্তকৈরব—রক্তকুমুদ।

রক্ত কোকনদ—রক্তপদ্ম।

রক্তখদির—লালবর্ণ খদিরবিং ॥ রাজনিং, ভাবপ্রং ॥ acacia catechu. পর্যায় —রক্তসার, সুসার, তাম্রসারক, বহুশল্য যাজ্ঞিক, কুষ্ঠনোদন, যূপদ্রুম, অম্বখদির, অরুস, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য, যজ্ঞিয়।

রক্তখাণ্ডব—দ্বৈপখর্জুরী বৃক্ষ।

রক্তগন্ধা—অশ্বগন্ধা।

রক্তগর্ভা—নখরঞ্জনী বৃক্ষ, মেহেদী গাছ।

রক্তগ্রন্থি—রক্তলজ্জাবতী।

রক্তঘ্ন—রোহিতকবৃক্ষ। রয়না গাছ, রোঢ়াগাছ।

রক্তঘ্নী—গাঁটিয়া দূর্বা।

রক্তচন্দন—লালচন্দন, pterocarpus santabinus. ॥ রাজনিং রাজবং, ভাবপ্রং ॥ পর্যায়—তিলপর্ণী, পত্রাঙ্গ, রঞ্জন, কুচন্দন, তাম্রসার, তাম্রসারক, ক্ষুদ্রচন্দন, অর্কচন্দন, রক্তাঙ্গ, প্রবালফল, পত্তঙ্গ, পত্তা, রক্তবীজ।

রক্তচিত্রক—রক্তচিতা বা রাঙচিতা গাছ, plumbago rosea.

রক্তজবা—লালজবা, hibiscus rosa sinensis. জবা দ্রং।

রক্তঝাবুক—লাল ঝাউগাছ, tamarin dioica.

রক্তঝিণ্টি—লালঝাঁটি। পর্যায়—কুরুবক।

রক্ততৃণ—গোমূত্রিকা তৃণ।

রক্তত্রিবৃৎ—লাল তেউড়ী॥ রাজনিং॥

পর্যায়—কালিন্দী, ত্রিপুটা, তাম্র-পুষ্পিকা, কুলবর্ণা, মসূরী, অমৃতা, কাকনাসিকা।
রক্তদ্রুম—পিয়াল গাছ।
রক্তনাল—জীবশাক।
রক্তনির্যাস—রক্তবীজাসন বৃক্ষ।
রক্তপত্র—পিণ্ডালু।
রক্তপত্রা, রক্তপত্রিকা, ১ রক্তপুনর্নবা। ২ নাকুলী, রাস্না।
রক্তপদী - লজ্জাবতী লতা।
রক্তপদ্ম—রক্তবর্ণ কমল।
রক্তপর্ণ—রক্তপুনর্নবা।
রক্তপল্লব—অশোক গাছ।
রক্তপাকী—বৃহতী।
রক্তপাদী—হংসপাদীলতা, vitis pedata। ২ লজ্জালুলতা, mimosa pudica.
রক্তপিণ্ড—১ জবাপুষ্প। ২ চিনা গোলাপ, hibiscus rosa-sinensis ॥ উইল° ॥
রক্তপিণ্ডক—১ রক্তালু, ২ জবাবৃক্ষ।
রক্তপিণ্ডালু—[ম° বাতালু] লাল চুবড়ি আলু, dioscorea sativa.
রক্তপিত্তহা—গাঁটিয়া দূর্বা, panicum dactylon.
রক্তপীতফলা—মধুর বিম্বিকা।
রক্তপুনর্নবা—শাকবি°। পর্যায়—ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাস্তা, বর্ষকেতু. লোহিতা রক্তপত্রিকা, বৈশাখী শোকঘ্নী, রক্তবর্ষাভূ, পুষ্পিকা, বিকস্বরা, বিষঘ্নী, প্রবৃষেণ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, ভৌম. পুনর্ভব, নব, নব্য। ॥ রাজনি° ॥
রক্তপুষ্প—১ করবীর, ২ রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ. ৩ দাড়িমবৃক্ষ, ৪ বকবৃক্ষ, ৫ বন্ধুকবৃক্ষ, ৬ পুন্নাগবৃক্ষ।
রক্তপুষ্পক—১ পলাশ বৃক্ষ, ২ রোহিতক বৃক্ষ, ৩ শাল্মলি বৃক্ষ।
রক্তপুষ্পা—১ শাল্মলীবৃক্ষ, ২ পুনর্নবা, ৩ কনককদলীবৃক্ষ. চাঁপাকলা, ৩ সিন্দূরী (?), ৫ নাগ দমনী, নাগাদলা।
রক্তপুষ্পিকা—১ লজ্জালু গাছ, ২ রক্ত-পুনর্নবা, ৩ ভূপাটলী, ৪ টোকা-পানা।
রক্তপোস্ত—লাল পোস্ত, papaver rhoeas.
রক্তপ্রসব—১ রক্তকরবীর, ২ রক্তঝাঁটি, মুচুকুন্দগাছ।
রক্তফল—১ বটগাছ, ২ শাল্মলীগাছ।
রক্তফলা—১ তেলাকুচা, momordica monadelpha, ২ শ্যোণালু, ৩ বার্তাকু।
রক্তবর্ধন—বার্তাকু, solanum

molongena.
রক্তবর্ষাভূ—রক্তপুনর্নবা।
রক্তবাবিজ—রক্তপদ্ম।
রক্তবাসক—বাসক দ্র°। justicia rubrum.
রক্তবীজ—১ দাড়িম; ২ অরিষ্টক ফল, বিটা।
রক্তবীজকা—তবদীগাছ।
রক্তবৃন্তক—পুনর্নবা।
রক্তবৃন্তা—শেফালিকা, nyctanthus arbortritis.
রক্তবেড়েলা—sida rhombifolia, ফুল ছোট, হলদে।
রক্তমঞ্জর—১ নিচুলবৃক্ষ, ২ নিম্ববৃক্ষ।
রক্তমঞ্জরী—রক্তকরবীর।
রক্তমণ্ডল—রক্তপদ্ম।
রক্তমণ্ডলিকা—লাল লজ্জাবতী লতা।
রক্তমরিচ—লঙ্কামরিচ।
রক্তামলাতক—রক্তঝাঁটি।
রক্তমুখ—যষ্টিক ধান্য।
রক্তমূলক—দেবসর্ষপবৃক্ষ।
রক্তমূলা—লজ্জাবতী লতা।
রক্তরঙ্গা—মেহেদীগাছ।
রক্তরসা—রাস্না।
রক্তরসোন—লালরশুন।
রক্তরেণু—১ পলাশকলিকা, ২ পুন্নাগ।
রক্তরেণুকা—পলাশকলিকা।
রক্তরৈবতক—দ্বীপান্তর খর্জুরগাছ।
রক্তলশুন—পর্যায়—মহাকন্দ, গৃঞ্জন, দীর্ঘপত্রক, পৃথুপত্র, স্থূলকন্দ; যবনেষ্ট।
রক্তশালি—রক্তবর্ণ ধান; দাদখানি চাল, oriza sativa. ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—তাম্রশালি, শোণশালি, লোহিত শালি।
রক্তশালূক—রক্তকমল কন্দ।
রক্তশাল্মলি—লাল শিমুল গাছ।
রক্তশিগ্রু—রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ ॥রাজনি°॥ পর্যায়—রক্তক; মধুর, বহুলচ্ছদ, সুগন্ধ, কেশরী, সিংহ, মৃগারি।
রক্তশিমুল—শাল্মলী, solamolia malabrica পর্যায়—স্থূলফল; দীর্ঘদ্রুম, যমদ্রুম, বহুবীর্য; রম্যপুষ্প, কণ্টকদ্রুম, রক্তোৎপল, মোচগথ্য, তুলবৃক্ষ; মোচনী; চিরজীবী, কুক্কুটী; তুলিনী, পুরদী।
রক্তশিম্বী—পালশিম।
রক্তশেখর—পুন্নাগবৃক্ষ।
রক্তসঙ্কোচ—[ই° saf flower] কুসুম্ব-পুষ্প।
রক্তসঙ্কোচক—রক্তপদ্ম।
রক্তসজিনা পুষ্প—ফলবি°।
রক্তসন্ধ্যক—রক্তকমল।

রক্তসরোরুহ—রক্তপদ্ম।
রক্তসর্ষপ—রাইসরষে।
রক্তসহা—লালঝাঁটি গাছ
রক্তসার—১ অম্লবেতস, ২ রক্তখদির, ৩ রক্তবীজাসনগাছ, ৪ রক্তশিংশপা, ৫ বারাহীকন্দ।
রক্তসৌগন্ধিক—রক্তকহ্লার।
রক্তহর—ভল্লাতক (?)।
রক্তা—১ কুঁচ, ২ উষ্ট্রকাণ্ডী পুষ্প বৃক্ষ, ৩ শিম্বীভেদ, ৪ বচা ৫ লক্ষ্মণাকন্দ।
রক্তাঙ্গী—১ জীবন্তী, ২ কটুকা (?), ৩ মঞ্জীষ্ঠা।
রক্তাঢ়কী—লাল অড়হর।
রক্তাপরাজিতা—[হিং লালচিরচিরা]। লাল অপরাজিতা।
রক্তাপামার্গ—[সং অর্কপুষ্পী] লাল আপাং ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—ক্ষুদ্রাপামার্গ, আঘট্টক, দুর্ন্ধিনিকা, রক্তবিট, কল্যপত্রিকা।
রক্তাব্জ—রক্তকমল।
রক্তাভ—লালজবা।
রক্তাম্বুরুহ—রক্তপদম।
রক্তাম্র—জলপাই।
রক্তাম্লাতক—লালঝিন্টীফুল।
রক্তাম্লান—লালবর্ণের ফুলবিং। পর্যায়—রক্তসহা, অপরিম্লান, রক্তাম্লানক, রাগপ্রসব, রক্তপ্রসব, কুরুবক, রামালিঙ্গনকাম, সুভগ, বধূৎসবপ্রসব, ভ্রমরানন্দ। ॥ রাজনিং ॥
রক্তাবি—মহারাষ্ট্রীক্ষুপ।
রক্তাক—লাল আকন্দ।
রক্তালু—শকরকন্দ আলু ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—রক্তপিন্ডালু, রক্তপিণ্ডক, লোহিত, রক্তকন্দ, লোহিতালু।
রক্তাশোক—অশোকবৃক্ষ।
রক্তাশ্বমারপুষ্প, রক্তাশ্বারি—রক্তকরবী ফুল।
রক্তিকা—১ কুঁচ, ২ লাল সর্ষপ।
রক্তেক্ষু—লাল আক ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—সূক্ষপত্র, শোণ, লোহিত, উৎকট, মধুর, হ্রস্বমূল, লোহিতেক্ষু।
রক্তেরণ্ড—লাল ভেরেণ্ডা ॥ রাজনিং, ভাবপ্রং ॥ পর্যায়—ব্যাঘ্র, হরিকর্ণ, রুবু, উরুবূক, নাগবর্ণ, চঞ্চু, উত্তানপত্রক, করপর্ণ, পাচন, স্নিগ্ধ, ব্যাঘাতন, রক্তক, চিত্রবীর্য, হ্রস্বৈরণ্ড।
রক্তের্বারু—ইন্দ্রবারুণীলতা।
রক্তোচ্চটা—শ্বেতগুঞ্জা।
রক্তোৎপল—১ রক্তপদ্ম, ২ শাল্মলীবৃক্ষ।
রঙ্গন—আচ্ছুকাদিবর্গের পুষ্প-

ক্ষুপবিং। ফুল লাল, চতুর্দল, অনেক গুচ্ছাকারে ফোটে।

রঙ্গনী–[সং রাঙ্গন ; ইং the rangoon creeper] হরিতক্যাদিবর্গের পুষ্পলতাবিং। ব্রহ্মদেশ ও মালয় দেশ এর আদি বাসস্থান। ফুল প্রথমে সাদা ও পরে লাল হয়। জোড়া জোড়া পাতা, দীর্ঘাকার; ফুল পঞ্চদল, পুংকেশর দশটি।

রঙ্গপত্রী—নীলীবৃক্ষ।

রঙ্গলতা—[হিং মরোরফলী, মেন্দু] আবর্তকী লতা, আঁৎমোড়া, helicterus isora.

রঙ্গলাসিনী—শেফালিকা।

রঙ্গবল্লিকা—বৃক্ষভেদ। পর্যায়—রঙ্গবল্লী।

রঙ্গারি—করবীর।

রঙ্গপুষ্পী—নীলীবৃক্ষ।

রাঙ্গন—শতমূলী।

রাঙ্গনী—[ইং the sandwitch island creeper] পুষ্পলতাবিং। পাতা পানের মত, বিদেশ হতে আনীত। ফুল গোলাপী রংয়ের ত্রিদল, বর্ষাকালে দুবার ফুল হয়। ফুলের শীষের অগ্রে আঁশ।

রঙ্গোষ্ঠালুক—লাল আলু।

রজনী—১ হরিদ্রা, ২ জতুকালতা, ৩ দারুহরিদ্রা; ৪ বাস্তুক, ৫ নীলিনী (?)।

রজনীগন্ধা—[হিং গুলশব্দ, গুলচেরী, গুলসব্বা ; ইং tube rose] polianthes tuberosa. উদ্যানজাত সুগন্ধি পুষ্প শাকবিং। কন্দ হতে গাছ হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়। ফুল সাদা, লম্বা শীষে জোড়া জোড়া ছয় পাপড়ি যুক্ত ফুল হয়। রাতে মধুর গন্ধ বিকীর্ণ করে। ছয় কেশরযুক্ত।

রজনীদ্বয়—হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

রজনীপুষ্প—১ পূতিকরঞ্জ, ২ রজনীগন্ধাফুল।

রজনীহাসা—শেফালিকাপুষ্প। nyctanthes arbor-tristis.

রজ্জুদাল—বৃক্ষভেদ।

রঞ্জক—১ ভেলার গাছ; ২ মেদীগাছ।

রঞ্জন—১ রক্তচন্দন, ২ হিন্দুল, ৩ মুঞ্জতৃণ, ৪ জাতীফল, ৫ কম্পিল্ল বৃক্ষ, ৬ শেফালিকা; ৭ হরিদ্রাপর্পটী।

রঞ্জনক—কটফল।

রঞ্জনকেশী—নীলীবৃক্ষ।

রঞ্জনদ্রু—১ অচ্ছুক গাছ, আচ গাছ, ২ ধুনক গাছ।

রঞ্জনী—নাটাকরঞ্জ, ২ নীলগাছ।

রণপ্রিয়—সুগন্ধী তৃণের মূলবি°; andropogon muricatum.
রণমুষ্টি—কুচিলাগাছ।
রণমুচ্ছজা—কর্কটশৃঙ্গী।
রণ্ডক, রণ্ডা—ফলহীনবৃক্ষ, মূষিকপর্ণী salvinia cucullata.
রতিসত্বরা—চিরঞ্জীবা, পিড়িংশাক, trigoneli corniculata.
রতী—রক্তগুঞ্জা।
রথদ্রু, রথদ্রুম—১ যে বৃক্ষের কাঠদ্বারা রথের চাকা প্রভৃতি তৈরী হয়, তিনিশ গাছ, dalbergia ougeinensis ২ বেতস গাছ।
রথপর্যায়—১ তিনিশ গাছ, ২ বেত্রলতা।
রথাঙ্গী—ঋদ্ধি নামে ওষধিবি°।
রথাভ্র, রথাভ্রপুষ্প—বেতস বৃক্ষ, calamus rotang.
রবিনাথ—১ পদ্ম, ২ বাঁধুলি ফুল।
রবিপ্রিয়—রক্তপদ্ম।
রম—রক্তাশোক বৃক্ষ।
রমণী—বালাখ্যবৃক্ষ।
রম্ভা—[ইং plantain] musa sapienta. কলা দ্র°।
রম্ভাকলাই—বরবটি দ্র°।
রম্য—১ পটোল মূল, ২ চম্পকবৃক্ষ, ৩ বকবৃক্ষ।
রম্যক, রম্যকক্ষীর—ঘোড়ানিম।
রম্যপুষ্প—শাল্মলীবৃক্ষ।
রম্যফল—কুচিলা গাছ।
রম্যা—১ স্থলপদ্মিনী, ২ মাকাল।
রম্যামলী—ভুঁই আমলা।
রশুন—[স° রসোন, লশুন, রসোনক, শুক্র কন্দ, ম্লেচ্ছকন্দ ; হি° লশুন; লহশন ; ম° পাল্টার লশুন ; ক° বিলীয় বেল্লল্লী ; তে° তেল্লা উল্লী গাণ্ডু ; তা° বল্লহি পাণ্ডু ; ফা° সীর ; অ° সুমইক্সুর্দিযুন ; ইং garlic] মূলবি°, ম্লেচ্ছকন্দবি° শ্বেত পিঁয়াজের ন্যায় তীব্র গন্ধ কন্দবি°, allium cepa. প্রকারভেদ—মহারশুন—[ম° মহারসোন] এর পাতা রশুনের চেয়ে লম্বায় চওড়ায় বড়, মূল মোটা।
রশ্মিপতি—আদিত্যপত্র ক্ষুপ।
রসদা—শ্বেতনিসিন্দা।
রসদালিকা—পুঁড়ী আক।
রসদ্রাবিন—মধুর জম্বীর।
রসনা—১ রাস্না, ২ গন্ধভদ্রা, গন্ধভাদাল।
রসপুর্তিকা—লতা ফটকী।
রসফল—১ নারকেল গাছ, ২ আমলকী গাছ।

রসবন্ধকর—সোমলতা।
রসা—অক্রোধি; cisampelos hexandra, ২ শস্যবি; panicum italicum.
রসাঢ্য—১ আমড়া, ২ রাস্না।
রসাধিকা—কাকোলী দ্রাক্ষা।
রসাম্ল—১ অম্লবেতস, ২ পলাশীলতা।
রসাম্লক—তৃণবি°।
রসায়ক—তৃণবি°. saccharum munja.
রসায়নফলা—হরীতকী।
রসায়নবর—কঙ্গু ধান্য।
রসায়নী—১ গুড়ূচী, ২ কাকমাচী; ৩ মহাকরঞ্জ, ৪ গোরক্ষদুগ্ধ (?); ৫ মাংসচ্ছদা (?), ৬ মঞ্জিষ্ঠা (?), ৭ কর্ণস্ফোটা; ৮ আলকুশী, ৯ শুক্লত্রিবৃতা, ১০ শঙ্খপুষ্পী, ১১ কন্দগুড়ূচী।
রসাল—১ ইক্ষু, ২ আম্র, ৩ পনস; ৪ কন্দরতৃণ, ৫ গোধূম, ৬ পুণ্ড্রকনামেক্ষু; ৭ অম্লবেতস।
রসালা—১ দূর্বা, ২ বিদারী, ৩ দ্রাক্ষা, ৪ শিখারিণী (?)।
রসালাম্ল—মহারাজাম্ল।
রসালিকা—সপ্তলা।
রসালিন—কৃষ্ণচণক ফুল।
রসালিহা—চাকুলিয়া। hemionites cordifolia.
রসালী—পুঁড়ি আক।
রসালেক্ষু—করঙ্কশালি ইক্ষুবি°।
রসাশ্বাসা—পলাশীলতা।
রসাহ্ব—১ লঘু শতাবরী, ২ রাস্না।
রসোনক—রসুন, লশুন ॥ ভাবপ্র° ॥
রস্যা—রাস্না ॥
রহস্যা—রাস্না।
রাইসরিষা—সরিষা দ্র°।
রাঁধুনি—অজমোদা; বনযমানী, ধান্যাদি বর্গের ঔষধি শাকবি°।
রাঙ্চিতা গাছ—রক্তচিত্রক দ্র°।
রাখালশশা—[স° ইন্দ্রবারুণ; হি° ছোটি ইন্দারুণ; মা° পেইকুমমুট্টি; তে° ইতি-পুক্-কা] ইন্দ্রবারুণী দ্র°।
রাংচিতা—চিতাগাছ।
রাগচূর্ণ—খদির গাছ, acasia catechu.
রাগদ—তৈরণীক্ষুপ।
রাগদানি—মসুর।
রাগপুষ্প—১ বন্ধুলি গাছ, ২ রক্তাম্লান।
রাগপুষ্পী—জবা।
রাগী—[স° রাগিন] তৃণধান্যবি° ॥ রাজনি° ॥
রাঙ্গন—রঙ্গন ফুল।
রাঙ্গাগুঞ্জা—লাল কুচ।

রাঙ্গানটিয়া—লাল নটে শাক, amarantus atropurpureus.

রাঙ্গামুগ—রক্তমুগ।

রাঙ্গামুরগাই—গুল্মভেদ, celasciaeristata.

রাঙ্গালু—শকরকন্দ আলু।

রাঙ্গাশাক—amarantus gangticus-

রাজকদম্ব—কদম্ববি°।

রাজকন্যা—কোবিকাপুষ্প।

রাজকশেরু—সুগন্ধী তৃণ।

রাজকুলক—পটোল লতা।

রাজকুষ্মাণ্ড—বার্তাকী।

রাজকোল—নারকেল কুল।

রাজকোষাতক—ঝিঙা ফল।

রাজ কোষাতকী—[হি° ধিয়াতোরই] ঝিঙা ॥ মদনবিনোদ ॥ পর্যায়—হস্তিপর্ণকা, পীতপুষ্পিকা; ধামার্গব, কেশফলা, মহাজনী, সপীতক।

রাজখর্জুরী—পিণ্ড খর্জুরিকা ॥ রাজনি° ॥

রাজক্ষবক—রাইসর্ষের শাকবি°।

রাজগিরি—শাকবি° ॥ রাজনি° ॥

রাজচম্পক—পুন্নাগবৃক্ষ।

রাজজম্বু—১ পিণ্ডখর্জুর, ২ বড় জামগাছ; গোলাপ জাম।

রাজজীরক—জীরকভেদ, c. trilocularis.

রাজতরণী—বড় শেউতী।

রাজতরু—১ কর্ণিকার বৃক্ষ, সোঁদাল গাছ, ২ আরগ্বধ (?)।

রাজতরুণী—পুষ্পবি° ॥ রাজনি° ॥

রাজতাল—গুবাক গাছ, সুপারি গাছ, areca faufel। ২ বৃহৎ তালগাছ।

রাজতিমিশ, রাজতৌমিষ—তরমুজ, কাঁকুড়।

রাজদুর্বা—বড়দুর্বাঘাস।

রাজধতূরক—কনকধুতুরা।

রাজধান্য—১ হৈমন্তিক ধান্যবি°। ২ শ্যামাধান।

রাজন্য—ক্ষীরিকাগাছ, mimusops karki, Rox.

রাজপটোল, রাজপটোলী—মধুর পটোল; trichosanthes dioeca.

রাজপর্ণী—গন্ধভাদুলিয়া।

রাজপলাণ্ডু—লালপেঁয়াজ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—জবনেষ্ট; নৃপাহ্বয়, রাজপ্রিয়, মহামূল; দীর্ঘপত্র, রোক, নৃপেণ্ট, নৃপকন্দ; নৃপপ্রিয়, রক্তকন্দ, মহাকন্দ, রাজেণ্ট।

রাজপুত্র—১ ক্ষীরিকাবৃক্ষ, ২ মহারাজ

চূত বৃক্ষ।
রাজপুত্রিকা—শুক্রযূথিকা।
রাজপুত্রী—১ কটুতুম্বী, ২ জাতী, ৩ মালতী।
রাজপুষ্প—নাগকেশর পুষ্পবৃক্ষ, mesua ferrea.
রাজপুষ্পী—১ করুণীবৃক্ষ, ২ বন-মল্লিকা, ৩ জাতীপুষ্প।
রাজপ্রিয়—১ করুণীপুষ্পবি°, ২ রাজপলাণ্ডু।
রাজফণিজ্ঝক—নাগরঙ্গবৃক্ষ।
রাজফল—১ পটোল, ২ রাজাম্রবৃক্ষ, ৩ রাজাদনীবৃক্ষ [স° ক্ষীরিণী] ক্ষীর খেজুর mimusops hexandra.
রাজফলা—জম্বু।
রাজফলগু—কাকডুমুর গাছ।
রাজবদর—১ রক্তামলক, ২ নারকেল কুল, ৩ রাজকোল, মধুরফল ॥ রাজনি° ॥
রাজবলা—গন্ধভাদুলিয়া।
রাজভট্টিকা—হাপুত্রীবৃক্ষ।
রাজভদ্রক—১ পরিভদ্রকবৃক্ষ, ২ নিম্ব-বৃক্ষ, ৩ কুন্দুরকবৃক্ষ (?), ৪ শ্বেত আকন্দ।
রাজভোগ—শালিধান্যবি°।
রাজভোগ্য—প্রিয়ালবৃক্ষ, chironjia sapida, buchanania latifolia, rox.
রাজমাষ—বরবটি, dolichos sinensis ॥ রাজনি°, রাজব° ॥
রাজমুদ্গ—উত্তরমুগ।
রাজবলা—গন্ধভাদুলিয়া, paederia foetida.
রাজবল্লভ—১ রাজাদনী, ২ রাজাম্র, ৩ রাজবদর।
রাজবল্লী—উচেছ।
রাজবৃক্ষ—১ আরগ্বধবৃক্ষ, ২ পিয়াল গাছ, ৩ লঙ্কাসিজ, ৪ শ্যোণাক গাছ।
রাজশণ—পাট।
রাজশাক, রাজশাকণিকা—তেতোশাক।
রাজশালি—হৈমন্তিক ধান।
রাজশিম্বী—সাদা শিম।
রাজশুকজ—হৈমন্তিক ধান্যবি°।
রাজসর্ষপ—সর্ষেবি° ॥ রাজনি° ॥
রাজাতন—পিয়াল গাছ।
রাজাদন—১ ক্ষীরিকা, ২ পিয়াল, ৩ কিংশুক।
রাজাদনফল—ক্ষীরিণী গাছ, খির্নী-গাছ।
রাজাদনী—ক্ষীরিণী বা রাজফল ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥
রাজাদ্রি—উদ্ভিদভেদ।

রাজান্ন—অন্ধ্রদেশোদ্ভব শালিধান্যবি° ॥ রাজনি° ॥
রাজাম্র—আম্রবি° ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—রাজফল, স্মরাম্র, কোকিলোৎসব, মধুর, কোকিলানন্দ, কামেষ্ট, নৃপবল্লভ।
রাজাম্ল—অম্লবেতস।
রাজালাবু—মিঠালাউ ॥ মদনবিনোদ ॥ পর্যায়—মহাতুম্বী, মধুরালাবুনী, শাকালাবু, তুম্বক, ভক্ষ্যালাবু, অলাবুনী, মিষ্টতুম্বী।
রাজালুক—মহাকন্দ।
রাজাহ্ব—১ চীনের করবীফল, ২ রাজাদনীবৃক্ষ, ৩ শ্বেতার্কবৃক্ষ।
রাজিকা—১ রাজসর্ষপ, রাইসর্ষে ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ ২ কৃষ্ণসর্ষপ, ৩ কৃষ্ণোদুম্বর।
রাজিকাফল—গৌরসর্ষপ।
রাজিফলা—চীনাকর্কটী (?)।
রাজিলফলা—এর্বারুভেদ (?)।
রাজী—১ রাজিকা, ২ রক্তসর্ষপ।
রাজীফল—১ পটোল, ২ তিক্তপটোল,
রাজীক—রাজসর্ষপ।
রাজীবিনী—helumbium speciosum.
রাজেন্দ্র—রাজগিরা শাক।
রাজেয়—পটোল।
রাজেষ্ট—১ ধান্যবি°, ২ রাজপলাণ্ডু, ৩ কদলীবৃক্ষ, ৪ পিণ্ডখর্জুর।
রাজোদ্বেজনসংজ্ঞক—ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ।
রাজ্ঞী—নীলী (?)।
রাধ—ময়নাগাছ।
রাতক—অগুরু।
রাত্রিপুষ্প—উৎপল।
রাত্রিহাস—শ্বেতোৎপল।
রাত্রী—হরিদ্রা।
রাধা—আমলকী।
রাধাচূড়া—[ইং gold mohur tree] poinciana. কৃষ্ণচূড়া গাছের মত প্রায় কিন্তু গাছ ও ফুল বড়। কিন্তু কেহ কেহ একে বিলিতী কৃষ্ণচূড়া বলে।
রামক—জলাপামার্গ।
রামকদলী—রামকলা, পাকাফল লালবর্ণ।
রামকান্ট—রামশরতৃণ, ইক্ষুভেদ।
রামকাঠা—বৃক্ষবি° quercus semiserrata.
রামচ্ছদর্নক—মদনবৃক্ষ।
রামঠ—১ আকরোট গাছ, ২ মদনফল, ৩ অপামার্গ।
রামণ—তিন্দুক।
রামতরায়—hibiscus edulis.
রামতরুণী—সেঁউতীফুল।

রামতিল— verbesina sativa.

রামতুলসী—ocimum gratisoimum.

রামদুলিয়া—elaeocarpus aristatus.

রামপূগ—গুবাকবি°। পর্যায়—কামীন, মুনিপূগ, সুরেবট।

রামবাঁশ—তৃণবি°। গাছ আনারসের মত, মধ্যে একটি বাঁশের মত সরল দণ্ড পুষ্পগুচ্ছ মাথায় করিয়া উঠে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পথের ধারে দেখা যায়।

রামবাণ—১ শরবৃক্ষভেদ ২ ইক্ষুভেদ।

রামবেগুন—বেগুন গাছের মত। পাতা কাঁটাময়, সাদা ফুলযুক্ত শাকবি°। solamum ferox.

রামশর—শরবৃক্ষবি°॥ রাজনি°॥

রামা—১ শ্বেতকণ্টকারী, ২ অশোক, ৩ সাতলা (?), ৪ তমালপত্র।

রামালিঙ্গনকাম—রক্তঝাঁটি।

রামাবামাঙ্ঘ্রিঘাতক—অশোকবৃক্ষ।

রায়—sinapis racemosa.

রাল—[হিং কিংলি] ধুনোর গাছ, mimosa rubicaulis.

রালকার্য—সালবৃক্ষ।

রাসভবান্দিনী—আরবদেশীয় যুইগাছ॥ উইল°॥ তিক্তরস উষ্ণবীর্য।

রাস্না—[স° মূলরাস্না, পত্ররাস্না, তৃণরাস্না, কুক্কুটীকন্দ, রক্ত পত্রিকা ; হি° সরহাতি ; তে° কানাপাবাদানিকা ; সাঁওতাল—দারীবাঁকী ; তা° অন্তবদাপর] লতাশাকবি°। তেতুঁল প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে ও শাখায় যে উদ্ভিদ জন্মে তাকে রাস্না বলে। ophiorrhiza mungos. পর্যায়—নাকুলী, সুরসা, সগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, ছত্রাকী, সবহা, রস্যা, শ্রেয়সী, রসনা, রসা, সুগন্ধী, মূলা, রসাঢ্যা, অতিরসা, দ্রোণগন্ধিকা, সর্পগন্ধা, সর্পাক্ষী, পলঙ্কষা।

প্রকারভেদ—১ বাংলা দেশের রাস্না—কাঁটা আমরুল, vanda roxburghii. ॥ভাবপ্র°॥ ২ কঙ্কণদেশের রাস্না—saccolabium wightianum, s. prœmorsum. ৩ বোম্বে দেশের রাস্না—tylophora asthmatica.

র্যাটা—[ইং rata] নিউ জিল্যাণ্ডের একপ্রকার রক্তকাঠ ও লোহিত পুষ্পপ্রসূ সুবৃহৎ গাছ।

রিঠা—[স° রিষ্টক, রিটা, ফেনিল, অরিষ্টক ; হি° রিঠা ; তা° পান্নান

কট্টাই ; তে° কুক্কুডু কয়ালু ; গুজ° অরিয়া ; ইং soapnut tree] রিঠা, আরণ্য বৃক্ষবি°, sapindus trifoliatus. রিঠা ব্যবহারে মাথার উকুন মরে ও মাথার চুল পরিষ্কার হয়। প্রকারভেদ—১ বড় রিঠা—s. emarginantus, s. trifoliatus. মধ্যভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে জন্মায়। বাংলায় খুব কম। পাতা লোমশ; ফল ২-৩টি পরস্পর অল্পযুক্ত। ২ ছোট রিঠা—s. mukorissi. উত্তরভারতে জন্মায়, বাংলায় খুব কম। পাতা রোমহীন; ফল লম্বা একটি কিংবা জোড়া। ৩ রিঠাকরঞ্জ। রীঠাকরঞ্জ দ্র°।

রিপুঘাতণী—কুচুইলতা, abrus precatorius.

রিষ্ট, রিষ্টক—রক্তশিগ্রু গাছ।

রীঠা—রীঠাকরঞ্জ। পর্যায়—গুচ্ছক, গুচ্ছপুষ্পক, গুচ্ছফল, অরিষ্ট, মঙ্গল্য. কুম্ভবীজক, প্রকীর্য, সোমবল্ক, ফেনিল।

রীঠাকরঞ্জ—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

রুচক—১ বাতুলুঙ্গক, ২ বীজপুর।

রুচির, রুচিরা—লবঙ্গ।

রুচিরাঞ্জন—শোভাঞ্জন।

রুচ্য—১ কতকবৃক্ষ, ২ শালিধান্য।

রুজাকর—কামরাঙ্গা।

রুজাসহ—ধনবন বৃক্ষ।

রুদন্তিকা, রুদন্তী—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

রুদ্র—হুড়হুড়ে গাছ ॥ বৈদক° রাজব° ॥

রুদ্রজটা—[স° ঈশ্বরী, অর্কমূলা ; ম° ঈশ্বরী ; তা° ইশুরামুলি, সাঁওতাল—ভেদীজানেটেট] ঈশের মূল, aristolochia indica lin, মোরী ॥ রাজনি° ॥ শিম্বাদিবর্গের দীর্ঘায়ু ছোট বৃক্ষবি°। পর্যায়—রৌদ্রী, জটা, রুদ্রা, সৌম্যা, সুবহা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা, সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভি, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী, জটাবল্লী, রুদ্রাণী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা, জটরুদ্রা ॥ অম° শব্দ° ॥ পাঁচ হতে নয় পর্ণে। পর্ণ ছোট-ছোট। ফুল লাল, ছোট। বর্ষাকালে ও শীতকালে দুবার ফোটে। শুঁটিতে তিনটা হইতে ছটা পর্যন্ত গাঁট থাকে। ফুলের বোঁটা বাঁকিয়া এই গাঁট চাপিয়া থাকে। জলাশয়ের তীরে ছায়াবৃত স্থানে প্রায়ই জন্মায়।

রুদ্রপ্রিয়—হরীতকী ॥ বৈদ্যব° ॥

রুদ্রলতা—রুদ্রজটা, মোরী।

রুদ্রা—রুদ্রজটা।

রুদ্রাক্ষ— [সং রুদ্রাক্ষ] বৃহৎ আরণ্য বৃক্ষবিং, elaeocarpus ganitrus. ॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—তৃণমেরু, অমর, পুষ্পচামর। এই গাছের শুষ্ক ফলে জপিবার মালা হয়। ফল অর্বুদময়। ফলের পর্যায়—সর্পাক্ষ, শিবাক্ষ, ভূতনাশন, পাবন, নীল-কন্ঠাক্ষ, হরাক্ষ, শিবপ্রিয়।

রুসাঘাস—[সং দীর্ঘরোহিষক] অগ্য-ঘাস, রুসাঘাস, cymbopogon shoenanthes. তৃণবিং। ৩-৬ ফুট উচ্চ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। পঞ্জাব, দক্ষিণ ভারত, বিহার ও বঙ্গদেশে নানা স্থানে জন্মে।

রুক্ষণাত্মিকা—১ কাল ছোলা, ২ লঙ্কা নামক শিমবীধান্য, তেওড়া।

রুক্ষদর্ভ—হরিদর্ভ, শরপত্র দর্ভ।

রুক্ষপত্র—শাখোট গাছ।

রুক্ষ স্বাদু ফল—ধন্বন বৃক্ষ।

রুক্ষা, রুক্ষী—দন্তি বৃক্ষ।

রুপিকা—শ্বেতার্ক বৃক্ষ।

রুবুক—এরন্ডবৃক্ষ, ricinus communis.

রুষক—বাসক।

রুহা—তৃণবিং, penicum dactylon.

রেচক—১ জয়পাল বৃক্ষ, ২ তিলক গাছ।

রেচনক—১ কম্পিল্লক, ২ জম্বির।

রেচনা, রেচনী—কাম্পিল্ল।

রেচনী—১ কাম্পিল্ল, ২ কালাঞ্জনী, ৩ দন্তিবৃক্ষ, ৪ শ্বেতত্রিবৃতা, ৫ বটপত্রী।

রেচী—১ কম্পিল্লক, ২ অঙ্কোট।

রেণুকদম্ব—ধূলিকদম্ব

রেউম—[ইং rheum ; ফাং রেবন্দ] উচ্চবৃক্ষবিং। rheum emodi. হিমালয় প্রদেশে জন্মে। মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত।

রেউচিনি—[ফাং রেবান্দচিনী ; হিং, গুজং রয়ুনচোন ; তাং বরিয়ত্তু কলঙ্গু] rhubarb rheum, বৃক্ষবিং। হিমালয় প্রদেশে জন্মে।

রৈবত—স্বর্ণালু বৃক্ষ।

রোগশিলিল্পন—সোনালু গাছ।

রোচক—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং, ভন্ডিউর (নেপাল জাত) ॥ ভাবপ্রং ॥

রোচনফল—বীজপুরক।

রোচনফলা—চিচিন্ডা, ফুটি।

রোচনা—১ রক্তকহ্লার ২ কৃষ্ণশাল্মলী।

রোচনী—১ আমলকী, ২ শ্বেতত্রিবৃতা, ৩ দন্তী।

রোড়া—[সং রোড়া, রয়না, হরিণ-

হাড়া, পিত্তরাজ ; হি° রোহেড়া ; ম° রোহিডা ; গুজ° রোহিডো ; ক° থরডুমলু; মুত্তলু ; তে° মুলু-মোদুলচেট্টু] রোড়া; amoora rohitaka, andersonia r, ফুলের রং ভেদে দু প্রকার—(১) সাদা ফুলের রোড়া—[স° শুক্ল রোহিতক, the male tree] এর ফল হয় না। (২) দাড়িমফুলের রংয়ের রোড়া—[স° রোহিতক (the female tree)] এর ফল হয়। ফল গোলাকার, পীত রংয়ের। ফুল বসন্তকালে ফোটে। পর্যায়—রোহীতক, রোহিতক, রোহিত, কুশাল্মলি, কুটশাল্মলি, বিরেচন।

রোদজিকা—যবাস।

রোদনী—দুরালভা।

রোধিন—বৃক্ষভেদ।

রোধ্র—লোধ্র।

রোধ্রপুষ্প—১ মধুক বৃক্ষ, ২ রোধ্র ফুল।

রোধ্রপুষ্পক—১ লোধ ফুল; ২ শালি ধান্য।

রোধ্রপুষ্পিনী—ধাতকী গাছ।

রোপণ—ভূধামন।

রোপ্যাতিরোপ্য—ধান্যবি° ॥ রাজব° ॥

রোম—তেজপত্র।

রোমকন্দ—পিণ্ডালু।

রোমফলা—ঢ্যাড়শ।

রোমবল্লী—আলকুশী।

রোমশপত্রা—দেবতাড়া বৃক্ষ।

রোমশ ফল—ঢ্যাড়শ গাছ।

রোমশমূলিকা—হরিদ্রা।

রোমশা—১ দগ্ধা বৃক্ষ (?), ২ কাঁকুড়।

রোমহর্ষণ—বিভীতকবৃক্ষ।

রোমাঞ্চিকা—রুদন্তী গাছ।

রোমালু—পিণ্ডালু।

রোমালুবিটপীন—কোঙ্কণ দেশের কুম্ভী বৃক্ষ।

রোল—১ পানীয়ামলক, ২ আর্দ্র শুণ্ঠী, ৩ তালীশ পত্র।

রোহৎপর্বা—বল্লিদূর্বা।

রোহণ—[স° পত্রাঙ্গ, রোহিণী ; হি° রোহুণ ; বো° রোহিক্ত ; গুজ° রোহিণা, তা° ভেথস-মারাম, শেম-মরাম ; তে° গুমি°] রোডা, soymida febrifuga juss. মূল্যবান কাষ্ঠউৎপাদক সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্। এই গাছের ছাল ব্যবহৃত হয়। ছোট নাগপুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

রোহণদ্রুম—চন্দন গাছ।

রোহিকাপ্রিয়—মহাকরঞ্জ।

রোহিণ—১ ভূতৃণ; ২ বটবৃক্ষ, ৩ রোহিত গাছ; ৪ কট্‌ফল গাছ, ৫ অশ্বত্থ গাছ।

রোহিণী—১ কাশ্মরী (?), ২ হরিতকী;

রোহিৎ—লতাভেদ।

রোহিতক—[হি° রোহেরা ; গুজ° রোহিড়ো] রয়না, হরিণহরা, পীতরাজ, কড়ার, রোড়া, কুসুম্ভ-গল। দাড়িম পুষ্পক গাছ। mediaceae বর্গের। বৃহৎ বৃক্ষ, বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জন্মে। আসাম, বর্মা, মালাক্কাতে জন্মে।

রোহিতক—দাড়িম পুষ্পক গাছ, রোড়া, রয়না, কড়ার, কুসুম্ভগল, amoora rohitaka, andersonia r. ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—রোহী; প্লীহশত্রু, দাড়িমপুষ্প বৃক্ষ, রোহীতক, রোহিণ; কূটশাল্মলি; দাড়িম, সদাপ্রসূন; কূটশাল্মলি; বিরোচন, শাল্মলিক।

রোহিতেয়—রোহিতবৃক্ষ।

রোহীতক—রোহিতক দ্র° ॥

রোহুণ, রোহুনী—[স° রোহুণ ; হি° রোহণ ; ও° সোহাণ, সোয়াম ; ইং Indian red wood] soymida febrifuga. নিম্বাদিবর্গের উচ্চবৃক্ষবি°। পশ্চিম ভারত ও মধ্য ভারতে জন্মায়। কাণ্ড সোজা, ছাল লাল রংয়ের ও তিক্ত। সার কাঠ লাল দৃঢ়। পাতায় ৩-৬ জোড়াপর্ণ। পর্ণ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ফল লম্বা; পাঁচখণ্ডে ফেটে যায়। বীজ চেপ্টা, পক্ষযুক্ত।

রৌহিণ—চন্দন গাছ।

রৌহিষ—[স° রৌহিষ] ১ তৃণবি°, ২ রক্তচিত্রক ॥ ভাবপ্র° ॥

[ল]

লকচ—লকুচ গাছ।

লকট—[ইং loquat] গোলাপবর্গের ছোট ফলতরুবি°, eriobotrya japonica. চীন ও জাপানের গাছ।

লকুচ—ডহুয়া; ডেউয়া, মাদার ॥রাজনি° বৈদ্যক° ॥ ardocarpus lacoocha. পর্যায়—লিকুচ; শাল, কষায়ী, ডহু, দৃঢ়বল্কল, কার্শ্য, শূর, স্থূলস্কন্ধ।

লক্ষণা—১ শ্বেতকণ্টকারী, ২ জবাগাছ, ৩ মুচুকুন্দ গাছ।

লক্ষ্মীতাল—শ্রীতালবৃক্ষ।

লক্ষ্মীনারায়ণ—নাগদোনা, crinum asiaticum ॥ বেল° ॥

লক্ষ্মীপুষ্প—পদ্ম।

লক্ষ্মীফল—বিল্ববৃক্ষ।

লক্ষ্মীবৎ—১ পনস গাছ, ২ শ্বেত রোহিত বৃক্ষ, ৩ অশ্বথ গাছ।

লক্ষ্মীশ—আম্রবৃক্ষ।

লঘু—১ কৃষ্ণাগুরু, ২ লামজ্জক, ৩ পিড়িংশাক।

লঘুকোঙ্কল—pimenta acris.

লঘুকণ—শুক্লজীরক।

লঘুকণ্টকী—লজ্জাবতী লতা, mimosa pudica.

লঘুকর্কন্ধু—মেটে ফুল, zizyphus.

লঘুকর্ণী—[হি° মুরহারি ; ম° মোরবেল] মূর্গা, লঘুকর্ণিকা ; লতানে গাছ। পাতা—১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা করাতের মত।

লঘুকাশ্মর্য—কট্‌ফল গাছ।

লঘুচির্ভিটা—ছোট কাঁকুড়। colotcynh.

লঘুচ্ছদা—মহাশতাবরী।

লঘুদন্তী—ছোট দন্তী বৃক্ষবি°।

লঘুদ্রাক্ষা—কাকলী দ্রাক্ষা, কিস্মিস।

লঘুপঞ্চমূল—১ শালপর্ণী, ২ পৃশ্নিপর্ণী, ৩ বৃহতী, ৪ কণ্টকারী, ৫ গোক্ষুর।

লঘুপত্রক—রোচনী।

লঘুপত্রকলা—লঘুডুম্বরিকা।

লঘুপত্রী—অশ্বথ গাছ।

লঘুপর্ণী—১ মূর্বা, ২ শতমূলী।

লঘুপাকিন—চিনে ধান।

লঘুপাঠা—[স° অম্বোষ্ঠ ; হি° হাতজোড়ী ; তে° পাঠা] একলেজা, cissampelos pareira lin. লতানে গাছ। ডাঁটা সরু সরু, লোম আছে। ফুল বর্ষা ও শরৎ কালে ও ফল শীতকালে।

লঘুপাণ্ডুর পুষ্পক—দীপান্তর খর্জুরিকা।

লঘুপিচ্ছিল—কাঞ্চনগাছ।

লঘুপুষ্প—ভূমিকদম্ব।

লঘুফল—ছোট ডুমুর।

লঘুবদর—ক্ষুদ্রকোলিফল, মেটোকুল ॥ ভাবপ্র° রাজনি° ॥ পর্যায়—সূক্ষ্মফল, বহুকর, সূক্ষ্মপত্র, দুষ্পর্শ, মধুর, দরহার, শিখিপ্রিয়।

লঘুবদরী—ভূবদরী।

লঘুব্রাহ্মী—ছোট ব্রাহ্মী। পর্যায়—জলোদ্ভবা, সূক্ষ্মপত্রা।

লঘুমন্থ—গনিয়ারি, premna

spinosa.

লঘুলতা—১ উচ্ছে, ২ অনন্তমূল।

লঘুশমী—শমীবৃক্ষভেদ।

লঘবাদ্যোড়ুম্ববাহ্বা—ছোট ডুমুর।

লঘবী—পিড়িং শাক।

লঙ্কা, লঙ্কামরিচ—[সং কটুবীরা, তীক্ষ্মা, তীব্রশক্তি; হিং লালমির্চ; তাং গোলকণ্ডা; তেং মিরচাকয়া; ফাং ফিকল-ই-সুর্খ; অং কিল্‌কিল্ অহমর্; ওং লঙ্কা; ইং red pepper, chilli, cayene.] লঙ্কা, capsicum minimum. বঙ্গানাদিবর্গের কৃষিজাত শাকবিং। আমেরিকা এর আদি জন্মস্থান। পর্তুগীজরা প্রথমে ইহা ভারতে আনেন। প্রকারভেদ—১ লঙ্কা, c. annum. বর্ষায়ু, ফল লম্বা, পাকলে লাল, হলদে ও বেগুনে হয়। ২ অন্যজাতি c. frutescens. ফল সোজা, ২।৩ টা ফলে, পাকলে লাল হয়। ৩ কাফ্‌রী লঙ্কা—আফ্রিকা দেশ থেকে আনীত। লঙ্কা মোটা ও ফাঁপা। ৪ ধান লঙ্কা বা ধানীলঙ্কা—ছোট,খুব ঝাল। ৫ সূর্যমণি লঙ্কা।

লঙ্কারিকা—পিড়িংশাক।

লঙ্কাসিজ—[সং লঙ্কাসিজ; হিং বর্জাক সেহুণ্ড; গুজং রণশির; তাং তিরুকল্লী; তেং কড়াচেমুডু; ইং milk bush] লঙ্কাসিজ, euphorbia tirucalli, জটালঙ্কা দ্রং।

লঙ্কোপিকা, লঙ্কোয়িকা—পৃক্কা।

লঙ্গফুল—গুল্মভেদ, lonicera quinquelocularis.

লজকারিকা—লজ্জালুলতা।

লজ্জকা—বনকাপাস, gossypium

লজ্জুরী—লজ্জালুকা।

লজ্জা, লজ্জাবতী—[সং লজ্জালু, স্পর্শলতা; মং লাজালু; গুজং রিসামণি; তাং লাজিরো; তেং অট্টপাট্ট; ইং sensitive plant] কুলাদিবর্গের গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষবিং, mimsa pudica. কণ্টকপূর্ণ পাতা ছুঁলে নুয়ে পড়ে। লতার গায়ের কাঁটাগুলি নীচের দিকে অবনতা। পর্যায়—রক্ত পাদী, শমীপত্রা, স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচিনী, সমঙ্গা, নমস্কারী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জিরী, স্পর্শলজ্জা, অন্তরোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা স্বগুপ্তা, অঞ্জলিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী,

মহৌষধি। লজ্জালু, স্পর্শলতা নামে ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥ mimosa pudica.

লজ্জরী, লজ্জিকা—লজ্জালুকা।

লঙ্গন—eleusine coracana.

লট্‌কন, লটকান—ছোট গাছবি°; bixa orellana. আমেরিকা আদিজন্মস্থান। প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতে আনীত হয়েছে। এখন দক্ষিণ ভারতে প্রচুর জন্মে। পাতা বড়, শিরাগুলি বক্র, ফুল শাদা, সবুজ আভাযুক্ত এবং লাল হয়। ফল পাকিলে ফেটে যায়। ফলের মধ্যে বীজ বহু পরিমাণে থাকে—এই বীজের গায়ে (aruatta, annatto) এক রকম লাল রং থাকে। রং কাঁচা। ফুলে ৫, ১০টি দল।

লতা—লতানে গাছ। [সং বল্লী, বল্লি, বেল্লি] পর্যায়—বীরুধ, গুল্মিনী, উলপ। বিভিন্ন লতানে গাছ—১ প্রিয়ঙ্গু, ২ পূক্কাপিড়িং শাক, ৩ অশনপর্ণী, ৪ জ্যোতিষ্মতী, ৫ লতাকস্তুরিকা, ৬ মাধবীলতা, ৭ দূর্বা, ৮ কৈবর্তিকা, ৯ সারিবা, ১০ বহতী, ১১ শ্বেতসারিবা, ১২ শ্বেতযুথিকা, ১৩ জাতীফুলের গাছ, ১৪ রক্তপটল গাছ।

লতাকদম—লতাবি°; urtica nauciflora.

লতাকরঞ্জ—কন্টকীবৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥ guilandina banduc. পর্যায়—দুস্পর্শ, বীরাখ্য, বজ্রবীজক, ধনদাক্ষী, কন্টফল, কুবেরাক্ষী।

লতাকস্তুরী—[সং লতাকস্তুরী, জটাকস্তুরী; হিং মুসক্-ভিদি; মুসকদানা; তাং কটুকস্তুরী] কাল কস্তুরী, hibiscus abelmoschus. বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। ২-৩ ফুট উচ্চ। ফুলের গন্ধ মৃগনাভির গন্ধের ন্যায়। জুন থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

লতাশৃঙ্গী—কর্কটশৃঙ্গী।

লতাডুমুর—ficus vagans.

লতাতরু—১ নারঙ্গ, ২ তালগাছ, ৩ শালগাছ, ৪ তরুলতা।

লতাতাল—হেঁতাল গাছ।

লতাপনস—তরমুজ। পর্যায়—চেলাক, চিত্রফল, সুখাশ, রাজতোষিব, নাটাম্র।

লতাপর্কটী ডুমুর—ficus hederacea.

লতাপর্ণী—১ তালমূলা, ২ মৌরী।

লতাপলাশ—[হিং পলাসমতী, মাং পলাশ ভেলা ; গুজং ভেল-খাকর] লতাপলাশ, হস্তিকর্ণপলাশ, butea superba, Rox. এই গাছ পলাশের মত কেবল অপর গাছে উঠিয়া থাকে। পাতা হাতির কানের মত বলিয়া হস্তিকর্ণ্য। উড়িষ্যা, কঙ্কনদেশ, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম প্রভৃতিতে জন্মে।

লতাপৃক্কা—পিড়িংশাক।

লতাফটকী—[সং কটভী, জ্যোতিষ্মতী; হিং নয়াফটকী ; কানছোটি ; ওং ফটফটিকা ; তাং মুদকোট্টম] আরণ্য প্রতানীবিং; cardiospermum halicacabum. বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ। পাতা দ্বিধা ত্রিপর্ণ, ফল তিন কোষা ও কৌটার মত। শাখা নত, শীতের সময় ছাড়া সব সময় ফুল ও ফল হয়। পর্যায়—তেজোবতী, বহুরসা, কনকপ্রভা, তীক্ষ্ণা, সুবর্ণনকুলী, সুরলতা, সুতৈলা, শৈলসুতা, সুবেসা, কঙ্গুলী, অগ্নিগর্ভ, কাকাণ্ডী, সৌম্যা, শ্রীফলী, লবণ কিংশুকা, রায়সাদনী, গীর্লতা, পীততৈলা ॥ অমরং শব্দং ॥

লতাফল—পটোল।

লতাবৃহতিকা—বৃহতীলতা।

লতাভদ্রা—ভদ্রালীবৃক্ষ।

লতামউয়া—achyranthes alternifolia.

লতামরুৎ—পৃক্কা।

লতামাধবী—মাধবীলতা।

লতামাল—uvaria fornicata.

লতামুহুরী—মারিষাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবিং, digera arvensis. ইহা অনেকটা আপাং গাছের ন্যায়। রাস্তার ধারে ও ক্ষেতের মাঝে জন্মায়।

লতার্ক—হরিৎ পলাণ্ডু, দুদ্রুম (?)।

লতাবৃক্ষ—শল্লকীগাছ।

লতাশঙ্কুতরু—লতাশালবৃক্ষ।

লতাশঙ্খ—শালগাছ।

লতি আম—আম্রলতিকা, willonghbeia edulis.

লম্বদন্তা, লম্ববীজা—সিংহলী পিপ্পলী।

লম্বা—তিক্তভুম্বী।

লম্বাকাটা হরিণাবাটানা—বৃক্ষভেদ।

লম্বানটী জাম—জামবিং; eugenia claviflora.

ললনাপ্রিয়—কদম্ব।

লব—১ জাতীফল, ২ লবঙ্গ, ৩ লামজ্জক (?)।

লবঙ্গ—[সং লবঙ্গ ; হিং লোঙ্গ ; কোং লঙ্ ; মং লবঙ্গ ; গুজং লবীঙ্গ ; কং লবঙ্গকলিকা ; তেং লবঙ্গলু ; তাং কিরমবের ; ফাং মেহবং ; অং করণফুল্ ; ইং cloves] লবঙ্গ, eugenia caryophyllata, caryophullus aromaticus. জম্বুকাদিবর্গের বৃক্ষবিং ॥ ভাবপ্রং রাজনিং ॥ পর্যায়—দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ, শ্রীপ্রসূন, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, শ্রীপুষ্প, রুচির, বারিসম্ভব, ভৃঙ্গার, গীর্বাণকুসুম, চন্দনপুষ্প, বাণকুসুম, তীক্ষ্নপুষ্পা ॥ শব্দকং ॥ লবঙ্গগাছ মলক্কা দ্বীপপুঞ্জে ও জাঞ্জিবর দেশে জন্মে। এদেশে প্রায় বাঁচে না। অধুনা দক্ষিণ ভারতে ও লঙ্কাদ্বীপে অল্প অল্প জন্মায়। এর ৯।১০ বছরে প্রথম মুকুল হয়। লবঙ্গ,—লবঙ্গ গাছের কুণ্ডনল বা মুকুল (calyx tube) ; এগুলি লাল রঙের হলে রোদে শুকিয়ে বিক্রি হয়। এর ওপরে যে গোলাকার বস্তু থাকে তাকে লবঙ্গফুল বলে। প্রকারভেদ—বনলবঙ্গ—বন্যশাকবিং ludurgia parlrflora, jussiaea suffruticosa. ভিজে ক্ষেতে জন্মে। ফুল হলদে, ফল অল্প, ফলের ওপর দল।

লবঙ্গক—লবঙ্গ।

লবঙ্গলতা—[হিং কাঞ্জোল] ক্ষুপ। নারাঙ্গাদিবর্গের লতানিয়া গাছবিং, luvunga scandens. বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ। কাণ্ড কাঠের মত শক্ত। পাতা ত্রিপর্ণ, ফুল সাদা ও সুগন্ধী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফোটে। ফল প্রায় লেবুর আকার। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় হয়। খাসিয়া পাহাড়ে, বর্ষায় জন্মায়।

লবণকিংশুকা—মহাজ্যোতিষ্মতী।

লবণতৃণ—লোণাঘাস। পর্যায়—লোমতৃণ, তৃণাম্ল, পটুতৃণক, অম্লকাণ্ড।

লবণা—১ মহাজ্যোতিষ্মতী, ২ চান্দেরী, আমরুল, ৩ লবণশাক।

লবণোত্থা—হ্রস্বজ্যোতিষ্মতী ছোট লতা-কটকী।

লবণী—anona reticulata. পর্যায়—গ্রীষ্মজা, অগ্রিমা।

লবলী—নোয়াড়ি ফলগাছ ॥ রাজব ॥

পর্যায়—সুগন্ধমূলা, শন্দু, কোমলবল্কলা।

লবান—[আ° লবান ; ই° benzoin] গুগ্গুলবি°, styrox benzoln. মালয় দ্বীপে এই গাছ জন্মে। সেখান থেকে ভারতে আসে। আসাম, ব্রহ্মদেশে ও মালয় দেশের আর এক গাছ থেকে লবানের মত সুগন্ধ নির্যাস (storax—শিলারস) পাওয়া যায়। পর্যায়—তুরস্ক, যাবন, ধূম্র, সিহ-লক, পীতসার, কপিজ।

লশুন—রসুন ॥ রাজনি°॥ পর্যায়—মহৌষধ, গৃঞ্জন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, রসোন, ম্লেচ্ছ কন্দ, ভূতঘ্ন, উগ্রগন্ধ।

লসা—হরিদ্রা।

লাউ—[স° অলাবু, ইক্ষাকু, তুম্বী ; হি° কটুতুম্বী, কদু ; ম° গোরব-তুম্বী, কদু ; ম° গোরবতুম্বী ; তা° সোরাক্কই ; তে° সোরাকয়া ; ইং bottle gourd] কুষ্মাণ্ডাদি-বর্গের কৃষিজাত শাকবি°। লতানে গাছ, lagenaria vulgari. অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাতার ব্যাস ৬ ইঞ্চি, ৫টি কোণ-বিশিষ্ট। পর্যায়—গোরক্ষতুম্বী, গোরক্ষী, ক্ষীরতুম্বী, দীর্ঘবৃত্ত ফলা, মহাফলা, ক্ষীরিণী ॥রাজনি°॥ সমগ্র ভারতে চাষ হয়—কাশ্মীর কুমায়ুন পর্যন্ত। প্রকারভেদ—১ মিষ্টলাউ—[গোরক্ষতুম্বী, ক্ষীর-তুম্বী]। ২ কটুলাউ—ইক্ষাকু, ভূতুম্বী। বর্ষাকাল হইতে শীত-কাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

লাকুচ—ডেউয়াফল, লকুচ, ardocar-pus lacucha.

লাক্ষাতরু—পলাশগাছ।

লাক্ষাপ্রসাদ—পট্টিকালোধ্র।

লাক্ষাপ্রসাদন—রক্তলোধ্র। পর্যায়—ক্রমুক, পট্টিকা, পট্টী।

লাক্ষাবৃক্ষ—১ কোশাম্র, জলপাই গাছ, ২ পলাশগাছ।

লাঙ্গল—১ পুষ্পবি°, ২ তালগাছ।

লাঙ্গলকী—বিষলাঙ্গুলিয়া।

লাঙ্গলাখ্য—বিষলাঙ্গুলিয়া।

লাঙ্গলাহ্বয়া—লাঙ্গলিয়া ক্ষুপ।

লাঙ্গলিকা—১ ঈষলাঙ্গলী, ২ বিষ-লাঙ্গলী।

লাঙ্গলিকী—বিষলাঙ্গলিয়া ॥ রাজব° ॥ পর্যায়—অগ্নিশিখা, অগ্নিজ্বালা, লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলী, গৌরী, দীপ্তা, হলিনী, গর্ভঘাতিনী, অগ্নিজিহ্বা, ইন্দ্রপুষ্প, অগ্নিমুখী, বহ্নিশিখা।

লাঙ্গলিন্—নারকেল।

লাঙ্গলী—১ জলজ শাকবি°। ২ পুষ্প-লাঙ্গলাকৃতি, কাঁচড়া শাক; ৩ শাল-পর্ণী। পর্যায়—শারদী, তোয়-পিপ্পলী, শকুনাদনী, জলাঙ্গী, জলপিপ্পলী; পিত্তলা, শ্যামাদিনী; মৎস্যগন্ধা, কলিকারী।

লাঙ্গলীকা—পৃশ্নিপর্ণী।

লাজ, লাজা—ভৃষ্টধান্য, খই, খই দ্র°।

লাবাক্ষক—ব্রীহিভেদ।

লাবু, লাবূ—অলাবু।

লামজ্জক—বীরণমূল ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘ-মূল, জলাশয়।

লালকরবী—[স° রক্তকরবীর] করবী দ্র°।

লালকাঁটাবাটানা—দেবদারুভেদ, quercus armata.

লালকাসন্দা—একপ্রকার কাসুন্দে।

লালকেশুরিয়া—গুল্মবি°।

লালগরাণিয়া—dioscorea purpuri.

লালঘড়ী—গুল্মভেদ।

লালচিতা—ওষধিবৃক্ষ।

লালঝাউ—ঝাউবি°, tamarix dioica.

লালতরুলতা—বর্ষায়ু লতাবি°। ফুল ঘোর লাল হয়।

লালনটিয়া—নটেশাকের প্রকারভেদ। amarantus gangeticus.

লালপুঁই—পুঁইশাকের প্রকারভেদ। পুঁইশাক দ্র°।

লালমুর্গা—মুর্গা দ্র°।

লাললঙ্কামরিচ—মরিচ দ্র°।

লাললতাকদম্ব—urtica globultora.

লালবেড়েলা—বেড়েলা দ্র°।

লালশর্করাকন্দ—শকরকন্দ আলু।

লালশেলেঞ্চি—শাকবি°।

লালশ্যামা—তৃণবি°।

লালসর্বজয়া—can indica.

লালসারণী—গুল্মভেদ, trianthema obcordata.

লিকুচ—১ চক্র, ২ ডহু, ডেহুয়া ফল।

লিঙ্গক—কপিত্থবৃক্ষ।

লিঙ্গজা—লিঙ্গিনীলতা।

লিঙ্গবর্ধ—কপিত্থগাছ।

লিঙ্গবর্ষিণ—আপাং, achyranthes aspera.

লিঙ্গবর্ষিণী—অপামার্গ।

লিঙ্গসম্ভূতা—লিঙ্গিনীলতা।

লিঙ্গহনী—মূর্বা।

লিঙ্গিনী—[স° শিবঘল্লী; হি° পঞ্চ-গুরিয়া] শিবলিঙ্গী ॥ রাজনি° ॥ লতাবিশেষের ছোট খসখসে ফল-বীজ। শিবলিঙ্গের মত দেখতে।

লিচুফল—[ইং litchi] আম্রাদিবর্গের উচ্চবৃক্ষবি°, nephellum litchi. বাংলা; আসাম ও সাহারাণপুরে উৎকৃষ্ট লিচু জন্মে।
লিম্পাক—পাতিলেবু ॥ রাজব° ॥
লুআড়ি (দেশজ)—phylanthus longifolia.
লুঙ্গ—ছোলঙ্গলেবুর গাছ।
লুঙ্গাম্ল—মাতুলুঙ্গাম্ল।
লুঙ্গুষ—ছোলঙ্গলেবু।
লুড়ঝুড়—গুল্মভেদ; casearia glomerata.
লুণিয়া—partulaca oberacea.
লুণ্টক—নটেশাক।
লুতারি—দুগ্ধফেনীক্ষুপ।
লেখার্হ—শ্রীতালবৃক্ষ।
লেখ্যপত্র—তালগাছ।
লেবু—নিম্বু দ্র°।
লৈঙ্গী—লিঙ্গিনীলতা।
লোচক—১ কদলী, ২ মূর্বা (?)।
লোচন—জীরক।
লোচনী—মহাশ্রাবণিকা, মুণ্ডিরী।
লোচমস্তক—১ রুদ্রজটা, ; ২ অজমোদা।
লোটা—চুকাপালং শাক।
লোটিকা—চুকাপালং শাক।
লোড়ী—phyllanthus longifolius.
লোণতৃণ—লবণতৃণ।
লোণা—১ ক্ষুদ্রাম্লিকা—২ আমরুল শাক।
লোণাভাটী—solanum pubesceso.
লোণাম্লা, লোণিকা—ক্ষুদ্রাম্লিকা, খুদেলুনিয়া লোনীশাক।
লোণিকা—১ আমরুল, ২ চুকাপালং।
লোণী—portulaca quadrifolia. লোনিয়া দ্র°।
লোধ—[স° লোধ্র ; হি° লোধ্ ; ম° লোধ ; গুজ° লোদবু ; ক° লোধ ; তে° তেল্ললোদুগচেট্টুগ ; অ° মুনাম্ ; ও° লোধ্র] লোধ কাঠ, symplocos racemosa ॥ রাজনি° রাজব°, ভাবপ্র°। ছোট অরণ্যবৃক্ষবি°। বাঙলায় ক্বচিৎ দেখা যায়। আসামে, নিম্ন হিমালয়, ব্রহ্মদেশে ও ছোটনাগপুরের অরণ্যে জন্মায়। পাতা চিক্কণ, একোত্তর। ফুল ঈষৎ হলদে রঙের ও সুস্বাদু, শীতকালে ফোটে। লোধ গাছের ছালে এক রকম রং পাওয়া যায়। শাবরলোধ্র মালবের শাবর দেশে জন্মায়। প্রকারভেদ—১ শ্বেতলোধ্র। পর্যায়—গালব, শাবর, তিরীট, তিল্ব, মার্জন। ২ রক্তলোধ্র। পর্যায়—

লোধ্র; ভিন্নতরু, তিল্বক, কান্তকীলক, হেমপুষ্পক, ভিল্বী, শাবরক।

লোধ্রকবৃক্ষ—লোধ।

লোধ্রপুষ্প—মউলগাছ।

লোধ্রপুষ্পক—শালিধান্যবি°।

লোধ্রপুষ্পিনী—ক্ষুদ্র ধাইফুল।

লোনিয়া, লোনী—[সং লবনিকা] নুনিয়া, portulaca. ছোট বর্ষায়ু শাকবি°। পতিত ভূমিতে জন্মায়। পাতা মসৃণ, ফুল ছোট হলদে রংয়ের। বর্ষাকালে ফোটে। প্রকারভেদ—১ ছোট লোনিয়া, p. quadrifida. পাতা ছোট, ফুল চতুর্দল, একটি একটি করে হয়। গাঁট লোমশ। ২ বড় লোনিয়া—p. oberacea. পাতা একটু বড়, ফুল পঞ্চদল, গাঁট লোমশ। বিহার অঞ্চলে এক জাতের লোনিয়া জন্মে, দীর্ঘায়ু।

লোমকর্কটী—অজমোদা।

লোমফল—চালতা।

লোমশ—মউ আলু।

লোমশকান্তা—কাঁকুড়।

লোমশচ্ছদ—দেবতাড় গাছ।

লোমশপত্রা, লোমশপত্রিকা—পীতদেবদানী।

লোমপুষ্পক—শিরীষ গাছ।

লোমশা—১ কাকজঙ্ঘা, ২ জটামাংসী, ৩ বচা, ৪ শূকশিম্বী, ৫ মহামেদা, ৬ কাসীস (?), ৭ শাকিনীভেদ, ৮ অতিবলা, ৯ শনপুষ্পী; ১০ এর্বারু, ১১ গন্ধমাংসী, ১২ কাঁকলা, ১৩ মোরী।

লোমা—বচ।

লোহদ্রাবিন—অম্লবেতস।

লোহমারক—শালিঞ্চশাক; achyranthes triandra.

লোহিতপুষ্পক—দাড়িমবৃক্ষ।

লোহিতশতপত্র—লালপদ্ম।

লোহিতা—রক্তপুনর্নবা।

লোহিতাঙ্গ—কম্পিল্লকবৃক্ষ।

লোহিতোৎপল—রক্তপদ্ম।

লোহিত্য—ধান্যবি°।

[শ]

শকদ্রুম—[সং শক্রদ্রুম] বকুলগাছ।

শকরকন্দ—মিষ্টআলু, রাঙাআলু। আলু দ্রঃ।

শকুলাদনী—১ কটুকা, wrightea antidysenterica, ২ লতানে গাছ, jussiena repens.

শক্তিপর্ণ—echites scholaris.

শক্তুফলা—শমীবৃক্ষ, mimosa suma, rox.

শক্রদ্রুম—১ দেবদারু, ২ কুটজবৃক্ষ, কুরচিগাছ, ৩ অর্জুনগাছ।

শক্রপাদপ—কুটজগাছ।

শক্রবল্লী—রাখালশশা।

শক্রসৃষ্টা—পীত হরিতকী।

শক্রাশন—ভাঙ্ ॥ রাজবং ॥

শঙ্কুতরু—শালবৃক্ষ।

শঙ্খপুষ্পী—তৃণবিং। ওষধিবিং।

শঙ্খালুক—শাঁখ আলু, শাঁখের মত আকার ও রঙ। আলু দ্রঃ।

শঙ্খিনী—১ শ্বেতপুন্নাগ, ২ শিরীষ গাছ।

শটী—বনআদা, আমাদা ॥ রাজনিং ॥ [গন্ধপলাশী (কাশ্মীর)], কান্থার, কর্পূরগন্ধী কন্দবিং; গন্ধমূলী।

শঠিবৃক্ষ—অম্লহরিদ্রা, আমহলুদ।

শণ—[হিং শুণ; তাং শনজলবেল্লু; জনুমু; মং শন] বর্ষজীবী উদ্ভিদ, crotalaria junicea. পাতা পশমের ন্যায়, লোমযুক্ত, ফুলের স্তবক ফাঁক ফাঁক। ১০-১২টি ফুল ডাঁটার মাথা পর্যন্ত জন্মে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। পর্যায়—শণ, মাল্যপুষ্প, কটুতিক্তক, নিশাবন, দীর্ঘশাখ, অক্যারী; দীর্ঘপল্লব ॥ রাজনিং ॥ প্রকারভেদ—বনশণ [হিং ঘাঘরী, ঝুনফুলিয়া, শণশুলী; মং খিলিহিলা; সং শণপুষ্প] c. verrucosa. বর্ষজীবী উদ্ভিদ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়। পর্যায়—শণপুষ্পী, বৃহৎপুষ্পী, শণিকা, শণঘন্টিকা, পীতপুষ্পী, স্থূলফলা, লোমশা, মাল্যপুষ্পিকা ॥ রাজনিং ॥

শণপর্ণী—pentaptera tomentosa.

শণপুষ্পী—শণহুলী ক্ষুদ্র গাছ ॥ রাজনিং ॥

শণহুলী—ক্ষুদ্রগাছ।

শণালু—চারাবিং, cassia fistula.

শতকুম্ভ—চারাবিং, phylis flxnosa.

শতগ্রন্থী—দূর্বা।

শতঘ্নী—চারাবি°, galedupa arborea.

শতচ্ছদ—শতদল পদ্ম।

শতদল—বহুসংখ্যক পাপড়িযুক্ত পদ্ম।

শতধা—[ইং bent grass] তৃণবি° panicum dactylon.

শতপত্রী—সেউতিফুল ॥ রাজনি° ॥

শতপর্বা—কটুকা।

শতপুষ্পা—১ শলুফা শাক, শুল্ফা, peacedanum graveolens, ২ মৌরী ॥ ভাবপ্র° ॥

শতবীর্যা—১ শ্বেতদূর্বা, ২ লতাবি°।

শণকাবলী—ক্ষুদ্র গাছবি°, pathos officinalis.

শতমূলী—[স° শতাবরী; হি° সফেদ্-মুশলী; শতওয়ার; ম° আস-বলী; তে° চল্ল] এদিক ওদিক গড়ানো বৃক্ষারোহী লতাবি°, asparagus racemosus, গাছ খুব লম্বা, অনেক শাখা-প্রশাখা-যুক্ত, শিকড় আলুর মত। কাঁটা সোজা ও বাঁকা। পাতা ছোট। শাখা কন্টকিত। শরৎকালে ফুল ও ফল হয়। সচরাচর নদীর ধারে জন্মায়। পর্যায়—শতাবরী, শতপদী, পীবরী, ইন্দীবরী, বরী, ভীরু, ঊর্ধ্বকণ্ঠী, দ্বীপ্যা, জটামূলা, শতাহ্বা, শতনেত্রিকা, তেজোবল্লী, মহোদনী, অভীরা, ঋষ্যগতা, লঘুপর্ণিকা ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ সমগ্র ভারতে জন্মায়।

শতাবরী—শতমূলী দ্র°।

শতাভীরু—উষ্ট্রধূসর পুষ্পিকা।

শমির—ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষ, ছোট শাঁইগাছ।

শমী—[স° শমী; হি° ছিকুর, ঝান্দ্; গুজ° সেমরু; ম° শমী; ও° সভন্দল; তে° শমী; তা° জাম্বু] শাঁইগাছ, prosopis specigera lin. কাঁটাযুক্ত মাঝারি আকারের উদ্ভিদ। শাখা-প্রশাখা অবনত ও ধূসরবর্ণ, কাঁটা কোনটায় অধিক বা কোনটায় অল্প পরিমাণ। ফুল ছোট, বোঁটায় থাকে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়। পর্যায়—শান্তা, তুন্দা, শিবেশা, নৌ, কেশমথনী, তনুনষ্টা, শুভকরী, শঙ্কুফলিকা, শঙ্করী, শাপাপশমনী, শিবাফলা, সুপত্রা, সুখদা, সুভদ্রা, মঙ্গল্যা, সুরভিরস ॥ রাজনি° ॥ ২ ইষ্টা, ৩ ঈশানী।

শমীধান্য—ধান্যবি° ॥ ভাবপ্র° ॥

শমীপত্রা—লজ্জালু বা লজ্জাবতীলতা।

শম্বর—১ চিত্রকবৃক্ষ, ২ অর্জুনবৃক্ষ, ৩ লোধ্রবৃক্ষ।

শম্বরচন্দন—চন্দনবি° ॥ রাজনি° ॥

শয়ির—চারাবি°, cordia myxa.

শর—[সং ইক্ষুর, শর, বাণ ; হিং কাঁড়া ; মং সারন ; তেং গুন্দ্র] মুঞ্জতৃণ, খাগড়া, saccharum sara, s. munja. বহুবর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। বঙ্গদেশে নদীর ধারে ও পতিত জমিতে জন্মায়। ফুল সাদা কেশে ফুলের মত। ব্রাহ্মণদের পৈতের সময় এর পাতা ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—মৃদুপত্র, মৃদপঠ, নাড়ী, নাল, তৃণধ্বজ, কীচক, পোটগল, মৃদুচ্ছদ, শর, বাণ, ইক্ষু, কাণ্ড, উৎকট, সায়ক, শতপর্বা, বংশপত্র, নালবংশ, ক্ষুর, ইক্ষুর, ক্ষুরিকা পত্র, বিশিখ ॥ রাজনি° ॥ শরের মত আর এক প্রকার গাছ আছে তাকে 'খড়ি' বলে, s. fuscum roxb.

শরট, সরট—কুসুম্ভশাক।

শরপুঙ্খা—নীলী গাছের ন্যায় বৃক্ষবি°।

শর্বরী—হরিদ্রা।

শলুফাশাক - শতপুষ্পী দ্র°।

শল্য, শল্যক—মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ, কাঁটা গাছ, vanguria spinosa.

শল্লকী—বাবলাগাছ। পর্যায়—আশুপত্রী, ইভ্যকা, ইভ্যা, ইভিকা।

শশ—লোধগাছ।

শশা—[সং ত্রপুসী ; হিং ক্ষীরা, বালসক্ষীরা ; মং তোসীককটী ; ওং কল্ট-আরি ; তাং দোজকইয়া ; তেং দোসাকয়] কাকুড় জাতীয় ফলবৃক্ষবি°, cucumis sativa lin. বর্ষজীবী লতা, শক্ত লোমযুক্ত। ফল ফিকে সবুজবর্ণ বা শাদা। ফলে অনেক বীজ থাকে। লম্বা, মসৃণ। ভাদ্রমাসে মাচায় যে শশা হয় তাকে 'ভাদুরে শশা' বলে আর চৈত্র মাসে জমির চাষে যা হয় তাকে 'ক্ষিত শশা' বলে। পর্যায়—ত্রপুসী, পীতপুষ্পী, কণ্টালু, ত্রপুষ্ককটী, বহুফলা, কোশফলা, তুন্দিলফলা ॥ রাজব° ॥ ভারতের সর্বত্র জন্মে। প্র কা র ভে দ—রাখালশশা—[সং ইন্দ্রবারুণী ; হিং ছোটী ইন্দ্রারুণ ; তাং পেট্রুটুমুট্টি ; তেং ঈতি-পুক-কা] বনলতাবি°, citrullus colocynthis schrad. গাছের ডাঁটা ও পাতা লোমযুক্ত, পাতা তরমুজের পাতার মত খণ্ডিত, তরমুজের মত গোলাকার ফল,

আকারে ছোট, কাঁচা অবস্থায় গায়ে ডোরা থাকে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়। পর্যায়—ঐন্দ্রী, ইন্দ্র-বারুণী, অরুণা, মৃগাদনী, গবাদনী, ক্ষুদ্রসহা, ইন্দ্রচির্ভিটা, শক্রবলী, পীতপুষ্পী, রক্তেবারু, হেমপুষ্পী ॥ শব্দ° রাজনি° ॥

শস্কুল—চারাবি°, galedupa arborea.

শস্যধ্বংসী—তুণগাছ, cedrela tunna.

শাঁইকাটা—[স° শমী, সমী ; ও° শুমী] শাঁইগাছ, acacia suma ham. মধ্যমাকার গাছ, ত্বক্ শ্বেতবর্ণ। ফুল সাদা। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। ছোট নাগপুর ও বাঙলাদেশে হয়।

শাঁখআলু—আলু দ্র°।

শাকতরু—সেগুন গাছ ॥ রাজনি° ॥

শাকবিল্ব—বার্তাকু।

শাকবীর—পুতিকা গাছ।

শাখিমূল গাছ—অব্দ গাছ।

শাকাম্ল—তেঁতুল গাছ।

শাখোট—শ্যাওড়া গাছ, streplus asper.

শাণ্ডীরাম—শাঁখোটবৃক্ষ। শ্যাওড়া গাছ।

শা-জীরা—শাদাজীরা। জীরা দ্র°।

শান্তা—আমলকী।

শাবর—১ লোধ গাছ ॥ ২ cowach.

শারদী—ছাতিম গাছ।

শাবিবা—১ অনন্তমূল, ২ শ্যামালতা, ৩ ব্রাহ্মী।

শাল—[স° অশ্বকর্ণ, কৌশিক ; হি° শালু, শাল, শাখূ ; বো° রল ; ম° গুগিলু ; তা° কুঙিলিয়মূ ; তে° গুগ্গিলমু] দীর্ঘ সরল গাছ, shorea robusta gaertn. এই গাছে ফাল্গুন মাস ব্যতীত সব সময়েই পাতা থাকে। ছোট গাছের ছাল মসৃণ, বড়গাছের ছাল পুরু। ফুল সাদা ও ফল লম্বা। পর্যায়—জরণদ্রুম, অশ্বকর্ণ, তার্ক্ষ্যপ্রসব, শস্যসংবরণ, ধন্য, দীর্ঘপত্র, কুশিক তরু, কৌশিক ॥ রাজনি° ॥ প্র কা র ভে দ—পীতশাল—[স° অসন ; হি° অসনা ; ও° পিয়াশাল ; ম° হুলি ; গুজ° বিয়া, তা° ভেঙ্গাই ; তে° পিদিগ] বৃহদাকার গাছ। pterscarpus marsupium. গাছ ৩০—৪০ ফুট উচ্চ। শরৎকালে পাতা ঝরে যায়। আঠা লালবর্ণ, পাতা লোমযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে

ফল হয়। পর্যায়—অসন; মহাসর্জ, সৌরি, বন্ধুকপুষ্পক, প্রিয়ক, প্রিয়শালক, নীলক ॥ রাজনি° ॥ মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, মাদ্রাজ, রাজমহল পাহাড়; বিহারে জন্মায়।

শালগম—মূলশাকবি°, turnip.

শালপর্ণী—শালপাণি গাছ ॥ রাজনি°; ভাবপ্র° ॥, মাষপর্ণী।

শালপাইন—একমূলা ; শালপাণি।

শালপাণি—[সং শালপর্ণী; হি শালূন, শালপান, সারবান্ ; ম° সালবন ; ও° শারপর্ণ ; সাঁও°—তান্দ্রি] ছোট-গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, desmodium gangeticum. গুল্ম ৩-৪ ফুট উচ্চ। পাতা লম্বা। সাধারণত ঝোপেঝাড়ে হয়। সমস্ত বাঙলা দেশে ও হিমালয়ের সানু-দেশেও জন্মায়। পর্যায়—সুদলা, সুপত্রিকা, স্থিরা, সৌম্যা, ব্রীহি-পর্ণিকা, সুরূপা, শুভপত্রিকা, শালিদলা, বাতঘ্নী, কুমুদা, বিদা-রিগন্ধা, অংশুমতী ॥ ভাবপ্র° ॥

শালসার—গাছবি°।

শালাঞ্চি—লতানে গাছ, শাঞ্চে শাক, যার পাতা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। achyranthes triandra.

শালানি—গুল্মবি°। hedysarum gangeticum.

শালি—ধান্যবি°, ১ রক্তশালি, ২ দগ্ধ-ভূজাত শালিধান; ৩ বাপিজাত শালিধান।

শালিঞ্চ—শালাঞ্চি দ্র°।

শালূক, শালুক—জলজ উদ্ভিদবি°, হেলাফুল। শুঁধি, কুমুদ ফুল। nymphea lotus lin. প্রকার-ভেদ—১ সুঁদিফুল—অনুষ্ণ। উৎপল; বানিপুষ্প হিমাব্জ; নিশাফুল্ল। ২ সাদা নালফুল—ধবলোৎপল, কহ্লার, কৈরব, চন্দ্রাব্জ, ইন্দু কমল। ৩ নীল নালফুল—নীলোৎপল, উৎপলক, কুবলয় ইন্দীবর, অসিতোৎপল। ছোট সুঁদির নাম—উৎপলিনী, কৈরবিনী, কুমুদ্বতী, চন্দ্রেষ্টা, কুবলয়িনী, নীলোৎপলিনী।

শালেয়—মৌরী, মধুরিকা।

শাল্মলি, শাল্মলী—শিমূল গাছ দ্র°।

শাল্মলি পত্রক—সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিম গাছ।

শিংশপা—[তা° জানকু, গুজ° শিশম্] শিশুগাছ। শিশুনাগ।

শিংশুপ—শিশুগাছ।

শিউলি—শেফালিকা।

শিখণ্ডিনী—মল্লিকাফুল।

শিখরিণী—মল্লিকাফুল।
শিখাবর—কাঁঠাল গাছ।
শিখিমণ্ডল—বৃক্ষবিং, tapia crataeva.
শিখিমোদা—বাঁধুনী।
শিগ্রু—[সং শোভাঞ্জন; সজিনা ; হিং সজনা] সজনে; moringa pterygosperma gaertr. সজিনা দ্রং।
শিংগাড়া—[সং শৃঙ্গাটক ; হিং শিংঘাড়া ; ইং water nut] পানিফল।
শিতিচার—শাকবিং, marsilea dentata.
শিতিসাবক—[ইং ebony] আবলুস কাষ্ঠবৃক্ষ, কাকতিন্দুক, diospyros glutinosa d. tomentosa.
শিবদারু—দেবদারু।
শিবপ্রিয়—১ বকবৃক্ষ; ২ বিল্বপত্র।
শিবমল্লী—মল্লিকাভেদ, sesbana grandifolia.
শিবশেখর—মল্লিকাভেদ।
শিবা—১ আমলকী, ২ হরিতকী, ৩ হরিদ্রা; ৪ মেথী, ৫ শমী, ৬ শ্যামালতা, ৭ জুঁই আমলা, ৮ আমড়া, ৯ নীলদূর্বা।
শিবাস্মৃতি—চারাবিং, celtis orientalis.
শিম—[সং শিম্বী ; হিং শিম ; বোং পৌটি ; মং নিবাবানি ; তাং অভরাই ; তেং অন্নপ] লতানে গাছ; dolichos lablab ; গাছ জড়াইয়া অপর গাছে বা ভাড়া বাঁধিয়া দিলে জন্মে। পাতা দেখিতে শাকালু গাছের পাতার মত। ফুল সাদা. শুঁটিতে ৫-৭ টা বীজ থাকে। পর্যায়—মধুর শ্বেতনিষ্পাব; মাধ্বীকা, মধুশর্করা; স্থূলশিম্বী, সিতা, মধুশর্করা পলঙ্কষা। সমগ্র ভারতে জন্মায়।
শিমুল; শিমূল—[ব্রজং শিঙলী ; হিং সেমূল, শিমুর] শাল্মলী। শিমূল দুই প্রকার—শ্বেত শিমূল ও রক্ত শিমুর। ১ শ্বেত শিমূল—[সং ধব ; হিং সফেদ শিমূল; হানিপর ; তাং ইনাভামু ; তেং বুরুগ-সান্না] বৃহদাকার কন্টকাবৃত কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, eriodendron anfractuosums, শরৎকালে পাতা ঝরে। পাতা ঘন ঘন; ফল লম্বা কাঁচা কলার মত। পর্যায়—ধব, ঘটি, নান্দিতরু, ধুবন্ধর। ২ রক্ত শিমূল—লাল শিমূল [সং শাল্মলী,

মোচা ; হিং শেমুর, শেম্বন ; ও° শিমুরী ; বো° সাউর্ ; তে° শভর । শমর ; গুজ° রতো, শিমলো] লাল শিমুল, অতি বৃহৎ শক্ত কাঁটাযুক্ত বিশাল বৃক্ষ, salmalia malabarica. বীজ ফলের মধ্যে তুলার মধ্যে আসে। একটা ফলে অনেক বীজ থাকে। বীজ হইতে তেল বাহির হয়। পর্যায়—শাল্মলী, চিরজীবী, পিচ্ছিল, রক্ত-পুষ্পক, নমাচ, কন্টকদ্রুম, রম্য-পুষ্প, যমদ্রুম ॥ রাজনি° ॥

শিম্ব, শিম্বী—এরকা, শিম দ্র° ।

শিয়াকাঁটা, শিয়ালকাঁটা—[স° শৃগাল-কন্টক ; তে° ব্রহ্মদন্তিচেট্টু ; গুজ° পীলটধতুরা ; ইং mexi-ana.] শেয়ালকাঁটা, argemone mexicana.

শিয়াকুল, শেয়াকুল (দেশজ)—স° শৃগাল কোলি] শেকুল, কন্টকীবৃক্ষ-বি°। সেয়াকুল দ্র°।

শিরাপত্র—কৎবেল, feronia ele-phantium.

শিরাল—অম্লফল।

শিরালক—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, cissus quadrangularis.

শিরীষ—[স° শুকতরু, কপীতন ; হি° শিরিন্। শিবই ; ও° টিনিয়া ; ম° চিকোল ; তে° দুচিরম্ ; তা° কট্-ভোখি] কাঁটাযুক্ত বড় গাছ। albizzia labbek benth. গাছ ৫০-৬০ ফুট উচ্চ। পাতা মসৃণ, লোমযুক্ত, অবনত। আমলকী পাতার মত পাতা, ফুল হলদে আভাযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। পর্যায়—শীতপুষ্প, ভণ্ডিক, মৃদুপুষ্পক, শুকেষ্ট, শুকতরু, বিষহন্তা, উদ্দানক, শঙ্খিনীফল, মধুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প ; লোমপুষ্পক ॥ রাজনি° ॥ ভারতে সর্বত্রই জন্মায়।

শিলাকর্ণী—কুন্দক, কুন্দুরুবৃক্ষ, boswellia thurifera. পর্যায়—গন্ধাবিরজা, কুন্দুরু, কুন্দু, কুন্দ, খোটিরস, মুকুন্দ, লোবান, তৈলাখ্য, শিলারস, কুন্দুরক।

শিলারস—কুন্দুরু বৃক্ষ।

শিল্পিকা—তৃণবি° ॥ রাজনি° ॥

শিলীন্ধ, শিলীন্ধক—বেঙের ছাতা।

শিশু—[স° শিংশপা ; হি° শিশই, শীশব ; গুজ° শিশম ; ম° কালা-সিংসপা ; তা° নক্কু কট্টাই ; তে° শিশুকরুব] শিশু গাছ, dalber-

gia sissoo, roxb. গাছ ৫০-৬০ ফুট উচ্চ। পাতা বসন্তকালে ঝরে। গাছের কাঠ শক্ত, সাধারণত গরুর গাড়ি তৈরী হয়। পাতার ডাঁটা বাঁকা; পাতা শক্ত, মসৃণ, লোমাবৃত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল। সচরাচর হিমাচল প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, আসাম ও বঙ্গদেশে জন্মায়। পর্যায়—শিংশপা; মহাশ্যামা; কৃষ্ণসারা, ধূম্রিকা, তীক্ষ্ণসারা; ধীরা, কপিলা, কৃষ্ণশিংশপা ॥ রাজনি° ॥

শিশুক—শিশু গাছ।

শিশুপালক—উদ্ভিদবি°, nauclea cordifolia.

শিহালা—শেওলা, জলজ উদ্ভিদ।

শীঘ্রজন্মা—রক্তকরঞ্জ, caesalpinia bonducella.

শীত—১ ক্ষুদ্র গাছ, ২ নিমগাছ, ৩ চারাবি°, marsilea quadrifolia.

শীতক—চারাগাছ, marsilea dentata.

শিতপর্ণী—cleome pentapylla.

শীতপল্লব—ardisea salanacea.

শীতপল্লবা—বনজাম, premna herbacea.

শীতপাকী—sida cordifolia.

শীতপুষ্প—১ শিরীষ গাছ, ২ সুগন্ধ তৃণ, ৩ আকন্দ।

শীতবল্কল—যজ্ঞডুমুর।

শীতভীরু—আরবীয় মল্লিকা।

শীতল—১ চম্পক, michella champacha. ২ ক্ষুদ্রবৃ°, cordia myxa. ৩ বেণার মূল।

শীতশিব—শমীগাছ।

শীধুগন্ধ—বকুল; mimusops elengi.

শীবল—জলজ বৃক্ষ, vallisneria.

শীর্ণবৃন্ত—তরমুজ ॥ রাজব° ॥

শুকতরু—শিরীষ গাছ।

শুকদ্রুম—শিরীষ গাছ।

শুকপ্রিয়া—গোলাপজাম, জম্বু, eugenia jambu.

শুকফল—আকন্দ।

শুক্রপদ্ম—ইন্দ্রকমল।

শুঙ্গ—১ ডুমুর, ২ আমড়া।

শুদ্ধবল্লিকা—menispermum glabrum.

শুনকচিল্লী—শাকবি° ॥ রাজনি° ॥

শুপন্নে—[সং শ্বেতপুনর্বা] পুনর্নবা শাক।

শুল্ফা—শতপুষ্পা, মধুরসা।

শুষধী—উচেছ।

শুষনি—শাকবি°।

শূকধান্য—শুঁয়াযুক্ত ধান বা যবাদি।

শূর্পপিণ্ড—আলকুশী।

শুকশিম্বী—আলকুশী।
শুণোরি—ইঙ্গুদীবৃক্ষ।
শুরেণ—ওলবি°।
শুলশত্রু—এরণ্ডগাছ।
শুলী—তৃণবি°।
শৃগালকণ্টক—শেয়ালকাঁটা গাছ। পাতা কাঁটা কাঁটা; ফুল পীতরঙ। meticar poppy.
শৃগালকোলি—শেয়াকুল গাছ। কণ্টকীলতা। পাতা লোমশ ও ফুল পীতাভ, ফল কুঁচের মত ছোট ও গোল, zizypus oenoplia.
শৃঙ্গাটক—[স° অনুকন্দ; হি° শিঙ্গারা, ইং water nut] পানিফল, জলকণ্টক।
শৃঙ্গিনী—১ মল্লিকা গাছ, ২ জ্যোতিষ্মতী লতা।
শৃঙ্গী—লতাবি°।
শেওড়া – শাখোটবৃক্ষ।
শেওলা—লতানিয়া গাছবি°, ২ শৈবাল।
শেঁকুল, শেকুল—শেয়াকুল।
শেনঘন্টা—এরণ্ডপত্রিকা।
শেপুন্নে—শুপুন্নে দ্র°।
শেফালিকা—১ শিউলীফুলের গাছ, nyctanthes arbor-tristis. ২ নীলসিন্ধুবার।
শেব—শেউফল, আপেল।
শেলু—শাকবি°, cordia myxa.
শেবল, শেবাল—জলজ উদ্ভিদ্।
শৈবাল—শেওলা; জলজ উদ্ভিদ; vallisneria octandra, blyxa o.
শৈরীয়ক—গুল্মবি°, baleria cristata.
শৈলপিলুবৃক্ষ—আখোট গাছ।
শৈলেয়—শিলাজাত পুষ্প।
শোণাগাছ—[স° পৃথুশিম্ব] পীতবৃক্ষ; দীর্ঘ বৃন্তবৃক্ষ; oroxylum indicum.
শোভনক—শোভাঞ্জনবৃক্ষ।
শোভনরঞ্জন—অতিতীক্ষ্ণ; সজনেগাছ।
শোভাঞ্জন—সজিনাগাছ।
শোলা—জলজ ক্ষুপবি° [ইং spongwood]। প্রকারভেদ—১ কাঠশোলা—দীর্ঘ ও কিছু শক্ত, সরু দণ্ড শোলাগাছ। ২ ফুলশোলা—কোমলত্বক্ শোলাগাছ। খেলনা তৈরী হয়।
শৌল্ফ—শুলফা শাক।
শ্যাকুল (দেশজ)—শেয়াকুল কণ্টকময় লতা।
শ্যাম—১ মরিচ, ২ সিন্ধুলবণ ॥ রাজনি° ॥

শ্যামপত্র—তমাল, xanthocymus pictorius.

শ্যামমাড়া—আখ দ্র°।

শ্যামলতা—লতাবি°। উৎপলশারিবা; echites fruteocens.

শ্যামা—অনন্তমূল, ঋক্ষগন্ধা। প্রকারভেদ—১ প্রিয়ঙ্গু; ২ গুড়ুচী, ৩ কৃষ্ণত্রিবৃৎ, ৪ পিপ্পলি, ৫ হরিদ্রা, ৬ নীলপুনর্নবা, ৭ তুলসী, ৮ পদ্মবীজ, ৯ নীলা, ১০ কস্তুরী, ১১ গোরোচনা; ১২ সোমলতা, ১৩ গন্ধা; ১৪ লতাকস্তুরী; ১৫ কাকজঙ্ঘা, ১৬ শিংশপা; ১৭ সোমবাহী; ১৮ গুগ্গুল, ১৯ হরিতাল।

শ্যামাক—তৃণধান্যবি° ॥ রাজনি° ॥

শ্যামাদিবর্গ—[বৈদ্যকে] মহাশ্যামা, তেউড়ী, দন্তী, শঙ্খিনী, তিল্লক; কম্পিল্লক; রম্যক, ক্রমুক, পূগশ্রেণী, গবাক্ষ, রাজবৃক্ষ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুড়ুচী, সপ্তলা, ছগলান্ত্রী, সুধা, সুবর্ণক্ষীরা।

শ্যামালতা—অনন্তমূলজাতীয় লতাবি°। প্রিয়ঙ্গুলতা, অতিমুক্তলতা, ichnocarpus frutescens.

শ্যোনক, শ্যোনাক—শোনা গাছ, bignonia indica.

শ্রী—[বৈদ্যক] ১ বিল্ব, ২ লবঙ্গলতা, ৩ পদ্ম; ৪ সরলবৃক্ষ।

শ্রীকন্দা—পর্যায়—পথ্যা, কুমারী, সর্পদমনী, বন্ধ্যা; পরা, ভূতহন্ত্রী।

শ্রীতাল—তালবৃক্ষ-সদৃশবৃক্ষবি°, corypha taticra.

শ্রীপর্ণ—গণিয়ারী বৃক্ষ।

শ্রীপর্ণী—১ গাম্ভারী গাছ, ২ কটফলবৃক্ষ; ৩ শাল্মলী; ৪ পৃশ্নিপর্ণী; ৫ চাকুলে।

শ্রীপুষ্প—লবঙ্গ ॥ রাজব° ॥; পদ্মকাষ্ঠ।

শ্রীপ্রিয়—আম।

শ্রীফল—বেল ॥ রাজনি° ॥

শ্রীফলা, শ্রীফলী—আমলকী, আমলা ॥ রাজনি° ॥

শ্রীবল্লী—কাঁটাগাছ ॥ রাজনি° ॥, বিল্ব।

শ্রীভদ্রা—মুতা।

শ্রেয়সী—আকনাদি।

শ্লেষ্মঘ্না—কেয়াফুলের গাছ, লতকী ॥ রাজনি° ॥

শ্বেতকণ্টকারী—শ্বেতবর্ণ পুষ্পযুক্ত কণ্টিকারী গাছ।

শ্বেতকন্দা—আতাইচ।

শ্বেতকরবীর—সাদা করবী পুষ্প গাছ, অশ্বজবীজভৃৎ।

শ্বেতকাঞ্চন—কর্বুদার।

শ্বেতকিনিহী—মহাশ্বেতা গাছ ॥ রাজনি° ॥

শ্বেতকুমড়া—সাদা কুমড়া।
শ্বেতকুরুণ্টক—সাদা ঝাঁটি ফুল ও গাছ।
শ্বেতকূটজ—সাদা কুরচি গাছ।
শ্বেতখদির—সাদা খয়ের, পাপড়ি খয়ের ॥ রাজনি° ॥
শ্বেতগুঞ্জা—সাদা কুঁচ ॥ ভাবপ্র° ॥
শ্বেতঘণ্টা—সাদা ঘোষলতা।
শ্বেতচন্দন—সাদা চন্দন; santalum album.
শ্বেতচামর—কাশতৃণ, কেশেঘাস।
শ্বেতজীরক—সাদা-জিরে।
শ্বেতদূর্বা—সাদা দূর্বাঘাস।
শ্বেতপদ্ম—সাদা পদ্ম।
শ্বেতপুনর্নবা—সাদা শ্বেতপুনে।
শ্বেতবৃহতী—সাদা বেগুন।
শ্বেতবেড়েলা—[হিং খিরেটী, বরিয়ার, বীজবন্দ ; ইং horn-beam lesus, heart-leaved sida] সাদা বেড়েলা।
শ্বেতভণ্ডা—অপরাজিতা।
শ্বেতশরপুঙ্খা—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥
শ্বেতশাল্মলী—সাদা শিমুল, white cotton tree.
শ্বেতশিংশপা—সাদা শিশু গাছ।
শ্বেতশিগ্রু—[horse radish] সাদা সজনেগাছ।
শ্বেতশিম্বী—রাজশিম্বী।
শ্বেতশূরণ—সাদা ওল।
শ্বেতসরিষা—রাইসর্ষে।
শ্বেতহুড়হুড়ে—অর্কপুষ্পী।
শ্বেতা—১ অতিবিষা ॥ রাজনি° ॥ ২ অপরাজিতা, ৩ শ্বেতকণ্টকারী, ৪ শ্বেতদূর্বা।
শ্বেতাম্লি—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥
শ্বেতার্ক—সাদা আকন্দ ॥ রাজনি° ॥
শ্বেতাশ্মক—কফেলু।
শ্বেতেক্ষু—সাদা আক ॥ ভাবপ্র° ॥
শ্বেতোৎপল—কহ্লার ॥ রাজব° ভাবপ্র° ॥

[ষ]

ষড়্ভুজা—খরবুজা ফল ॥ রাজনি° ॥
ষষ্টিক—ধান্যবি°।

[স]

সংবর্ত—বৃক্ষবি°, terminalia bellerica.
সংবাটিকা—জলজ গুল্ম, trapa bispinosa.
সংবিষা—অতিবিষা, aconitum ferox.
সকট—সাখোট, ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°; tropes aspera.

সকণ্টক—শৈবাল, শেওলা, vallisneria.

সকৃৎফলা—কদলী, কলা ॥ রাজনি° রাজব° ॥

সকৃদ্বীর—একবীর।

সক্তুফলা; সক্তফলী—শমীগাছ, mimosa suma.

সখ—mimosa catechu.

সখোটক—সাখোট।

সঙ্কোচন—লজ্জালু।

সংঘাটিকা—জলজ গুল্ম, trapa bispinosa.

সঞ্ছিত্রা—মুষাকর্ণী, salvinia cuculleta.

সজিনা—[স° শোভাঞ্জন, শিগ্রু; হি° সজনা, শোয়ানজন; ও° মুনিধ, বো° পীতসেণ্ডবা; তা° মরুঙ্গা; তে° মুঙ্গ; ক° মুনগা] সজনেগাছ, hyperenthera morunga, moringa pterygosperma, gaertn. মাঝারি গাছ। ২০-২৪ ফুট উচ্চ, ত্বক ও কাঠ নরম। এক জাতীয় সজিনা আছে, উহার ফুল লাল, তাকে মধুশিগ্রু বলে। ফুল লম্বা ৯-১৪ ইঞ্চি, ৯টি শিরাবিশিষ্ট, ধুসরবর্ণ বা কালবর্ণ। আর এক-প্রকার। তার নাম নাজনা। পর্যায়—শিগ্রু, হরিত শাক, শাকপত্র। প্রকারভেদ—১ কালশিগ্রু—শোভাঞ্জন, নীলশিগ্রু, কৃষ্ণশিগ্রু, সুখামোদ। ২ রক্তশিগ্রু—রক্তক, বহুলচ্ছদ, সুগন্ধকেসর, মৃগারি। ৩ শ্বেতশিগ্রু—সিতাহ্ব, সুমূল, শ্বেত মরিচ, রোচন, মধুশিগ্রুক। ভারতের সকল স্থানে চাষ হয়।

সৎকদম্ব—বৃক্ষবি, nauclea cordifolia.

সদাফলা—কুলিবেগুন, দকো বেগুন ॥ রাজনি° ॥ যজ্ঞডুমুর।

সদাভদ্রা—গুল্মবি°; gmelina arborea.

সনপর্ণী—চারাগাছ; marsilia quadrifolia.

সনামক—মোরঙ্গ গাছ, hyperanthera morunga.

সন্ধ্যামণি—কৃষ্ণকলি, কেণ্টকলি, mirabibis jalapa. কৃষ্ণকলি দ্র°।

সন্নভদ্র—পিয়াল গাছ, buchanania latifolia.

সন্নিক্ষার—পিয়ালগাছ।

সপেটা—[ইং sopota]—achras sopota. বকুলাদিবর্গের বৃক্ষবি°। জ্যামেকা দ্বীপের গাছ। অধুনা ভারতের উদ্যান মধ্যে

রোপিত হইয়াছে। সুন্দর গাছ।
সপ্তচ্ছদ—ছাতিম গাছ ॥ রাজনি° ॥
সপ্তনামা—আদিত্যভক্তা, হুড়হুড়িয়া।
সপ্তভদ্র—শিরীষগাছ, acacia sirisa.
সপ্তলা—পারুল বা পাটলা গাছ।
সবহা—তেউড়ী গাছ।
সমর্থক—[ইং aloe wood] amysis agallocha.
সমষ্টিল—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥
সরগুজা, সরগোজা [ইং niger sheed]—সোমরাজ্যাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°, guizotia abyssinica. আফ্রিকা ইহার আদি জন্মস্থান। অধুনা ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ইহার চাষ হইতেছে। ফুল হলদে রংয়ের, শীতকালে ফোটে। ফল বা বীজ অল্প চেপ্টা, লম্বা, বীজে তেল হয়। সরিষার তেলের চেয়ে পাতলা।
সরল—[স° সরল, পীতদ্রু, পূতিকাষ্ঠ ; ইং pine] উচ্চ বৃক্ষবি°, pinus longifolia. হিমালয় প্রদেশে জন্মায়। দেবদারু গাছের মত দেখিতে। কাঠের রং ঈষৎ হলদে। কাঠ চোঁয়াইয়া তার্পিন (terpentine) হয়। বার্নিস করিতে লাগে। ২ দেবদারু।
সহকার—আম।
সরিষপ, সরিষা—[স° সর্ষপ, তুবরী, আস্ফোটা, হি° সর্সো ; ও° সোরিষ ; ম° মোহরী ; বিহার ও উত্তরবঙ্গে—তোরী] সরিষা, সর্ষে, brassica napus. সর্ষপ পত্রশাক, কৃষিজাত শাকবি°। ইহার বীজ হইতে তেল হয় (rape seed), ফুল হলদে রংয়ের ছোট ছোট ॥ সর্ষপ দ্র° ॥ প্রকারভেদ—রাই-সরিষা—[স° রাজিকা ; হি° রাই, লাই, সফেদ-সরসো ; ম° রায়ী ; মোহরী শ্বেতশিবম, গুজ° শরশব ; তে° কদান্ড] brassica campestris, b. juncea, Indian mustard. বর্ষজীবী উদ্ভিদ। সরিষা ছোট ও খয়ের রঙের, তেল ঝাঁঝাল।
সরীব—sarsaparilla,
সর্জ—শাল গাছ।
সর্পদ্রংষ্ট্র—দন্তীবৃক্ষ।
সর্পাক্ষী—গন্ধনাকুলী গাছ ॥ ভাবপ্র° ॥ opioxyton serpentina.
সর্পিণী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥
সর্ষপ—[ইং mustard] sinapis dicotone, brassica napus.

সরিষা দ্র°। সর্ষপ সাধারণত দুইপ্রকার—১ সিদ্ধার্থ—synapis elba, brassica campestris. (ক) শ্বেতসিদ্ধার্থ—[স° আসুরী, কটুস্নেহ ; হি° সফেদ্ সরসো ; ম° শ্বেতশিরস্ ; গুজ° শরশব ; ক° চিলিয় সাসেব ; তে° কদাও ; তা° অজলু ; অ° উকৈ অবীয়দ্ ; কা° সর্ষফ্] সাদা সরষে। গাছ ও ফল বড়। শুঁটী মোটা। পাতায় লোম নাই। Indian colzas or sarson. ২ রাজিকা—[স° রাজক্ষবক, রাজসর্ষপ ; হি° রাই, লাই ; গুজ° রাই জম্বুসরী ; ক° সাসিরাই ; ম° মোহরী ; তে° বর্ণালী ; অ° খার্দল] রাই সরিষা, রাইসর্ষে, synapis nigra, brassica juncea. সরিষা ছোট ও খয়রা। ৩ বড়রাই —synapis rumosa. কৃষ্ণ-রাজিকা—brassica nigra. (ভারতে হয় না)। শ্বেত সরিষার চেয়ে রাই সরিষা ঝাঁঝাল বেশী। ইহার বীজ ও তেল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ৪ বন-রাই—synapis divaricata.

সর্পিণী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°।

সর্বজয়া—[স° দেবকিন, সর্বজয় ; হি° কিওয়ারা, সর্বজয়া ; ম° দেব-কেলি ; তা° কালভালাই ; তে° কৃষ্ণাতামারা] canna indica. হরিদ্রাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষবি°। জলাভূমিতে জন্মায় এবং ক্রমশ ঝাড় হইয়া জঙ্গল হয়। পাতা দীর্ঘ। ফুল লাল ; ঈষৎ হলদে রংয়ের আমেজযুক্ত। বীজ (Indian shot) গোল। ফুলে অর্ধকেশর তাহাও আবার একটি দলের গায়ে লাগান থাকে।

সলপ—[ও° স্যালোপা ; মাল° আনা-পোনা ; তে° জিনিগুজাটু ; তা° ইরামবানাই] গোল সাগু, caryota urens. তালাদিবর্গের বৃক্ষবি°। দেখিতে অতি সুন্দর। পাতা বড় বড়। উত্তর বাঙলা, ত্রিহুত ও উড়িষ্যা প্রদেশের অরণ্যে জন্মায়। ইহার কাণ্ড হইতে দেশী সাবু পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে ইহাকে 'গোল-সাগু' গাছ বলে।

সল্লকী—[gum olibanum tree] boswellia thurifera.

সহদেবী—ছোট কুকসিমা, vernonia cineria lin. বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

সাকুরুণ্ড—[সং সুকুরুন্ত] বৃক্ষবিং ॥ রাজনিং ॥

সাগু, সাবু—[হিং, ওং সাবু ; মালয় সাবু ; পতুং সাগু ; ইং sago palm] তালাদিবর্গের বৃক্ষবিং।

সাতলা—বৃক্ষবিং ॥ রাজনিং ॥

সাদনী—কটুকা।

সাপলা—[ইং water lily] কুমুদ।

সাবলা—বৃক্ষবিং।

সারণী—চারাবিং; paederia fetida.

সারতরু—কলাগাছ, musa sapientum.

সারিবা—[সং অনন্তমূল। ॥ রাজনিং ॥ লতানে গাছ, echites frutescens.

সাল—[সং অশ্বকর্ণ] shorea robusta. উত্তর পশ্চিম ভারত, পঞ্জাব, আসাম, মধ্যভারত, গোদাবরী পর্যন্ত দেশে জন্মায়।

সালই—গুগ্গুল।

সালপর্ণী—[সং শালপর্ণী] desmodium gangeticum. শিম্বাদি বর্গের আরণ্য বৃক্ষবিং। পাতা গোড়ায় গোল ক্রমশ লম্বা। সাল পাতার মত, ফুল ছোট, বেগুনে রংয়ের। অন্য জাতের ফুল সাদা, জোড়া জোড়া হয়। শিম্বিতে ৫/৬টা বীজ থাকে। শীতকালে পাকে।

সালপুষ্প—গুল্মবিং; hibiscus mutabilis.

সালেপ মিসরী—[সং সালিমকন্দ ; আং সালব মিসরী] সালেমমিস্ত্রী; orchis mascula. রাস্নাদিবর্গের কয়েক জাতি ভূমিজ শাকবিং। পারস্য দেশ ও অফগানিস্তানে জন্মায়। ইহার এক নিকৃষ্ট জাতি উত্তর ভারতে জন্মে। সালেপ মিসরী অল্প মিষ্ট।

সিংহ—১ বেগুন, solarum melongena. ২ গুল্ম, justicia. ॥ উইল ॥

সিংহকেশর—চারাগাছ, mimusops elengi.

সিংহনাদক—চারাগাছ, hedysarum alhagi. ॥ উইল ॥

সিংহপর্ণী—চারাগাছ, gusticia adhenatoda.

সিংহপুচ্ছ—চারাগাছ, hedysarum lagopodioldes. ॥ উইল ॥

সিংহমুখী—বাসক দ্রং।

সিংহী—কণ্টকারী।

সিঙ্কোনা—[ইং cinchona] আচ্ছুকাদিবর্গের বৃক্ষবিং। আমেরিকা

ইহার আদি জন্মস্থান। অধুনা দার্জিলিং ও দক্ষিণ নীলগিরিতে সরকার দ্বারা চাষ হইতেছে। গাছের ছাল থেকে সিঙ্কোনা ঔষধ হয়।

সিজ—[সং সীহুণ্ড, স্নুহী ; হিং সিজ ; ওং সিজু] মনসাগাছ। প্রকারভেদ—১ তেকাঁটা সিজ। ২ ঘোড়াসিজ, লঙ্কাসিজ—[হিং—সেহুণ্ড, ওং সিজু] euphorbia tirucalli. গাছ ১২।১৪ হাত উঁচু হয়। গাছে কাঁটা নাই।

সিতদূর্বা—সাদাফুলযুক্ত বক্র তৃণবিং।

সিতপাটলিকা—শুক্ল পাটলা গাছ ॥ রাজনিং ॥

সিতপুষ্প—১ তৃণবিং, cyperus rotundus, ২ টগর পুষ্পবৃক্ষ, ৩ তৃণবিং; saccharum spontaneum.

সিতপুষ্পা—আরবীয় যূথি।

সিতমরিচ—সাদা মরিচ ॥ রাজনিং ॥

সিতবর্ষাভূ—পুনর্নবা শাক।

সিতমাষ—শিমবিং, dolichos catjang.

সিতাবর—সুষুণি শাক ॥ রাজনিং ॥

সিতাম্ভোজ—সাদা পদ্ম।

সিতালতা—সাদাফুলযুক্ত দূর্বাঘাস।

সিদ্ধি—[সং শক্রাশন, সিদ্ধি, ইন্দ্রাসন ; হিং ভাঙ্গ, ভঙ্গা ; ওং পত্তি ; গুজং ভাংগো, চরস ; তেং কল্লমঘেণ্টু] সিদ্ধি, ভাং; cannabis sativa. ছোট গাছ বিশেষ। ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশে অরণ্যে জন্মায়। গাছের মঞ্জরীর নাম গাঁজা। আঁশ থেকে সুতা ও দড়ী তৈয়ারি হয়। বীজ হইতে তৈল হয়। পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছে হয়। সিদ্ধি গাছের পাতা [হিং সবজী ঠাণ্ডাই]।

সিন্দুক—ক্ষুদ্রবৃক্ষবিং, vitex negunda.

সিন্দুবার, সিন্ধুবার—[সং নিশুণ্ডী, সিন্ধুবার] vitex negundo. নিসিন্দা ॥ রাজনিং ॥ নিসিন্দা দ্রং। ক্ষুদ্র গুল্মবিং। পর্যায়—ইন্দ্রসুরস, নিসিন্ধা, ইন্দ্রসুরিস, ইন্দ্রাণিকা, ইন্দ্রাণী ॥ রাজনিং ॥

সিন্দুর—চারাবিং, lythrum fruticosum.

সিন্দুরপুষ্পী—পুষ্পবৃক্ষবিং ॥ রাজনিং ॥

সিন্ধুবেষণ—চারাবি, gmelina arborea.

সিম্বী—শিমগাছ।

সিল্লকী—কুন্দগাছ।

সীধুপুষ্প—কদম।

সুকণ্টকা—ঘৃতকুমারী গাছ ॥ ভাবপ্র° ॥

সুকন্দ—১ পিঁয়াজ, ২ কেশুর ঘাস।

সুকর্ণিকা—উদ্ভিদবি°, salvania cucullata.

সুকাণ্ড—কারবেল্ল, করলা; উচ্ছে, কাকরোল।

সুকুমারী—কঙ্কুজুড়িয়া।

সুখদর্শন—[হি° সুখদর্শন ; তা° বিষ-মঙ্গিল] গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, crinium zeylanicum; c. latifolium. বহুবর্ষ জীবিত থাকে। গ্রীষ্ম-বর্ষা কালে ফুল ও পরে ফল হয়। পর্যায়—সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা, মধুপর্ণিকা ॥ ভাবপ্র° ॥ ২ নাগদোলা ॥ বেল° ॥, c. asiaticum. উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর, জঙ্গলে জন্মে। বঙ্গ-দেশের বাগানে দেখা যায়।

সুখমুনিয়া—[হি° সুখমুনিয়া ; আ° সুখমুনিয়া] কলম্বাদিবর্গের আরণ্যলতাবি° [scammony], convolyulus scammonia. গুজরাত প্রদেশের অরণ্যে জন্মায়। অন্যস্থানে খুব কমই দেখা যায়। ইহার শিকড় কাটিলে যে রস বাহির হয় তাহা ডাক্তারী ঔষধে লাগে।

সুগন্ধা—১ সুগন্ধী তৃণ, ২ তুলসী গাছ, ৩ যুঁই।

সুতিক্তক—১ চিরতা, ২ মাদার গাছ।

সুদণ্ডিকা—গোরক্ষী নামে ক্ষুদ্র বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

সুখদর্শন, সুদর্শন—বৃহৎ পুষ্প শাক-বি°, crimum defixum, c. asiaticum. জলাশয়ের ধারে প্রায়ই জন্মায়। ফুল বড় বড়, সাদা, রাত্রে গন্ধ বাহির হয়। কেশর ৬টি। ফুলের নীচে ফল। পাতা লম্বা তরবারীর মত॥ ইহার এক জাতি—c. latifolium. আজ-কাল প্রায়ই বাগানে রক্ষিত হয়। ইহার পাতা ৪/৫ আঙ্গুল চওড়া। ফুল সাদা, ধার ঈষৎ গোলাপী রংয়ের।

সুদর্শনা—পদ্মগুলঞ্চ বৃক্ষ ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

সুদীর্ঘধর্মা—উদ্ভিদবি°, marsilia quadrifolia.

সুধা—সঙ্কাসিজ গাছ, পীতহরিদ্রা।

সুন্দর—[স° সুন্দর]—সুন্দরী, সুঁদরী, heritiera minor. পাটলাদি-বর্গের আরণ্যতরুবি°। কাঠ শক্ত, লাল। নিম্ন বঙ্গে প্রচুর দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মদেশ ও মালয় দ্বীপের সমুদ্র-তীরেও জন্মায়।

সুপরী, সুপারী, সুপুরী—[সং গুবাক, খপুর ; তেং পাক্কায় ; তাং পকুক, কোট্টাই-গফ্ফু ; ওং গুআ ; উর্দু সুপারী ; হিং সুপারী ; মং সুপারী ; মালয় —সিরিহ ; ব্রহ্মং কুন ; ইং areca nut] সুপুরি, areca catechu. তালাদিবর্গের বৃক্ষ বিং। দেখিতে সুন্দর। দক্ষিণ ভারতে ইহার চাষ হয়। বাংলা ও পূর্ব বাংলায় জন্মে। গাছের কাণ্ড ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। কোন ডাল-পালা নাই। পাতা ৪-৯ ফুট লম্বা; অনেক শাখা-প্রশাখা। পর্যায়—পূগ, ক্রমুক, দীর্ঘপাদপ, বল্কল তরু, চিক্কণ। প্রকারভেদ—চিকা-সুপুরী—[সং চিক্কন, চিকনা, চিক্কণ, চিক্কী ; হিং চিক্কী ; মং চিকন সুপারী]

সুপুষ্প—১ মাদার গাছ, ২ শিরীষ গাছ

সুপুষ্পী—১ কলা, ২ লবঙ্গ।

সুপ্রতিষ্ঠিত—যজ্ঞডুমুর।

সুফল—১ কৎবেল, ২ পেয়ারা, শিমবিং।

সুবর্চলা—[সং অতসী] linlum utilatissimum. সূর্যাবর্ত দ্রং।

সুবর্ণ—[ইং thorn apple] cassia fistula. ২ ঘৃতকুমারী, সোনালু দেখ।

সুবর্ণপুষ্প—[globe amaranth] ১ যূঁই, ২ সুগন্ধিতৃণ, ৩ ঘৃত কুমারী, ৪ তেউড়ী।

সুভগ—১ অশোক গাছ, ২ চাঁপা গাছ।

সুভগা—১ আরবীয় যূঁই, ২ তুলসী।

সুভাঞ্জন—সজিনা গাছ।

সুরনায়কা—আম-আদা গাছ।

সুরপর্ণ—[সং মাচীপত্রী] ঔষধি বৃক্ষবিং।

সুমদন—আমবৃক্ষ।

সুমন—১ যব, ২ যূঁই।

সুমনা—১ যব, ২নিম গাছ, ৩ বড় যূঁই।

সুরজঃফল—কাঁঠাল।

সুরঞ্জন—সুপারি, areca catechu.

সুরবল্লী—[সং সুরবল্লী ; তেং সুর-বুলি ; ওং সুরবুলি] আচ্ছুকাদি বর্গের শাখাবহুল শাকবিং। ক্ষেৎ-পাপড়া গাছের মত। মূলের ছালে লাল রং হয়। উড়িষা ও মাদ্রা-জের সমুদ্রতীরে বালিতে জন্মায়।

সুরভী—১ ঘৃতকুমারী, ২ তুলসী, ৩ যূঁই।

সুরভীদারু—আমাদাগাছ।

সুরভীপত্রা—গোলাপজাম, eugenia

jambu.

সুরভীরসা—ঘৃতকুমারী।

সুরাজক—চারাবি°; eclipta prostrata.

সুরাণ্ড—দেবদারুবৃক্ষ।

সুরেন্ট—১ শালবৃক্ষ, ২ পুন্নাগবি°।

সুষণি—[স° সুনিষণ্ণক, শিতাবরী, শিখী; ও° সুনসুনিয়া; হি° শিরিয়ারী, চৌপতিরা; ম° কুরড়ু; গুজ° ওটিশন; ক° খ'ডকাতরা] শাকবি°। marsilea quadrifolia. জল ও কর্দমাক্ত স্থলে জন্মে। ফুল হয় না। পাতা চতুপর্ণ। পাতায় চারি পর্ণ। বঙ্গদেশের সর্বত্র জন্মে-পুকুরের কিনারায় ও ভিজে জমিতে বা ধানক্ষেতে। পর্যায়—শিতাবরী, শিতাবর, সূচ্যাহ্ব, সূচিপত্রক, শিখী, বভ্রু, কুরুট, মেধাকৃৎ, কুক্কুট॥ রাজনি°॥

সুষণি আলু—আলু দ্র°।

সুষবী, সুশবী—১ উচ্ছে, ২ জীরা, ৩ কালজীরা, nigella indica.

সুষেণ—১ ফলবি°, carrisa carandas. ২ তেউড়ি।

সুসার—খয়েরবি°।

সূকরী—মস (moss) জাতীয় উদ্ভিদ, lycopodium imbricatum.

সূক্ষ্মা—জুঁই জাতীয়বি°।

সূচিপুষ্প, সূচীপুষ্প—ফলবি°, pandanus odoratissimus.

সূর্যভক্ত, সূর্যভক্তক—পুষ্পবি°; pentapetes phoenicea.

সূর্যমনি—গাছবি°; hibiscus phoeniceus.

সূর্যমুখী—[ইং sun flower] সোমরাজ্যাদিবর্গের ছোট বৃক্ষবি°; halianthus annus. সাধারণত উদ্যানেই জন্মায়। ফুল হলদে রংয়ের, বীজে তেল থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাকে 'রাধাপদ্ম' বলে।

সূর্যলতা—[হি° হুলহুল] লতাবি°; cleome viscosa.

সূর্যাবর্ত—[স°—সূর্যাবর্ত্ত, সুবর্চলা, আদিত্যভক্তা, সূর্যবল্লী; হি° হুর গুজ; কো° গুলটিয়া; ম° সূর্যফুল; ও° সুরজমুখী; ক° হুবহুব; তা° নাহিকুড্ডাঘু; তে° কুক্কাভমিন্টা, সূর্যকান্তিমু; ফা° ওলে আফতাব্ পরস্ত্; অ° অরদ্মুন্ হুড়হুড়, বনশালতে; ইং dog mustard sticky] cleome viscose, gynandrapsis pentraphylla ফুলভেদে

দুইপ্রকার। যথা—১ শ্বেতপুষ্পী হুড়হুড়ে—[সং ব্রহ্মসুবর্চলা] cleome viscose. ইহার পঞ্চপত্র। ২ পীতপুষ্পী হুড়হুড়ে—gynandrapsis pentraphylla (according to Jaffray) এক হাত দেড় হাত উচ্চ বৃক্ষ। শাখা ও পাতা লোমশ ও চট্‌চটে। বীজ অতি ক্ষুদ্র সরিষার ন্যায়।

সেঁউতী—[সং সেবতী, শতপত্রী] rosa moschata. পুষ্প বৃক্ষ। দেশী গোলাপ। ফুল সাদা সুগন্ধ, বহুদল।

সেঁথিনী—[সং মৃগেবারু] পুষ্প-বৃক্ষবিং।

সিংহলীলতা—উৎকন্টা।

সেগুন, সেগোন—[সং শাক, খরপত্র। হিং শগুন; বোং খরপত্র; মং সোয়ে; কর্ণা—নেগু; আসাম-চিংজাও; ওং সিঙ্গুরু; তাং টেক্কু; তেং পেড্ডাটেকু; ইং teak] গাম্ভীরাদিবর্গের বৃহৎ বৃক্ষবিং। গাছ ৮০ থেকে ১৫০ ফুট উচ্চ। মাঝের কাঠ হলুদে রং পরে লাল হয়, কোমল কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী। পাতা লম্বা, ডিম্বাকৃতি। বসন্তে পাতা ঝরিয়া যায়। ফল পৌষ মাসে পাকে। পর্যায়—শাক, ক্রকচ-পত্র, খরপত্র, অতিপত্রক, মহীসহ, শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ, স্থিরসার, গৃহদ্রুম। দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারতের অরণ্যে জন্মে। ডাল কাটিয়া পুঁতিলেও গাছ জন্মায়। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপজাত সেগুন প্রসিদ্ধ।

সেতুভেদী—দন্তীবৃক্ষ, croton polyandrum.

সেণ্টোলীন—[ইং santonin] artimisia maritima. পশ্চিম হিমালয়ে জন্মায়। কৃমিঘ্ন বলিয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

সেথফুল—ফলবৃক্ষ।

সোঁদাল, সোন্দাল—[সং আরগবধ, চতুরঙ্গুলা, স্বর্নালু; হিং আমল-টাস, আমলতাস, গিরমালাই; ওং সুনারি, সনদারি; মং বাহড়া; গুজং গরমল; তাং কোলি, কউ; তেং সুবর্ন] কাঞ্চনাদিবর্গের ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং, সোনালু গাছ, cassia fistula. মধ্যমাকার গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। কাণ্ড সরল, গাছের ডাল নরম ও অবনত, ফুল কাঁচা সোনার রঙ, সুগন্ধযুক্ত, ফল লম্বা, পাকিলে লাল হয়। কাষ্ঠ শক্ত, নীল। পর্যায়—কর্ণিকার,

রাজতরু, সুবর্ণক, সম্পাক, রাজবৃক্ষ, প্রগ্রহ, সুফলা, পবিব্যাধ, ব্যাধিরিপু, স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণদ্রু, হেমপুষ্প, নৃপদ্রুম, আরেবত, আরগবধ, মহারাজদ্রুম ॥ রাজনি° শব্দ° ॥

সোনাগাছ, সোনালু—[স° আমলতাস, সুবর্ণ, আরগবধ; রাজবৃক্ষ, সম্পাক ; হি° অমলতাস্ ঘনবহেড়া ; কো° কানাইলড়ি, বাসরলাঠি ; ম° বাহবা, বাব্যাচ্যা, সম্মাতিলগব ; গুজ° গরমালো, রগমালোনো, গোল ; ক° বড়িলুবাহবাহেগাক; তে° রেল্লকায়া ; অ° খ্যারেচম্বর ; ও° সন্দরী, শোনারী ; আ° কানাইলড়ী ; ইং purging cassia] সোঁদাল, cassia fistula, cathortocarpus fistula. কাঞ্চনাদিবর্গের অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ। যেখানে সেখানে জন্মায়। পক্ষকার পাতা প্রায়ই ৩।৬ জোড়া হয়। ফুল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে হয়, কাঁচা সোনার রং; ফল প্রায় একহাত লম্বা; কাঠ শক্ত; লাল। প্রকারভেদ—ছোট সোনালু—[স° কর্ণিকার] কর্নিয়ার।

সোনামুখী—[হি° সনামামক্কী, সনা ; ম° সোনামক্কী ; আ° সেনা ; ইং senna] cassia angustifolia কাঞ্চনাদিবর্গের ছোট বৃক্ষবি°। দক্ষিণ ভারতে ইহার চাষ হয়

সোন্দল—সোঁদাল দ্র°।

সোভাঞ্জন – শোভাঞ্জন, সজিনা গাছ।

সোমপত্র—তৃণবি°, saccharum cylindricum.

সোমবল্ল—কটফল, কদর; ২ খয়ের বি°।

সোমবল্পরী—[ইং moon-plant] সোমলতা চারাবি°, sarcostema viminalis.

সোমবল্লী—সোমলতা দ্র°। পর্যায়—মহাগুল্ম, যজ্ঞশ্রেষ্ঠা, ধনুর্লতা; সোমার্হা, গুল্মবল্লী, দ্বিজপ্রিয়া, সোমক্ষীরা, যজ্ঞাঙ্গা। দাক্ষিণাত্যে ও শুষ্ক পর্বতীয় প্রদেশে জন্মে। পত্রহীন গুল্ম, শাখায় অনেক গাঁট আছে।

সোমরাজ—[স° সোমরাজী, বাকুচী; অবলগুজা, চন্দ্রলেখা; কৃষ্ণফলা, পূতিফলা ; হি° বুকচি, বকুচি, বকুচিদানে, কালোজী ; কো° সরাই তিতা ; ম° বাবচি, বাউচ, কালো জীরা ; গুজ° কড়বীজিরি, কাদু-

বোজিরি; ক° বাউচিনে; তে° কড্ডিজ্ঞিরি, অগ্নিজলাকারা; তা° কট্টসিরাগম্] হাকুচ, বাকুচি, শিম্বাদিবর্গের গ্রাম্য বন্য বর্ষায়ু শাকবিশেষ। পর্যায়—বাকুচি, সোমরাজী; সোমবল্লী, সুবল্লিকা, সিতা; সিতাবরী, চন্দ্রলেখা, চান্দ্রী; সুব্রতা; কুষ্ঠহন্ত্রী, কোম্বোজী, ঐন্দবী, চন্দ্রাভিষা ॥ রাজনি° ॥ purple fleabane; serratula anthelurintica, vernonia a. আসাম প্রদেশে; কোচবিহারে জন্মে, শীত কালে হয়। ফল কাল; জীরার মত।

সোমলতা—[স° সোমবল্লরী, মৎস্যাক্ষী দ্বিজপ্রিয়; ইন্দুলেখা, ইন্দুরেখা, সোমক্ষীরি; হি° সোমবল্লী; ম° রণসের; ইং moon plant] অর্কাদিবর্গের আরণ্য লতাবি°। পাতা নাই। ডাঁটা আধ ইঞ্চি মোটা, শাখাবহুল। ফুল সাদা গন্ধহীন; প্রায় আকন্দ ফুলের মত। শীতকালে ও বর্ষায় দুইবার ফুল ধরে। ছোটনাগপুরে জন্মে। উড়িষ্যায়ও কচ্চিৎ দৃষ্ট হয়।

সোরগুজা—সরগুজা দ্র°।

সৌগন্ধিকা—[ইং blue lotus] কমল দেখ।

সৌবর্ণভেদিনী—প্রিয়ঙ্গু চারাবি°।

সৌভাঞ্জন—সজিনা।

সৌম্য—যজ্ঞ ডুমুর।

স্থলপদ্ম, স্থলপদ্মিনী— থলপদ্ম, গুল্মবি°। hibiscus mutabilis.

স্থলমঞ্জুরী—আপাঙ গাছ; আপাং দ্র°।

স্থলশৃঙ্গাট—চারাবি°, tribulus lanuginosus.

স্থানচণ্ডলা—চারাবি°; ocimum pilosum.

স্নিগ্ধদারু—দেবদারু গাছ, pinus longifolia.

স্নিগ্ধপত্র—কুল বা বদর গাছ।

স্পর্শলজ্জা—লজ্জালুলতা।

স্পৃশা—কঙ্কালি বৃক্ষবি°।

স্ফূর্জ—আবলুস কাষ্ঠ বৃক্ষ, diospyros glutinosa.

স্বগুপ্তা—আলকুশী গাছ।

স্বর্ণপুষ্প—১ চাঁপা গাছ, ২ সোনালী গাছ, ৩ বাব্লা গাছ।

স্বর্ণপুষ্পা—বিষলাঙ্গলিয়া।

স্বর্ণকলা—চাঁপাকলা।

স্বর্ণক্ষীরী—[স° ইভয়া, ইভবা] ঔষধি বৃক্ষবি°।

স্বর্ণযূই—[স° হেমযূথিকা, হেম পুষ্পিকা; হি° পিঠমালতি; বো°

স্বভর্ণ যূঁই ; ম° মোনেজুই] সূক্ষ্ম লোমযুক্ত খাড়া গুল্ম। jasminum humillis. গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। ছাল পাতা ধূসরবর্ণ, কাঠ সাদা।

স্বর্ণলতা—[স° অমরাবেল, আকাশ বল্লী ; হিং আকাশবেল ; ম° অমরবেলি ; তে° শীতাম্মা-পণ্ড-নলু] আলোকলতা, পত্রশূন্য জড়ানো লতা, cuscuta reflex. Rox. শাখা নরম, গোলাকার, হরিদ্রাবর্ণ, ফুল সাদা, ছোট বোঁটায় থাকে। ফুল এক স্থানে গুচ্ছবদ্ধ হয়। ফুল সৌগন্ধযুক্ত। পর্যায়—খবল্লী, আকাশবল্লী, ব্যোমবল্লেকা, অস্পর্শ, বল্লীপর্যায়গ, আকাশ নামপূর্ব ॥রাজনি°॥, স্বর্ণজীবন্তী।

স্বয়ংগুপ্তা—আলকুশী গাছ।

স্বল্পফলা—[স° অপরাজিতা]

স্বাতী—বহুশাখ তৃণবি°, penniset-um setasum. ধান্যবর্গের বর্ষায়ু ঘাস বিশেষ। মোটা ও বহুশাখা সমন্বিত। পাতা সরু সরু। ফলে সোঁয়া আছে।

স্বাদুগন্ধা—লতানে গাছবি°; convol-vulus paniculatus.

স্বাদ্বম্ল—ডালিম গাছ।

স্বেদজশাক—ছত্রাক, ছাতা।

[হ]

হংসপদী—[ইং maiden hair] ক্ষুদ্র গাছবি°, cissus pedata; adiantum capillus veneris. হাঁসের পায়ের মত দেখতে বলে এই নাম। সাধারণত হিমালয় প্রদেশে জন্মে।

হংসপাদী—গুল্মবি°; clitoria ter-nata. ॥ উইল ॥

হংসবতী—লতানে গাছ, nerium odorum ॥ উইল ॥

হংসরাজ—ক্ষুদ্র গাছবি°, adiantum venustum. পাতা ঝিল্লিযুক্ত, কয়েক অংশে বিভক্ত। পর্যায়—হংসপদী, হংসপাদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা।

হয়মারণ—অশ্বত্থগাছ।

হয়ানন্দ—মুগ, মাষকলাই।

হরকুচ কাঁটা—[সং হরিকসা ; হিং হরকুচ কাঁটা ; তাং কোনিমুল্লী ; মং মারাণ্ডী ; তেং এটিবিল্লা] হারগোজা, acanthus ilicifolius. গুল্মবিং। সবুজপাতা। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। নদীর কিনারায় জন্মায়।

হরিচন্দন—দেবতরুবিং।

হরিতাল, হরিতালিকা—তৃণবিং, panicum dactylon.

হয়ের—[সং বর্নাতিক্তকা, বসনবল্লী, বসদানী] হয়ের, cocculus villosus. লতানে গাছ ; প্রায় সকল স্থানে হয়। ডাঁটা লম্বা, কোমল ও সূক্ষ্ম লোমাবৃত। ফুল পাতার গোড়ায় গুচ্ছবদ্ধ থাকে।

হরিতাল—দূর্বাঘাস।

হরিদ্রা—[সং রজনী ; কোং হলুদি ; মং হল্‌ঠদ ; গুজং হলদর ; কং অর্শিনা ; তেং পসুহ ; ফাং জবদ-চোর ; ওং হলদ], termeric murmeric, curcuma longa. প্রকারভেদ—১ কর্পূরহরিদ্রা ২ বনহরিদ্রা—[অরণ্য হলদি ; হিং জংলী হলদী ; তেং, তাং কস্তুরি-মানজন] বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। জঙ্গলী হলুদ, বন হলদী c. aromatica. পাতা চওড়া, নীচের পিঠ রোমশ ; ৩ আম্রগন্ধি হরিদ্রা—আম-আদা, c. amoda. ৪ দারুহরিদ্রা—[দার্বী, হরিদ্রু] দারুহলদি, berberis asiatica. ৫ কালাহলুদ—নীলকণ্ঠি, c. caesia. ফুল ফিকে হলুদবর্ণ ও ছোট, পাতার খোল লালচে। পর্যায়—হরিদ্রা, হরিদ্রঞ্জনী, স্বর্ণবর্ণা, সুবর্ণা, শিবা, কাঞ্চনী, বর্ণিনী, দীর্ঘরাগা, হরিদ্রী, পীতা, বরাঙ্গী, গৌরী, জনিষ্ঠা, বরা, বর্ণদাত্রী, হরিতা, কৃমিঘ্না, বিষঘ্নী, বরবর্ণিনী, মঙ্গল্যা, লক্ষ্মী, ভদ্রা, হরবিলাসিনী, শোকা, শোভনা, সুভাগা, শ্যামা, যোষিৎপ্রিয়া, জয়ন্তিকা, বিলাসিনী॥ রাজনিং॥ এই উদ্ভিদের বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়। সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

হরিদ্রাভ—বৃক্ষবিং, pentaptera tomentosa.

হরিনামা—মুগবিং।

হরিনেত্র—শ্বেতপদ্ম।

হরিতকী—[সং হরীতকী, অভয়া ; হিং হংবে, হবড়া ; কোং কশাল ; মং হিরডা; হর্তুকী ; গুজং হরডে ;

ক° অনিলের ; তে° করকাপ ; তা° কদ্‌ক্কাই, কড়কে ; ও° হরিডা, কাবেরী ; প্রা° কলরা ; ফা° হলেলে কলাঞ্জীরে জবী অস্ফর ; ই° chebulic or black myrobalam] হর্তুকী, হরিতকী, terminalia chebula. গাছ ৮০-১০০ ফুট উচ্চ। কাঠ শক্ত; ধূসরবর্ণ ও সবুজ আভাযুক্ত। শীতকালে পাতা পড়ে যায়। ফলের আকৃতি সমস্তগুলি সমান নয়—কোনটা লম্বা, কোনটা বেঁটে। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। পাকা ফলকে বলে হর্তুকী। কাঁচাকে বলে জাঙ্গী হর্তুকী। প্রকারভেদ—১ শ্বেত হরীতকী। ২ কৃষ্ণহরীতকী, black myrobalam. ৩ জংলী হরীতকী [স° চেতকী] কাঁচা হরীতকী। আয়ুর্বেদে সাত রকম হরীতকী—১ বিজয়া (লাউয়ের মত গোল), ২ রোহিণী (গোলাকার), ৩ পূতনা (পাত্‌লা ছাল বিশিষ্ট), ৪ অমৃতা (শাঁসাল ও মাংসাল), ৫ অভয়া (পঞ্চরেখাবিশিষ্ট); ৬ জীবন্তী (স্বর্ণবর্ণ), ৭ চেতকী (ত্রিরেখা যুক্ত)। পর্যায়—হরীতকী, হিমবতী, জয়া, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, জীবন্তী, জীব্যা, অভয়া, শিবা, চেতনিকা, রোহিণী, পথ্যা প্রপথ্যা, পূতনা, প্রাণদা, অমৃতা ভিষগ্বরা, দিব্যা, বিজয়া, কায়স্থা ॥ রাজনি ॥ বয়ড়া, অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষ। ভারতবর্ষে প্রায় সকল স্থানেই জন্মে। বর্ষে বর্ষে পাতা ঝরিয়া পড়ে।

হলকসা—দ্রোণপুষ্পী, ঘলঘসে, leucas linifolia spreng. বর্ষজীবী ঘনপত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ। প্রকারভেদ—১ বড়ঘলসসে, l. cephalotes s. ২ ছোট ঘলঘসে lanica l. aspera. পঞ্জাব, বঙ্গদেশ, পর্বতীয় প্রদেশে জন্মায়।

হলদেকরবী—পীতরবী, কলকে ফুল, thevetia nerifolia. করবীদ্র°।

হলদেবসন্ত—[গুজ° ভিণ্টাচাটি ; ম° ঢোল ; বো° গজাদার] বর্ষায়ু গুল্ম, lindenbergia urticaefolia lehn. গুল্ম ৮-১০ ইঞ্চি উচ্চ হয়। কাণ্ড ও পাতা লোমযুক্ত, শাখা বহুপত্রবিশিষ্ট। প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে ফুল হয়। সমগ্র ভারতে পুরাণো দেওয়ালে, নদীর কিনারায় জন্মে। ফুল ছোট হলদে রংয়ের। কেশর ৪ ২টি বড়, ২টি ছোট।

হরিপ্রিয়—কদম্ব, কদমগাছ, nauclea cadamba.

হস্তিকন্দ—এক প্রকার বৃহৎ মূল।

হস্তিকর্ণ—১ এরণ্ডবৃক্ষ। ২ কিংশুক গাছ।

হস্তিকর্ণদল—কিংশুকবৃক্ষ, পলাশ গাছ, butea frondosa.

হস্তিকর্ণপলাশ—[সং লতাপলাশ; হিং পলাশলতা; গুজং ভেল-থাকর; তেং টিগি-মোথু; বোং পলাশভেলা] লতাপলাশ, butea superba. এই গাছ পলাশের মত। কেবলমাত্র লতাইয়া অপর গাছে উঠে। গাছের কাণ্ড মানুষের উরুর মত মোটা। পাতা ও ফুল প্রায় সমান। উড়িষ্যা, বঙ্গ, কঙ্কনদেশ, বর্মা প্রভৃতিতে জন্মে।

হস্তিকর্ণী—কন্দশাক।

হস্তিকোলি—কুলবিং।

হস্তিঘোষলতা—ঐভী।

হস্তিপর্ণী—১ মোরটলতা, ২ লাউ, কুমড়া।

হস্তিশুণ্ডী—হাতিশুঁড়া, heliotropium indicum.

হাকুচ—[সং বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী, বচ্‌কি হাকুচ, তিক্তবীজ] গুল্ম-বিং, হাকুবীজ, বকনিদানা, সোমরাজী, serratula anthelmintica, psoralea corylifolia. সরল বর্ষজীবী গুল্ম। গাছ ১—৬ ফুট উচ্চ, পাতা শক্ত ও ঈষৎ গোলাকার; ফুল হলদে, শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

হাকুচকাঁটা—বাসকাদিবর্গের আরণ্য শাকবিং, acanthus ilicifolias. কন্টকপূর্ণ। পাতা বহুধাছিন্ন। ফুল নীল রংয়ের। বর্ষাকালে ফোটে। জলার ধারে, খালের ধারে জন্মায়। কেশর ৪টি, ২টি বড় ২টি ছোট।

হাজারমণি—[সং তাম্রবল্লী] phyllanthus urinaria. বর্ষায়ু শাকবি। ভুঁই-আমলার মত গাছ। পাতা ছোট ছোট। ফুল ছোট ঈষৎ সবুজ বর্ণ। ফুলে বোঁটা নাই। বার মাস ফল (ঘস্‌ঘসে) ফলে। প্রায়ই গাছের ছায়ায় জন্মে। গাছ শীতকালে বেশী জন্মে। পাতা ঘনঘন, নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত।

হাড়জোড়া—[সং গ্রন্থিমান্, অস্থি-ভঙ্গী বজ্রবল্লী; ওং হড়েজাড়,

পাব্বোরি ; তে॰ নল্লেড়ু ; ম॰ ত্রিধারী ; হি॰ হড়সঙ্কারী, হযোড় ; গুজ॰ তরধারী] আরণ্য চতুষ্কোণ রোহিণী বি॰। vitis quadrangularis, cissus q. পাতা এক পাশে, শিকড় আর এক পাশে। লতানে উদ্ভিদ। অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কখনও কখনও পত্রহীন দেখায়। পাতার কিনারা করাতের মত। ফল গোলাকার, লাল; রসাল মটরের মত। পর্যায়—গ্রন্থিমান অস্থিসংহার, বজ্রাঙ্গী, অস্থিশৃঙ্খলা ॥ ভাবপ্র॰ ॥ বঙ্গদেশে সর্বত্র বনে জঙ্গলে দেখা যায়।

হাতাজুড়ি—[স॰ হস্তজ্যোড়ি]

হাতিচোক—heliathus tuberosa.

হাতিশুঁড়; হাতিশুড়া—[স॰ হস্তিশুণ্ডী, স॰ পত্রিকা, হস্তিশুণ্ডা ; হি হাতিশুড়া ; তা॰ তলুমণি, নাগদন্তী—হাতিশুঁড়া; তে॰ তেলকট্টক্কা গুজ॰—হাথিশুতনা] হাতিশুঁড়া। heliotropium indicum, h. cordifolium. বন্যবর্ষায়ু ক্ষুদ্র শাকবি॰। ফুল নীল রংয়ের। পাতার রস ঔষধার্থে ব্যবহৃত। মঞ্জরীতে দুই সারি ফুল জন্মে।

হানাজুড়ী—[স॰ পাষাণভেদন] বৃক্ষবি॰।

হাপরমালি—[স॰ আস্ফোতা, ভদ্রবল্লী ; হি॰ রামশর ; তে॰ পলা-মাল্লীতিন্বা, ইং wild variety of jasmine] তগরাদিবর্গের লতানো ক্ষুপবি॰, vallaris heynei, echites dichotoma, মাটিতেই পড়িয়া থাকে। শুষ্ক ভূমিতে জন্মে। ডালের গাঁট থেকে শিকড় বাহির হইয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। পাতার রোম নাই এবং কর্কশ; ছাল ফিকে। পাতার উপর দিকে চিক্কণ। পাতা ছিঁড়িলে সাদা আটা বাহির হয় ডালেও সেইরূপ। ফুল সাদা; গন্ধ বকুলের মত। রাঢ়ে এই ফুল দিয়া মেয়েরা ব্রত পূজা করে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে দুবার ফোটে। ফল লম্বা, খোল পুরু অাঁশযুক্ত।

হাফুন—[স॰ দন্তী ; হি॰ হকুম ; ম॰ দান্তি ; বো॰ জামালকোটা ; তা॰ নিরাদিমুট্ট ; তে॰ নাগদন্তী] দন্তী; baliospermum axillare blume. গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা চামড়ার মত শক্ত। কিনারা দাঁতযুক্ত। ছোটনাগপুর, বিহার,

ত্রিহুত, দক্ষিণ ভারত, বর্মা, বঙ্গ প্রভৃতিতে জন্মে।

হালিস—বড় চারা গাছ, aegiceras fragrans, পেনিনসুলায়, জাভায় জন্মায়। ২ ছোট-চারা গাছ, a. majus. গঙ্গার ধারে জন্মায়।

হালিম—[সং চন্দ্রসুর, চন্দ্রিকা ; হিং চানসউর, হালিম ; পং শারগন্ধি ; মং অহলিড ; গুজং অশালিও ; তাং আলিভেরাই ; তেং আদোলি ; ইং cress]সর্ষপাদিবর্গের শাকবিং, lepidium sativum. ঘনপাতাযুক্ত। ফুল ছোট সাদা। বিহার প্রদেশে ইহার চাষ হয়। শুটী চেপ্টা ; দল ২টা। পর্যায়—চন্দ্রিকা, চর্মহন্ত্রী, পশুমেহন কারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাস্তুপুষ্পা, সুবাসরা। ভাবপ্রং। সমস্ত ভারতে ও তিব্বতে ইহার চাষ হয়।

হিংগু, হিংগু—হিং, হিংগ্রা। প্রকারভেদ—বাহ্লীক (Balkh) দেশজাত বাহ্লীক হিঙ্গু—ferula alliacea. ২ হিঙ্গড়া—পারস্য, অফগানিস্তান ও পঞ্জাব দেশজাত—রামঠ হিঙ্গু, ferula foetia. হিঙ্গু গাছের আঠাকে হিং বলে। ৩ নাড়ী হিঙ্গু—[সং বংশপত্রী] তৃণবিং ধান্যকাদিবর্গের শাকবিশেষ। গাছের মূল হইতে প্রাপ্ত নির্যাসকে হিং বলে (asafetida)। গন্ধবিরজা এক প্রকার হিঙ্গু (galbanum)।

হিঙ্গুল—[সং সুরঙ্গ, হংসপাদ]।

হিজল, হিজ্জল—[সং হিজ্জল, নিচুল, নদীজ, নদীক্রান্ত, দীর্ঘপত্রক, অম্বুজ, অদল ; হিং সমুন্দর ফল ; ওং কঞ্জোলী ; তাং কদপুম ; কাদাপ্পাই ; মং পর্যালু; তেং কনপকনগী, কাদাপ্পা] হিজল, barringtonia acutangula, নিচল গাছ, জম্বুকাদিবর্গের মধ্যমাকৃতি গাছবিং। ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। পাতা গোলাকার। গাছের ছাল পুরু ; ধূসর বর্ণ, কাঠ সাদা, নরম। ফুল প্রায় দেড় হাত লম্বা, লাল। কাঁচাফল বাদামের ন্যায় দেখিতে। ভিতরে সাদা শাঁস আছে। গ্রীষ্মকালে ফোটে। বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া যায়। জলাশয়ের ধারে জন্মায়। বীজ ও পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই গাছকে ভারতীয় 'ওক', গাছ বলা হয়। হিমালয় হইতে যমুনা পর্যন্ত তীরবর্তী প্রদেশ—অযোধ্যা

বঙ্গ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে জন্মে।

হিজলীবাদাম—বাদাম দ্র°।

হিঞ্চা—[সং হিলমোচিকা, উৎপাদিকা ; হিং হুরহুঞ্চল ; কো° হেলেঞ্চা ; উদ°ু-হিরমিচা ; ও° হিডিমিচি] হিঞ্চে-শাক, হেলেঞ্চা, eubydra fluctans; e. hincha. সোমরাজ্যাদিবর্গের জলজ শাকবি°। তিক্ত। বাংলাদেশে প্রচুর জন্মে। পাতা সরু লম্বা। ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়।

হিমসাগর—[সং বটপত্রী ; হেমসাগর ; হিং পাথরচুর ; তা° মালাকুলি ; তে° পিণ্ডিচেট্টু] হিমসাগর, হেমসাগর। kalanchoe laciniata দীর্ঘায়ু শাকবি°। পাথরকুচি গাছের মত। মাংসল উদ্ভিদ। পাতার কাণ্ডের দুধারে পক্ষাকারে পাতা পুরু, করাতের মত দাঁতাবিশিষ্ট। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। হলদে রংয়ের। দাক্ষিণাত্যে, বঙ্গদেশে, পাটনায় জন্মে।

হিলমোচি—শাক, পুতিকা শাক, hingtsa repens.

হুড়হুড়া—[সং আদিত্যভক্তা, বরিষ্ঠা, হরহুরা, অর্ককান্তা ; হিং বন হুলহুলে ; বো° হুলহুল ; গুজ° অনসারিস] সুর্যাবর্তা, বর্ষজীবী আরণ্যশাকবি°, cleome viscosa. পাতা চটচটে রোমশ, ৫।৩ আঙ্গুল। কাণ্ড নরম, ফুল হলদে রংয়ের, পুংকেশর অনেক। শুঁটী লম্বা। শীতকালে পড়ো জায়গায় জন্মে। আর এক জাতির ফুল লাল। ২ শাদা হুড়হুড়ে, gynandropsis pentaphylla. ফুল শাদা, কেশর ৬টা, শীতকালে পতিত জায়গায় জন্মে।

হুড়হুড়িয়া—achyranthes aspera.

হেতাল—[সং হিন্তাল] হিতাল, হেতাল, phoenix paludosa. তালাদিবর্গের খর্জুরগণের গাছবি°। সুন্দরবনে, সমুদ্রের নিকটবর্তী অরণ্যে, মহানদী মোহানার নিকটস্থ অরণ্যে জন্মে। ২।৩ ইঞ্চি মোটা ও ১০।১২ হাত লম্বা হয়।

হেমতরু—দাতুরা [thorn apple]।

হেমদুগ্ধক—যজ্ঞডুমুর, ficus glomerata.

হেমপুষ্প—১ অশোকবৃক্ষ, ২ চীনা গোলাপ, ৩ চাঁপাফুল।

হেমপুষ্পী—মাদার গাছ।

হেমাঙ্গ—চম্পকবৃক্ষ, michelia champaka.

হেলাফুল—কুমুদ।

হোপা—[সং দীর্ঘপটোলিকা] চিচিঙ্গা, trichosanthes anguina. বর্ষজীবী লতানে গাছ। পর্যায়—দীর্ঘপুষ্পী, খটাঙ্গী, খট্টা, কুপা, বংশ্যা, কাকোলী, কোলপালিকা, খট্টাপাদী। রাজনি°।

হেলাঞ্চ—শার্কব, পুতিকা।

হৈম—হলদে যুঁই।

হৈমবত—হরীতকী।

হোগলা—[সং এরকা, গুন্দ্র; হিং গোন্দপাটর; মং পানিসবত; গুজং পাল্যা ঘাডাডী; তাং চাম্বু; ইং elephant grass typha] শার্কব°, typha elephantina rox. জলাশয়ের ধারে জন্মায়। পাতা সোজা—সোলার মত ফাঁপা ফম্পা। প্রায় ৬।৭ হাত লম্বা। ইহার দুইজাতি—১ typha elephantina. পাতা তেকোণা। ২ typha angustata. পাতা প্রায় অর্ধগোল। উভয়বঙ্গে ও রূপানারায়ণ নদীর তীরবর্তী স্থানে জন্মে। সচরাচর পুকুরের ধারে ও জলাভূমিতে হয়।

হোবের—[সং হ্রীবের, বালা] বালক দেখ।

হ্লাদিনী—গন্ধবিরজা, কুন্দ।

পরিশিষ্ট

উদ্ভিদ্-গোত্রসমূহ

acanthaceae—বাসকগোত্র
anonaceae—আতাগোত্র
apocyanaceae—করবীগোত্র
aroideae—কচুগোত্র
asclepiadaceae—অর্কগোত্র
caesalpineae—কাঞ্চনগোত্র বা উপগোত্র
cannaceae—সর্বজয়া-উপগোত্র
caryophyllaceae—লবঙ্গগোত্র
compositeae—গেঁদাগোত্র; ভৃঙ্গরাজাদিবর্গ
convolvulaceae—কলম্বীগোত্র
crucifereae—সর্ষপগোত্র
cucurbitaceae—কুষ্মাণ্ডগোত্র
cyanophyceae—নীলহরিৎ শৈবালগোত্র
cyperaceae—মুস্তকগোত্র
euphorbiaceae—এরণ্ডগোত্র, স্নুহিআদিবর্গ
gramineae—ধান্যগোত্র
labiateae—তুলসীগোত্র
leguminoseae—শিম্বিগোত্র
liliaceae—লিলিগোত্র
magnoliaceae—চম্পকগোত্র
mimoseae—বাবলা উপগোত্র
musaceae—কদলী উপগোত্র
nymphaeaceae—পদ্মগোত্র
orchidaceae—রাস্নাগোত্র
palmaceae—তালগোত্র
paparveraceae—শিয়ালকাঁটাগোত্র
papilionaceae—শিম্বী উপগোত্র
pinaceae—সরলগোত্র
ranunculaceae—পুষ্পতরুগোত্র
rhamnaceae—বদরীগোত্র
rosaceae—গোলাপগোত্র
rutaceae—নিম্বুগোত্র
sapindaceae—লিচুগোত্র
solanaceae—বার্তাকুগোত্র
tiliaceae—পাটগোত্র
umbellifereae—ধান্যাদিগোত্র ॥ সা-প-প ॥, ছত্রপুষ্পী গোত্র ॥ সা-প-প ।
urticaceae—বটগোত্র
verbenaceae—সেগুনগোত্র

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—উদ্ভিদবিদ্যা হতে সংকলিত]

বৈজ্ঞানিক নামের পরিভাষা

abrus precatorius—কুঁচ
acacia arabica—বাব্‌লা
acacia catechu—খয়ের
acacia concinna—বনরিঠা
acacia fernesiana—বিটখদির
acacia leucophlea—সাদা বাব্‌লা
acacia minosa—গুয়ে বাব্‌লা
acacia sirissa—শিরীষ গাছ
acacia suma—শমী গাছ
acalypha indica—মুক্তাঝুরি
achyranthes aspera—আপাং
aegle marmelos—বেল
aeschynomene aspera—শোলা
aeschynome sesban—জয়ন্তী গাছ
agaricus campestes—বেঙের ছাতা
agati grandiflora—বকবৃক্ষ
agave americana—বিলিতি আনারস
agave perfoliata - ঘৃতকুমারী
alaristes tribola—আখরোট
allium cepa—পিঁয়াজ
allium sativum—রসুন
aloe indica—ঘৃতকুমারী
alstonia scholaris—ছাতিম গাছ
amarantus gangeticus—লাল নটে
amarantus polygamus—চাঁপানটে
amarantus tristis—নটে শাক
amorphophallus campanulatus—ওল
amphidonax karka—নল খাগড়া
anacardium occidentale—কাজু বাদাম
anacardium orientalis—চিরেতা
anacyclus pyrethrum—গাঁদা-জাতীয়
andrographis paniculata—কালমেঘ
andropogon serratus—দেওতাড়
andropogon squorresus—বেণা
anona reticulata—নোনা
anona squamosa—আতা
anus sativa—আনারস
araches hypogaea—বাদাম
argemone mexican—শিয়ালকাঁটা
artemisia vulgaris—নাগদোনা
artocarpus integrifolia—কাঁঠাল
artocarpus lacucha—মাদার, লিচু
asclepias acida—সোমলতা
asclepias pseudosarsa—অনন্তমূল
avena sativa—জই

averrhoa bilimbi—কামরাঙা
azadirachta indica—নিমগাছ
balsamodendron mukul—গুগ্গুল
barringtonia acutangula—নিচল গাছ
basella alba—পুঁইশাক
basella cordifolia—লালপুঁই
bassia longifolia—মহুয়া
bauhinia purpurea—দেবকাঞ্চন
bauhinia racemosa—বনরাজ
benincasa cerifera—কুমড়া
benincasa cerifera savi—ছাঁচি-কুমড়া
bignonia indica—শ্যোনাক গাছ, মোরগলতা
bignonia scabrella—মাকাল
bignonia suaveolens—পারুলগাছ
boerhaavia diffusa—পুনর্নবা
bombax malabericum —লালশিমুল
brassica oleracea (cauliflora) —ফুলকপি
bryophyllum calycinum —পাথরকুচি
bryonia scabrella—মাকাল
buchanania latifolia—পিয়াল
butea frondosa—পলাশগাছ
caesalpinia bonducella—রক্তকরঞ্জ
caesalpinia pulcherrima —কৃষ্ণচূড়া
cajanus indicus—অড়হড় গাছ
calamus vininalis—বেতগাছ
calcus aromaticus—পাথরকুচি
calotropis gigantea—আকন্দ
camellia theifera—চা
canavalia gladiata—মাখমশিম
canavalia virosa—কালশিম
cannabis sativa—গাঁজা; ভাঙ
capparis sepiaria—গুড়কামাই
capsicum frutescens —ধানিলঙ্কা
carica papaya—পেঁপে
cardiospermum halicacabum—জ্যোতিষ্মতী লতা, নুহঁক্ত
carpopagon pruriens —আলকুশী গাছ
cassia alata—দাদমর্দনবৃক্ষ
cassia angustifolia—সোনামুখী গাছ
cassia fistula—সোঁদাল গাছ
cassia tora—চাকুন্দা
cedrus deodara—দেবদারুবৃক্ষ
chebula retz—হরিতকী

chenopodium album lin
—বেতোশাক
cinnamomum tamala—তেজপাতা
cissus quadrangularis
—হাড়পোড়া গাছ
citrullus cucurbita—তরমুজ
citrus acid—গোঁড়ালেবু
citrus bergamia—পাতিলেবু
citrus decumana—বাতাবিলেবু
citrus limetta—জামিরলেবু
citrus medica—লেবু
clerodendron siphonanthus—
বামনহাটিগাছ
clitoria ternatea—অপরাজিতা
coccinia grandis—তেলাকুচা
cocos nucifera—নারিকেল
coffea arabica—কাফি
convolvulus argenfeus
—ছাগল-বেঁটে
convolvulus reptans—কলমীশাক
crocus satives—জাফরান
croton polyandrum—দন্তীগাছ
cucumis melo—খরমুজ
cucumis momerdica—ফুটি
cucumis utilissimus—কাঁকুড়
cuminum cyminum—জিরে
curcuma amada—আমাদা
curculigo orchioides—তালমূলী
curcuma aromatica—বনহলুদ
curcuma reticulata—আমহলুদ
cynodon dactylon—দূর্বা
dalbergia latifolia—শ্বেতশাল,
সিতশাল
dalbergia oujeinensis
—তিনিশ গাছ
dalbergia sisso—শিশুগাছ
datura alba—ধুতুরা
datura jactusa—কাল ধুতুরা
daucus carota—গাজর
dawny jasmine—কুঁদ
dioscorea alata—আলু
dioscorea globosa—চুবড়ি আলু
diospyros melanoxylon—কেন্দু
diospyros tomentosa—তমাল
dolichos biflorus—কুলথ
dolichos sinensis—বরবটি
echites antidysenterica—কুড়চি
echites caryophyllata—মালতী
echites fruteocens scholaris—
শ্যামলতা
eloecarpus serratus—জলপাই
emblica myrobalan—আমলকী
emblica officinales—আমলকী
eragrostis cynosuroides—কুশ

erythrina fulgens—মাদার, পারিজাত
erythrina indica—পালতে মাদার
eugenia alba—জামরুল
eugenia caryophyblifolia—ছোট জাম
eugenia jambolana—কালজাম
eugenia jambosa—গোলাব জাম
euphorbia linguberia—মনসাগাছ
euphorbia tirucalli—লঙ্কাসিজ
feronia elephantum—কৎবেল
ficus carica—ডুমুর
ficus elastica—রবারগাছ
ficus indica—ডুমুর
ficus glomerate—যজ্ঞডুমুর
ficus infectoria—পাকুর
ficus religiosa—অশ্বত্থ
flacourtia cataphracta—ভুঁই আমলা
flacourtia indica—বৈঁচ
gaetnera racemosa—মাধবী
gardenia florida—গন্ধরাজ
gelidium—ঘাস
gendarussa vulgaris—নীল নির্গন্ধ পুষ্প
gentiana chirata—চিরতা
gmelia arbora—গাম্ভারী গাছ
gossypium herbaceum—কার্পাস তুলা
harbia promites—কাঁটা গোলাপ
heliotropium indicum—হাতি-শুঁড়া
hemidesmus indicus—অনন্তমূল লতা
herpestis monneiria—ব্রাহ্মীশাক
hibiscus mutabilis—স্থলপদ্ম
hibiscus rosa sinensis—জবা
hydrocotyle asiatica—থানকুনি
hyperanthera morunga —সজিনা গাছ
indigofera tinctoria—নীল
impatiens balsaminia—দোপাটি
jasminum ablorescens—নব মল্লিকা
jasminum auriculatum—জুঁই, যুঁই
jasminum grandiflorum —জাই, চামেলী
jasminum helerophylum—নব-মল্লিকা
jasminum sambac—বেলফুল, মল্লিকা
jatropha gossypifolia—ভেরাণ্ডা
jonesia asoka—অশোক ফুল

justicia genderussa—বাসক
justicia polysperma—ছোট মেচেতা
justicia suffruticosa—বন লবঙ্গ
kaempferma rotunda —ভুঁইচাঁপা
kigelia pinnata—শশা জাতীয়
lagenaria vulgaris—লাউ
lasisa heterophylla—কাঁটা কচু
lathyrus appaco—মটর
lathyrus sativus—খেসারী
lens esculenta—মসুর
linum usitatissimum—তিসি, অতসী
luffa aegyptica—ধুঁদুল
lycopersicum coculentum—বিলাতি বেগুন
mallotus philippinensis —পুন্নাগ
mangifera indica—আম
melia azadirachta indica—নিমগাছ, ঘোড়ানিম
melilotus indica—বনমেথি
menispernum cordifolium—বিশল্যা
mentha viridis—পুদিনা
mesua ferrea—নাগকেশর
michelia champaca—চাঁপাগাছ
mimosa arabica—কাঁটা বাবলা
mimosa suma—শমীগাছ
mimusops elengi—বকুল
mirabilis jalapa—কৃষ্ণকলি
momordica charantia —করলা, উচ্ছে
morus indica—তুঁতগাছ
mucuna pruriens—আলকুশী
musa sapientum—কলা
nelumbium specicosum—পঙ্কজ
nerium odorum—করবী
nicotiana tabacum—তামাক
nigella indica—কালোজিরে
nipa fruticans—গোলপাতা
nux vomica—কুচিলা
nyctanthes arbor-tristis—শিউলী, শেফালী
nymphaea caerulea—নীলকমল
nymphaea lotus—কুমুদ
nymphaea stellata—ছোট শালুক
ocimum adscendens—বনতুলসী
ocimum bacilicum —বাবুইতুলসী
ocimum canum—বিশ্বতুলসী
ocimum glabratum—গুলাল-তুলসী

ocimum gratissimum—রামতুলসী
ocimum sanctum—কৃষ্ণতুলসী
ocimum vilsosum—সাদাতুলসী
opuntia dillenii—নাগফণা
oryza sativa—ধান
oxalis corniculata—আমরুল শাক
oxyotelma esculentum—দুধলতা
paederia foetida—গাঁধাল
pandamus odoratissimus—কেতক, কেতকী
papaver somniferum—পোস্ত
passiflora foetida—ঝুমকোলতা
peucedanum graveolens—শুলফা
phaseolus melanuspermus—কালমুগ
phaseolus radiatus—মুগ
phoemix sylvestris—খর্জুর, খেজুর
phyllanthus emblica—আমলকী
physalis peruviana—টেপারি
pinus devadaru—দারু; দেবদারু
piper betel—পান
piper cubeba—কাবাবচিনি
piper longum—পিপুল
piper nigrum—গোলমরিচ, মরিচ
pistacia vera—পেস্তা
pistia stratiotes—পানা
pisum sativum—ছোট মটর
plantago ovata—ইসপগুল
plumbage rosea—রাংচিতা
polianthes tuberosa—রজনীগন্ধা
psidium guyava—পেয়ারা
pterospernum acerifolum—কনকচাঁপা
pterospernum suberifolium—মুচকুন্দ চাঁপা
ptychotis ajowan—যোয়ান
puinca granatum—ডালিম
pyrethum indicum—চন্দ্রমল্লিকা
pyrus communis—নাসপাতি
pryrus malus—আপেল
quamoclit pinnata—কুঞ্জলতা
raphanus sativus—মুলা, শতমুলা
ricinus communis—রেড়ি
rosa damascena—গোলাপ
rumex vesicarius—চুকাপালং
saccharum officinarum—আখ
saccharum sara—খাগড়াগাছ
santalum album—চন্দন
sapindus trifoliatus—রিঠা
schleichera trijuga—কুসুমফুল
seasamum indicum—তিল

seasamum majus—কালতিল
sesbania grandiflora—বকফুল
seseli indicum—বনজোয়ান
shorea robusta—গন্ধবৃক্ষ, ধুনা
sida alba—নাগবলা
sida rhombifolia—বেড়েলা
solanum jacquini—কন্টিকারী
solanum diffusum—কণ্টকারী
solanum longam—কুলিবেগুন
so anum melongena—বেগুন
sorghum vulgare—জুয়ার
spinacia oleracea—পালংশাক
spondias dulcis—বিলিতি আমড়া
spondias mangifera—আমড়া
swertia chirata—চিরতা
taberno. montana coronaria —তগর
tagets patula—গাঁদা
tamarindus indicus—তেতুঁল
tamarax gallica—বনঝাউ
tamarax indica—ঝাউ
targia involucrata—বিছুটি
terminalia arjun—অর্জুন গাছ
terminalia bellerica—বয়ড়া
terminalia catapha —জংলী বাদাম
tinospora cordifolia—গুলঞ্চ
trichosanthes cucumerina— কুঁদরি
trichosanthus dioeca—পটোল
trigonella foenum-graecum— মেথি
trifolium indicum—ছোট মেথি
triticum valgare—গম
uticularia fasciculata—ঝাঁজি
valeriana jatamansi—জটামাংসী
vinca rosea—সদাবাহার
vitex negundo—নিসিন্দা
vitis vinifera—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর
wedelia calendulacea—ভৃঙ্গরাজ
wrightia antidysenterica — ইন্দ্রযব
zea mays—জনার, মকা
zingiber casumunar—বনআদা
zingiber officinale—আদা
zizyphus jujuba—কুল

গ্রন্থপঞ্জী

Balfour, Ed. : Cyclopaedia of India, 5 vols. (2nd. 1871-73)

Brandis, D : Indian Trees (1906)

Chopra, R. N : Indigenous Drugs of India (1933)

Cooke, T : The Flora of the Presidency of Bombay (1903-08)

De, Kanailal, Rai Bahadur : Indigenous Drugs of India (1896)

Dutta, Udaychand : Materia Medica of the Hindus (1877)

Dymock, W : Pharmacographia Indica, 4 vols. (Lond. Bom. & Cal. 1889-93), The Vegetable Materia Medica of Western India (1885)

Ghose, S. C. : Drugs of Hindustan.

Hooker, J. D. : The Flora of British India, 7 vols. (Lond. 1875-79)

Khori, R. N : Materia Medica of India, 2 vols.

Kirtikar, K. R. & Basu, B. D. ; Indian Medicinal Plants (1911)

Partridge, E. A. : Forest Flora of the Hyderabad State (1911)

Piddington, H : An English Index to the Plants of India (Cal. 1832)

Prain, Major D : Bengal Plants (Cal. 1903)

Roxburgh, Dr. William : Flora Indica (Cal. 1871)

Sen, Nagendra Nath, Kaviraj : The Aurvedic System of Medicine (Cal. 1901)

Waring, E. J. : Pharmacopaeia of India (Lond. 1868)

Watt, G : Dictionary of Econ. Products of India (1819-96)

Wight, R : Illustrations of Indian Botany, 2 vols. (1850)

অনেকার্থসংগ্রহ—হেমচন্দ্র সূরি (১১-১২ খ্রীঃ শতাব্দী)

অভিধান-চূড়ামণি— (বৈদ্যককোষ)—নরহরি শর্মা

অভিধানরত্নমালা—হলায়ুধ (১০-১১ খ্রী. শতাব্দী)
অমরকোষ—অমরসিংহ (৫-৬ খ্রী. শতাব্দী) এইচ. টি. কোলব্রুক সম্পাদিত (১৮৮৩)
অষ্টাঙ্গহৃদয়—১ম বাগ্‌ভট (২-৩ শতাব্দী); বিজয়কৃষ্ণ সেন সম্পাদিত
আয়ুর্বেদপ্রকাশ—মধুসূদন গুপ্ত সম্পাদিত
কল্পদ্রুকোষ—
কালিদাসের গ্রন্থাবলী—
চক্রদত্ত বা সর্বসারসংগ্রহ—চক্রপাণিদত্ত (১১ খ্রী. শতাব্দী) কৃত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অনূদিত (১২৯৫)
চরক-সংহিতা—চরকমুনি-কৃত (১ম শতাব্দী) ভুবনমোহন বসাক প্রকাশিত
দ্রব্যগুণশিক্ষা—নগেন্দ্রনাথ সেন সংকলিত
নিদান (রুগ্বিনিশ্চয় সংগ্রহ)—মাধবকর (৭-৮ শতাব্দী)
পর্যায়নানার্থকোষ—জটাধরাচার্য
বঙ্গসেন—
বনৌষধিদর্পণ—কবিরাজ বিরাজকুমার গুপ্ত কাব্যতীর্থ
বাঙলাদেশের গাছপালা, ৩ খ.—কবিরাজ ইন্দ্রভূষণ সেন
বৈদ্যকশব্দসিন্ধু—
ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র (১৫-১৬ শতাব্দী), অনুবাদক—কালীশচন্দ্র সেন (৪৭৪৮)
ভারতীয় বনৌষধি—ড: কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ
মেদিনীকোষ—মেদিনীকর, সোমনাথ শর্মা সম্পাদিত (১৯২৫)
রত্নসমুচ্চয়—দ্বিতীয় বাগ্‌ভট কৃত (১৩-১৪ খ্রী. শতাব্দী)
রাজনিঘণ্টু—মদনপাল
শব্দকল্পদ্রুম—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর (১৮৫২)
শব্দচন্দ্রিকা—
শব্দরত্নাবলী—মথুরেশ পণ্ডিত
সমর্থকোষ, ২ খ.—জীবনকৃষ্ণ সেন
সুশ্রুত-সংহিতা—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত

কতকগুলি প্রচলিত উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থান

[প্রাচীনকালে বাণিজ্যসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে বিদেশীদের আগমন হত। তাঁদের খেয়ালবশে কিছু কিছু বিদেশী গাছ ভারতে রোপিত হয়। বিদেশ থেকে আনীত বলে প্রচলিত কতকগুলি গাছের নাম এখানে উল্লেখিত হল, তার মধ্যেও কিছু কিছু মতানৈক্য আছে।—সহ-সংকলক]

আফগানিস্তান; পারস্য—পালংশাক; পিয়াজ, রসুন, হিং, শা-জিরে
আফ্রিকা—অড়হড়, গাঁদাফুল (মতান্তরে ফরাসী দেশ), গিনিঘাস, গুগ্গুল (মতান্তরে—আরব, ভারত); তরমুজ (মতান্তরে ভারত), তিল (মতা-যবদ্বীপ, সিংহল); তেঁতুল; পালং (মতা-অফগানিস্তান)।
আমেরিকা—আনারস, পেঁপে (নিউগিনি), বাদাম, কাজুবাদাম, আতা, গোলআলু, ভুট্টা, তামাক, টেপারি (পেরু); পেয়ারা, মেহগিনি; টোম্যাটো, কচুরিপানা, ঝুমকোলতা, বকুল (মতা. ভারত); লঙ্কা, কুইনাইন, কৃষ্ণকলি
আরব ও তুরস্ক—খেজুর
ইউরোপ—বাঁধাকপি, গাজর (মতা. এশিয়া)
ইটালি—মসুর
গ্রীস—আফিং
চীন—গন্ধরাজ, কমলালেবু, কাফি, চা; আঁসফল, লিচু
জাপান—ছাঁচিকুমড়া
পলিনেশিয়া—বিলিতী আমড়া
পারস্যদেশ—ইসপগুল, জাফরান
বেলুচিস্তান—ডালিম; মেদী
মলক্কাদ্বীপ—পাথরকুচিগাছ, ক্রোটন, লাল খয়ের, জায়ফল
মাদাগাস্কার দ্বীপ—কৃষ্ণচূড়া
মালয় দ্বীপপুঞ্জ—পান, সুপারি; ঝিঙা, আখরোট, জামরুল
মেক্সিকো—সূর্যমুখী ফুল (?)
যবদ্বীপ, সিংহল - তিল, বাতাবীলেবু; আম (মতা. ভারত); ছাঁচিকুমড়া
সাইবেরিয়া—গাঁজা

S. C. E. R. T., West Bengal
Library
25/3
Calcutta

গ্রন্থকার-পরিচিতি

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৯-১৯৪০)—শিক্ষা—প্রবেশিকা (কেশব একাডেমি), এফ এ (মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন) ও কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠী (কাশী), বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ। অল্প বয়স হতে ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী। স্বগৃহে মৌলভীর কাছে উর্দু, ফার্সী ও আরবী, এডওয়ার্ড সাহেবের কাছে গ্রীক ভাষা শিক্ষা, পরে নিজ চেষ্টায় অসমীয়া, ইতালী, ওড়িয়া, জাপানী, জর্মান, তেলেগু, তামিল, পর্তুগীজ, পালি, প্রাকৃত, ফরাসী, লাতিন, রুষ, হিন্দী প্রভৃতি মোট ২৬টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ। ১৮৯৭ খ্রী. 'ট্রানস্লেটিং ব্যুরো' (বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ সংস্থা) স্থাপন। ১৯০১ খ্রী. এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন নামে প্রথম ভাষা বিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন ও উভয়ের অধ্যক্ষ (১৯০১-১৯১৪)। লাতিন ভাষার অধ্যাপক, মিশনারিদের ডোভটন কলেজ (১৯০৩-১৯০৪), দি ন্যাশনাল কাউনসিল অফ এডুকেশনে ফ্রেঞ্চ, জর্মান ভাষার ও দর্শন শাস্ত্রের, হিন্দু ও শিখ যুগের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯০৬-১৯০৭), পালি, বাংলা, হিন্দী অধ্যাপক, মেট্রোপলিট্যান ইনস্টিটিউশন (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) (১৯০৫-১৯৪০)। ত্রিপুরার রাজসরকারে ৭ বছর 'রাজ-ঐতিহাসিক' পদে অধিষ্ঠিত।

কোষগ্রন্থ ও সাময়িক পত্র সম্পাদনা : শিক্ষা-কোষ (১৯০৭-১৯০৮), বঙ্গীয় মহাকোষ (১৩৪১-৪৫), বাণী (মা, ১৩১২-১৩১৮), ভারতবর্ষ (মা. ১৩২০-২১), সঙ্কল্প (মা. ১৩২১), Indian Academy of Art (ত্রৈমা. ১৯২০-২১), মর্মবাণী (সাপ্তা ১৩২২), শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক (অন্যতম, মা, ১৩২৫-১৩৩৪), কায়স্থ-সমাজ (অন্যতম, মা ১৩৩২), পঞ্চপুষ্প (মা, ১৩৩৬- ১৩৪০), শ্রীভারতী (মা, ১৩৪৫-৪৬)। কয়েকটি গ্রন্থ : প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ভারতসংস্কৃতির উৎস-ধারা, সরস্বতী, বাংলার প্রথম ইত্যাদি।